শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়॥

পুরাণদর্শনসূত্রে উপক্রমণিকা।

অথবা

আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

AN ELEMENTARY TREATISE CONCERNING THE PHILOSOPHY RELIGION AND HISTORY AS CONTAINED IN THE PURANAS.

Printed by L. Tripathi,
AT THE KASHI PRESS,
Benares City.

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

মাহাত্ম্য।

পুরাণদর্শনসূত্রে উপক্রমণিকা।

আদি তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ নারায়ণপরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ।

ঐকান্তিক পরম ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক

প্রস্তাব।

পুরাণোক্ত প্রগাঢ় রূপকাবৃত সারবাক্য ইতিহাস ইত্যাদির গূঢ় প্রকৃত মর্ম্ম
ও যথার্থ কাল নিরূপণার্থ অনুশীলন।

উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের নিরাকারত্ব—সাকারত্ব ও পুরুষ—প্রকৃতি তত্ত্ব; ওঁকার পূর্ণব্রহ্ম বা অবতার আদির সমালোচনা। নির্ব্বাণ ও জন্ম জন্মান্তর এবং আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ বিচার। সকাম-বা প্রবৃত্ত ও নিষ্কাম-বা নিবৃত্ত-ধর্ম্ম, এবং কর্ম্ম-ও জ্ঞানমার্গের প্রভেদ নির্ণয়। যুগাদির দৈব বা জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক-কাল নিরূপণ। তীর্থাদি ও পাপ পুণ্যের আলোচনা; ইত্যাদি।

প্রার্থনা।—প্রস্তাবকারী বিদ্যাহীন, হ্রস্ব-সামর্থ্য বৃদ্ধ। এ বয়সে দেহের যেমন মাংস শোণিত ও রক্ত নিস্তেজ হইতেছে সেই সঙ্গে মন বুদ্ধি মেধাদির সামান্য স্বাভাবিক শক্তিও হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় এত গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কেবল জ্ঞানী মহোদয়গণের সাহায্যের প্রত্যাশায়। অতএব সংস্কৃতজ্ঞ দেশীয়-ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞ মহাজনগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা প্রস্তাবকারীর অজ্ঞতা, অশুদ্ধ-উচ্চ বা উগ্র শব্দ ও ভাষাদোষ আদি অনুকম্পা পুরঃসর মার্জ্জনা করতঃ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক যাথার্থ্য, নির্ণয় পক্ষে সহায়তা করিয়া সাধারণের হিতসাধনে সহযোগী হইবেন।

শ্রুতিক্ত শাস্ত্রীয় চলিত কথা।

চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ "পুরুষার্থ চতুষ্টয়":—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

ধর্ম্ম।

"কোধর্ম্মো ভূতদয়া" "ধর্ম্ম কি"? উত্তর—"প্রাণী সকলে দয়া"।

"ধর্ম্মমূলাদয়াস্মৃতা" "দয়াই ধর্ম্মের মূল"।

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে কয়।"

"এক কর্ম্ম আছে এই সর্ব্ব সারাৎসার। কেবল জানিবে মাত্র পর উপকার॥"

"পুণ্যং পরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং।"

অর্থ।

"(যাহা প্রার্থনা করা যায়) ধন ঐশ্বর্য্য"।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

কাম।

"কামনা অভিলাষ।" ষড়রিপু:—"কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য।"

হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন, অর্থ ব্যবহার ও অর্থরক্ষণ এবং কাম বা অভিলাষের চরিতার্থতা সাধন, জীবের অহিতকর অর্থাৎ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নয়; কেবল তদবস্থায় 'অর্থ' ও 'কাম' চতুর্ব্বর্গ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

মোক্ষ।

মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত।—

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবাচ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্ম্মণাম্।
কিঞ্চিচ্ছ্রেয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

যন্নামেষান্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাংপ্রোক্তা .চেহ্ চ।
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥

বৈদিকে কর্ম্ম যোগেতু সর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ ॥"

অর্থাৎ,—"বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরু-সেবা—এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন। (ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন) এই সকল শুভকর্ম্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা মোক্ষসাধন? (ভৃগু উত্তর করিলেন) এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যারমধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। উপরি-উক্ত ছয়টী মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে বৈদিক কর্ম্ম—আত্মজ্ঞানই কি ইহকাল, কি পরকাল সর্ব্বদা শ্রেয়স্করতর জানিবে। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারাও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ।"

মোক্ষোপায় ছয়টী।

(১) বেদাভ্যাস।—

"ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদিদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥"

অর্থাৎ—"বেদকে বেদ বলা যাইতে পারে না, পরন্তু নিত্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই বেদ বলা যাইতে পারে। যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে রত তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ।"

(২) তপস্যা।—

"(তপস্+য (ক্যপ্), অ-তা, আপ্—স্ত্রীং) সং,স্ত্রীং, তপঃ, পুণ্যোদ্দেশে ক্লেশজনক কর্ম্ম, ক্লেশ সহনাভ্যাস, ধর্ম্মসঞ্চয়। 'স্বাধ্যায় রূপ তপঃ' 'সময়রূপতপঃ' এবং 'মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপ তপঃ'—এই তিন প্রকার তপস্যা। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি পাঠ, সময় অর্থাৎ নিয়মাদি পালন, এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায়না।"

(৩) ইন্দ্রিয়সংযম।—

"(ইন্দ্রিয়—সংযম) সং, পুং, ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা, ইন্দ্রিয়জয়"।

৪) গুরুসেবা ।—

"ন মিত্রং নচ পুত্রোশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ " ॥

অর্থাৎ "যৎকর্তৃক পরম পদ দর্শিত হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পিতা, পুত্র, বন্ধু, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না।"

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ "'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার ও 'রু' শব্দের অর্থ তাহার নিবারক। অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরুনামে অভিহিত।"

(৫) অহিংসা ।—

"(অ—হিংসা ক্ষতি) সং, স্ত্রীং, হিংসাভাব, বাক্য, মন এবং কায় দ্বারা পরপীড়াবর্জ্জন, প্রাণীপীড়া নিবৃত্তি, অশাস্ত্রীয় প্রাণিপীড়নাভাব। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" (স্মৃতি) কারও অনিষ্ট না করা, পরের মন্দ চেষ্টায় না থাকা।"

(৬) "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" ।—

'আত্মা',—"আত্মন্, আ—অৎ সতত গমন করা + মন্—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, আপনি, স্বয়ং। স্বরূপ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা। "আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ।" "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ।" "কথম্ আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃ জ্যোতিঃ—পুরুষঃ।" জীব, জীবাত্মা।"

'পরমাত্মা',—"(পরমাত্মন্, পরম—আত্মন্ ঈশ্বর, যং—স) সং, পুং, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। বেদান্তমতে (আত্মা দ্বিবিধা; জীবাত্মা পরমাত্মা চ) আত্মা দ্বিবিধ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা"।

আত্মজ্ঞ' অর্থে,—" (আত্মন্—জ্ঞা জানা + অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, পরমাত্মজ্ঞানী; যথা—"আমি সেই সনাতন আত্মজ্ঞ কেশবের শরণাপন্ন হই।" যে আপনাকে জানে, যে আপনার দোষ, গুণ, ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে, আত্মবেদী। পণ্ডিত, বুধ।"

আত্মজ্ঞান' অর্থে,—" (আত্মন্—জ্ঞান) সং, ক্লীং, যথার্থরূপে আত্মার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই মোক্ষসাধন, পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-স্বরূপ পরিজ্ঞান।"

"সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥"

অর্থাৎ,—"সর্ব্বকালে সর্ব্বতীর্থে পবিত্র হইয়া ভ্রমণ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয় তাহাও ব্রহ্মজ্ঞান জনিত ফলের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্য নহে।"

"তত্ত্ব বা তত্ত্ব (তদ্ + ত্ব—ভাবে) সৎ, জীব, ঈশ্বর"।
"তত্ত্বজ্ঞানী,—যাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানী"।

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিতম্ ॥"

অর্থাৎ,—"অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি হয় ও সেই অব্যক্ত হইতেই ধ্বংস হয়, এবং সেই সৃষ্টি-সংহার বিহীন (অনাদি, অনন্ত) ব্রহ্মজ্ঞানও অব্যক্ত"।

"এই সজীব ও নির্জ্জীবাত্মক সমস্ত বিশ্ব এক (অব্যক্ত নিরাকার) পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে;" সেই নিরাকার ঈশ্বর হইতেই ধ্বংস হয়, এবং সেই অনাদি অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের দ্বিতীয় অর্থাৎ সমান নাই; "একমেবাদ্বিতীয়ং";—কিন্তু চেতন প্রাণী সকলই সৃষ্ট, সকলেরই আকার বা দেহ আছে, সকলেরই বিনাশ আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিশেষ কিছু নাই, সকলই সমান। যে ব্যক্তির এই পরম জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী।

"যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানংপদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥"

অর্থাৎ—"যদবধি ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, তদবধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণ ও কুল থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত বর্ণ কুল বিদূরিত হয়।"

মুক্তি—"দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন শূন্যত্ব।"

"জীবন্মুক্ত—যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়াছে।" জীবনের সুখভোগ লালসা যাঁহার নাই এবং শোকে ও দুঃখে যিনি ব্যথিত হন না, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য শরীরস্থ ষড়রিপুকে যিনি জয় করিয়া বিকার ও হিংসা বর্জ্জিত হইয়াছেন এবং অধর্ম্মাচরণে যাঁহার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥"

অর্থাৎ,—"যে লোক পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ও পরের দ্রব্যকে শুষ্ক মৃৎপিণ্ডের তুল্য ও সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত;" ("পণ্ডা + ইত বিদ্বান, প্রাজ্ঞ") অর্থাৎ জ্ঞানী। এই জ্ঞানই হিংসার বিরোধী এবং 'সম্পূর্ণ অহিংসা প্রবৃত্তি প্রদায়ক'। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। 'অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্তির' এবং "জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম (ধর্ম্মাচরণের) বা নিবৃত্ত কর্ম্মের" অবশ্যম্ভাবী ফল 'মোক্ষ'।

"রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্ক। ৩০ অ। ২৬শ্লো)

["বলরাম সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া পরম পুরুষের চিন্তারূপ যোগ অবলম্বনে আত্মায় আত্মা যোজনা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।"]

বৈদিক সন্ধ্যাবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রার্থনা করিতে হয়,—"পরকালে (আমাদের 'আত্মা' অর্থে) আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও।"

"সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞান পূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥"

অর্থাৎ,—"বৈদিক কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার; প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তি-লাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে 'প্রবৃত্ত কর্ম্ম' বলে;' কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম, তাহাকে 'নিবৃত্ত কর্ম্ম' বলে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ (পুনর্জ্জন্ম হয় না) মোক্ষ লাভহয়।" (মনুসংহিতা)

"ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণংসর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সাকারশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—"আমাদের দেহ মধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে যে গুলি সাকার তাহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু নিরাকারের বিনাশ হয় না।"

"নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তির মন নিরাকার; সে-ই নিরাকারের সমান হয়, এই হেতু সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত সাকার পরিত্যাগ করিবে।"

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

অর্থাৎ—"যাহার যাদৃশ ভাবনা তাহার তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হয়।"

"মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপাং বলিক্রিয়াম্।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ॥"

অর্থাৎ,—"জ্ঞানী ব্যক্তি, মন্ত্র, পূজা, তপঃ, ধ্যান, হোম, জপ, বলিকর্ম্ম, সন্ন্যাস ও এই প্রকার সমস্ত লৌকিক কার্য্য পরিত্যাগ করেন।"

"একংভূতংপরংব্রহ্ম জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনোযস্য তস্যমুক্তির্নজায়তে॥"

অর্থাৎ,—"এই সজীব ও নির্জীবাত্মক সমস্ত বিশ্ব এক পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তির মনে নানা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার মোক্ষ হয় না॥"

"একমূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনোযস্যতস্যমুক্তির্নজায়তে॥"

অর্থাৎ,—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাই এক মূর্ত্তি।" "এই বিষয়ে যাঁহার মন নানা ভাবাপন্ন তাঁহার মোক্ষলাভ হয় না।"

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥"

অর্থাৎ,—"মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষসাধনী হয় তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে।"

"মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসাজ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে।"

অর্থাৎ,—" মৃণ্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময়, বা কাষ্ঠাদিময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করতঃ ক্লেশ পায়; কেননা তাহারা তপঃসম্ভূত (মর্ম্মার্থে নিগূঢ় আন্তরিক অনুশীলন সমুদ্ভূত) তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-লাভ করিতে পারে না।"

" বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিণঃ।
সন্তিচেৎ পন্নগামুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ "

অর্থাৎ,—" যাহারা বায়ুমাত্র আহার কিম্বা পর্ণ আহার, অথবা কণ-ভক্ষণ বা জলমাত্র পানরূপ ব্রত ধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী, জলজন্তু—ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে।"

" উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমা ॥ "

অর্থাৎ,—" 'ব্রহ্মসদ্ভাব' মর্ম্মার্থে ব্রহ্মে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তিভাবই উত্তম। ধ্যানভাব (" অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানধারা ") মধ্যম। স্তব ও জপভাব অধম। বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম।" [ধ্যান অর্থে,—" চিন্তা, এক বিষয়ক জ্ঞানধারা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ। "]

" অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনং ॥
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ ॥ "

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্ক। ২৯ অ। ১৭ | ১৮ শ্লো)।

অর্থাৎ,—" আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমা পূজা করতঃ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতের আত্মা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে সে ভস্মে ঘি ঢালে॥ "

মন্তব্য

[শাস্ত্র-নিষিদ্ধ 'প্রতিমাপূজা' হিন্দুস্থানের কুত্রাপি নাই বলিলেই হয়; কেবল বঙ্গদেশে এবং অপর যে যে স্থানে বঙ্গবাসীরা সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; সেই সেই স্থানে, ছাগ মেষ মহিষ আদি বলিদান * (বধ) সহ নানা প্রতিমূর্ত্তির পূজা আছে। বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে মাটির বা

---

* বলি দশবিধ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—" মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ নুলাপঃ শূকরস্তথা, শল্লকী শশকো গোধাকূর্ম্মঃ খড়্গী দশস্মৃতাঃ "।

পাথরের শিবলিঙ্গ-পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেই এবং তীর্থস্থানের যে [illegible] তথায়ই, পাথরের শিবলিঙ্গ ও প্রস্তর-বা ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি (মন্দির সহ) প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বঙ্গের অনেক স্থানে শ্রীচৈতন্ত দেবের এবং তাঁহার স্বর্গীয় সহচরগণেরও মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গ 'বৃষোৎসর্গ' অর্থাৎ "বৎসতরের নিতম্বদেশে (লোহা পুড়াইয়া) ত্রিশূলচক্রাঙ্কিত করিয়া বৃষত্যাগরূপ শ্রাদ্ধ বিশেষ।" আদ্যশ্রাদ্ধের আড়ম্বরও বঙ্গদেশের তুল্য অন্তত্র নাই। বিধবার পুনর্বিবাহ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র ত আছেই, ভারতের অন্যত্রও এক প্রকার (সাধারণ বর্ণ মধ্যে) প্রচলিত আছে-বলিতে হইবে; কেবল বঙ্গপ্রদেশে নাই। বিধবার নিরম্বু একাদশ্যুপবাস বঙ্গেই আছে, আর কুত্রাপি নাই। নববিধবার (স্বামীশব) 'সহমরণ' বঙ্গদেশেই ছিল, এক্ষণে রাজ-আজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের বিরোধী বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় যেরূপ বঙ্গে আছে, তদ্রূপ অন্য প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হয় না।]

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

১ম পরিচ্ছেদ। মানব-আত্মার উচ্চ শক্তি দ্বারা ভাষা ইত্যাদির উৎপত্তি। ১

২য় পরিচ্ছেদ। ভারত পুরাণ আদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তদুক্ত সার বাক্যাদির গূঢ় মর্ম্মার্থ অবধারণের উপায় অনুসন্ধান ২

৩য় পরিচ্ছেদ। ভারত পুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ ৪১

(১) পঞ্চ পাণ্ডবের বংশ পরিচয় ... ... পৃঃ ৪১—৭২

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুলপরিচয় পৃঃ ৮—১২

(৩) চন্দ্রবংশীয় জনকরাজার কুল-পরিচয় ... পৃঃ ১৩—১৪

পুরাণোক্ত রূপকের উদাহরণ ... ... পৃঃ ১৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ। পুরাণ-আদি-উক্ত সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুসন্ধান ... ১৬

৫ম পরিচ্ছেদ। 'পুরুষ' 'প্রকৃতি' রূপের উৎপত্তি অনুসন্ধান ১৮

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত আদি 'পুরুষ-প্রকৃতিরূপ' হইতে রূপ কল্পনা কতদূর বিস্তারিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান ২২

৭ম পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত ইতিহাস আদির যথার্থ কাল নির্ণয়ের উপায় অনুসন্ধান। [অব্দ গণনা আরম্ভের প্রামাণিক বিবরণ কি? কেবল কোন অব্দের সাহায্যে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কাল নিরূপিত হইতে পারে কি না? নচেৎ কি প্রকারে হইতে পারে?] ২৮

৮ম পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত চারি যুগের যথার্থ পরিমাণ অনুসন্ধান। [যুগ কি? যুগ কয় প্রকার এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ কি? এই কলিযুগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি?] ৩৭

[ক] প্রদর্শনী— ... ... পৃঃ ৩৬

[খ] " ... ... পৃঃ ৪২—৪৩

[গ] " ... ... পৃঃ ৪৪—৪৫

[ঘ] " ... ... পৃঃ ৪৬—৪৯

বিষয়। পৃষ্ঠা।

৯ম পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত কলিযুগারম্ভ এবং কলির প্রথমাংশের ঐতিহাসিক-যুগ বা অন্ত যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ অনুসন্ধান। [এই কলিযুগের ও অন্তর্যুগের বিবরণ কি? কোন্ কলির পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল?] ৫৪

[ঙ] প্রদর্শনী ... ... পৃঃ ৬২—৬৩

১০ম পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক (দ্বা-অপর) দ্বাপর ও দ্বা-পর বা ত্রেতা অর্থাৎ কলির অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা। [অন্তর্দ্বাপর দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতার প্রভেদ কি? পুরাণোক্ত বংশাবলীর দ্বারা কি সে প্রভেদ প্রমাণিত হয়?] ৬৪

[চ] প্রদর্শনী ... ... পৃঃ ৭৩

১১শ পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত [দ্বা-অপরের] অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল অনুসন্ধান। [বুদ্ধদেব কে এবং কখন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন?] ৭৫

১২শ পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তস্ত্রেতার আন্ত সন্ধ্যাংশের অবতার পরশু বা পর্শুরামের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান। [পরশুরাম কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার সহিত আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িকতার কোন আভাস পুরাণে পাওয়া যায় কি না?]... ... ৮৩

১৩শ পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তস্ত্রেতার 'অগ্নি'—অবতার খ্যাত কপিলদেবের এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা ধন্বন্তরির ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান। [কপিল কে? ধন্বন্তরি কে? কখন তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন? এই কলিযুগের বা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন না তাহার প্রমাণ কি?] ৯৩

১৪শ পরিচ্ছেদ। পুরাণোক্ত ত্রেতার বা অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের, বশিষ্ঠদেবের ও তৎ প্রপৌত্র বেদব্যাসের, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবধূর গর্ভে বেদব্যাস দ্বারা উৎপাদিত সন্তান পাণ্ডুর ও পাণ্ডবদিগের এবং দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান। ... ১১৮০

[ভারতবর্ষ নাম কত পুরাতন? 'হিন্দী' ভাষা ও 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার কখন হইতে আরম্ভ? বিক্রমাদিত্য কালিক অমরসিংহের

বিষয়। পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে কি বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কখন হইয়াছিল এবং তাহার জ্যোতিষিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা অপর প্রমাণ কি? কৌরবের যুদ্ধ কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নয়? তবে সে পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ? *** শ্রীকৃষ্ণ কে, এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাহার প্রমাণ কি? হিন্দুধর্ম্মের উদয় এবং বর্ণপ্রভেদ কখন হইতে? বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ সম্বন্ধে—কোনও পৌরাণিক বা অপর প্রমাণ কিম্বা শাস্ত্রীয় বিধি আছে কি না? 'সাল' নামক বর্ষাব্দের প্রকৃত বিবরণ কি? শ্রীরামচন্দ্র কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাহার প্রমাণ কি?]

(ছ) প্রদর্শনী (আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র) ... ... পৃঃ ১২৫

(জ) ,, (বিষুবৎসহ অয়নাংশ প্রবর্ত্তন ও ... ... উত্তরায়ণ আরম্ভ গণনা।) পৃঃ ১৫১—৫৫

(ঝ) ,, (বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ... ... সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল।) পৃঃ ১৬৩—৬৪

শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... পৃঃ ১৮০—৮৩

১৫শ পরিচ্ছেদ। দেহতত্ত্ব শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং তত্ত্ব্যাখ্যা। – ১ ~ ৪০

* বৃদ্ধ সম্পাদকের আর সামর্থ্য নাই। পুস্তকের শেষ ভাগ (অনুমান ৭০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইল না রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়

অশুদ্ধিপত্র।

[য স্থানে য, বা য স্থানে য এবং উ ঊ ু ূ ও যুক্তাক্ষরে অনেক ভুল আছে, তৎ সমুদয় এ পত্রে দর্শিত হইল না।]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯ম	সমান্ত	সামান্ত
২	১৫শ	অদ্যাপিও	অদ্যাপি
	২১শ	বংশানুচরিতের ও	বংশানুচরিতেরও
	২৬শ	হওক	হউক
৩	১২শ	হইয়াছে	ঘটিয়াছে
	১৪শ	পরিবর্ত্তিত	অপবর্ত্তিত
	১৬শ	পুনরুক্তি ও	পুনরুক্তিও
	১৭শ	রামায়ণের ও	রামায়ণেরও
	২৫শ	পুরাকালীয়	পুরাকালীন
	২৭শ	পুরাবৃত্য	পুরাবৃত্ত
৪।১	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য
৪।২	১ম খণ্ড-১২শ	বেন	বেণ
৭।১	১ম খণ্ড-১২শ	যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে ভীম, পবন হইতে অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে ২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে যমজ, নকুল, সহদেব } অশ্বিনী দ্বয় হইতে	যুধিষ্ঠির—(ধর্ম্ম হইতে), ভীম-(পবন হইতে), অর্জ্জুন-(ইন্দ্র হইতে); ২য় পত্নী মাদ্রীগর্ভে (যমজ) নকুল, সহদেব } অশ্বিনী কুমার-দ্বয় হইতে।
৭২	৩য় খণ্ড-১৯শ	ঐ	ঐ
৭।১	টীকা-১ম	মূলানুসরণত	মূলানুসরণতা
·৮	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
	২য় খণ্ডা-৩য়	প্রতি জরৎ কারু	প্রতি জরৎকারু
	৫ম খণ্ডা-৩য়	অঙ্গুষ্ট	অঙ্গুষ্ঠ
৯	৫ম খণ্ডা-২য়	(ককুৎস্য)	(ককুৎস্থ)
১০	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
	৫ম খণ্ডা-৬ষ্ঠ	ত্রর্য্যারুণ	ত্রর্য্যারুণ
১২	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
১৩	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য
	১ম খণ্ডা-১ম	শ্বশুর	শ্বশুর
	৪র্থ খণ্ডা-১ম	ইক্ষাকু	ইক্ষ্বাকু
১৪	৪র্থ খণ্ডা-১ম	১১ শ্রীপতিবন্ধক	১১ শ্রীপ্রতিবন্ধক
	টীকা-১ম	গন্তাবাদে	গন্তাম্বাদে
১৫	৩য়	মাসে	মাসে
	১৭শ	জেষ্ঠার	জ্যেষ্ঠার
	১৮শ	সকলকে	সকলকে
১৬	১০ম	দ্বীপ	দীপ
১৮	১ম	তাঁহার	তাঁহার
	২৫শ	অন্ধকারময়	অন্ধকারময়ই
	২৭শ	মহোদয়গণেরাও	মহোদয়গণও
১৯	৪র্থ	ঋষিগণেরা	ঋষিগণ
	২৩শ	তাৎপার্য্য	তাৎপর্য্য
	২৪শ	জীব। বীজ	জীব-বীজ
২১	১০ম	ব্রহ্মাকে	বৃহ্মাকে
	১৫শ	উচ্চাবণ হৈ	উচ্চারণেই
২২	১৪শ	কিনয় ?	আবারকে ?

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৭ম	কালীদাস	কালিদাস
২৫	১১শ	সূর্য্যোদয়কালীয়	সূর্য্যোদয়কালীন
	১১শ।১২শ	সৃষ্টিরআরম্ভ কালীয়	সৃষ্টির আরম্ভকালীন
	১২শ	মধ্যকালীয়	মধ্যকালীন
	১৩শ	সূর্য্যাস্ত কালীয়	সূর্য্যাস্ত কালীন
	ঐ	সৃষ্টি লয়-কালীয়	সৃষ্টি-লয়-কালীন
	২৯শ	তাৎকালীক	তাৎকালিক
২৬	৩য়	ধরেণ	ধরেন
	১৪শ	এ খানে	এখানে
	১৬শ	খ্রী	খ্রীষ্ট
	শেষপং	রাত্রী	রাত্রি
২৭	৯ম	তদনুগামি	তদনুগামী
২৮	৭ম	কল্পনা কালীয়	কল্পনাকালিক
২৯	টীকা—৩য়	কালীদাসে	কালিদাস
৩১	২১শ	প্রণিত	প্রণীত
৩২	২৮শ	জায়না	যায় না
৩৫	২৩শ ২৪শ }	নয়, তাহা হইলে,	হইলে,
৩৬	৭ম	বা ২০	বা ২।
৪৪	২য় পঙ্‌ক্তি।৭২০ অঙ্কের ছত্রে }	১৪৬	১৮৬
৫০	২২শ	ব্রূক্ষের	ব্রহ্মার
৫৬	২৬শ	অস্ত স্রেত্রার	অগুপ্তার
৫৯	১ম	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
	২১শ	সংস্কাংশের	সন্ধ্যাংশের
৬৩	৭ম খণ্ড—১৩শ	শাল	শাল পুঃ
৬৯	২২শ	গঙ্গার অবতারণই	গঙ্গা—অবতারণই
	২২শ	ভাহার	তাহার
৭০	১৪শ	নন	গোতমখ্যাত গোতম
	১৫শ	ইনিই	ইনি
	১৬শ	অবতার	অবতার নন
	১৭শ	বা	এবং গৌতম—বুদ্ধকে
৭৩	৩য়খণ্ডার শেষভাগে }	১১ দিবোদায	১১ দিবোদাস
৭৪	৪র্থ	সবংরণাৎ	সংস্মরণাৎ
৭৬	৭ম	করিয়া	করিয়া
৮১	২য়	500	550
	২৮শ	মহোদয়ের	মহোদয়গণের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩	১৪শ	কার্ত্তবীর্য্যাস্তকং	কার্ত্তবীর্য্যাগুকং
৮৬	২৬শ	সম সময়ে	সমসময়ে
৮৭	২৬শ	পরশূকে	পরশুকে
	২৭শ	পুরুষদিগের	পুরুষদিগের
		কীর্ত্তিবাস	কৃত্তিবাস
৮৯	১৯শ	শকাব্দা	শকাব্দ
৯২	২৫শ	পরশূপুর	পরশুপুর
	১৪শ	পুরী	পুরী
৯৪	২২শ	প্রতৃতি	প্রভৃতি
৯৫	২৭শ	স্প্রজ	প্রজা
৯৯	১৪শ	লক্ষীর	লক্ষ্মীর
১০০	১১শ	সধ্যাংশ	সন্ধ্যাংশ
১০১	২২শ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
	১৭শ	ব্যক্ত	ব্যক্ত
	টীকা-২য়	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
	ঐ ৪র্থ	ষষ্ট পরিচ্ছেদের	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের
১০২	৭ম	স্প্রধান	প্রধান
	১২শ	প্রচীন	প্রাচীন
১০৩	৪র্থ	স্প্রায়	প্রায়
	৬ষ্ঠ	তৎস্প্রতি	তৎপ্রতি
		পরিচ্ছেদের	পরিচ্ছেদের
	২২শ	স্প্রকৃতিবাদ	প্রাকৃতিবাদ
১০৪	৩য়	সহস্র	সহস্র
১০৫	১৪শ	অমরকোষে ও	অমরকোষেও
	২৪শ	প্রযোজক	প্রযোজক
১৪১	টীকা-১৩শ	শুক্লাতৃতীয়ার	শুক্লা প্রতিপদের
	১৪শ	শুক্লাপ্রতিপদের	শুক্লাতৃতীয়ার
১৫৫	৬ষ্ঠ খণ্ড ১ম	৬৮৯ পূর্ব্বে	৬৮৯ সম্বতে
	৭ম খণ্ড ১ম	৬৩২ পূর্ব্বে	৬৩২ খৃষ্টাব্দে
	৮ম খণ্ড ১ম	৫৫৪ পূর্ব্বে	৫৫৪ শকে
১৫৮	২০শ	২৫,, ৩৩,, ৪৭ চান্দ্রমাস এবং ৬২,, ১৪,, ৩০ গত	চান্দ্রমাস এবং ২৫,, ৩৩,, ৪৭ ৬২,, ১৪,, ৩০ গত
	২১শ	৩৯,, ৩,, ৩৯	৫৯,, ৩,, ৩৯
১৫৯	টীকা ৪র্থ	২৯+৬+	২৯+৬+
১৬০	২৬শ	ছিলেন ন	ছিলেন না
১৭১	২১শ	পুনজ্জন্ম	পুনর্জ্জন্ম

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়।

পুরাণ দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানব আত্মার উচ্চ শক্তি দ্বারা ভাষা ইত্যাদির উৎপত্তি।

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ও প্রাণি-সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অসীম গুণের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র রেণুকণা সদৃশ যে মন বুদ্ধি মেধা আদির উচ্চশক্তি ও তদুপযোগী দেহের আকার প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহেন্দ্রিয় সমূহ, চেতন প্রাণী মধ্যে—মনুষ্যগণকে দিয়াছেন, সেই মহীয়সী—শক্তির প্রভাবেই মানবেরা তাঁহাদের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ আদিমকালে যে যে স্থানে একত্র একজাতিভাবে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে প্রয়োজনীয় বাক্য দ্বারা মৌখিক ভাষা উৎপন্ন করিয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার ঐ মহতীশক্তির গুণে ইহাঁরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যে,—অপর কোন সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ নিজ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ জ্ঞাপক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহেন্দ্রিয় গোচর পদার্থ-সমূহের ও মাতা-পিতার মৌখিক ভাষার যথার্থ জ্ঞান,—উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ ক্ষমতা সামান্য নহে। ইহারই বলে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী মানব-দিগের অবস্থাভেদে পরস্পরের সম্মিলনে, সাহায্যে বা দৃষ্টান্তে কোন দেশে অগ্রে কোন দেশে পশ্চাতে বা বিলম্বে অক্ষর ও লিখিত ভাষা উৎপন্ন বা প্রচলিত হইয়াছে। পরে ঐরূপে অঙ্ক, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ আদির সঙ্কেত এবং ক্রমশঃ একাল-পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিদ্যা, যন্ত্র ইত্যাদির উদ্ভাবন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের গৌরব ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের ছোটনাগপুর বিভাগের কোল জাতি-দিগের মধ্যে এখনও মৌখিক ভাষা মাত্র চলিতেছে। ভারতের অন্যত্র এবং পৃথিবীর অপর স্থানে ঐরূপ অবস্থাপন্ন জাতি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়।

চেতন প্রাণী মধ্যে মানব তাঁহার এই উচ্চশক্তি-সহকারে ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতা ও অপার মহিমা অনুভব করিতে অধিকারী ও সমর্থ হইয়াছেন। গর্ভস্থ ঋষিপুত্রদের ‘বেদ-শাস্ত্র অভ্যাসের’ ও ‘ব্রহ্মজ্ঞান লাভের’ উদাহরণ দ্বারা মহাকবি পুরাণকার যেমন মানবের জীবশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক ঈশ্বরদত্ত এই উচ্চশক্তির অসামান্যতার অত্যাশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অত্যুৎকৃষ্ট রচনাপটুতা কার আছে, যে কথার ছলে এমন সহজে হৃদগম্যভাবে বুঝাইতে পারেন, যে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অতুলনীয় ক্ষমতা ও মহিমা উপলব্ধিকরণোপযোগী (অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানিবার) শক্তির প্রভাবেই

মানব জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পুরাণকার এত উচ্চ কবিত্বে ও শ্রেষ্ঠ-রচনায় জগদ্বিখ্যাত না হইবেন কেন? আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেক মনুষ্য এমন আছেন যাঁহারা পুরাণোক্ত ঋষিপুত্র-সম বিনা উপদেশে শৈশবে দূরে থাকুক, আজীবন পুরাণাদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? যেমন কোন বস্তু, যাহার আকার আছে, দৃষ্টি-পথে পড়িলেও মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; কোন কথা,—যাহার আকার নাই—অন্যমনস্ক অবস্থায় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা অনুধাবন করা যায় না; দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য হইলে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অনুভব হয় না; নাসিকা ক্লেদপূর্ণ থাকিলে যেমন কোন গন্ধ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেও তাহা জানা যায়না সেইরূপ মানবের স্বাভাবিক নির্ম্মল ধীশক্তির অবিচলিত সংযোগ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই প্রকৃত অর্থাৎ অবিকৃত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারেনা।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারত পুরাণ আদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তদুক্ত সার বাক্যাদির গূঢ় মর্ম্মার্থ অবধারণের উপায় অনুসন্ধান।

"পুরাণ" শব্দের অর্থ বিশেষণে প্রাচীন বা পুরাকালীন। সংজ্ঞায় সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রতিরূপ সৃষ্টি), বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ বিশেষ। পুরাণ ১৮ খানি— ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, পদ্ম, ভাগবত, স্কন্দ, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বামন, লিঙ্গ, বরাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

পূর্ব্বকালীন (Magna Græcia) মহাগ্রীস্ ও এক্ষণকার (Great Britain) মহাব্রীটেন্ যেরূপ আখ্যান অনুমান হয়, মহাভারত গ্রন্থের নামও তদ্রূপ অর্থ সম্ভূত। এ গ্রন্থে পুরাণ লক্ষণ সর্গ, প্রতিসর্গ ও মন্বন্তর সম্পূর্ণ রূপেই আছে; বংশ এবং বংশানুচরিতের ও অভাব নাই। এতদ্ব্যতীত বেদ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপদেশও আছে। পুরাণে আর আর যে সকল সারকথা পাওয়া যায়, তাহাও ইহাতে আছে। বঙ্গীয় অতি প্রাচীন পণ্ডিত ৺কৃত্তিবাস তাঁহার কৃত বাল্মীকিরামায়ণের পদ্যানুবাদে মহাভারত ভারতপুরাণ রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও প্রকাশ আছে যে মহাভারত প্রথমে, পুরাণ সকল তৎপরে, একই ঋষিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। মহাভারত পুরাণ আখ্যাত না হওক পঞ্চমবেদ বা পুরাণেতিহাস নামে খ্যাত হইলেও পুরাণ আলোচনায় এ গ্রন্থ পরিত্যাজ্য হইতে পারেনা।

আর্য্যাবর্ত্তে যখন অক্ষর ও লিখনের প্রচার হয় নাই কিম্বা লিখিত ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়নাই, কেবল মৌখিক কথিত ভাষা প্রচলিত ছিল, তৎকালে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যেমন 'শ্রুতি' (শুনা) 'স্মৃতি' (স্মরণ) দ্বারা অর্থাৎ লোকপরম্পরায় শুনিয়া মুখস্থ চলিয়া আসিতেছিল, সে সময়ের বংশ, বংশানুচরিত ও অপর ঐতিহাসিক ঘটনা সকলেরও তদ্রূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ ছিলনা। ব্যক্ত আছে 'মহাভারত' পুরাণ আদি, বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, পরাশরের পুত্র বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বা প্রণীত হইয়াছে। এ অবশ্য লিখন আরম্ভের অনেক পরে। "ভারত ছাড়া কথানাই" কিম্বা "যা নাই 'ভারতে' তা নাই ভারতে" এই যে শুনা যায়, তা সত্য; মহাভারত পুরাণ আদিতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দেহতত্ব, ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস ইত্যাদি সকলই আছে; সুতরাং তখন লিখিত ভাষার এবং নানা বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহনাই। ভারত পুরাণ আদি প্রণয়নের পূর্ব্বে কালাতিপাত হেতু লোকপরম্পরায় শ্রুত বৃত্তান্তসকলের যে অনেক পরিমাণে ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই। এই গ্রন্থ সমূহে পরেও কত পরিবর্ত্তন বা নূতন কথা, উপন্যাস আদির সন্নিবেশন হইয়াছে নিশ্চয় বলা যায়না। আবার ইতিমধ্যে এবৃহৎ পুথি সমূহের প্রতিলিপি ও তদনুকরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় পৃথক্ ২ অক্ষরে পুনঃ পুনঃ হওয়ায় নানাবর্ণ, শব্দ, পঙক্তি আদি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সকল প্রতিলিপির প্রতিলিপিই এক্ষণে মূলগ্রন্থ স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। তজ্জন্যই ভারত পুরাণ আদির মূলের এত বিভিন্নতা এবং স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকারের পুনরুক্তি ও পাওয়া যায়। অধুনা শুনা যাইতেছে কেবল বঙ্গ প্রদেশেই ২৭ প্রকার মহাভারতের মূল পাওয়া গিয়াছে। পুরাণ সকলের এবং রামায়ণের ও মূলের এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। পরন্তু সংস্কৃত এক্ষণকার কোন প্রদেশেরই কথিত ভাষা নয় অনুমান হয়। এ ভাষার ব্যাকরণ, শব্দ বিন্যাস, শব্দ ব্যাখ্যা আদি অতি কঠিন। ইহা শিখিবার প্রণালীও বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সহজ হয় নাই। এমনকি ব্যাকরণ ও অভিধান অভ্যাস করিতে করিতে অনেক যুবার দিন কাটিয়া যায়। হয়ত ভাষায় অধিকার নাহইতে হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের জন্য স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ বা ন্যায় শিখিতে আরম্ভ করিতে হয়। ফল কথা, এই আদরণীয় প্রাচীন ভাষার সম্যক জ্ঞান অতি বিলম্বে কষ্টে লভ্য। এজন্য ইহার উপযুক্ত অনুবাদক বিরলবলিলেও বলাযায়। পণ্ডিত মহোদয়দিগের ইহাও অবিদিত নাই যে জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দেহতত্ব ও দর্শন,* ভারত পুরাণাদির মূল ভিত্তি ও স্তরে স্তরে গ্রথিত; কিন্তু পুরাকালীয় বৃত্তান্ত সমন্বিত এই ব্যাসকৃত গ্রন্থাবলী এত বিস্তারিত এবং এত বিপর্য্যয় রূপকাবৃত উপাখ্যান দ্বারা বিন্যস্ত যে উল্লিখিত বিবিধ শাস্ত্রে ও প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট দেশের পুরাবৃত্ত,-অভিজ্ঞতা-সহ বিশেষ আলোচনা ব্যতিরেকে কেবল অনুবাদ দ্বারা তদুক্ত সার বাক্যের গূঢ় মর্ম্মার্থ এবং ঘটনা সকলের যথার্থ কাল উপলব্ধি করা অতি কঠিন, দুঃসাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না।

*যোগ দর্শনের অন্তর্ভূত।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

তৃতীয়

ভারত পুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি যা

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে

(১) পঞ্চ পাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন)	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদ প্রায় ৩৬,৩৭ বৎসর পূর্ব্বের)	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
ব্রহ্মা	প্রচেতা ১০ পুত্র (রাক্ষস হওয়ায় পিতৃমুখাগ্নি দ্বারা ধ্বংস হয়েন)	
মরীচি	ও দক্ষ ১০০০ পুত্র ও ৫০ কন্যা (ইহাঁদের পুত্রিকা করতঃ ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে,	দক্ষ
কশ্যপ	২৭টী চন্দ্রকে বিবাহ দেন।)	অদিতি
সূর্য্য	১২ আদিত্য, ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান	বিবস্বান
১ বৈবস্বত	১ বৈবস্বত মনু ও যম মানবজাতি তন্মধ্যে বেণ, ধৃষ্ট,	মনু
২ ইলা গর্ভে বুধের ঔরসে	২ নরিষ্যন্ত নাভাগ ইক্ষ্বাকু আদি ১০ পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী (আরও ৫০টী পরস্পরে বৈরীভাব অবলম্বনে বিনষ্ট হন)	ইলা
৩ পুরূরবা	৩ ইলা হইতে পুরূরবা (১৩ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, মহর্ষিগণের শাপে সন্তই বিনষ্ট প্রায় হন) (উর্ব্বশীগর্ভে)	পুরূরবা
৪ আয়ু	৪ আয়ু, ধীমান, অমাবসু আদি ৬ পুত্র	আয়ু

পরিচ্ছেদ।

অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ।

বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি?)

বংশ পরিচয়।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জন্মেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব। (বশিষ্ঠের পৌত্র-বেদব্যাসের পিতা-পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)
প্রচেতা		
১০ পুত্র (পুণ্যাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ মুখাগ্নিতে বৃক্ষ ও ওষধি দগ্ধ করেন)		
দক্ষ (ভার্য্যা বীরিণী)	দক্ষ	
১০০০ পুত্র ও ৫০ কন্যা (১০ কন্যা ধর্ম্মকে, ১৩টী মরীচির পুত্র কশ্যপকে ও ২৭টী চন্দ্রকে বিবাহ দেন)	অদিতি	
আদিত্যগণ, ইন্দ্রাদি অমরগণ ও সূর্য্য,	বিবস্বান	
১ যম, মনু, হইতে যাবতীয় নর, তন্মধ্যে বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যান, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু আদি ও কন্যা	মনু, ইলা	
২ ইলা আর ৫০ পুত্র যাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া বিনষ্ট হন।		
৩ পুরূরবা (সাগর বেষ্টিত ১২ দ্বীপই ভোগ করিতেন ঋষিগণের শাপে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন)	পুরূরবা —	
(উর্ব্বশীগর্ভে)		
৪ আয়ু, ধীমান, অমাবসু আদি ৬ পুত্র	আয়ু	

(১) পঞ্চপাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন)	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদ প্রায় ৩৬,৩৭ বৎসর পূর্ব্বের)	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
৫ নহুষ	(স্বর্ভানবীরগর্ভে) ৫ নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা আদি ৪ পুত্র	নহুষ
৬ যযাতি	৬ যতি, যযাতি, সংযাতি আদি ৬ পুত্র	৬ যযাতি
৭ পুরু, [হইতে পৌরব] যদু, [হইতে যাদব] তুর্ব্বসু, [হইতে যবন] দ্রুহ্য, [হইতে ভোজবংশ] অনু [হইতে ম্লেচ্ছ]	৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু	৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, [হইতে যদুবংশ] পুরু [হইতে পুরুবংশ]
		৮ জনমেজয় *
৩ পুত্র মধ্যে ৮ প্রবীণ (রাজা) +		৯ প্রাচীন্বান (সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদেশ জয় করেন)
৯ মনস্যু +		১০ সংযাতি
		১১ অহংযাতি
		১২ সার্ব্বভৌম
		১৩ জয়ৎসেন
		১৪ অবাচীন
		১৫ অরিহ
		১৬ মহাভৌম
		১৭ অযুতনায়ী
৩ পুত্র মধ্যে ১০ সংহনন (রাজা)		১৮ অক্রোধন
		১৯ দেবাতিথি
		২০ অরিহ
১১ ৩ পুত্র মধ্যে মতিনার		২১ ঋক্ষ
		২২ মতিনার

বংশ পরিচয়। (চলিতেছে)

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জনমেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)
৫ নহুষ (রাজা) বৃদ্ধশর্ম্মা আদি ৫ পুত্র	নহুষ	
৬ যতি, (যোগীহন) যযাতি (রাজা) আদি ৬ পুত্র	যযাতি	৬ যযাতি
৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু (রাজা হইতে পৌরব)	যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু (হইতে পৌরব)	৭ পুরু
	৮ জনমেজয় * [বনে প্রবেশ করেন]	৮ জনমেজয় *
	৯ প্রাচীন্বান [সূর্য্যোদয়ের অবধি পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশ জয় করেন]	৯ প্রাচীন্বান
	১০ সংযাতি	১০ প্রবীর +
	১১ অহংযাতি	১১ মনস্যু
	১২ সার্ব্বভৌম	১২ অভয়দ
	১৩ জয়ৎসেন	১৩ সুদ্যুম্ন
	১৪ অবাচীন	১৪ বহুগব
	১৫ অরিহ	১৫ সংযাতি
	১৬ মহাভৌম	১৬ অহংযাতি
	১৭ অযুতনায়ী [অযুত পুরুষমেধ যজ্ঞ করেন]	১৭ রৌদ্রাশ্ব
	১৮ অক্রোধন	১৮ ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু আদি ১০ পুত্র
	১৯ দেবাতিথি	১৯ নার
	২০ অরিহ	
	২১ ঋক্ষ	
	২২ মতিনার	

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন]	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অনুবাদ প্রায় ৩৬, ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের]	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
১২ ৪ পুত্র মধ্যে তংসু		২৩ তংসু
১৩ ঈলিন		২৪ ঈলিন
১৪ ৫ পুত্র মধ্যে দুষ্মন্ত [রাজা]		২৫ দুষ্মন্ত আদি ৫ পুত্র
১৫ ভরত		২৬ ভরত
১ ভুমন্যু		১ ভুমন্যু
২ সুহোত্র		২ সুহোত্র
৩ হস্তি [ইহাঁ হইতে "হস্তিনা"		৩ হস্তি [ইহাঁ হইতে হস্তিনাপুর]
		৪ বিকুণ্ঠন
৪ অজমীঢ় মহারাজা		৫ অজমীঢ়
৫ সম্বরণ		৬ সম্বরণ প্রভৃতি ২৪০০ পুত্র। [ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বংশ উৎপন্ন করেন।]
৬ কুরু [হইতে কুরুক্ষেত্র]		৭ কুরু
		৮ বিদূরথ
		৯ অনশ্বা
		১০ পরীক্ষিত
৭ জন্মেজয় * আদি ৫ পুত্র		১১ ভীমসেন
৮ ধৃতরাষ্ট্র		১২ প্রতিশ্রবা

বংশ পরিচয় ।　(চলিতেছে)

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত । [এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের]		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত ।
৭৫ অধ্যায় মতে ।	৯৫ অধ্যায় মতে ।	জনমেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব । [বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে]
	২৩ তংসু (সরস্বতীর গর্ভে)	২০ তংসু, অপ্রতিরথ, ধ্রুব, চক্র,
	২৪ ঈলি	২১ ইলী　কণ্ব
	২৫ দুষ্মন্ত আদি ৫ পুত্র	২২ দুষ্মন্ত আদি ৪ পুত্র　মেধাতিথি [হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ]
	২৬ ভরত	২৩ ভরত
		১ ভরদ্বাজ [বিতথ]
	১ ভুমন্যু	২ ভুমন্যু
		৩ বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ,
	২ সুহোত্র	৪ সুহোত্র, উরুক্ষয়, সংকৃতি, শিনি
	৩ হস্তি [ইনি হস্তিনাপুর স্থাপন করেন]	(হইতে হস্তিনানগর)　[হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে ব্রাহ্মণগণ]
	৪ বিকুণ্ঠন	কপিল আদি ৩ পুত্র । (পরে ব্রাহ্মণত্ব পায় ।)
	৫ অজমীঢ়	৫ অজমীঢ়
	৬ ২৪০০ পুত্র মধ্যে সম্বরণ রাজা	৬ ঋক্ষ
		৭ সম্বরণ
	৭ কুরু	৮ কুরু
	৮ বিদূরথ	৯ জহ্নু
	৯ অনশ্বা	১০ সুরথ
	১০ পরীক্ষিত	১১ বিদূরথ
	১১ ভীমসেন	১২ সার্ব্বভৌম
	১২ প্রতিশ্রবা	১৩ জয়সেন

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।
[এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন]

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

৯ প্রতীপ

১০ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক
[সন্ন্যাসীহন] [রাজা]

গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে

১১ ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য
[অবিবাহিত] [গন্ধর্ব্বেমারিল] [রাজা]

[ইহাঁর দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে ব্যাস হইতে উৎপন্ন]

১২ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,

১৩ দুর্য্যোধন আদি ১০০ পুত্র

(পাণ্ডু হইতে:)
ভোজনন্দিনী ১ম পত্নী কুন্তী গর্ভে
যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে
ভীম, পবন হইতে
অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে
২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে
যমজ নকুল সহদেব } অশ্বিনী দ্বয়হইতে

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।
[এ অনুবাদ প্রায় ৩৬, ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের]

৭৫ অধ্যায় মতে।

—

৯৫ অধ্যায় মতে।

১৩ প্রতীপ

১৪ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক
[বনপ্রয়াণ করেন] [রাজা]

গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে [যাঁহার অনূঢ়াবস্থায় পরাশর ঔরসে ব্যাস]

১৫ (দেবব্রত) ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্য (রাজা) চিত্রাঙ্গদ (গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত)

ইহাঁর বিধবা পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাস হইতে উৎপন্ন

১৬ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,

১৭ দুর্য্যোধন দুঃশাসন বিকর্ণ চিত্রসেন প্রভৃতি ১০০ পুত্র

যুধিষ্ঠির ভীমসেন অর্জ্জুন নকুল সহদেব

(মহাভারতের এ দুই গদ্যানুবাদের মূল একই বোধ হয়, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণোক্ত নামেরও

* এই দুই নাম গদ্যানুবাদে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে; ইহা দ্বারা পদ্যানুবাদেরই সম্পূর্ণ মূলানুসরণত্ব

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জহ্নোজয় বংশ, ও ভরতাদির উদ্ভব। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)।
	১৩ প্রতীপ ১৪ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক [বনেগমনকরেন] গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে [যাঁহারকুমারী অবস্থায় দ্বৈপায়ন পুত্র হয়] ১৫ (দেবব্রত) ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ (রাজাপুত্রহীন) (গন্ধর্ব্বে বিনষ্ট করে) (ইঁহার বিধবা পত্নী দ্বয়েরগর্ভে দ্বৈপায়ন দ্বারা উৎপন্ন) ১৬ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ১৭ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ চিত্রসেন প্রভৃতি ১০০ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন (যমজ) নকুল সহদেব	১৪ অযুতায়ু ১৫ অক্রোধন ১৬ দেবাতিথি ১৭ ঋক্ষ ১৮ ভীমসেন ১৯ দিলীপ ২০ প্রতীপ ২১ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক [বনেগমনকরেন] স্বরনদীগর্ভে ব্যাসমাতা সত্যবতী গর্ভে ২২ ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ (রাজা পুত্রহীন) (গন্ধর্ব্বে মারিল) (ইঁহার দুই পত্নী ক্ষেত্রে ব্যাস দ্বারা উৎপাদিত) ২৩ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ২৪ দুর্য্যোধন দুঃশাসনআদি ১০০ পুত্র ১ম পত্নী কুন্তী গর্ভে যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে ভীম, বায়ু হইতে অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে ২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে নকুল সহদেব } অশ্বিনী দ্বয় হইতে

গদ্যানুবাদের মূল পৃথক্ দেখা যাইতেছে। মহাভারতোক্ত ও প্রচুর অনৈক্য আছে।)

বা শুদ্ধতা সপ্রমাণ হইতেছে। *যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামায়ণ পুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ।

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি?)

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়।

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৫০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]		§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরেরউক্তি বলিয়া লিখিতআছে
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।
নিরঞ্জন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কন্যা কন্দিনী (পতিজরৎকারু মুনিপুত্র) কন্যা ভানু (পতিজামদগ্ন্য অর্থাৎ পরশুরাম) নারায়ণ, মরীচ কশ্যপ সূর্য্য ১ মনু	নিরঞ্জন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কন্যা কন্দিনী (প্রতিজরৎকারু মুনি পুত্র) কন্যা ভানু (পতিজামদগ্ন্য অর্থাৎ পরশুরাম) নারায়ণ, মরীচ কশ্যপ সূর্য্য মনু	ব্রহ্মা। মরীচ কশ্যপ বিবস্বান ১ বৈবস্বত মনু (এই মনুই ১ম প্রজাপতি) ২ ইক্ষ্বাকু * (অযোধ্যার আদি রাজা) ৩ কুক্ষি	পরব্রহ্ম। ব্রহ্মা মরীচি কশ্যপ সূর্য্য ১ মনু (ইনি পূর্ব্বতন প্রজাপতি ছিলেন) ২ ইক্ষ্বাকু * ৩ কুক্ষি	ব্রহ্ম। ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতি (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে) অদিতি সূর্য্য ১ মনু (ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে) ২ ইক্ষ্বাকু *

২ সুসেন
৩ প্রসেন
৪ যুবনাশ্ব * (রাজা)
৫ মান্ধাতা *
৬ মুচুকুন্দ *
৭ ধুন্ধুমার *
৮ ইলা
৯ সত্যবর্ত্ত
১০ আর্য্যাবর্ত্ত
১১ ভরত (যাঁহার নামে ভারত পুরাণ
১ ইক্ষ্বাকু *
২ ভূধর
৩ বাণ্ড +

সুসেন
প্রসেন
যুবনাশ্ব (রাজা অযোধ্যা নগরে)
(যুবনাশ্ব রাজার গর্ভে)
মান্ধাতা *
মুচুকুন্দ
পৃথু (যাঁর রথ চক্র ভগ্নাগর)
ইক্ষ্বাকু* (রাজা)
সত্যবর্ত্ত
আর্য্যাবর্ত্ত
ভরত (যাহা হইতে ভারত পুরাণ,
ভূধর
বাণ্ড

---

৪ বিকুক্ষি
৫ বাণ
৬ অনরণ্য *
৭ পৃথু
৮ ত্রিশঙ্কু *
৯ ধুন্ধুমার
১০ যুবনাশ্ব *
১১ মান্ধাতা *
১২ সুসন্ধি
১৩ ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ*
১৪ ভরত (বংশী)

---

৪ বিকুক্ষি
৫ বাণ
৬ অনরণ্য *
৭ পৃথু
৮ ত্রিশঙ্কু
৯ ধুন্ধুমার
১০ যুবনাশ্ব *
১১ মান্ধাতা*(পৃথিবীপতি)
সুসন্ধি
ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ *
ভরত (মহাবংশী)

---

৩ বিকুক্ষি
৪ পুরঞ্জয় (ককুৎস্থ) *
৫ অনেনা
৬ পৃথু
৭ বিশ্বগ
৮ অতি
৯ যুবনাশ্ব * (পৃথিবীর অধিপতি)
১০ শ্রাবস্ত (ইঁহা হইতে শ্রাবস্তিনগর)
১১ বৃহদশ্ব
১২ কুবলাশ্ব (ধুন্ধুমার)
১৩ দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব, কপিলাশ্ব
১৪ হর্য্যশ্ব
১৫ নিকুম্ভাশ্ব
১৬ কৃশাশ্ব
১৭ প্রসেনজিৎ *
১৮ "যুবনাশ্ব * তারপর নিত জন্ম হয়" (পৃথিবীর অধিপতি হন)
১৯ মান্ধাতা *
২০ পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ *
২১ ত্রসদস্যু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়। (চলিতেছে)

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]		§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরেরউক্তি বলিয়া লিখিতআছে
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।
৪ দণ্ড +	দণ্ড (দণ্ডারণ্য নগর বসান। সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ। বশিষ্ঠ রাজা হন।)			২২ অনরণ্য ※
				২৩ পৃথুদশ্ব
				২৪ হর্য্যাশ্ব
৫ হরিত +	হরিত			২৫ বসুমনা
৬ হরিবীজ +	হরিবীজ			২৬ ত্রিধন্বা
৭ হরিশ্চন্দ্র	হরিশ্চন্দ্র			২৭ ত্রয্যারুণ
৮ রুহিদাস	রুহিদাস			২৮ সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু ইহাঁর নাম। ইনি চণ্ডালত্ব পান)
৯ মৃত্যুঞ্জয়				
১০ ত্রিশঙ্কু ※				২৯ হরিশ্চন্দ্র
১১ কুস্মান্দ				৩০ রোহিতাশ্ব
১২ ধর্ম্মাদ				৩১ হরিত
১৩ মরুৎ *		১ অসিত (রাজ্যভ্রষ্ট)	১ অসিত (রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত)	৩২ চঞ্চু
১৪ অনরণ্য (ক) রাবণ তাহাকে মারিল				৩৩ বিজয়

				৩৪ রুরুক
১৫ বাহু* +				৩৫ বাহু *
১৬ সগর	সগর	২ সগর	২ সগর	৩৬ সগর
১৭ অসমঞ্জ	অসমঞ্জ	৩ অসমঞ্জ	৩ অসমঞ্জ	৩৭ অসমঞ্জা
১৮ অংশুমান (ইহাঁর বংশে আর কেহ থাকেনা)	অংশুমান	৪ অংশুমান	৪ অংশুমান	৩৮ অংশুমান
১৯ দিলীপ	দিলীপ	৫ দিলীপ	৫ দিলীপ	৩৯ দিলীপ
২০ ভগীরথ	ভগীরথ	৬ ভগীরথ	৬ ভগীরথ	৪০ ভগীরথ
		৭ ককুৎস্থ	৭ ককুৎস্থ	৪১ শ্রুত
		৮ রঘু	৮ রঘু	৪২ নাভাগ
				৪৩ অম্বরীষ
				৪৪ সিন্ধুদ্বীপ
				৪৫ অযুতায়ু
				৪৬ ঋতুপর্ণ
				৪৭ সর্ব্বকাম
				৪৮ সুদাস
২১ বিতপত	সৌদাস (বা কল্মাষপাদ)	৯ প্রবৃদ্ধ (তেজস্বী। কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ শাপে)	৯ প্রবৃদ্ধ	৪৯ সৌদাস (শ্রীকল্মাষপাদ)
		১০ শংখন	১০ শংখন	৫০ অশ্মক
		১১ সুদর্শন	১১ সুদর্শন	৫১ মূলক (পৃথিবী নিঃক্ষত্র হইলে স্ত্রীগণকে রক্ষা করা হেতু স্ত্রীকবচ নাম)

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়। (চলিতেছে)

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]		§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠদেব পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরেরউক্তি বলিয়ালিখিতআছে)
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।
২২ বিকর্ণ	সুদাস	১২ অগ্নিবর্ণ	১২ অগ্নিবর্ণ	৫২ দশরথ
		১৩ শীঘ্রগ	১৩ শীঘ্রগ	৫৩ ইলবিল
		১৪ মরু *	১৪ মরু *	৫৪ বিশ্বসহ
		১৫ প্রশুশ্রুক	১৫ প্রশুশ্রুক	
২৩ অমর্ষি বা সমর্ষি	সুদাস্য	১৬ অম্বরীষ	১৬ অম্বরীষ	
		১৭ নহুষ	১৭ নহুষ	
		১৮ যযাতি	১৮ যযাতি	
২৪ দিলীপ	দিলীপ	১৯ নাভাগ	১৯ নাভাগ	
২৫ রঘু	রঘু			৫৫ দিলীপ (খট্টাঙ্গ)
২৬ অজ	অজ	২০ অজ	২০ অজ	৫৬ রঘু
২৭ দশরথ	দশরথ	২১ দশরথ	২১ দশরথ	৫৭ অজ
২৮ শ্রীরামচন্দ্র	শ্রীরামচন্দ্র	২২ শ্রীরামচন্দ্র	২২ শ্রীরামচন্দ্র	৫৮ দশরথ
				৫৯ শ্রীরামচন্দ্র

* যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণোক্ত ও পুরাণোক্ত অনেক নামেরও ঐক্য নাই। + এই সকল নাম গদ্যানুবাদে নাই, কিন্তু সে জন্য এ গুলি অলৌকিক অর্থাৎ পুরাতন কবির রচিত কখনই বলা যাইতে পারেনা। গদ্যানুবাদ আধুনিক, উহাই মূল ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব। (ক) "বরেণ নামেতে ছিল বীর এক জন। অনরণ্য তার করে হইল নিপতন" ॥ (বিঃপুঃ৪।৩) § (অনুমান হয় এ দুইই কান্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩,৪৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)

রামায়ণপুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি ?)

(৩) চন্দ্রবংশীয় জনক রাজার কুল পরিচয়।

মূলসংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন অনেকের অভ্যস্তও আছে।]	মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদহইতেউদ্ধৃত (অনুমান হয় এ কাণ্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩।৪৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)	বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। [ইহাও পূর্ব্বোক্ত মূলের অনুবাদ বোধ হয়]	বিষ্ণুপুরাণ [৪।৫] অনুযায়ী সীরধ্বজ [রামায়ণোক্ত জনক] ও কুশধ্বজের বংশ বিবরণ এবং গীতার ৬৫পৃ
শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের পুরোহিত শতানন্দের উক্তি। সাগর মন্থনে লক্ষ্মী (জগন্মাতা) ও			
চন্দ্র			ইক্ষ্বাকু
বুধ			
পুরুরবা			
পুরুকুৎস			
সত্যবর্ত্ত+	নিমি *	নিমি *	নিমি [গৌতম ঋষি দ্বারা যজ্ঞ করান
আর্য্যাবর্ত্ত+	মিথি *	মিথি *	
সেপনি+	জনক *	জনক	জনক [বৈদেহ] বা মি
১ বাণ+	১ উদাবসু	১ উদাবসু	১ উদাবসু
২ রেত+	২ নন্দিবর্দ্ধ	২ নন্দিবর্দ্ধ	২ নন্দিবর্দ্ধন
৩ ধ্রুব+	৩ সুকেতু(শৌর্য্যশালী)	৩ সুকেতু(শৌর্য্যসম্পন্ন)	৩ কেতু
৪ স্বর্গ+	৪ দেবরাত	৪ দেবরাত	৪ দেবরাত
৫ সর্ব্ব +	৫ বৃহদ্রথ	৫ বৃহদ্রথ	৫ বৃহদ্রথ
৬ হৈহয় +	৬ মহাবীর(প্রতাপবান)	৬ মহাবীর(প্রতাপশালী)	৬ মহাবীর্য্য
৭ অর্জ্জুন+	৭ সুধৃতি	৭ ধৃতিমান	৭ সুধৃতি
৮ নিমি *	৮ ধৃষ্টকেতু	৮ ধৃষ্টকেতু	৮ ধৃষ্টকেতু
৯ মিথি *	৯ হর্য্যশ্ব	৯ হর্য্যশ্ব	৯ হর্য্যশ্ব
	১০ মরু	১০ মরু	১০ মরু

(৩) চন্দ্রবংশীয় জনক রাজার কুল পরিচয়। ('চলিতেছে')

মূলসংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন [আনুমানিক ১৪৬০ শকের] অনুবাদ বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন অনেকের অভ্যস্তও আছে।]	মূলসংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদহইতে উদ্ধৃত (অনুমান হয় এ কান্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩।৪৪বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)	বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। (ইহাও পূর্ব্বোক্ত মূলের অনুবাদ বোধ হয়।)	বিষ্ণুপুরাণ (৪।৫) অনুযায়ী সীরধ্বজ (রামায়ণোক্ত জনক) ও কুশধ্বজের বংশ বিবরণএবং সীতার উৎপত্তি।
|	১১ প্রতিবন্ধক	১১ প্রতিবন্ধক	১১ শ্রীপতিবন্ধক
|	১২ কীর্ত্তিরথ	১২ কীর্ত্তিরথ	১২ কৃতিরথ
|	১৩ দেবমীঢ়	১৩ দেবমীঢ়	১৩ দেবমীঢ়
|	১৪ বিবুধ	১৪ বিবুধ	১৪ বিবুধ
|	১৫ মহিধ্রক	১৫ মহিধ্রক	১৫ মহাধৃতি
|	১৬ কীর্ত্তিরাত	১৬ কীর্ত্তিরাত	১৬ কৃতিরাত
|	১৭ মহারোমা	১৭ মহারোমা	১৭ মহারোমা
|	১৮ স্বর্ণরোমা	১৮ স্বর্ণরোমা	১৮ সুবর্ণরোমা
|	১৯ হ্রস্বরোমা	১৯ হ্রস্বরোমা	১৯ হ্রস্বরোমা
২০ জনক,* কুশধ্বজ	২০ জনক*, কুশধ্বজ	২০ জনক,* কুশধ্বজ	২০ সীরধ্বজ * [যজ্ঞ ভূমি কর্ষণে 'সীতা' কে প্রাপ্ত হন] ও কুশধ্বজ (সাঙ্কাশ্যের রাজা)
			ভানুমান
			শতদ্যুম্ন
			শুচি
			ঊর্দ্ধবাহু
			ভবদ্ধজ

+ এই সকল নাম গদ্যানুবাদে নাই, কিন্তু সে জন্য এ গুলি অমৌলিক অর্থাৎ পুরাতন কবির রচিত কথনই বলা যাইতে পারেনা। গদ্যানুবাদ আধুনিক, উহাই মূল ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব।

* যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত রূপকের উদাহরণ ॥

১। কলির পরিচয়—"ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগ্নী হিংসার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি অতি জুগুপ্সিত কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভাক্ত কাকতুল্যোদর, লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধপূর্ণাঙ্গ। নিজ ভগ্নী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। ইহাঁর ভয় নামে পুত্র ও মৃত্যু নামে কন্যা হয়।"

২। সূর্য্যবংশের বিবরণ—সূর্য্যবংশের আদি পুরুষের নাম "নিরঞ্জন"। তাঁর ৩ পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আর এক কন্যা "কন্দিনী"। কন্দিনীর কন্যা ভানু। ভানুর পুত্র নারায়ণ, মরীচ। মরীচের পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র "সূর্য্য"। সূর্য্যের পুত্র মনু।

৩। বৃহস্পতির প্রিয়া পত্নী তারার গর্ভে বৃহস্পতির যজমান চন্দ্রের ঔরসে বুধের উৎপত্তি।

৪। চন্দ্রবংশের বিবরণ—সাগর মন্থনে লক্ষ্মী (জগন্মাতা) আর চন্দ্র উৎপন্ন হন। চন্দ্রের পুত্র বুধ। বুধের পুত্র পুরূরবা। ইনি ইলা রাজার গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন। ইলা রাজা মহাদেবের শাপে স্ত্রীত্ব পান। এই স্ত্রী অবস্থায় ইলাবৃতবর্ষে ইনি গর্ভ-ধারণ করেন। ইলা অর্থে "পৃথিবী"। ইলাবৃতবর্ষ হিমালয়ের উত্তরে পর্ব্বতাবৃত দেশ।

৫। পূর্ব্বকালে কোন সময় মনু ক্ষুৎযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়।

৬। দেবরূপী অগ্নি—ধর্ম্মের ঔরসে ও বসু ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন। দক্ষ-কন্যা "স্বাহা" ইহাঁর সহধর্ম্মিণী।

৭। সমস্ত ধাতুর আকর হিমবান্ (হিমালয়) নামে পর্ব্বত-রাজের পত্নী (মেরুদুহিতা) মেনার গর্ভে ২ কন্যা হয়, জেষ্ঠার নাম "গঙ্গা" কনিষ্ঠা "উমা"।

৮। দক্ষ প্রজাপতি ৫০ কন্যা উৎপাদন করিয়া সকলকে পুত্রিকা করতঃ, তন্মধ্যে ১০ টী ধর্ম্মকে, ১৩ টী কশ্যপকে, ও ২৭ টী চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন ইত্যাদি।

সুবিখ্যাত লেখক পণ্ডিতবর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্রে" নামক গ্রন্থে পুরাণোক্ত অনেক রূপকের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন; সে সকল এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ আদি উক্ত সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুসন্ধান।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার প্রথম অংশের ("ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেত্যাদি") অনুবাদে আছে "মহাপ্রলয় সময়ে এক মাত্র 'নিত্য সত্য' ব্রহ্ম ছিলেন;" তৎকালে কেবল অন্ধকার "জন্মিয়াছিল"। কিন্তু ব্রহ্ম "ছিলেন" ও অন্ধকার জন্মিয়াছিল-মূলে যে আছে এমন বুঝা যায়না, থাকাও সম্ভব নয়। পুরাণাদি-উক্ত সৃষ্টি বিবরণেও এ দুই কথা পাওয়া যায়না। ব্রহ্ম যখন 'নিত্য' বলা হইয়াছে তখন 'ছিলেন' শব্দ-প্রয়োগ অবশ্যই অনুবাদকের ভুল বলিতে হইবে। তবে মহাপ্রলয়ের পর কি তিনি থাকেন না? এখনও কি তিনি নাই? 'ছিলেনের' পরিবর্ত্তে 'থাকেন' হইবে সন্দেহ নাই। "মহাপ্রলয়" দর্শনের বা বিজ্ঞানের কথা। "মহাপ্রলয়" অর্থে "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ" অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির সম্পূর্ণরূপে লয়। "জন্মিয়াছিল" অর্থে 'সৃষ্টি হইয়াছিল'। মহাপ্রলয়কালে কিছু জন্মিয়াছিল বলিলে ইহাই বুঝা যায়, যে তৎকালে সমুদয় সৃষ্টি লয় হইয়াছিল, আবার কিছু সৃষ্টি হইতেও ছিল? ইহাতে মহাপ্রলয় শব্দের অর্থই উল্টাইয়া যায়। "অন্ধকার"-আলোকের অভাব। দীপ জ্বালিলে অর্থাৎ আলোকের উৎপত্তি হইলে অন্ধকার থাকে না। দীপ নির্ব্বাণ করিলে অর্থাৎ আলোকের লয়ে বা অভাবে, অন্ধকার থাকিয়া যায়। 'অন্ধকার জন্মিয়াছিল কি?' ইহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—মধ্যাহ্নকালে যখন সূর্য্যালোক অতি প্রখর, তখন কোন প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে অনাচ্ছাদিত স্থানে যদি একটী বৃহৎ শূন্য ঘরে কূপে বা গহ্বরে, সর্ব্ব প্রকার আলোক আভা প্রতিআভা প্রক্ষিপ্ত-আভা আদি প্রবেশের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধকরা হয়, সেখানে ঘোর অন্ধকার বই আর কিছু থাকে কি? পূর্ণিমার রাত্রিতেও ঐ রূপ অবরুদ্ধ স্থানে কেবল অন্ধকারই থাকে। পৃথিবীর উত্তর-মেরুভাগে দক্ষিণ অয়নে যখন সূর্য্যালোক যায়না সেখানে তখন নিশিবৎ অন্ধকার থাকে, ইহা পুরাণে ব্যক্ত আছে। অমাবস্যার রাত্রিতে নক্ষত্র আদির বা অপর কোন প্রকার ক্ষীণ আলোক, আভা, প্রতিআভা বা প্রক্ষিপ্ত আভা পর্য্যন্ত না থাকিলে অসীম অন্ধকার হয় না? সেই অমাবস্যার রাত্রি যদি অবসান না হয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র আদি পৃথিবী, মরুৎ বা বায়ু, তেজ বা আলোক, জল ও অপর কোন পদার্থ পর্য্যন্ত কিছুই না থাকে ত, কেবল অসীম অন্ধকার 'শূন্যই' না থাকে? এ 'শূন্য' কি? কিছুইনা; 'Nothing' 'Vacuum' আকাশ বা 'ব্যোম' যাহাকে কহে তাহাই। ইহার আদি, অন্ত, ঊর্দ্ধ, অধঃ, দিক্ দিগন্ত কি থাকিবে? ইহা অনন্ত। জ্যোতিষ গ্রন্থেও উক্ত আছে:—

"তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্।
রাশি-গ্রহোড়ু সঞ্জাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা॥"

"অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বসংসার তমসাচ্ছন্ন ছিল, পরে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, নবগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া সেই পরমপুরুষ ভগবান সূর্য্য অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন।"

মহাপ্রলয়ের সংক্ষিপ্ত সার বিবরণেও পাওয়া যায়।

"মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়তে তু খে॥"

অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে আলোকের আকর সূর্য্য ও বায়ু পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে লয় হইয়া যায়, কিছুই থাকেনা। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সম্পূর্ণ অভাবই 'ঘোরশূন্য' বা 'অন্ধকার ব্যোম'। এই সকল প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বেদের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায় যে 'মহাপ্রলয় সময়ে' যখন পূর্ব্ব সৃষ্টি লয় হইয়া পুনঃ সৃষ্টি হয় নাই, তখন তেজ বা আলোক পর্য্যন্ত কিছুই থাকেনা 'কেবল সেই সর্ব্বশূন্য অসীম অন্ধকার অনন্ত আকাশব্যাপী এক মাত্র নিত্য সত্য ব্রহ্মই থাকেন।' পুরাণের মর্ম্মও এই 'ব্রহ্ম' 'পরমব্রহ্ম' বা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য, তাঁহার আদি নাই, লয় নাই, ক্রমে ক্রমে মহাপ্রলয়ের সময় তাঁহার রাত্রি, সে রাত্রিতে চন্দ্র নাই, আলোক নাই, কোন কিছুই নাই, "তমোরূপী নিত্যা প্রকৃতিতে" সমুদয় লীন থাকে, অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার অনন্ত আকাশব্যাপী কেবল তিনিই থাকেন। মহাপ্রলয় অন্তে, তিনি পুনরায় সমস্ত সৃষ্টি, পালন, আবার লয় করেন।

পুরাণ মতে সৃষ্টির প্রকরণ:—

"আকাশাজ্জায়তে-বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥"

অন্ধকার আকাশ (ব্যোম) হইতে বায়ু (মরুৎ), বায়ু হইতে তেজ (সূর্য্য), তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি (মহী)। এই রূপে পঞ্চভূত "ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম" হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র আদি প্রাণিবর্গ সহ চতুর্দ্দশ ভুবন (লোক) বিশিষ্ট নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি-বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে পুরাণের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্যসত্য নিরাকার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ও অসীম গুণশালী। সৃষ্টিকর্ত্তার মূর্ত্তি বা আকার নাই, শূন্যময় মহাপ্রলয়ে কেবলমাত্র ইনিই যখন থাকেন, ইনি 'নিরাকার'। আকার থাকিলেই উৎপত্তি ও অন্ত থাকে, ইঁহার আদি নাই, লয় নাই, ইনি 'নিত্য সত্য'। ইনি অনন্ত আকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আদি সমস্ত সৃষ্টি রক্ষা ও লয় করিতেছেন; ইনি 'সর্ব্বব্যাপী' ও ইঁহার শক্তির বা গুণের ইয়ত্তা নাই। ইনি 'গুণাতীত' বা 'ত্রিগুণ অতিক্রম করেন' পুরাণের স্থানে স্থানে উক্ত আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ 'নির্গুণ' কখনই হইতে পারেনা। বেদের ("ঋত-ঞ্চ সত্য-ঞ্চ") 'নিত্য'

'সত্য' এই দ্বি-অক্ষরযুক্ত শব্দমধ্যেই ইহার প্রচুর ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যিনি 'সত্যময়' তাঁহার গুণের তারতম্য প্রভেদ বা সীমা কি থাকিবে? ইহাঁর ত্রিবিধ গুণ কল্পনা মাত্র; ইহাঁর সকলই সীমাতীত অতুলনীয়। 'গুণাতীত' শব্দদ্বারা ইহাঁর 'গুণের সীমা বা অন্ত নাই', নিঃসন্দেহ বলা হইয়াছে। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও অসীম গুণশালী; এ সকল কথা পুরাণে, কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির স্তবে বা রূপকাবৃত উপন্যাসে কিম্বা অন্য কোন প্রসঙ্গে, স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরা
সহায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'পুরুষ' 'প্রকৃতি' রূপের উৎপত্তি অনুসন্ধান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বেদ ও পুরাণ আদিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রলয় সময়ে 'সর্ব্বশূন্য অসীম অন্ধকার অনন্ত-আকাশব্যাপী একমাত্র নিত্য সত্য ব্রহ্ম থাকেন'। গণিত জ্যোতিষের 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের অর্থাৎ (Bible) বাইবলের আদি অংশেও উক্ত আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ঘোর শূন্য' ছিল। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও অগ্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণ মতেও 'ঘোর-শূন্য' অর্থাৎ অন্ধকার ব্যোম হইতেই পুনরায় ভূ নক্ষত্র আদি সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়া থাকে। 'ব্যোম' (Vacuum) সর্ব্বশূন্য, উহাতে কোন পদার্থ নাই যাহা আলোক রশ্মিতে পরিণত হইতে পারে।' ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি, তিনি এই সর্ব্বশূন্য অনন্ত 'ব্যোম' হইতেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তরল পদার্থ, 'বায়ু' বা মরুৎ, সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে তেজ বা আলোকের আকর 'সূর্য্য' উৎপন্ন করিলেন। যেখানে 'বায়ু' ও তাহা হইতে আলোক জন্মিল সে খানে পদার্থ আসিল, 'শূন্য বা ব্যোম' রহিলনা। কেবল 'ব্যোমে' আলোকের উৎপত্তি হইতেই পারেনা। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে, জলন্ত অগ্নি কিম্বা দীপ কিয়ৎ-ক্ষণ নিশ্ছিদ্র পাত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকিলে অর্থাৎ বায়ুর সহযোগ একেবারে না পাইলে নিবিয়া যায়। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন এবং পুরাণেও উক্ত আছে যে পৃথিবীর উত্তরমেরু-প্রান্তে, যেখানে সূর্য্যরশ্মি বা আলোক একেবারে যায়না অর্থাৎ সূর্য্যোদয়াভাবে দিবার উৎপত্তি হয়না, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন নিশিবৎ অন্ধকার থাকে। পৃথিবী সূর্য্যের চন্দ্রের বা অন্য আলোক কিম্বা কোন প্রকার আভা না পাইলে, ঘোর অসীম অন্ধকারময় না থাকিত? সুতরাং 'ব্যোম' অন্ধকার-বিহীন হইতে পারেনা, উহা অন্ধকারময়ই অর্থাৎ 'ব্যোম' ও 'অন্ধকার' অভিন্ন অনাদি অনন্ত। 'অন্ধকার-ব্যোম' সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অভাব, শূন্যময় মাত্র। বোধ হয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহোদয়গণেরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারেননা যে, 'অন্ধকার ব্যোম' হইতেই বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি আদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট

হইয়াছে, এবং ঐ অনন্ত ব্যোম স্বভাবতঃ অন্ধকারময় অর্থাৎ 'অন্ধকার' 'ব্যোমের' প্রকৃতি স্বরূপ। সৃষ্টিমধ্যে চেতন প্রাণী মাত্রই সাধারণতঃ শুক্র শোণিত অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী সংযোগ ব্যতি- রেকে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়না। অচেতন উদ্ভিদ আদির বীজও বিনা আধারে অঙ্কুরিত হয়না। সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়ম একই, অন্যথা নাই। এই সকল কারণে পুরাণ-প্রণেতা ঋষি-গণেরা সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের 'ব্যোম' 'পুরুষ' ও 'অন্ধকার' তাঁহার 'প্রকৃতি বা স্ত্রী' রূপ বর্ণনা করিয়াছেন; তদ্বিষয়ে ধীমান্ ব্যক্তি দিগের সন্দেহ থাকা সম্ভব নয়, কেবল কিঞ্চিৎ আলোচনা সাপেক্ষ। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ভাবে ব্রহ্মা (শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞাপক-বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর শূন্য বা ব্যোম, "পুরুষত্ব' অর্থে) 'মহত্তত্ত্ব' ও (বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর শূন্যের ঘোরতা, 'স্ত্রীত্ব' অর্থে) 'প্রকৃতি,' অহঙ্কার বা মায়ার, দ্বারা ভূতাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন; পুরাণে যে উক্ত আছে, তাহার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধির আদি ভাগের 'নিরাকার ব্রহ্ম' ঐ সন্ধ্যাবিধির শেষ অংশে 'পরম ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছেন-তাহা এই,—" ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ"। এই বর্ণনা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক সন্ধ্যাবিধি-প্রণেতা ঋষিরা অসাধারণ রচনা কৌশলে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাঁহার 'পুরুষত্বতে' অর্থাৎ অসীম 'উৎপাদন বা সৃষ্টি শক্তিতে' মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত ঐ শক্তি বা গুণকে রূপক দ্বারা বর্ণনা করতঃ প্রণাম করিয়াছেন। এ বর্ণনার অর্থ,—'কৃষ্ণ পিঙ্গল পুরুষ, ঊর্দ্ধ লিঙ্গ, রূপ বিহীন চক্ষু, সৃষ্টি দ্বারা যিনি প্রকাশ পান, এমন নিত্য সত্য পরম ব্রহ্মকে প্রণাম করি'। 'কৃষ্ণ পিঙ্গল' (এখানে 'বর্ণ' শব্দটী পর্য্যন্ত নাই) দূরস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর যে বর্ণ প্রাতে ও সায়াহ্নে দেখা যায়, মেঘ আদি শূন্য বিমল অনন্ত আকাশ বা ব্যোমও তদ্রূপ কৃষ্ণ পিঙ্গল রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাহাড় পর্ব্বতেরও এ বর্ণ নয়, ব্যোমেরও কোন বর্ণ বা রূপ হইতে পারেনা; অতএব 'কৃষ্ণপিঙ্গল' * অর্থে 'আকাশ বা ব্যোমই' বুঝায়; ইহাতে নিরাকারই না বলা হইল? ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আর কি হইতে পারে? 'পুরুষ ঊর্দ্ধলিঙ্গ' এখানে 'পুরুষ' আবার 'ঊর্দ্ধলিঙ্গ' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি; তিনি জীবেরই পুংস্ত্ব জীব বীজ উৎপন্ন করণার্থে নিয়োজিত করিয়াছেন। 'সেই বীজ উৎপাদন- কারিতা নিয়ত বর্ত্তমান' বোধক এই ঊর্দ্ধলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মের 'অনন্ত অসীম সৃষ্টিশক্তি' অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরম-ব্রহ্মকে কেবল 'ব্যোমরূপী' অর্থাৎ 'নিরাকার' নিত্য সত্য পরম-পুরুষ বা পরম-পিতা বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার অতুলনীয় অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক জীব-বীজ উৎপাদক এই ঊর্দ্ধলিঙ্গ শব্দ 'মহাদেব মহেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* ইউরোপীয় মহোদয়েরা বলেন যে সর্ব্ববিধ বর্ণের প্রতিঘাত হইতে আকাশের উপরে নীল আভার উৎপত্তি; সেই কারণেই হউক কিম্বা অনন্ত গাঢ় অন্ধকারের উপর অতি দূরস্থ সূর্য্যের বা অপর জ্যোতিষ্কের পিঙ্গল রং পতিত হইয়াই হউক নীল বা কৃষ্ণপিঙ্গলরূপে আকাশ দৃশ্য হইয়া থাকে।

অমরকোষ অভিধানে (৺) চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কোন শব্দ দেখা যায় না। অনুমান হয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এ বর্ণের শূন্য বা বিন্দুকে 'ব্যোমবিন্দু'ও কহা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে আছে, "বিন্দুঃ—শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতং। তয়োর্যোগে ভবেন্নাদ স্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ;" অর্থাৎ,—'বিন্দু' "শিববীজ শক্ত্যাত্মক," অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি '৺নাদ' সহযোগে "ত্রিশক্ত্যাত্মক," হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'বিন্দু বা শূন্য ০' 'ব্যোম' অর্থে নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার 'বীজ-স্বরূপ' অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি বা 'পুরুষত্ব,' 'ক্ষেত্র স্বরূপা ৺ নাদ' অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রীত্ব বা 'প্রকৃতিত্ব' সহযোগে (সম্পূর্ণ) অসীম সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন নিরাকার 'ঈশ্বর' বোধক হইয়াছে। ৺ এই অর্থ সম্ভূত হওয়ায়, কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে লিখিত হইলে সে মনুষ্য 'মৃত অর্থাৎ লয় বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত' হইয়াছেন বুঝা যায়, এবং সে স্থলে '৺' কে ঈশ্বর কহা যায়; যথা,—'৺রামচন্দ্র'—'ঈশ্বর রামচন্দ্র'। দেব দেবীর নামের পূর্ব্বেও ঐরূপ অর্থবোধক হইয়া থাকে; যথা,—'৺গঙ্গা', 'ঈশ্বর গঙ্গা'; ইত্যাদি। নিরাকার ঈশ্বর অর্থেও ৺ লিখিত হইয়া থাকে। অতএব ৺ শূন্য বা ব্যোম হইতে উদ্ভাবিত হওতঃ 'নিরাকার ঈশ্বর' জ্ঞাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রতিপাদক পূর্ব্ব বর্ণিত 'উর্দ্ধলিঙ্গের' অঙ্কিত আকার সদৃশও এই ৺ চন্দ্রবিন্দু দেখা যায়। এ বর্ণ উদ্ভাবনের কারণ তাহাই বিবেচনা হয়।

অমরকোষ অভিধানে 'ওম্' অর্থে "এবম্ পরমম্" অঙ্গীকার বাচক শব্দ, এবং "ওঙ্কারঃ-প্রণবৌ সমৌ" আছে। 'প্রণব' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্তুতিবাদ। এ "ওঙ্কারে" ৺ নাই। পরে ঙ্, ং, ম্ স্থলে ৺ ব্যবহৃত হইয়া 'ওঁ' ওম্ উচ্চারণে ব্রহ্ম বোধক হইয়াছে। দেবনাগর অক্ষর 'ও' সচরাচর 'অ' বর্ণে ওকার যোগে লিখিত হইয়া থাকে; যথা,—ओ; কিন্তু ওঁ শব্দের 'ও' প্রায় বঙ্গভাষার 'ও' সদৃশ। ৺ যে 'শূন্য' (ব্যোম) হইতে উদ্ভাবিত নিরাকার ঈশ্বরের অসীম সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক চিহ্ন স্বরূপ, তাহা অগ্রেই চন্দ্রবিন্দুর ব্যাখ্যার দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ও অক্ষরের উর্দ্ধে ৺ সংযোগে ওঁ শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহার আকৃতি সাঙ্কেতিকভাবে প্রকৃষ্টরূপে নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক হইয়াছে; সেই হেতু যে উহা ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের গূঢ়নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। "সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ ও০ (ওঁ) শূন্য বিন্দু বা অনুস্বর ব্যতিরেকে লিখা যায়, কিন্তু তাহাতেও ইহার আকৃতির সাঙ্কেতিক ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না; বরং সে ভাব আরও সুস্পষ্ট থাকে।*

পরমব্রহ্মের বেদোক্ত রূপ এবং ওঁ শব্দের বৈদিক পৌরাণিক ও প্রামাণিক ব্যাখ্যার দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তির কারণ প্রতীতি হইবে, সন্দেহ নাই। কাশীতে ওঁকার লিঙ্গই প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে, পুরাণে ব্যক্ত আছে; "ওঁকারং প্রথমংলিঙ্গং দ্বিতীয়ন্তু ত্রিলোচনমিতি।" শিবলিঙ্গ

* হইতে পারে ওঁ পুংত্বের ইঙ্গিত আকার সদৃশ দৃষ্ট হওয়ায় স্ত্রীজাতি ও নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগকে উহা লিখিতে বা উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যখন "ওঁ হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশমান এবং পরমাত্মা-ব্রহ্মবোধক" আর যখন "উহা জপ করিবামাত্র জীব অনায়াসে ভবসাগর পার হয়" তখন উহাই সর্ব্ব শ্রেণীস্থ স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র জপ মন্ত্র। তবে সাঙ্কেতিক শব্দ অপেক্ষা পরমব্রহ্মের প্রকৃত নাম বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা প্রাণের সহিত স্মরণ করিলে অবশ্যই ইষ্ট ফলপ্রদ হয়।

পূজার ধ্যানে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" আছে। বেদে ব্রহ্ম, (ব্রহ্মণ্ অর্থে বিশ্বসৃজ্ সৃষ্টিকর্ত্তা) পরমব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্ত্তাকে বুঝায়। শ্রীব্রহ্মযামলোক্ত 'গায়ত্রী-ন্যাসে' আছে, "ওঁকারং সত্ত্বরূপং নাভৌ, ওঁকারং রজোরূপং হৃদি, ওঁকারং তমোরূপং মূর্দ্ধ্নি,"—অর্থাৎ সর্ব্বগুণান্বিত বা সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-জ্ঞাপক শব্দ ওঁ। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

["ওঁ তৎসৎ এই তিনটী পরমাত্মার নির্দ্দেশ (নাম) শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।"]

ওঁ অর্থে নিরাকার পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। পণ্ডিতেরা ব্যাকরণোক্ত 'সন্ধি' প্রকরণানুসারে ওম্ শব্দ অ উ ম্ এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজ বলিয়াছেন; ("অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ" ॥) 'অ অর্থে বিষ্ণু, উ মহেশ্বর, ম ব্রহ্মা'। বঙ্গীয় কবি পণ্ডিত—ভারতচন্দ্র অকার অর্থে ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"অকার কেবল ব্রহ্মা একাক্ষর কোষে।"

অকার প্রথম বর্ণ, অতএব ইহাই পরাক্ষরা ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহা হউক সর্ব্ববাদি সম্মতিমতে ওম্ বা ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিশক্ত্যাত্মক বীজ স্বরূপ; অর্থাৎ নিরাকার সৃষ্টি-কর্ত্তাকেই বুঝায়।

উচ্চারণই শব্দ। 'ব্যোম' (এ অন্তঃস্থ ব *) ও 'ওম্' শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই। ওঁ এবং ওম্ একই। ইহাদের একই উচ্চারণ, একই অর্থ; কোন প্রভেদ নাই। শিব-পূজার গালবাদ্য বম্ (এও অন্তঃস্থ ব) ওম্ শব্দ হইতে উৎপন্ন বিবেচনা হয়। অতএব (অনাদি অনন্ত) 'ব্যোম' নিরাকার নিত্য সত্য পরম ব্রহ্মের 'পুরুষরূপ' পুরাণে কল্পনা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ব্যোম্ যেমন ব্রহ্মের কল্পিত পুরুষরূপ 'অন্ধকার' তেমনই তাঁহার 'প্রকৃতি' বা 'স্ত্রী' রূপ পুরাণে ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত আছে। পূর্ব্বোক্ত "তমোরূপী নিত্যাপ্রকৃতি" এই পুরাণ বাক্যই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে যেমন নিরাকার ব্রহ্মের পুরুষত্বের বর্ণনা আছে-দেখান হইয়াছে, তেমনই তাঁহার স্ত্রীত্বেরও আবাহন এবং প্রণাম আছে, তাহা এই—"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাংমাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥" ইহার অর্থ সহজ। এখানে আকারের কোন বর্ণনা নাই। কেবল ব্রহ্মের 'স্ত্রীত্বই' স্পষ্ট উক্ত আছে। ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মের পুরুষত্বের বর্ণনায় যেমন 'নিয়ত জীব-বীজ উৎপাদনকারিতা' জ্ঞাপক "ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গ" শব্দ প্রয়োগ আছে, এখানে তেমনই 'জীবোৎপত্তি-ক্ষেত্র-স্বরূপা ব্রহ্মযোনি' বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যেমন ব্রহ্মের নিরাকার 'পুরুষ' ভাবের, এও তেমনই নিরাকার 'স্ত্রী' ভাবের বর্ণনা এবং সেখানে যেমন ব্রহ্মকে কেবল নিত্য সত্য পরম পুরুষ বা পরম-পিতা, এখানে তেমনই তাঁহাকে নিত্যা পরমা-প্রকৃতি

---

* অন্তঃস্থ 'ব' দন্তোষ্ঠবর্ণ; ইহার উচ্চারণ প্রায় (অন্তঃস্থ 'য' তে 'ব' ফলা) 'য্ব' সদৃশ। পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে' 'Wobor' বঙ্গ-ভাষায় 'বেবর' লিখিয়াছেন। এখানে ইংরেজী 'W' স্থলে অন্তঃস্থ 'ব' ব্যবহৃত হইয়াছে।

বা পরম-মাতা মাত্র বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। অতএব অনাদি অনন্ত অন্ধকার ব্যোমের দৃষ্টান্তে নিরাকার ব্রহ্মের 'পুরুষ' রূপ যেমন 'ব্যোম' হইতে, তেমনই তাঁহার 'প্রকৃতি' রূপ যে 'অন্ধকার' হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, সন্দেহের কোন কারণও দেখা যায়না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত আদি 'পুরুষ-প্রকৃতিরূপ' হইতে রূপকল্পনা কতদূর বিস্তারিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান।

ব্রহ্ম 'নিত্য সত্য' বেদে উক্ত আছে। [অভিধানানুসারে সত্য শব্দের অর্থ [সৎ যে হয় + য (ষ্য)] যিনি সত্য ও যাঁহাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; এতদ্দ্বারা 'নিত্য সত্য' অর্থে নিরাকার অনাদি অনন্ত ও সত্যময়ই বুঝা যায়। বৈদিক ধর্ম্মের শাস্ত্র (ত্রয়ীধর্ম্ম) প্রয়োজক মহর্ষিরা এই নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি',—দুই পৃথক্ রূপ উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদের অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানের এবং অতুলনীয় কবিত্বের প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা কি কেবল পরম পিতাই? পরমমাতা কি নয়? পরমপিতা ও পরমমাতা উভয়ই তিনি। তাঁহারা পরমেশ্বরের নিরাকারত্ব ও অনাদিত্ব বা অনন্তত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতঃ তাঁহার 'পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ' কল্পনার দ্বারা তাঁহার 'পরমপিতৃ ও পরমমাতৃভাব' অতি উৎকৃষ্টরূপে সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে 'তমো রূপী নিত্যা প্রকৃতি' উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমপ্রকৃতিকে কেবল নিত্যা মাত্র বলায় অর্থাৎ তাঁহাকে 'সত্যময়ী' বা 'সর্ব্বগুণময়ী' না বলায়, পরমপিতায় ও পরমমাতায় বৈসাদৃশ্য রহিয়া যায় এবং পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ সাকারভাব আসেনা; ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষিদের মনস্কামনাও পূর্ণ হয়না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়না; সেই জন্য তাঁহারা পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের 'রূপ' যেমন 'দ্বিবিধ', 'গুণ'ও তেমনই ত্রিবিধ,—কল্পনা করতঃ তাঁহার—

'সত্ত্ব বা সত্ব' (১) (সৎ-ত্ব বা সত্ব) অর্থে উত্তমত্ব বা সত্যময়ত্ব, এবং ('সঃ' [তিনি] শব্দজ) স-ত্ব অর্থে ঈশ্বরত্ব, মর্ম্মার্থে নিরাকার পরমপুরুষ বা পরমপিতৃভাবে সৃষ্টিকরণত্ব,

'রজঃ' (২) (স্ত্রীরক্তে জীবদেহ পুষ্ট হওয়া হেতু) মর্ম্মার্থে নিরাকার পরমপ্রকৃতি বা পরমমাতৃভাবে সৃষ্টিসংসার-পালনত্ব,

---

প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে—

(১) স [সো + অ (ড)] অর্থে শিব, বিষ্ণু, জীবাত্মা, লক্ষ্মী, গৌরী ইত্যাদি এবং স-ত্ব বা সত্ব শব্দের ব্যাখ্যা (সৎ উত্তম ইত্যাদি + ত্ব) অর্থ, আত্মা, প্রাণী ইত্যাদি।

(২) রজ বা রজঃ (রন্জ্ রং করা ইত্যাদি + অ (অল্) অর্থ স্ত্রীরজ, স্ত্রীকুসুম ইত্যাদি।

ও 'তমঃ'(৩) (তমঃ তমস্ বা তম মহাপ্রলয়কালীয় শূন্যঅন্ধকার) মর্মার্থে পরমপিতৃ ও পরমমাতৃভাব শূন্য অর্থাৎ লিঙ্গভেদশূন্য নিরাকার পরমক্লীব ভাবে সৃষ্টিলয়করণ ব;

এই ত্রিবিধগুণের পৃথক্ পৃথক্ সাকার 'পুরুষরূপ' 'ব্রহ্মা' 'বিষ্ণু' ও শিব সংজ্ঞায় এবং 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' ও সরস্বতী সংজ্ঞায় সাকার 'প্রকৃতিরূপ' বৈদিক সন্ধ্যাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। এই উপায় অবলম্বনে নিরাকার ঈশ্বরের আদি 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'-রূপ কল্পনায়, তাঁহার সম্পূর্ণ সাকার ভাবের যাহাকিছু বৈলক্ষণ্য ছিল, তৎসমুদয় সম্যক্ প্রকারে সংশোধিত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বেদত্রয়েরই সন্ধ্যাতে প্রাণায়ামের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের যে পুরুষরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মপ্রকৃতির ত্রিকালীন ধ্যানে 'স্ত্রীলিঙ্গে' তাহাই আছে, অন্য কোন প্রভেদ নাই। উক্ত সন্ধ্যার 'প্রাণায়ামে' আছে—

নাভিদেশে—"রক্ত বর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষ সূত্র কমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং"। ধ্যায়ন্ (এই—"সত্বরূপং নাভৌ")

হৃদি— "নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং"। ধ্যায়ন্ (এই "রজোরূপং হৃদি")

ললাটে— "শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং"। ধ্যায়ন্। (এই "তমোরূপং মূর্দ্ধি")

ইহার অর্থ—

"রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী, দ্বিভুজ, হংসারূঢ় ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে (অর্থাৎ দেহমূলে সমানবায়ু ✽ আধারে) আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "সত্ব" রূপ।)

"নীলোৎপলদলবর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু আমার হৃদয়ে (অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থলে প্রাণবায়ু ✽ আধারে) আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "রজো" রূপ।)

"শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্রসুশোভিত, ত্রিনেত্র, বৃষভারূঢ় মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "তমো" রূপ।)

(যদিচ "রজোজুষে জন্মনি সত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং"প্রলয়ে তমঃ স্পৃশে"। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উদ্ধৃত এই পণ্ডিত বাক্য মতে "রজো" গুণে "সৃষ্টি", "সত্ব" গুণে "স্থিতি" বা "পালন" পাওয়া যায়, কিন্তু বেদপুরাণে সর্ব্বত্র ব্রহ্মা নিত্য, সত্য, নিরাকার বলিয়া বর্ণিত আছেন। অসীম সত্বগুণ তাঁহারই। "সত্ব অর্থেই উত্তমত্ব ও প্রাণী"। উত্তম হইতে মধ্যম ও অধম হইতে পারে। মধ্যম হইতে কি উত্তমের

---

(৩) তমঃ তমস্ বা তম ('খিন্ন-হওয়া' বা 'খেদ-করা') অর্থ 'অন্ধকার'।

✽ পঞ্চবায়ু-শিষ্ট প্রয়োগঃ—"হৃদি প্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্ব শরীরগঃ॥"

সৃষ্টি সম্ভব? "সত্ব"গুণেই সৃষ্টি "রজো"গুণে সৃষ্টি হইতে পারেনা। আবার সৃষ্টি অগ্রে, পরে স্থিতি? না সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থিতি? সৃজন হইলেত পালন হইবে? "ব্রহ্ম" ও "ব্রহ্মা" অর্থেই সৃষ্টিকর্ত্তা। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অবশ্যই সৃষ্টির পূর্ব্বেরই, সৃষ্টির পরের কথনই নন। যিনি আকার বা দেহ বিশিষ্ট ও বসনভূষণ ধারী, তিনি সৃষ্টির পরেরই; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তার "রজ"ও "তম" গুণ এবং 'সত্ব রজ তম' এই তিন পৃথক্ সাকার রূপ কল্পনা মাত্র।

মহাকবি কালীদাস কৃত রঘুবংশ কাব্যে আছেঃ—' নারায়ণের স্তব '

"ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনিই সংহার করিতেছেন—এই রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপী আপনাকে নমস্কার। যেমন একরূপ—মধুরাস্বাদ মেঘবারি দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আপনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইয়াও সত্বাদি গুণভেদে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

(শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ১০ম সর্গ)

বঙ্গীয় প্রধান কবি ভারতচন্দ্র পণ্ডিত লিখিয়াছেনঃ—

" নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার। সত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়। তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥
সত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়॥"

পুরাণে 'ব্রহ্মারূপ' সৃষ্টিকর্ত্তার, 'বিষ্ণুরূপ' পালনকর্ত্তার,ও 'শিবরূপ' সংহার-কর্ত্তার বলিয়া ব্যক্ত আছে। অতএব ব্রহ্মযামলোক্ত 'সত্বরূপ' 'নাভিদেশে', ও 'রজোরূপ' 'হৃদয়ে' কোন প্রকারে দূষণীয় নয়।)

প্রকৃতির ধ্যানে আছে—সামবেদীয় সন্ধ্যাতে—

প্রাতঃ—" কুমারীং * ব্রহ্মরূপাং * হংসস্থিতাং কুশহস্তাং।"
মধ্যাহ্নে—" বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং যুবতীঞ্চ।"
সায়াহ্নে—" শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।"

ঋক্‌বেদীয় সন্ধ্যাতে—

প্রাতঃ—" হংসোপরিপদ্মাসনস্থাং চতুর্ম্মুখীং রক্তবর্ণাং ব্রহ্মণঃ—সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং।"
মধ্যাহ্নে—" চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাং বিষ্ণোঃ—সদৃশরূপাং সাবিত্রীং।"
সায়াহ্নে—" শুক্লাং বৃষারূঢ়াং ত্রিশূল ডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতাং বৃষভস্থাং শম্ভোঃ—সদৃশ রূপাং সরস্বতীং।"

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে—

"প্রাতর্গায়িত্রী * রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনমারূঢ়া কুমারী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা।"

"মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ✱ কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা গরুড়াসনমারূঢ়া যুবতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা।"

"সায়াহ্নে সরস্বতী ✱ শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল ডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা।"

তান্ত্রিক ত্রিকালীন শক্তির ধ্যানেও ঐ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি-নির্দ্দিষ্ট সাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কল্পিত রূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল লিঙ্গ ভেদমাত্র—যথা—

প্রাতঃ—"উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং পরাং কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে॥"

মধ্যাহ্নে—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াং॥"

সায়াহ্নে—"শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং॥"

•[বেদত্রয়েরই ক্রিয়াবিধিতে, পুরাণে, এবং পুরাণানুগামী তন্ত্রেও ব্রহ্মপ্রকৃতির ধ্যানে, প্রাতে ব্রহ্মাণী-রূপ, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী-রূপ, এবং সায়াহ্নে মাহেশ্বরী-রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে দেখা যাইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই 'সূর্য্যোদয়কালীয়' সমার্থে 'সৃষ্টির-আরম্ভকালীয়'-রূপ, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর 'মাধ্যাহ্নিক'-সমার্থে 'সৃষ্টির মধ্যকালীয়'-রূপ, এবং সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরের 'সূর্য্যাস্তকালীয়' সমার্থে 'সৃষ্টি-লয়-কালীয়'-রূপ। ইহার দ্বারাও বেদে ও পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে বলিতে হইবে, যে সত্ত্বরূপই সৃষ্টিকর্ত্তার রজোরূপ নয়।]

অতএব বেদাদিতে যখন 'সত্ত্বরূপ' 'রজোরূপ' 'তমোরূপ' বলিয়া উল্লেখ আছে এবং যখন ঐ তিন 'পুরুষ ও প্রকৃতি'-রূপের বিভিন্নতা নাই, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের এবং গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতীর উপরোক্ত সাকার রূপ কল্পিত বই আর কি হইতে পারে?। প্রাচীন অমরকোষ অভিধানে "গায়ত্রী বালতনয়ঃ খদিরোদন্তধাবনঃ" আছে, বেদ বা পুরাণার্থমূলক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পুরাণে গায়ত্রী দেবী ব্রহ্মার স্ত্রী রূপে বর্ণিত আছেন, সাবিত্রী সরস্বতীরও ভিন্ন ভিন্ন রচিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পুরাণে বর্ণিত আছে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার রাত্রী, তখন সূর্য্য চন্দ্র ভূনক্ষত্র আদি কিছুই থাকেনা। মহাপ্রলয়ান্তে প্রথম সূর্য্য উদয়ের অগ্রে তাঁহার রাত্রী প্রভাত ও সৃষ্টি আরম্ভ। তাঁহার দিবান্তে সায়াহ্নে তাঁহার রাত্রী আরম্ভ ও সৃষ্টির লয়। এই জন্য সূর্য্য উদয়ের অগ্রে উষাকালে পূর্ব্বদিকে যে রক্তবর্ণ আভা আকাশে দেখাযায় তাহা হইতেই "ব্রহ্মমূর্ত্তি" এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কথার উৎপত্তি। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধিতে এই কারণে প্রাতর্ধ্যানে সৃষ্টিকর্ত্তার সত্ত্ব (সৃষ্টি) গুণের সাকার 'পুরুষ ও প্রকৃতি' রূপের অর্থাৎ ব্রহ্মা ও (গায়ত্রী) ব্রহ্মাণীর রক্তবর্ণ এবং কৌমার কল্পনা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে যখন মেঘাদিরহিত বিমল আকাশ কৃষ্ণপিঙ্গল বা নীলবর্ণ থাকে, তাৎকালীক ধ্যানে রজো (পালন) গুণের সাকার পুরুষ ও প্রকৃতি রূপের অর্থাৎ বিষ্ণু ও সাবিত্রীর কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও যৌবন এবং সায়াহ্নে ঐ প্রকারে তমো (লয়) গুণের সাকার, 'পুরুষ ও প্রকৃতি' রূপের অর্থাৎ শিব ও সরস্বতীর শুক্লবর্ণ ও বৃদ্ধত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূর্ত্তি, বসন, আভরণাদিরও

প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝা দুষ্কর নয়। উদাহরণ ও প্রমাণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

" শ্রীবৎস-ছলেতে বিষ্ণু ধরেণ প্রকৃতি। গদারূপেধরে বুদ্ধি ওহে মহামতি ॥
শক্তিরূপে ধরে দুইরূপ অহঙ্কার। চক্ররূপে ধরে মন সেই দয়াধার ॥
পঞ্চভূত দশেন্দ্রিয় এই সবাকারে। পঞ্চরূপা বৈজয়ন্তী মালার আকারে ॥
অসিরূপে ধরে বিদ্যা সেই জনার্দ্দন। বর্ম্মরূপে অবিদ্যারে করেন ধারণ ॥
একপে জীবের হিত সাধনের তরে। ভগবান্ বিষ্ণু অস্ত্র ধারণের ছলে ॥
আত্মাবুদ্ধি সর্ব্বভূত মন অহঙ্কার। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাজ্ঞান আর ॥
এই সবাকারে দেহে করিয়া ধারণ। করিছেন এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন ॥
বিদ্যাহবিদ্যা সদসৎ কলাকাষ্ঠা আদি। নিমেষ মুহূর্ত্ত বর্ষ ওহে মহামতি ॥
তাঁহাহতে এই সব ভিন্ন কভু নয়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয় ॥
ভূর্লোকি ও তপোলোক সত্যলোক আর। সব অন্তর্গত ঋষে জানিবে তাঁহার ॥ "

(বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২২শ অধ্যায়)

[এ খানে পুরাণকার পরমেশ্বরকে বিষ্ণুসংজ্ঞায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি উভয় রূপে 'অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদি' স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন]

ব্রহ্মের পুরুষত্ব ও স্ত্রী বা প্রকৃতিত্ব কল্পনার পর তাঁহার সৃষ্টি, পালন ও লয় গুণের পৃথক্ পৃথক্ সাকার পুরুষ ও স্ত্রীরূপ কল্পনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা ধীমান ব্যক্তি সকলে অবশ্য বুঝিতে পারেন, কিন্তু কোন সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহা অপনীত হওয়া সহজ নয়।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন; গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী ও গঙ্গা শিবের পত্নী; কাশীবাসী দিগকে মৃত্যুকালে শিব (যিনি পুরাণের কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন) তারক ব্রহ্ম নাম শুনান। (তারক ব্রহ্ম নাম কেন?) ব্রহ্ম অর্থেইত বিশ্বেশ্বর; কাশী বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলের উপর আছে, (এ কি ধাতু নির্ম্মিত ত্রিশূল?); ইত্যাদি পুরাণ বাক্য সকলের প্রকৃতমর্ম্ম শিক্ষিত বা সংস্কৃতজ্ঞ যাজক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ যে বুঝেননা, ইহা কেবল অজ্ঞান লোকেই বলিতে পারে। পূর্ব্বে কোন সময়ে, বঙ্গীয় পঞ্জিকানুযায়ী একাদশীর পর দিন কাশীতে 'একাদশী' হইবে-শুনিয়া, ৪০৲ টাকা পেন্সন্ ভোগী এক প্রবীণ ব্যক্তি কহিয়াছিলেন "বঙ্গে ও কাশীতে পৃথক্ দিনে কি একাদশী হইতে পারে?" তাহাতে তাঁহাকে "পৃথিবীর সকল স্থানেই কি এক সময়ে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত হয়?" জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তা নয়ত কি?" দিবান্তে পশ্চিম দিকে যে সূর্য্যের অস্ত হয় এবং রাত্রি প্রভাতে পর দিন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় কেন, তাহা অনেক প্রাচীন মহোদয়কে সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। কিন্তু পুরাণেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে সূর্য্য নবগ্রহ মধ্যে প্রধান গ্রহ ও এই গ্রহ পৃথিবীকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে দেখা যায়; ইহার দর্শন অদর্শন নিবন্ধন দিবা রাত্রী হইতেছে। ইহার অদর্শনে

অস্ত, পুনরায় দর্শনে উদয় কহা যায়। বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয় অস্ত নাই। পৃথিবীর একদিকে সূর্য্যের উদয়ে তদ্বিপরীত দিকে অস্তমন; এক দিকের মধ্যাহ্নকালে অপরদিকের অর্দ্ধরাত্র এবং এক দিকে সূর্য্যের অস্তমনে অপরদিকে উদয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মানবাকার প্রকৃত, কল্পিত নয়; অনেকের এমত দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহা দূরীভূত করা সহজ নয়। মানব প্রকৃতি সকল দেশেই এবং সকল কালেই এইরূপ। এমত অবস্থায় ক্রমে উপরোক্ত তিন কল্পিত পুরুষ এবং তিন কল্পিত স্ত্রীর ও তাঁহাদের পুত্র কন্যা সপত্নী প্রভৃতির রূপকাবৃত শ্রুতি সুখকর জ্ঞান প্রদায়ক ও নীতিবোধক নানা উপন্যাস ও ইতিহাস সদৃশ বৃত্তান্ত সকল, স্ত্রী ও নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতিদিগের উপদেশার্থে যে, পুরাণে রচিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই প্রকারে নানা দেব দেবী, নদ নদী, পর্ব্বত পর্য্যন্তেরও পুরুষ বা স্ত্রী আকার কল্পনা ও তাহাদের উপন্যাসাদি পুরাণ ও তদনুগামি তন্ত্রে রচিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। যথা,-ইন্দ্র, বরুণ,পবন, যম,সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, বাসুকি, মন্মথ, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা দুর্গা, পার্ব্বতী, গিরিজা, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী, গঙ্গা, যমুনা,হিমালয়, মেরু, মেনা ইত্যাদি।

পুরাণের এই প্রকার বিবিধ রূপ কল্পনা সম্বন্ধে সানুবাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশক মহোদয়-দিগের বিজ্ঞাপন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা গেল না। —

"স্বয়ং ব্যাসও বলিয়াছেন :—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"অর্থাৎ তুমি রূপবিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা কর। এখানে ব্যাস নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, যিনি নিরাকার, যিনি বাক্যের অতীত ও যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে তিনি বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কল্পনার দ্বারা হস্তপদাদি বিশিষ্ট সামান্য মনুষ্যরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া দোষ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের সমুদয় শাস্ত্রই রূপকে আবৃত। সুতরাং সেই রূপক না ভাঙ্গিলে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না।"

এ শ্লোক বেদব্যাসের কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের মানব আকার অর্থাৎ 'রূপ' পুরাণকার বেদব্যাসের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে উদ্ভাবিত না হইলেও তাঁহা হইতে ক্রমে রূপ

কল্পনা সম্যক্ প্রকারে প্রসারিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 'তীর্থ কল্পনা' যে বেদব্যাসের নিজেরই, তাহা ভারত পুরাণ-আদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। যাহা হউক পুরাণপ্রণেতার কি অসাধারণ কবিত্ব ও রচনাপটুতা! অদ্যাবধি প্রায় সমুদয় পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে পুরাণাদি উক্ত রূপক সকলের প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিতেও অনিচ্ছুক দেখা যায়। 'রূপ' ও 'তীর্থ' যে কল্পনামাত্র তাহা পুরাণকার নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় উল্লিখিত 'রূপ' ও 'তীর্থ' কল্পনার ইষ্টানিষ্ট ফলাফলের অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু অগ্রে উহার উদ্ভাবনকর্ত্তা বেদব্যাসের যথার্থ ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় না করিয়া অর্থাৎ 'কল্পনাকালীয়' ভারতের অবস্থার তমসাচ্ছন্নতা দূর না করিয়া সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। পশ্চাতে তাহার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ইতিহাস আদির যথার্থ কাল নির্ণয়ের উপায় অনুসন্ধান।

[অব্দ-গণনা আরম্ভের প্রামাণিক বিবরণ কি? কেবল কোন অব্দের সাহায্যে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কাল নিরূপিত হইতে পারে কি না? নচেৎ কি প্রকারে হইতে পারে?]

অদৃশ্য শূন্যের কোনদিকে আদি বা অন্ত নাই; কালও অনাদি এবং দৃষ্টির অগোচর। পরমপিতা পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি, অপার মহিমা, তিনি এই দিগন্ত-শূন্য অন্ধকার আকাশে প্রথমে তমোনাশক আলোকপ্রদায়ক দীপ স্বরূপ এবং দিক্-নিরূপক চিহ্ন (Compass) স্বরূপ-সূর্য্য, পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আদি সৃষ্টি করতঃ অদৃশ্য কালের মানদণ্ড সদৃশ দিবা রাত্রি ও পক্ষদ্বয় ক্রমানুয়ে উৎপন্ন করিয়া কালকে পরিমেয় এবং মানব-দিগের মনোজ্ঞেয় করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীর যে দেশে যখন মৌখিক ভাষা ও তৎপরে কেবল লিখিত ভাষা মাত্র প্রচলিত ছিল, গণিত বিদ্যার উন্নতি হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তদ্বাসী মানবদিগের দিবা রাত্রি পক্ষদ্বয় এবং ঋতুরও স্থূল জ্ঞান ব্যতিরেকে সূক্ষ্মজ্ঞান থাকা কখনই সম্ভব নয়। অমাবস্যার পর শুক্ল-প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা অবধি চন্দ্রকলার বৃদ্ধি এবং তৎপরে চন্দ্রকলার হ্রাস হওতঃ অমাবস্যায় চন্দ্রের একেবারে অদর্শন হয়। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ও চন্দ্রের সম্পূর্ণ অদর্শন সর্ব্বকালেই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যের দৃশ্যমান (বা পৃথিবীর) দৈনিক-চক্র ভিন্ন, অদৃশ্য বার্ষিক চক্র-পরিভ্রমণ মানবের আদিম অবস্থায় দূরে থাকুক, এখনও সকলের সহজে অনুভব হয়না। গণিত বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া গণিত জ্যোতিষের বিশেষ চর্চ্চা হইলে পর গণিত বিদ্যাবিশারদ মহোদয়েরা দিবারাত্র অসাধারণ পরিশ্রম

সহকারে বহুকাল আলোচনার-দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশি) প্রভৃতি আকাশে কি ভাবে স্থিতি ও কি প্রকারে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা নির্ণয় করতঃ চন্দ্রের এক চক্রে পক্ষদ্বয়ের উৎপত্তি, এবং সূর্য্যের বা পৃথিবীর বার্ষিক চক্রে ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ স্থির করিয়াছেন। ক্রমে সূর্য্যের বা পৃথিবীর দৈনিক-চক্রের কালও অর্থাৎ দিবসের পরিমাণও যন্ত্রের (যথা জল ঘড়ি যাহা ভারতের নানা স্থানে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বালু ঘড়ি *) কিম্বা চক্ষুর পলক গণনা দ্বারা সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করিয়া পক্ষদ্বয়ের অর্থাৎ চান্দ্রমাসের, ও বার্ষিক সূর্য্য বা পৃথ্বীচক্রের অর্থাৎ (সৌর) বর্ষের এবং তদংশ দ্বাদশ সৌরমাস আদির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ মহোদয়েরা পশ্চাতে গ্রহ নক্ষত্রাদিরও বার্ষিক চক্র এবং তৎপরিমাণ নিরূপণ করতঃ সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ আদির সঙ্কেত পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়াছেন। এবম্প্রকারে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তাঁহারই প্রদত্ত উচ্চশক্তির প্রভাবে মানব অনন্ত কালের ভূত-ত্ব, বর্ত্তমান-ত্ব ও ভবিষ্য-ত্ব পৃথক্ ভাবে নিশ্চয়রূপে উপলব্ধি ও নির্দ্দিষ্ট করিতে এবং অদৃশ্য কালকে সম্যক্‌প্রকারে গণনাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (সৌর) বর্ষ নির্দ্ধারণের পর অব্দ প্রচলন পূর্ব্বক প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও অপর ঘটনা সকল যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার 'কাল' সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ভারতের প্রাচীন কালীন পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের কাল তদ্রূপ লিপিবদ্ধ বা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত নাই; অতএব তন্নিরূপণের উপায় অনুসন্ধান আবশ্যক।

যাঁহাদিগকে ইউরোপীয়েরা (Hebrew) 'হিব্রিয়' বা (Jew) 'য়ু' কহেন, পুরাকালে মিসরবাসীগণ (Egyptians) তাঁহাদিগকে 'Hykso' (হুক্ষ) কহিতেন। হয়ত ভারতে এই হিব্রিয়গণই 'যক্ষ' নামে অভিহিত হইতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তক অনুসারে (Noah's grandson) নোহের পৌত্র 'যেফত', তস্য পুত্র 'যবন' গ্রীক জাতির আদি পুরুষ; এই যবন-বংশ বোধার্থে 'যবন' কথার উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু 'যবন' য়ু-জাতি-বাচক শব্দ হওয়াই সম্ভব। 'য়ু' ধাতু হইতে উদ্ভূত শব্দের অর্থ কোন 'বিদেশবাসী' 'বিজাতীয়' বা 'বৈধর্ম্মী' হওয়া তত সম্ভব নয়। ইব্রীয় যে অক্ষরস্থানীয় ইংরেজী 'J' তৎস্থলে 'য' ব্যবহারের রীতি প্রচলিতই আছে; যথা, 'Jesus' 'যীশু' 'Javan' 'যবন' ইত্যাদি। অমরকোষ অভিধানে 'যবন' শব্দ নাই বটে, কিন্তু 'যাবন' অর্থে 'শিলারস' ও 'তুরুষ্ক' নামক গন্ধদ্রব্য আছে, অতএব বিবেচনা হয়, এ দেশ 'তুরুষ্ক' বা যবন † দেশজাত হওয়ায়, ইহার নাম 'যাবন' হইয়াছে। ভাগবত পুরাণাদি উক্ত যবনবৃত্তান্ত দ্বারা ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা। 'যবন' শব্দের উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক, এই 'য়ু' বা হিব্রু মহোদয়দিগের দ্বারা আদিম মানব আদম বংশের ও পৃথিবীস্থ সকল জাতির উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহাঁরা অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পশ্চিম ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রকাশ আছে যে আদম বংশীয় (পঞ্চবিংশ পুরুষ) মশি (Moses) নামক মহাত্মা এই প্রাচীন বিবরণ

* প্রবাদ আছে যে এই (Hour Glass) ঘড়ি আলেকজান্ড্রিয়া সহরে ২০০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† মহাকবি কালীদাস কৃত 'রঘুবংশ' কাব্যেও 'যবন' শব্দ এইরূপ অর্থে-ব্যবহৃত হইয়াছে।

লিখিয়া গিয়াছেন। আদমের উৎপত্তির ২৪৩৩ * খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত বর্ষের পরে তাঁহার মিশর দেশে জন্ম হইয়াছিল। তিনি সেই দেশীয় পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। আদম হইতে ৯।১০ পুরুষ (নোহের মৃত্যু) পর্য্যন্ত (অন্যূন ২০০০ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত বর্ষ) আদমবংশীয়েরা উলঙ্গ-প্রায় থাকিতেন। পরে, ইব্রীয়গণ পশুপালক ও কৃষিজীবী ছিলেন। মহাত্মা মশির পূর্ব্ব (আদমসহ ২৫) পুরুষদিগের মধ্যে লিখিত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও তৎকালে অঙ্কবিদ্যার যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু পৃথিবীর বা সূর্য্যের অদৃশ্য বার্ষিক চক্রের বিষয় নিশ্চয়ই তাঁহারা অবগত ছিলেন না। খৃঃ ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশের ১ম ৭অধ্যায়ে ‘মাস’ বা ‘ঋতু’ শব্দের প্রয়োগ একেবারে নাই; কেবল ‘দিন’ ও ‘বর্ষের’ উল্লেখ আছে। ৭ম অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে “জল পৃথিবীর উপরে একশত-পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকিল।” (“And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days”)। মাসের ও বর্ষের দিন-সংখ্যা নিশ্চিত না হইলে দিন-দ্বারা মাস বা মাস-দ্বারা বর্ষ গণনা হইতে পারেনা। মহাত্মা মশির সময়ে মাস শব্দই ইব্রিয় ভাষায় ছিল কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তৎকালে যদি মাসদ্বারা বর্ষ-গণনা চলিত থাকিত, এ স্থলে অবশ্যই ১৫০ দিনের পরিবর্ত্তে-মাসের উল্লেখ থাকিত। ক্রমান্বয়ে ১৫০ দিনের গণনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পক্ষদ্বয় বা চান্দ্রমাস গণনা না সহজ? ৮ম অধ্যায়ের শেষে ৪ ঋতুর প্রথম উল্লেখ আছে। এই অধ্যায়েই ‘মাস’ এবং ৩৫৪ দিনাত্ত চান্দ্রবর্ষের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ সকল কথা মহাত্মা মশি লিখিত কিনা তদালোচনা বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন ও নিতান্ত অবিধেয়। কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদ্যংশোক্ত আদিম মানবের পরমায়ু সংখ্যা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ভরসা হয়, অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, অতি প্রাচীন কালে য়ু মহোদয়দিগের দ্বারা ‘চান্দ্রমাস’ ‘বর্ষ’-নামে ‘বর্ষবৎ’ পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশোক্ত ‘বর্ষ’ অর্থে ‘সৌরবর্ষ’ নয়,—তাহার দ্বাদশ ভাগ অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ ন্যূন, কেবল এক ‘চান্দ্রমাস’ মাত্র। ইঁহাদের বর্ষও ২ প্রকার:—এক ‘পবিত্র’ অপর ‘সাধারণ’। পবিত্র বর্ষ গণনা মহাত্মা মশির মিশর দেশ-পরিত্যাগ হইতে আরম্ভ। দুই প্রকার বর্ষ-দ্বারা বুঝা যায় যে মহাত্মা মশির সময়ে ‘বর্ষ’ গণনা ছিলনা, পশ্চাতে হইয়াছে। (Jewish-Era) য়ু-অব্দও যে তৎপূর্ব্বে ছিল তাহাও প্রমাণ করা সহজনয়। ‘পবিত্র বর্ষের’ ১ম মাসের নাম ‘নিশান’ (অর্থ-পলায়ন বা “যাত্রা”) ২য় মাসের নাম (Yiar) বা ‘বর’. এই ‘Yiar’ ক্যালডীয় (Chaldean) ভাষায় ‘বর্ষ’ বোধক। অনুমান হয়, ইব্রীয় ভাষাতেও পূর্ব্বে তাহাই ছিল। পশ্চাতে মাসের নামকরণ হইলে, ‘মাস’ অর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে পারসীকদিগের দৃষ্টান্তে বা অনুকরণে য়ু মহোদয়দিগের মাসের নামকরণ ক্রমে হইয়াছে। এক্ষণে য়ু-ভাষায় বর্ষ বাচক শব্দ ‘শন’; অনুমান হয় এ শব্দ পারসীক ভাষা হইতে উৎপন্ন, মাসের নামকরণের পর হইতে ইব্রীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে ‘আদিম মানবের পরমায়ু ঊর্দ্ধসংখ্যা ৯৮৭ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় সহস্রবর্ষ হইয়াছিল; ক্রমে যখন খর্ব্ব হইতে লাগিল তখন প্রথমে ৬০০ বর্ষ, পরে ৪৬৪ ও তন্ন্যূন হওতঃ অবশেষে মহাত্মা মশির ১২০ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল’। এই বিবরণ

* আধুনিক মতে ২৬০০ বা তদধিক বর্ষ পরে।

যাঁরা তৎসাময়িক বর্ষ-জ্ঞানের উন্নতি অনুসন্ধান করিতে গেলে বিবেচনা হয়, মানবেরা সর্ব্বপ্রথমে চান্দ্র-মাসকেই 'বর্ষ' জ্ঞান করিতেন। পরে ক্রমে এক ঋতুতে অর্থাৎ ২ বা ৩ চান্দ্রমাসে, তৎপরে ঋতু ও বর্ষের প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে ৫ বা ৬, ৯ বা ১০, চান্দ্রমাসে, অবশেষে বার্ষিক পৃথ্বী বা সূর্য্য চক্রই ঋতুর কারণ-স্বরূপে স্থির হইলে তাঁহারা ১২ চান্দ্রমাসে বর্ষ গণনা করিতে লাগিলেন। মানবের আদিম অবস্থায় চান্দ্রমাসই 'বর্ষ' নামে অভিধেয় ছিল। পরে ঋতুও যে বর্ষবৎ গণ্য হইত, গ্রীস-দেশের পুরাবৃত্তে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতের ও তৎপশ্চিমস্থ মুসলমানেরা অদ্যাবধি ১২ চান্দ্রমাসে-বর্ষ গণিয়া থাকেন। এ 'বর্ষ' সৌরবর্ষ অপেক্ষা ১১ দিন ন্যূন। য়ু মহোদয়েরাও সাধারণতঃ ঐরূপ ১২ চান্দ্রমাসে, বর্ষ গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক মাস অধিক ধরিয়া সৌরবর্ষের সহিত স্থূলে এক প্রকার মিল রাখিয়া যাইতেছেন। এ প্রণালী নিঃসন্দেহ সৌরবর্ষ পরিমাণ নির্ণয়ের পরে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টাব্দের কত পূর্ব্বে বা কত পরে, তাহা নিশ্চয় বলা যায়না।

য়িহুদীয় মহোদয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে ভারতের আদিম বাসীরা নোহের পুত্র হেমেরবংশ কিন্তু পুরাণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। নোহের পৌত্র অসুর যে রাজ্য স্থাপন করেন তাহার নাম (Assyria) আসুরিয়া। দেবতা জ্ঞানে এই অসুরের মূর্ত্তির পূজা হইত। আসুরিয়ার পুরাবৃত্তে আছে যে, এক অসুররাজ্যেশ্বরী পুরাকালে ভারতবিজয়ার্থ আসিয়া যুদ্ধে আহতা ও পরাভূতা হইয়া গিয়াছিলেন। এ বৃত্তান্তও পুরাণে নাই।

মিসর (Egypt) দেশবাসীরাও অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া বিখ্যাত। কোন কোন পুরাবৃত্ত লেখক অনুমান করেন জলপ্লাবনের (some ages) কএক শত বর্ষপরে অথমনসু নামক এক নৃপতির রাজত্বকালে এই মিসর দেশীয়দিগের প্রথম সংস্কার হইয়াছিল যে; (৩৬৫।) * তিন-শতসওয়াপৈঁষট্টি দিনে বর্ষ পূর্ণ হয় এবং ঐ বর্ষের দ্বাদশ অংশ (মাস) ৩০ দিনে গণ্য। একি সৌরবর্ষ না চান্দ্রবর্ষ? না অয়ন-ঋত্বন্ত বর্ষ? জ্যোতিষীয়-সৌরবর্ষের পরিমাণ ঐ ৩৬৫। দিন বটে, কিন্তু মিসর দেশে শিক্ষিত মহাত্মা মশি প্রণিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশেও ৩৬৫—দিনান্ত বর্ষের আভাস পাওয়া যায় না; বরং ৩৫৪-দিনান্ত চান্দ্রবর্ষের ইঙ্গিত মাত্র আছে। সে যাহা হউক, ১২ চান্দ্র বা সৌর মাসে বিভক্ত বর্ষ ব্যতিরেকে এ প্রণালীর দ্বারা অব্দ গণনা হয়না। মিসর দেশীয় কোন অব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে কিনা তাহাও জানা যায়না।

অসুর অর্থে দেববিরোধী এবং পুরাণমতে দেবতারা উত্তর মেরু প্রদেশবাসী ও অসুরদিগের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে বসতি। হয়ত পূর্ব্বোক্ত অসুররাজ্যবাসী এবং মিশরদেশীয়দিগকে অতি পূর্ব্বকালে 'অসুর' কহা যাইত। মিসরেরও এক নৃপতি ভারতে বৈরিভাবে আসিয়াছিলেন; ইতিহাসে বাক্ত আছে, কিন্তু এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পুরাণে পাওয়া যায় না।

---

* কথিত আছে যে ইহারা (Dog-star, Sirius) কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক উদয় হইতে পুন উদয় পর্য্যন্ত ৩৬৫। তিনশত সওয়াপৈঁষট্টি দিনে বর্ষ গণনা করিতেন, কিন্তু এত প্রাচীনকালে নক্ষত্রের উদয়কাল (দিনাংশপর্য্যন্ত) নিরূপণ, সম্ভব বিবেচনা হয়না। এ আনুমানিক কথা মাত্র। তখন অঙ্কলেখনেরই প্রচলন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

খৃষ্টাব্দের অনুমান ৪৬ বর্ষ পূর্ব্বে রোম সম্রাট [Julius-Caesar] যুলিয়স-সিজার, যৎকালে যু রাজ্যেরও অধীশ্বর ছিলেন, কিম্বা যখন রোমীয়দের সম্যক্‌রূপে এই যু জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন সৌরবৎসর গণনার যে ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা এই:—

৪ সপ্তাহে অর্থাৎ ২৮ দিনে..১ মাস

[এ চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগকাল ভারতের "নাক্ষত্র মাস"। ইংরাজীতেও ইহাকে নাক্ষত্র [Stellar-month] মাস কহা যায়। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ২৭·৩২১৭ দিন। ইহা হইতেই ১৪ দিনে 'পক্ষ' [fort-night] এবং ৭ দিনে বা ১ সপ্তাহে চান্দ্রমাসের চতুর্থাংশ [quarter] স্থূলরূপে গণনা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে।]

৫২ সপ্তাহ ১ দিন ৬ ঘণ্টায়..১ 'বর্ষ' বা 'যুলীয় বৎসর'

ইউরোপে প্রথমে 'সপ্তাহ' দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। রোমসম্রাট্ যুলিয়স সিজারের সময়েও সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগকাল সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ হয় নাই, জ্ঞাত হওয়া যায় 'বৎসর' বা 'সৌরবর্ষ' শব্দের ব্যবহার প্রথম এই আরম্ভ। সৌরমাসের প্রচলন পশ্চাতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'মাস' শব্দের ব্যবহার ইতিপূর্ব্বে ছিল কিনা নিশ্চয় বলা যায়না।—

এই যুলীয় অব্দের ১১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে ভারতেও 'সম্বৎ' নামক অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। ১৩৫ 'সম্বৎ' হইতে আবার 'শকাব্দা' চলিয়া আসিতেছে। এ ঐতিহাসিক অব্দ হইলেও কেবল ইহার দ্বারা পুরাণোক্ত ঘটনা সকলের কাল নিরূপণ হয়না।

প্রবাদ আছে যে গ্রীসদেশবাসী মহোদয়েরা অনেক পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরাও 'হোরা' শব্দটী 'ঘণ্টা' ও 'ঋতু' [বা 'বর্ষ'] অর্থে ব্যবহার করিতেন। 'বর্ষ' বা 'বৎসর' বোধক পৃথক্ শব্দ ইহাঁদের ছিলনা, বিবেচনা হয়। ইহাঁদের কোন বিশেষ অব্দ জানা নাই, তবে ঐ দেশে [Olympiad] 'ওলিম্পিয়ড্' নামক এক মেলা প্রচলিত ছিল, এই মেলা সখ্যা দ্বারা প্রাচীন প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মহোদয়েরা পুরাকালীন ঘটনা সকলের কাল নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ মেলা 'চাতুর্ব্বার্ষিক' বলিয়া ইংরাজী গ্রন্থে ব্যক্ত আছে; কিন্তু ইহা ৪ 'বৎসর' অন্তর হওয়া কিছু সন্দেহের বিষয়। ঐ চতুর্ব্বর্ষের যথার্থ পরিমাণ কি, তাহা বলা যায়না। যাহাহউক প্রাচীন ইতিহাস লেখক-দিগের গণনা যখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তখন সে সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গ্রীস দেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দরের সিলিউকস্ নামক এক সেনাপতি শকদ্বীপ প্রদেশে আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁর নামে যে এক অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি চলিতেছে কিনা জানা যায়না। এই সিলিউকস্ ও মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে যৎকালে আসিয়াছিলেন তখন মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরা মগধের অধীশ্বর ছিলেন, ইতিহাসে প্রকাশ আছে। উহাঁদের ভারতে আগমনের অব্দও প্রাচীন ইতিহাস লেখক মহোদয়দিগের দ্বারা নিশ্চয়-রূপে অবধারিত হইয়াছে। মহাপদ্মনন্দ ও তদ্বংশচরিত পুরাণে সংক্ষেপে উক্ত আছে; কিন্তু ভারতের পুরাকালীন ইতিহাস যাহা কিছু পুরাণে পাওয়া যায় তাহা গাঢ় রূপকে আবৃত এবং তাহার কাল সম্বন্ধে কেবল যুগেরই উল্লেখ আছে, যথা—

দ্বাপরে বুদ্ধ, ত্রেতায় পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন, ইত্যাদি।
সেই কারণে, বিদেশীয় পুরাবৃত্তে বা অপর প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থে ভারতের যে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে তৎসাহায্য ব্যতিরেকে কেবল কোন অব্দের দ্বারা পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক রূপক সকলের যথার্থ মর্ম্ম ও কাল উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় সর্ব্ব প্রথমে, পুরাণোক্ত যুগ ও সত্য-ত্রেতা-আদি-অন্ত-যুগের প্রকৃত অর্থ ও পরিমাণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত চারিযুগের যথার্থ পরিমাণ অনুসন্ধান।

[যুগ কি? যুগ কয় প্রকার এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ কি? এই কলিযুগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি?]

এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ১ অহোরাত্র বা ১ দিবস। ভারত পুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঋষিরা এই অহোরাত্রের পরিমাণ প্রথমে "নিমেষ" দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে,-১৫ নিমেষে-১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৪৫০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০·১ কলায় (অর্থাৎ ১৩৫৪৫ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ ৪০৬৩৫০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

মহাভারতের অন্যত্র অপর প্রকরণও আছে; যথা—খিলহরিবংশপর্ব্ব মতে ১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৪৫০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০ কলায় (অর্থাৎ ১৩৫০০ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ ৪০৫০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে অন্ত ধারা আছে;—১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা। (১ম অংশের ৩য় অধ্যায় মতে ৩০ কলায় ১ ঘটিকা ২ ঘটিকায় অর্থাৎ ৬০ কলায় ১ মুহূর্ত্ত)।
২য় অংশের ৮ম অধ্যায় অনুসারে—৩০ কলায় ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ ৪০৫০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

প্রাচীন অমরকোষ অভিধানে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই—১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৫৪০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০ কলায় (বা ১৬২০০ নিমেষে) ১ ক্ষণ। ১২ ক্ষণে (বা ১৯৪৪০০ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে বা ৫৮৩২০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র বা দিবস—

'নিমেষ' দ্বারা দিবসের পরিমাণ গণনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী মহাভারত পুরাণ ও অমরকোষে উক্ত আছে; ইহার মধ্যে কোন্ ধারা দ্বারা জ্যোতিষিক গণনা পূর্ব্বকালে নিষ্পন্ন হইত তাহা বুঝা যায়না। 'নিমেষের' পরিবর্ত্তে কালবিভাগের মূলমান 'অনুপল' পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যাইতেছে। —

জ্যোতিষ গ্রন্থ মতে—

৬০ অনুপলে............১ বিপল। ৬০ বিপলে বা ৩৬০০ অনুপলে ১পল।

৬০ পলে বা ২১৬০০০ অনুপলে-১ দণ্ড। ৬০ দণ্ডে বা ১২৯৬০০০০ অনুপলে-১ অহোরাত্র বা দিবস।

প্রতিদিন ৬০ দণ্ড অন্তর সূর্য্যের উদয়; অর্থাৎ দিবসের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য কখনও হয়না বলা যাইতে পারে। কিন্তু দিবা ও রাত্রিমানের তারতম্য আছেই। বৎসরে কেবল মাত্র ২ দিন সম-দিবা-রাত্র থাকে। যে দিন সম-দিবা-রাত্র, তাহাকে 'বিষুব' বা 'বিষুবৎ' কহে। এই দিনে সূর্য্যের উদয় অস্তের আকাশ পথ ছায়ার দ্বারা বা অন্য উপায়ে নির্ণয় করতঃ ঐ পথের যে রেখা-সূর্য্য-গতি আদি গণনার্থে গণিতশাস্ত্র-বেত্তারা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদেরা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাকে "বিষুব-রেখা" কহে। বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে নির্দ্ধারিত সমদূরবর্ত্তী সীমামধ্যে সূর্য্যের উদয়াস্ত পথ। এই আয়তনের দক্ষিণপ্রান্ত সীমা হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত পথ যখন ক্রমশঃ দিন দিন সরিয়া সরিয়া উত্তর প্রান্ত সীমায় যায়, তখন দিবামান বৃদ্ধি হওতঃ রাত্রিমান ন্যূন হইতে থাকে। আবার যখন উত্তরপ্রান্ত সীমা হইতে দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় ক্রমে ক্রমে ফিরিতে থাকে, তখন দিবামান হ্রাস ও রাত্রিমান বৃদ্ধি হইতে থাকে। সূর্য্যকে যখন দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে দেখা যায় এবং রাত্রিমানের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতে থাকে ও দিবামান বাড়িতে থাকে, সেই ৬ মাস 'উত্তর-অয়ন'। আবার যখন সূর্য্যকে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিতে দেখা যায় এবং রাত্রি আর খর্ব্ব না হইয়া বাড়িতে থাকে ও দিবামান হ্রাস হইতে থাকে, সেই ৬ মাস 'দক্ষিণ-অয়ন' (বিঃ পুঃ ২।৮)। এই অয়নান্তবৃত্তের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপরে যে দিন সূর্য্য আইসেন সেই দিন সমদিবারাত্র হয়*।

কোন সৌর-মাসের সংক্রান্তিতেই কিম্বা বৎসরের শেষেই বা প্রথমেই যে 'বিষুবৎ' (সম-দিবারাত্র) হয়, তাহা নয়। ৪২১ শকের শেষে মেষ-সংক্রান্তিতে† বিষুবৎ হইয়াছিল। সেই মেষ-সংক্রান্তির বিষুবরেখার সমসূত্রে ভূতলে অঙ্কিত সূর্য্যপথ পৃথিবীর মহাবিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত, ইংরাজীতে যাহাকে Equator কহে। ঐ রেখা পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ এই ২ বিভাগের মধ্যচিহ্ন স্বরূপ। সেই জন্যই মেষ-সংক্রান্তির নাম 'মহাবিষুব' হইয়াছে। ৪২১ শকের মেষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ১লা বৈশাখে বিষুবৎ হইত। তাহার আরও ৬৬ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২রা বৈশাখে, আবার তারও ৬৬ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্ব অর্থাৎ ২২১ শক পর্য্যন্ত ৩রা বৈশাখে বিষুবৎ হইত। এই প্রণালীতে প্রতি ২০০ বৎসরে বিষুবৎ ৩ দিন সরিয়া যায় এবং ৩৬০০ বৎসরে

* সকল বঙ্গীয় পঞ্জিকায় প্রতিদিনের দিবামান লিখিত আছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দৈনিক দিবা ও রাত্রির পরিমাণ (দণ্ড, পল ও বিপলে) লিখিত আছে; তদ্দৃষ্টে জানিতে পারিবেন যে এক্ষণে ৯ই চৈত্রে ও ৯ই আশ্বিনে বিষুবৎ হওয়ায় ১০ই পৌষ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ৬ মাস 'উত্তরায়ণে' দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রি-মানের হ্রাস হয় এবং ১০ই আষাঢ় হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত ৬ মাস 'দক্ষিণায়ণে' দিবামান ক্রমশঃ কমিতে ও রাত্রিমান বাড়িতে থাকে।

† অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে।

১লা বৈশাখ হইতে যথাক্রমে ২৭শে বৈশাখ পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় মেষ-সংক্রান্তিতে বিষুবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে; অর্থাৎ প্রতি ৩৬০০ বৎসরে অয়নচক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয়। ঐ নিয়মে ৩৬০০ বৎসরে মেষ-সংক্রান্তি হইতে বিষুবৎ ক্রমশঃ ২৭ দিন পশ্চাদ্বর্ত্তী হওতঃ পুনরায় অগ্রসর হইয়া ১লা বৈশাখে ফিরিয়া যাইলে অয়নচক্রের অপরার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয়। এই রূপে প্রতি ৭২০০ বৎসরে উপরোক্ত পর্য্যায়ে বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ১ পূর্ণ চক্র শেষ হয়; অর্থাৎ অয়নচক্র সূর্য্যের ১ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, বলা যাইতে পারে।—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এক অহোরাত্র বা দিবসকালের হ্রাস বৃদ্ধি নাই; ইহার কারণ পুরাণে যদিও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে প্রকাশ আছে এবং জ্যোতিষগ্রন্থে ব্যক্ত আছে যে সূর্য্যের দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বাস্যে পৃথিবীর অবিশ্রান্ত ঘূর্ণনে* ক্রমিক দিবা রাত্রের বা দিবসের উৎপত্তি। উত্তর হইতে দক্ষিণে পৃথিবীর ঐ রূপ চক্রে অয়নদ্বয়ের বা বৎসরের প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে লৌহবর্ত্মের অর্থাৎ রেলওয়ের বেগে-গমনশীল-গাড়ীর আরোহী দিগের যেমন পার্শ্বস্থ বৃক্ষ স্তম্ভ আদি বিপরীত দিকে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হয়, সেই রূপ পূর্ব্ব দিকে ঘূর্ণায়মানা পৃথিবীস্থ ব্যক্তি সমূহের দ্বারা দিবাভাগে সূর্য্যকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অস্ত যাইতে এবং রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পুনরায় পূর্ব্ব দিকে আসিয়া উদয় হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পৃথিবীর দৈনিক একবার ঘূর্ণন কাল ৬০ দণ্ড বা ২৪ হোরা—(গ্রীকদিগের 'হোরা' হইতে ইংরাজী 'hour' শব্দের উৎপত্তি) বা ঘণ্টা ইহার ব্যতিক্রম নাই। ঐ প্রকারে পৃথিবীর ১ উত্তর-দক্ষিণ-চক্রে ২ অয়নে ১ বৎসর হইয়া থাকে।

সূর্য্যের অয়নচক্র ভোগ দ্বারা বিষুবৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পৃথিবীর বার্ষিক চক্রে ২ অয়নে ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্রপুঞ্জ একবার মাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সূর্য্যের পূর্ণ অয়নচক্রে ৪ বার যথাক্রমে রাশিচক্রস্থ ২৭ নক্ষত্রপুঞ্জ ভোগ হয়;—অর্থাৎ প্রতি চক্রার্দ্ধে ২৭ নক্ষত্র ২ বার ও ১ পূর্ণ (২ অয়ন) চক্রে ৪ বার ভোগ হইয়া থাকে। প্রতি নক্ষত্র ভোগ কাল অয়নাংশ নামে খ্যাত। ১৩১৩ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় অয়নাংশ প্রকরণ যাহা উক্ত আছে, তাহা ইংরাজী ও ভারতীয় মত মিশ্রিত এবং অশুদ্ধ; যথা—অয়নাংশ ইংরাজী 'অংশ' (degree) নয়; বিষুবরেখা 'উত্তর দক্ষিণে ব্যাপ্ত' ~~লম্বা~~ ~~রেখা~~ হইলে, অয়নগতি ঐ রেখার 'উত্তর দক্ষিণে' হইতে পারেনা, পূর্ব্ব পশ্চিমে হয়; বিষুবরেখার উত্তরে ২৭ অয়নাংশ গমন ও ২৭ অয়নাংশ প্রত্যাগমনকাল ৩৬০০ বৎসর, তদ্রূপ বিষুবরেখার দক্ষিণে গমন ও প্রত্যাগমনকাল ৩৬০০ বৎসর অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ২ অয়নের সম্পূর্ণ অয়নচক্রে ১০৮ অয়নাংশগতির কাল ৭২০০ বৎসর।

* ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট সর্ব্ব প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন। মতান্তরে 'পৃথিবী অচলা, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে', কিন্তু তাহা হইলে বৎসরের ও বিষুবতের আবৃত্তির এবং অয়ন গতির-মীমাংসা হয়না। আর্য্যভট্ট সমসাময়িক জ্যোতির্ব্বিদ্ উহারই মত পৃথিবীর সম্বন্ধে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক এখানে কারণ অনুসন্ধানের কিম্বা মত ভেদ নিরাকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র পুরাণোক্ত যুগাদির পরিমাণ নির্দ্ধারণ, জ্যোতিষের যে কএকটি কথা উল্লেখনীয় তাহাই সংক্ষেপে উক্ত হইল।

(ক) প্রদর্শনী।

চক্রগণনার প্রণালী।

৬০ অনুকলায়.........১ বিকলা। ('Second')।
৬০ বিকলায়..........১ কলা। ('Minute')।
৬০ কলায়.............১ অংশ। ('Degree')।
১৩ অংশ, ২০ কলায়। ১ নক্ষত্র-অংশ।
৩০ অংশে............১ রাশি বা ২৷০ নক্ষত্রাংশ।
৩৬০ অংশে............১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্রাংশ বা
এক পূর্ণ চক্র।

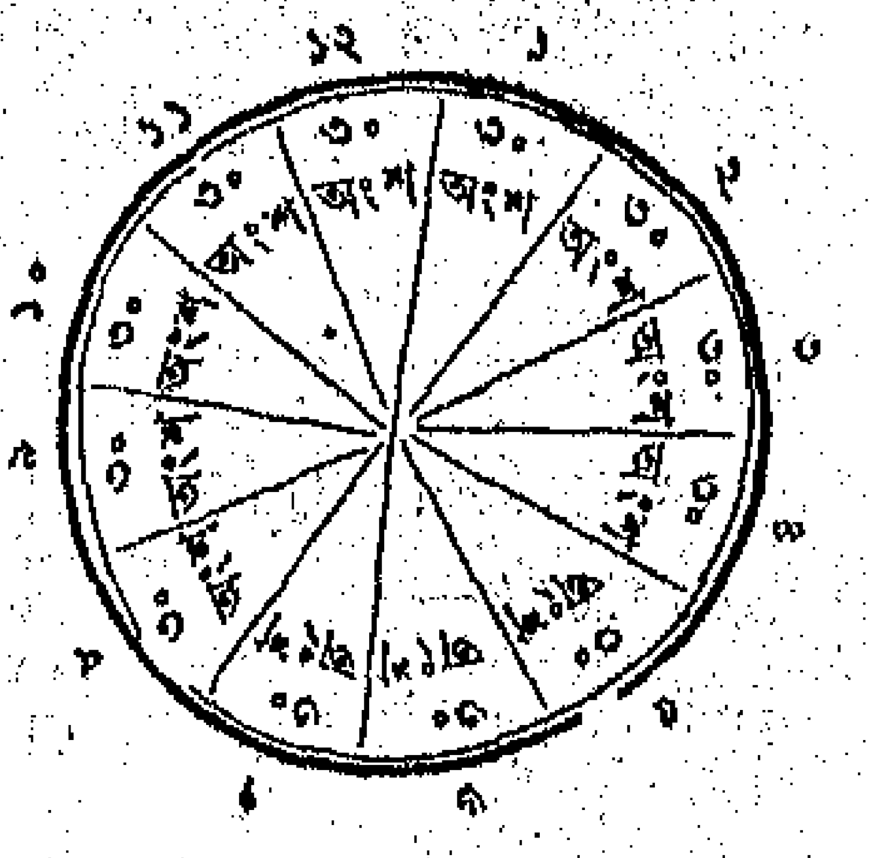

২৭ নক্ষত্র বা ৩৬০ অংশ।

বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ব্যাখ্যা।

কাল সংখ্যা।	বিষুবৎ প্রবর্ত্তন চক্র বা সূর্য্যের অয়ন চক্র ভোগ।	পৃথিবীর বার্ষিক চক্র।	পৃথিবীর দৈনিক চক্র।
৭২০০ সৌরবর্ষে	সূর্য্যের ১ পূর্ণ (২ অয়ন) চক্রে ১০৮ অয়নাংশ ভোগ।	৭২০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ৭২০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
৩৬০০ ঐ	সূর্য্যের অর্দ্ধ (১ অয়ন) চক্রে ৫৪ অয়নাংশ ভোগ।	৩৬০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ৩৬০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
১৮০০ ঐ	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রে ২৭ অয়নাংশ বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	১৮০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ১৮০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
২০০ ঐ	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রের ৯ ভাগের ১ ভাগে ৩ অয়নাংশ বা ৩ নক্ষত্র ভোগ।	২০০ পূর্ণচক্রে অর্থাৎ ২০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
৬৬ সৌরবর্ষ ৮ মাসে।	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রের ১ অয়নাংশ বা ১ নক্ষত্র ভোগ।	৬৬ পূর্ণচক্রাধিক ২৪০ অংশ অর্থাৎ ৬৬ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র এবং আরও ৮ রাশি বা ১৮ নক্ষত্র ভোগ।	
১ সৌরবর্ষে	১ অয়নাংশের ৫৪ বিকলা মাত্র ভোগ।	১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্রে ভোগ।	
১ অয়ন বা ৬ মাসে।	১ অয়নাংশের ২৭ বিকলা মাত্র ভোগ।	১৮০ অংশ অর্থাৎ ৬ রাশি বা ১৩৷৷০ নক্ষত্রে ভোগ।	
৩ মাসে	১ অয়নাংশের ১৩ বিকলা ৩০ অনুকলা মাত্র ভোগ।	৯০ অংশ অর্থাৎ ৩ রাশি বা ৬৸০ নক্ষত্র ভোগ।	
১ মাসে	১ অয়নাংশের ৪ বিকলা ৩০ অনুকলা মাত্র ভোগ।	৩০ অংশ অর্থাৎ ১ রাশি বা ২৷০ নক্ষত্র ভোগ।	
১ দিনে	... ...	৫৯ কলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	১ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।
১ দণ্ডে	... ...	৫৯ বিকলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	৬ অংশ।
১ পলে	... ...	৫৯ অনুকলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	৬ কলা।
১ বিপলে	... ...	... ...	৬ বিকলা।
১ অনুপলে	... ...	... ...	৬ অনুকলা।

পঞ্জিকার অয়নাংশ গণনা পৃথক্ নয়। ৭২০০ সৌরবর্ষে ১০৮ বার বা দিন যথাক্রমে বিষুবৎ পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ১০৮ ভাগ বা দিনকে অংশ ধরিলে, ৭২০০ সৌরবর্ষে ৩৮৮৮০০ বিকলা হয়। ১ বর্ষে $\frac{৩৮৮৮০০}{৭২০০}$ = ৫৪ বিকলা; ২০০ সৌরবর্ষে $\frac{১০৮}{৩৬}$ = ৩ দিন বা অংশ; $\frac{২০০}{৩}$ সৌরবর্ষে = ৬৬ বর্ষ ৮ মাসে-১ দিন বা অংশ হয়। ৪২১ শকে (৩০শে) চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুবৎ হইয়াছিল, অতএব ১৮২১ শকে অর্থাৎ ১৪০০ বৎসর পরে ($\frac{১৪০০}{২০০}$ × ৩ =) ২১ দিন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ৯ই চৈত্র বিষুবৎ আসিয়াছে।

ইউরোপীয়েরা বলিতেছেন যে মধ্যে মধ্যে সূর্য্যের কিয়দংশ কৃষ্ণ বর্ণ বা অন্ধকার সদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা না প্রকাশ পায় যে সূর্য্যেরও আবর্ত্তন আছে ? তবে ইহাঁরা ভারতীয় মতের অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে 'গ্রহ' না বলেন কেন ? ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থে সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল আদি যেমন 'প্রকাশ' (Visible) গ্রহ, 'অপ্রকাশ' গ্রহ তেমনই 'পাত', 'শিখী' (রাহুকেতু) 'ধূম', 'পরিধি', 'চাপ' এই পাঁচটীর নাম উল্লেখ আছে। 'পৃথিবী' গ্রহ মধ্যে গণ্য নাই। পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণও কি প্রতিপন্ন হইতে পারে ? এ বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কথাটা অতি অসঙ্গত বোধ হয়না কি ? সূর্য্যের দিকে দৈনিক ঘূর্ণন সঙ্গে, ব্যোম-মার্গে তীরের ন্যায় বা চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে অতি ভীষণ বেগে পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ কি সম্ভব ? উত্তর অয়নে ক্রমশঃ দিবামান বৃদ্ধি; রাত্রিমান হ্রাস; দক্ষিণ অয়নে রাত্রিমান বৃদ্ধি, দিবামান হ্রাস; দুই অয়নেই সূর্য্যগতির মাধ্যাহ্নিক বক্রতা একই প্রকার; (ক) অয়নদ্বয়ের উত্তরার্দ্ধে আবার উত্তরমেরু প্রদেশে নিয়ত দিবা, দক্ষিণার্দ্ধে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, এ সকল যদি পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য প্রদক্ষিণের ফল হয়, তবে উত্তর দক্ষিণে অতি অল্পে অল্পে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনই বা অয়নদ্বয়, ঋতু ও বৎসর পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারেনা কেন ? পঞ্চভূতের মধ্যে 'ব্যোমেরই' না অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষ ? গ্রহ নক্ষত্র আদির শূন্য আকাশে স্থিতি, প্রচণ্ড ঝটিকা, সমুদ্রের জলস্তম্ভ, বাষ্পীয় কল, তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদি ব্যোমের অব্যক্ত আকর্ষণ শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ না ? প্রকাণ্ড ক্ষিতিখণ্ড পৃথিবী, ঊর্দ্ধ অধঃ আদি সর্ব্বদিকে এই আকর্ষণ দ্বারাই না শূন্যে রহিয়াছে ? যদি সূর্য্যের আকর্ষণে বলা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যেরইবা শূন্য আকাশে অবস্থিতি কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে ? প্রাকৃতিক নিয়ম একই না ? আকর্ষণ শক্তি 'স্থূল' (দৃষ্টিগোচর) না সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) ? অদৃশ্য শক্তি 'ব্যোমের' ভিন্ন (Mattor) জড়ের হয় কি ? গ্রহ নক্ষত্রাদির গোলাকার ও অনন্ত ঘূর্ণন এই ব্যোমেরই আকর্ষণের ফল না ? আবার ইউরোপীয় মহো-

---

(ক) "জ্যোতিষ্কগণের মণ্ডলাকারে গমন দৃষ্ট হইতেছে, জ্যোতিষ্ক সকল আকাশে মণ্ডলাকারে 'প্রচরণ করে,' উত্তরায়ণে প্রাতঃকালে আদিত্য ঈশান কোণে উদয় হয়েন, তৎপর ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অপসৃত হইয়া আমাদিগের মস্তকোর্দ্ধে আগমন করেন, তৎপর ক্রমে উত্তর দিকে অপসৃত হয়েন, তৎপশ্চাৎ পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া অস্তযান। বিষুবৎকালে (সম রাত্রিদিনা কালে) পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উদয় হন, তারপর দক্ষিণে যান পরে মাধ্যাহ্নিক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে গমন করিয়া পশ্চিমে অস্ত হন্। ঐ প্রকার দক্ষিণায়নে আগ্নি-কোণে উদয় হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে গিয়া মাধ্যাহ্নিক স্থান অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অস্ত হন্।"

'পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ' হইতে এই উদ্ধৃতাংশ পাঠে অবশ্য প্রতীতি হওয়া সম্ভব যে জ্যোতিষ্ক সকলেই যখন 'মণ্ডলাকারে প্রচরণ করে,' সূর্য্য প্রদক্ষিণ করেনা; তখন পৃথিবীর পক্ষে অন্য নিয়ম হইতে পারেনা; পৃথিবীরও সূর্য্য প্রদক্ষিণ নাই। উহার পূর্ব্ব পশ্চিমে ঘূর্ণনে যেমন দিবারাত্রির উৎপত্তি, তেমনই উহার উত্তর-দক্ষিণে 'একবার আবর্ত্তনই' বা 'এক চক্রই' অর্থাৎ রাশিচক্র (বৎদৃশ্যমান) পরিভ্রমণই 'অয়নদ্বয়ের' 'ঋতু পরিবর্ত্তনের' ও 'বর্ষোৎপত্তির' কারণ। ১২০০ বৎসরে পৃথিবীর ১ বার সূর্য্য প্রদক্ষিণ হইতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবী আপন ব্যাসের কত-গুণ পথ ৬০ দণ্ডে অতিক্রম করিলে ৩৬৫।০ দিনে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে ? আর পৃথিবী কি সূর্য্যকে ঊর্দ্ধ-অধঃ না সমতলে প্রদক্ষিণ করে ?।

দয়েরা বলিয়া থাকেন যে সূর্য্য বাস্পাবৃত। তেজ বায়ু হইতে, এবং বায়ু ব্যোম হইতে উৎপন্ন; বাস্প ব্যোম কর্ত্তৃকই আকর্ষিত হইয়া থাকে; বাস্পের ব্যোম বা জড় পদার্থ আকর্ষণের শক্তি আছে কি? আদিভূত ব্যোমেরই আকর্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ গ্রহ নক্ষত্র আদির চক্রাকারে গতি সম্পাদিত হওয়াই না সম্ভব বোধ হয়? ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর দৈনিক (পূর্ব্ব-পশ্চিমে) ঘূর্ণন মধ্যে প্রতি ৫ দণ্ডে এক এক রাশি এবং সমস্ত অহোরাত্রে সম্পূর্ণ রাশিচক্র ভোগ হয়; সৌরবার্ষিক (উত্তর দক্ষিণে) আবর্ত্তনেও ঐ রূপ মাসে মাসে ১ রাশি এবং ১২ মাসে সম্পূর্ণ রাশিচক্র ভোগ হইয়া থাকে। পৃথিবীর দৈনিক চক্র যেমন সূর্য্যপরিবেষ্টিত নয়, বার্ষিক চক্রও তদ্রূপ বিবেচনা হয়। যাহাহউক এ সকল জ্যোতিষের ও বিজ্ঞানের কথা। এতদ্দেশীয় গণিত বিদ্যাবিশারদ মহোদয়দিগের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

ভারত পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে গণিত শাস্ত্রবেত্তারা বলেন:—

২ অয়ন (উত্তর ও দক্ষিণ) মিলিয়া ১ সম্বৎসর।

বিষুবদস্থ উত্তর অয়নে দেবতাদিগের দিবা; উহার পর দক্ষিণ অয়নে তাঁহাদিগের রাত্রি; যে হেতু ঐ উত্তর অয়নে রবির গমন পথ বিষুবরেখার উত্তরে থাকায় সুমেরু অর্থাৎ উত্তরমেরু প্রদেশবাসী দেবগণের তখন দিবাকর অদর্শন হয়না। দক্ষিণ অয়নে তদ্রূপ সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণে গমন করায় তখন দেবতাদের সূর্য্য দর্শন হয়না। এ বিবরণ পুরাণেই আছে।

১ সম্বৎসরে দেবতাদিগের অহোরাত্র অর্থাৎ ১ দৈব দিবস।

৩৬০ দৈব দিবসে অর্থাৎ ৩৬০ সম্বৎসরে ১ দৈব বর্ষ হয়।

১০ দৈব বর্ষে বা ৩৬০০ সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয় অর্থাৎ যে সময়ে বিষুবৎ পূর্ব্ব বর্ণিত রূপে ১লা হইতে ক্রমানুয়ে ২৭ শে বৈশাখ অবধি অগ্রসর হওতঃ পুনরায় যথাক্রমে ৩০শে চৈত্রে আইসে তাহাই মনুর এক অহোরাত্র বা এক দিন।

মনুর ১০ দিনে অর্থাৎ ১০০ দৈব বর্ষে বা ৩৬০০০ সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৫ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ পক্ষ।—

মনুর ১০ পক্ষে অর্থাৎ ১ সহস্র দৈববর্ষে বা ৩৬০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৫০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ মাস।

মনুর ১২ মাসে অর্থাৎ ১২ সহস্র দৈব বর্ষে বা ৪৩২০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ৬০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয় তাহা ১ দৈব যুগ বা মনুর ১ ঋতু।

পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা এই 'দৈবযুগ' ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের যে নাম ও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

সত্যযুগ—সন্ধ্যাসহ-(চতুষ্পাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ৪ গুণ) ৪৮ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ১৭২৮ সহস্র সম্বৎসর।

ত্রেতাযুগ-সন্ধ্যাসহ-(ত্রিপাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ৩ গুণ) ৩৬ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ১২৯৬ সহস্র সম্বৎসর।

দ্বাপরযুগ-সন্ধ্যাসহ-(দ্বিপাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ২ গুণ) ২৪ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ৮৬৪ সহস্র সম্বৎসর।

কলিযুগ-সন্ধ্যাসহ-(১ পাদ পুণ্য, মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে শত বর্ষ)-১২ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ৪৩২ সহস্র সম্বৎসর।

[মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বমতে সত্যযুগে ৪০০০, ত্রেতায় ৩০০০, দ্বাপরে ২০০০ বর্ষ, কলিতে অনিশ্চিত। অন্যত্র সত্যে ১০০০০০, ত্রেতায় ১০০০০, দ্বাপরে ১০০০, কলিতে ১০০ বর্ষ আছে।], সাকল্য ৪ যুগ বা ১ দৈবযুগ ৪৩২০ সহস্র সম্বৎসর-(কলির ১০ গুণ)

মনুর ৩ ঋতুতে অর্থাৎ ৩৬ সহস্র দৈববর্ষে বা ৩ দৈবযুগে বা ১২৯৬ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ১৮০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ অয়ন।

মনুর ২ অয়নে, অর্থাৎ ৭২ সহস্র দৈববর্ষে বা ৬ দৈবযুগে বা ২৫৯২০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ৩৬০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ বৎসর।

মনুর ১ বৎসর-সম বা ৬ দৈবযুগ-সম সন্ধ্যাসহ ১৪ মন্বন্তরে কিম্বা ১ সহস্র দৈবযুগে অর্থাৎ ১২০০০ সহস্র দৈববর্ষে-বা ৪৩২০০০০ সহস্র (৪৩২০০০০০০০) সম্বৎসরে—১ কল্প, অর্থাৎ সৃষ্টির স্থিতিকাল।

৭১ দৈবযুগে ১ মন্বন্তর। কল্পের আদ্যন্তসন্ধ্যা এবং ১৪ মন্বন্তরের আদ্যন্তসন্ধ্যায় ১৫ সত্যযুগকাল বা ২৫৯২০০০০ সম্বৎসর; অর্থাৎ ১৭২৮০০০ সম্বৎসরে মন্বন্তর সন্ধ্যা হইয়া থাকে।

পুরাণ মতে বর্ষ ৫ প্রকার *। ১ম—সম্বৎসর; ২য়—পরিবর্ষ, ৩য়—ইদ্বর্ষ, ৪র্থ-অনুবর্ষ, ৫ম—বৎসর। সূর্য্য চন্দ্রের দৃশ্যমানগতি হইতে বর্ষের উৎপত্তি। এই বর্ষ সকলের সমন্বয়ে 'যুগ' হয়। পুরাণে ইহাদের সূক্ষ্ম পরিমাণ পাওয়া যায়না, কিন্তু পুরাণে ও জ্যোতিষে অনৈক্য নাই। জ্যোতিষোক্ত বর্ষ পরিমাণ দ্বারা বর্ষ-সমন্বয় গণনা সম্পাদিত হইতে পারে। যথা—

---

* সম্বৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ॥
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৬৭॥ (বিষ্ণুঃ পুঃ ২।৮).

১ম। ২ অয়নে মিলিয়া ১ সম্বৎসর। বঙ্গীয় পঞ্জিকার দ্বারাই জানা যায় যে-সম্বৎসর সাধারণতঃ ৩৬৫— মধ্যে মধ্যে ৩৬৬ সম্পূর্ণ-দিনে হইয়া থাকে। (খ প্রদর্শনী দৃষ্টি করুন) ৪৩২ সহস্র সম্বৎসরে সম্পূর্ণ দিনে সৌরবর্ষের সহিত ইহার মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)

২য়। জ্যোতিষ মতে সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগে যে বর্ষ হয় তাহাই পরিবর্ষ (ক) অর্থাৎ পূর্ণ বা সৌর বর্ষ। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ (হোরাবিজ্ঞান জ্যোতিষসংগ্রহ অনুসারে) ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল, ৩০ অনুপল। কিন্তু পঞ্জিকাদির সাধারণ গণনায় ইহার বিপল— অনুপলাংশ পরিত্যাগ করা হয়। ইউরোপীয়দের এক মতে ৩৬৫ দিন (৫ ঘণ্টা,-৪৮ মিনিট, ৪৯'৭ সেকেণ্ড বা) ১৪ দণ্ড, ৩২ পল, ৪ বিপল, ১৫ অনুপল; ২য় মতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু এ সকল মতামতের মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সৌরবর্ষ অসম্পূর্ণ দিনে সমাপ্ত হওয়ায় ইউরোপীয়েরা যেমন তাঁহাদের পঞ্জিকা আদিতে সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে ও মধ্যে মধ্যে ৩৬৬ দিনে বৎসর ধরিয়া থাকেন, ভারতেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। (খ প্রদর্শনী দেখুন)। ৪৩২ সহস্র সৌরবর্ষ পূর্ণ হইলে সম্পূর্ণ দিনে সৌর-বর্ষ শেষ হইয়া, পুরাণোক্ত সম্বৎসর অর্থাৎ অয়নান্ত বর্ষের সহিত মিলন হয়। এই ৪৩২ সহস্র সৌরবর্ষেই (১ দৈবযুগের দশমাংশ) এক 'কলিযুগকাল'।

(ক) পুরাণোক্ত এই ৫ প্রকার বর্ষের বিশেষ ব্যাখ্যা কোন অভিধানে দৃষ্টিগোচর হয়না। এমনকি 'শব্দকল্পদ্রুমেও' কেবল পুরাণবাক্য মাত্র উদ্ধৃত আছে। সাধারণতঃ 'সম্বৎসর' ও 'বৎসর' শব্দে সৌরবর্ষই বুঝায়; কিন্তু পুরাণে স্পষ্টই উক্ত আছে, ২ অয়নে ১ 'সম্বৎসর' ও ৭২ সহস্রবর্ষে মনুর ১ 'বৎসর' হয়। অত-এব পুরাণোক্ত 'বৎসর' অর্থে অয়নাংশ সম্বটিত বা অয়নচক্রান্তবর্ষ ব্যতিরেকে রাশিচক্রান্ত সৌরবর্ষ হইতে পারেনা॥ পরিবর্ষ যে সৌরবর্ষ; তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই॥ নামের ব্যতিক্রমেও বর্ষসমন্বয়গণনা অশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়॥

স্থানে স্থানে সৌরবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় যথা—

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড ৩০ পল ২২ বিপল ৩০ অনুপল; (হোরা বিজ্ঞান দেখুন)।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩৫ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল।

'জ্যোতিষ রত্নাকরের' ১১ পৃষ্ঠায়, ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল আছে। অনুমান হয়, '৩১ পল' ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে 'জ্যোতিষ রত্নাকরের' অপর স্থানে, এবং 'বরাহ মিহির ও খনা' নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু অনুমান হয়, এ সকল বিভিন্নতা মুদ্রাঙ্কনের অশুদ্ধতা হেতু কিম্বা অপর কারণে হইতে পারে।

অধিক পরিশ্রম সহকারে জ্যোতিষরত্নাকরের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত সংক্রান্তি চক্র ও কতিপয় বর্ষের বঙ্গীয় পঞ্জিকা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ভাস্করাচার্য্যের মতানুসারে বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলের বর্ষগণনা সম্পাদিত হয়, কেবল গণনা ফলের বিপল ও অনুপলাংশ পরিত্যক্ত হইয়া, ৩০ বা তদতিরিক্ত বিপলের স্থলে ১ পল অধিক লিখিত হইয়া থাকে।

৩য়। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত, ২ পক্ষে (পুরাণ মতে ৩০ দিনে) ১ চান্দ্রমাস। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষ অনুসারে ২৯দিন—৩১দণ্ড—৫০পল। ইংরেজী মতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র (৯ বিপল ৩৬ অনুপল) অধিক। ভারতীয় পরিমাণ ২৯.৫৩০৫' দিন। ইংরেজ-মহোদয়-দিগের ২৯.৫৩০৬ দিন। ১২ ভারতীয় চান্দ্রমাসে ১ বর্ষ ধরিলে, চান্দ্র বা ইদা *বর্ষ ৩৫৪ দিন, ২২ দণ্ডে হয়। ইহা সৌরবর্ষ অপেক্ষা ১০ দিন, ৫৩ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল, ৩০ অনুপল ন্যূন। এই পার্থক্য ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষে বিলুপ্ত হইয়া, পুরাণোক্ত অপর ৪ প্রকার বর্ষের সহিত ইহার মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)।

৪র্থ। চন্দ্র ২৭ নক্ষত্র ভোগ করিলে ১ নাক্ষত্র মাস হয়। "হোরা-বিজ্ঞান" নামক প্রাচীন জ্যোতিষ সংগ্রহে ইহার পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পঞ্জিকা হইতে উপলব্ধ পরিমাণ ইউরোপীয় মহোদয়-দিগের [Stellar month] নাক্ষত্র মাসের প্রায় সমান। অতএব তাহাই (২৭.৩২১৭ দিন) ২৭ দিন, ১৯ দণ্ড, ১৮ পল, ৭ বিপল, ১২ অনুপল ধরিলে-নাক্ষত্র বা অনুবর্ষ ৩২৭ দিন, ৫১ দণ্ড, ৩৭ পল, ২৬ বিপল, ২৪ অনুপলে হয়। সৌরবর্ষ হইতে ৩৭ দিন, ২৩ দণ্ড, ৫২ পল, ৫৬ বিপল, ৬ অনুপল ইহার অন্তর। ৪৩২০ সহস্র সৌর-বর্ষে ইহা বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ দিনে পুরাণোক্ত অপর ৪ প্রকার বর্ষের সহিত এইবর্ষের মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)।

৫ম। যে অয়নাংশ সংঘটিত বর্ষ বা অয়নচক্রান্ত বর্ষ হইতে মনুর 'বৎসর' গণনা হইয়াছে, তাহা ৭২০০ সম্বৎসরে পূর্ণ হয়। ৬০০ অয়নাংশ সংঘটিত বর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষে, পুরাণোক্ত ৫ প্রকার বর্ষের সম্পূর্ণ মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)। এই ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষই ১ 'দৈব-যুগ' বা 'চতুর্যুগ' পরিমাণ।

---

* ১২ সাবন মাসে ১ ইদা বর্ষ বা ইদ্ বৎসর॥ সাবন মাস ৩০ সম্পূর্ণ দিনে অর্থাৎ স্থূল ২ পক্ষে হয়॥

(খ) প্রদর্শনী।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা হইতে সঙ্কলিত সৌর-

মাস।	সৌরবর্ষ ১৮৯৭ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮১৭-১৮ শক		সৌরবর্ষ ১৮৯৮ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮১৮-১৯ শক		সৌরবর্ষ ১৮৯৯ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮১৯-২০ শক		সৌরবর্ষ ১৯০০ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২০-২১ শক		সৌরবর্ষ ১৯০১ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২১-২২ শক	
		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত
বৈশাখ	৩১			৩১			৩১			৩১			৩১		
জ্যৈষ্ঠ	৩১			৩২			৩১			৩১			৩১		
আষাঢ়	৩২			৩১			৩২			৩২			৩২		
শ্রাবণ	৩২			৩২			৩১			৩১			৩২		
ভাদ্র	৩১	২৫৬		৩১	২৫৬		৩১	২৫৬		৩১			৩১	২৫৫	
আশ্বিন	৩০			৩০			৩১			৩১			৩০		
কার্ত্তিক	৩০			৩০			২৯			৩০			৩০		
অগ্রহায়ণ	২৯		৩৪৪	৩০		৩৪৩	৩০		৩৪৪	২৯			২৯		৩৪৩
পৌষ															
দক্ষিণায়ন	১০			৯			১০			১০			৯		
উত্তরায়নাংশ	২০			২০			১৯			২০			২১		
মাঘ	২৯			২৯			৩০			২৯			২৯		
ফাল্গুন	৩০	১০৯		৩০	১১০		৩০	১০৯		৩০			৩০	১১০	
চৈত্র															
বিষুবৎ পূর্ব্বে	৯			৯			৮			৯			৮		
বিষুবৎহইতে	২১		২১	২২		২২	২২		২২	২১			২২		২২
বর্ষের সমষ্টি	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫			৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫

৪২১ শকের পূর্ব্বে বৈশাখে বিষুবৎ হওয়ায় মাঘ মাসে উত্তরায়ণ পড়িত; এক্ষণে পৌষে আরম্ভ বিক এক্ষণে ১০ই পৌষ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ। পুরাণে ২ প্রকার অয়নান্ত সম্বৎসরের উল্লেখ হয়। সৌরবর্ষের সহিত এ ২ প্রকার বৎসরেরই একরূপ মিল হইয়া যাইতেছে, পঞ্জিকা আলোচনা করিলেই সংঘটিত বৎসরে, সৌরবর্ষে ও শেষোক্ত অয়নান্তসম্বৎসরে সম্পূর্ণ মিলন হয়।

(খ) প্রদর্শনী।

বর্ষের ও সম্বৎসরের দিন সংখ্যা।

সৌরবর্ষ ১৮২২ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২২-২৩ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৩ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২৩-২৪ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৪ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২৪-২৫ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৫ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২৫-২৬ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৬ খৃঃ	সম্বৎসর ১৮২৬-২৭ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৭ খৃঃ
	অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত		অয়নান্ত	বিষুবান্ত	
৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১
৩২	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩২	–	–	৩২	–	–	৩১
৩১	–	–	৩২	–	–	৩২	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩২
৩২	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩২	–	–	৩২	–	–	৩১
৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১	–	–	৩১
৩০	২৫৫	–	৩১	২৫৫	–	৩১	২৫৫	–	৩০	২৫৬	–	৩০	২৫৫	–	৩১
৩০	–	–	৩০	–	–	৩০	–	–	৩০	–	–	৩০	–	–	৩০
৩০	–	৩৪৩	২৯	–	৩৪৩	২৯	–	৩৪৩	২৯	–	৩৪৩	৩০	–	৩৪৩	২৯
৮	–	–	৯	–	–	৯	–	–	৯	–	–	৯	–	–	৯
২১	–	–	২০	–	–	২১	–	–	২১	–	–	২০	–	–	২০
৩০	–	–	৩০	–	–	২৯	–	–	২৯	–	–	৩০	–	–	৩০
২৯	১১১	–	৩০	১১০	–	৩০	১১০	–	৩০	১১০	–	২৯	১১০	–	৩০
৮	–	–	৮	–	–	৮	–	–	৮	–	–	৮	–	–	৮
২৩	–	২৩	২২	–	২২	২২	–	২২	২২	–	২২	২৩	–	২৩	২২
৩৬৬	৩৬৬	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫

হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ সাধারণতঃ গণ্য হইয়া আসিতেছে। বাস্তু-
আছে। এক,—উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে মিলিয়া; দ্বিতীয়,—অয়নদ্বয়ের উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধ সংযোগে
বুঝা যায়। প্রতি ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে অয়নাংশচক্র সূর্য্যের ৬০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হইলে অয়নাংশ

(গ) প্রদর্শনী।

পুরাণোক্ত পঞ্চ প্রকার

সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগ কালের অর্থাৎ সৌর বর্ষের পরিমাণ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	৩৬৫ ×২	১৫	৩০	২২	৩০
২	৭৩০ ×৬	৩১	...	৪৫	...
১২	৪৩৮৩ ×৬	৬	৪	৩০	...
৭২	২৬২৯৮ ×১০	৩৬	২৭	...	...
৭২০	২৬২৯৮৬ ×১০	৪	৩০	...	...
৭২০০	২৬২৯৮৬০ ×৬	৪৫	...	...	...
৪৩২০০	১৫৭৭৯১৬৪ ×১০	৩১	...	...	...
৪৩২০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫ ×১০	...	...	...	...
৪৩২০০০০।	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...

২ অয়নে যে সম্বৎসর তাহার পরিমাণ ৩৬৫ বা ৩৬৬ সম্পূর্ণ দিন। সৌর বর্ষ ৩৬৫-৩৬৬ দিনের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় এই খণ্ড-দিনাংশ ক্রমশঃ মিটিয়া যাইয়া ৪৩২০০০ সৌর বর্ষে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং সম্পূর্ণ দিনে সৌর বর্ষে ও সম্বৎসরে মিলন হয়।

সৌর বর্ষের ভগ্ন দিনাংশ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	×৪	১৫	৩০	২২	৩০
৪	১ ×৩	২	১	৩০	...
১২	৩ ×৬	৬	৪	৩০	...
৭২	১৮ ×১০	৩৬	২৭	...	...
৭২০	১৮৬ ×১০	৪	৩০	...	...
৭২০০	১৮৬০ ×৬	৪৫	...	...	...
৪৩২০০	১১১৬৪ ×১০	৩০	...	...	...
৪৩২০০০ সৌরবর্ষের ভগ্ন দিনাংশের সমষ্টি যোগ	১১১৬৪৫	...	...	...	...
৪৩২০০০ সৌর-বর্ষের সম্পূর্ণ দিন	১৫৭৬৮০০০০	...	...	...	...
৪৩২০০০ সৌর বর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫ ×১০	...	...	...	...
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...

(গ) প্রদর্শনী।

বর্ষের সমন্বয় গণনা।

শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১ চান্দ্র-মাস ২৯ দিন ৩১ দণ্ড ৫০ পল। ১২ চান্দ্র মাসে যে চান্দ্র বর্ষ তাহার পরিমাণ ৩৫৪ দিন ২২ দণ্ড। সৌর বর্ষ হইতে ইহার প্রভেদ।						চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগকাল ১ নাক্ষত্র মাস— ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৮ পল ৭ বিপল ১২ অনুপল। ১২ নাক্ষত্র মাসে এক (অস্থ বা) নাক্ষত্র বর্ষ। ইহার পরিমাণ ৩২৭ দিন ৫১ দং ৩৭ পল ২৬ বিপল ২৪ অনুপল। সৌর বর্ষ হইতে ইহার প্রভেদ।						অয়নাংশ-সংশোধিত বর্ষ বা অয়নচক্রান্ত বর্ষ যদ্দ্বারা ঋতুর বৎসর গণনা হয়, তৎ পরিমাণ।
সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল	সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল	
১	১০ × ২	৫৩	৩০	২২	৩০	১	৩৭ × ২	২৩	৫২	৫৬	৬	৩৬০০ সম্বৎসরে অয়নচক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয় এবং বিষুবৎ ১লা বৈশাখ হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায় ক্রমে ২৭শে যাইয়া পুনরায় চৈত্র সংক্রান্তিতে আইসে।
২	২১ × ৬	৪৭	...	৪৫	...	২	৭৪ × ৬	৪৭	৪৪	৫২	১২	
১২	১৩০ × ৬	৪২	৪	৩০	...	১২	৪৪৮ × ৬	৪৬	৩৫	১৩	১২	
৭২	৭৮৪ × ১০	১২	২৭	...	...	৭২	২৬৯২ × ১০	৩৯	৩১	১৯	১২	
৭২০	৭৮৪২ × ১০	৪	৩০	...	...	৭২০	২৬৯২৬ × ১০	৩৫	১৩	১২	...	৭২০০ সম্বৎসরে অয়নচক্র সূর্য্যের একবার সম্পূর্ণ ভোগ হয় এবং বিষুবৎ প্রবর্তনের এক পূর্ণ চক্র শেষ হয়।
৭২০০	৭৮৪২০ × ৬	৪৫	...	...	...	৭২০০	২৬৯২৬৫ × ৬	৫২	১২	...	...	
৪৩২০০	৪৭০৫২৪ × ১০	৩০	...	...	...	৪৩২০০	১৬১৫৫৯৫ × ১০	১২	১২	...	...	৪৩২০০০ সম্বৎসরে বা সৌরবর্ষে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৬০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হইলে সম্পূর্ণ দিনে সৌর বর্ষ ও অয়নাংশবৎসরে মিলন হয়।
৪৩২০০০	৪৭০৫২৪৫ × ১০	...	...	...	...	৪৩২০০০	১৬১৫৫৯৫২ × ১০	১২	...	...	...	
৪৩২০০০০ বা ১ দিন ৩৮দং কম* পূর্ণ ১৩২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ	৪৭০৫২৪৫০	...	...	...	...	৪৩২০০০০ বা ১ দিন ২৫ দণ্ডের ও কম** পূর্ণ ৪৯২৭৬ ঐ নাক্ষত্রবর্ষ ৩ নাক্ষত্রমাস	১৬১৫৫৯৫২২	...	...	...	...	
যোগ ৪৩২০০০০ চান্দ্র বর্ষ	১৫৩০৮৬৪০০০	...	...	...	...	যোগ ৪৩২০০০০ নাক্ষত্রবর্ষ	১৪১৬৩৬০৯২৮	...	...	...	...	৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে অয়ন চক্র ৬০০ বার সূর্য্যের সম্পূর্ণ ভোগ হইলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ষের সমন্বয় হয়।
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...	৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...	

* ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে বা ৪৪৫২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষে বা ৫৩৪৩৩৩৪৮ চান্দ্র মাসে সৌর ও চান্দ্র বর্ষের মিলন হয়। কেবল ১ দিন ৩৮ দণ্ড মাত্র যে প্রভেদ অঙ্কপাতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক গণনীয়ই নয়। যে হেতু জ্যোতিষোক্ত চান্দ্র মাস পরিমাণ ২ অনুপলের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ন্যূন ধরিলে এ অতি ক্ষুদ্র পার্থক্য একেবারেই থাকিত না।

(ঘ) প্রদর্শনী ও ভূমিকা দেখুন।

** ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে বা ৪৮১২৭৬৯ নাক্ষত্র বর্ষ ৩ মাসে বা ৫৭৭৫৩২৩১ নাক্ষত্র মাসে সৌর বর্ষের সহিত নাক্ষত্র মাসের মিলন হয়। কেবল ১ দিন ২৪ দং ৫৫ পল ৪৩ বিপল ১২ অনুপল মাত্র প্রভেদ যে অঙ্কপাতে দেখা যায় তাহা বাস্তবিক গণনীয় নয়। আধুনিক জ্যোতিষ সংগ্রহ গ্রন্থানুযায়ী ২৭ দিন ১০ দং ১৭ পল ৬২ অনুপলে নাক্ষত্র মাস ধরিলেও ঐ ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে নাক্ষত্র মাসের সহিত সৌর বর্ষের মিলন হয়।

(ঘ) প্রদর্শনী ও ভূমিকা দেখুন।

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র-মাস ও বর্ষের পরিমাণ।

মাস ও বর্ষ সংখ্যা	সৌর মাস ও বর্ষ।					চান্দ্র মাস ও বর্ষ।				
	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপঃ	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপঃ
মাস										
১*	৩০	২৬	১৭	৩১	৫১॥	২৯	৩১	৫০	...	...
২	৬০	৫২	৩৫	৩	৪৫	৫৯	৩	৪০	...	...
৩	৯১	১৮	৫২	৩৫	৩৭॥	৮৮	৩৫	৩০	...	...
৪	১২১	৪৫	১০	৭	৩০	১১৮	৭	২০	...	...
৫	১৫২	১১	২৭	৩৯	২২॥	১৪৭	৩৯	১০	...	...
৬	১৮২	৩৭	৪৫	১১	১৫	১৭৭	১১	...	...	...
৭	২১৩	৪	২	৪৩	৭॥	২০৬	৪২	৫০	...	...
৮	২৪৩	৩০	২০	১৫	..	২৩৬	১৪	৪০	...	...
৯	২৭৩	৫৬	৩৭	৪৬	৫২॥	২৬৫	৪৬	৩০	...	...
১০	৩০৪	২২	৫৫	১৮	৪৫	২৯৫	১৮	২০	...	...
১১	৩৩৪	৪৯	১২	৪৪	৩৭॥	৩২৪	৫০	১০	...	...
বর্ষ										
১	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০	৩৫৪	২২	...	...	...
২	৭৩০	৩১	...	৪৫	...	৭০৮	৪৪	...	...	...
৩	১০৯৫	৪৬	৩১	৭	৩০	১০৬৩	৬	...	...	...
৪	১৪৬১	২	১	৩০	...	১৪১৭	২৮	...	...	...
৫	১৮২৬	১৭	৩১	৫২	৩০	১৭৭১	৫০	...	...	...
৬	২১৯১	৩৩	২	১৫	...	২১২৬	১২	...	...	...
৭	২৫৫৬	৪৮	৩২	৩৭	৩০	২৪৮০	৩৪	...	...	...
৮	২৯২২	৪	৩	...	...	২৮৩৪	৫৬	...	...	...
৯	৩২৮৭	১৯	৩৩	২২	৩০	৩১৮৯	১৮	...	...	...
১০	৩৬৫২	৩৫	৩	৪৫	...	৩৫৪৩	৪০	...	...	...
২০	৭৩০৫	১০	৭	৩০	...	৭০৮৭	২০	...	...	...
৩০	১০৯৫৭	৪৫	১১	১৫	...	১০৬৩১	...	...	...	...
৪০	১৪৬১০	২০	১৫	..	...	১৪১৭৪	৪০	...	...	...
৫০	১৮২৬২	৫৫	১৮	৪৫	...	১৭৭১৮	২০	...	...	...
৬০	২১৯১৫	৩০	২২	৩০	...	২১২৬২	...	...	...	...
৭০	২৫৫৬৮	৫	২৬	১৫	...	২৪৮০৫	৪০	...	...	...
৮০	২৯২২০	৪০	৩০	...	...	২৮৩৪৯	২০	..	...	...
৯০	৩২৮৭৩	১৫	৩৩	৪৫	...	৩১৮৯৩	...	...	...	...
১০০	৩৬৫২৫	৫০	৩৭	৩০	...	৩৫৪৩৬	৪০	...	...	...

* ইহা বর্ষের ১২শ ভাগ মাত্র। পঞ্জিকামতে প্রতিমাসের পরিমাণ পৃথক্। বর্ষ পরিমাণেও বিপল ও অনুপল অংশ নাই।

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র মাস ও বর্ষের পরিমাণ।:

মাস ও বর্ষ সঙ্খ্যা	নাক্ষত্র মাস ও বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ	আধুনিক জ্যোতিষ সংগ্রহোক্ত পরিমাণানুযায়ী নাক্ষত্র মাস ও বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
মাস										
১	২৭	১৯	১৮	৭	১২	২৭	১০	১৭	৪২	...
২	৫৪	৩৮	৩৬	১৪	২৪	৫৪	২০	৩৫	২৪	...
৩	৮১	৫৭	৫৪	২১	৩৬	৮১	৩০	৫৩	৬	...
৪	১০৯	১৭	১২	২৮	৪৮	১০৮	৪১	১০	৪৮	...
৫	১৩৬	৩৬	৩০	৩৬	...	১৩৫	৫১	২৮	৩০	...
৬	১৬৩	৫৫	৪৮	৪৩	১২	১৬৩	১	৪৬	১২	...
৭	১৯১	১৫	৬	৫০	২৪	১৯০	১২	৩	৫৪	...
৮	২১৮	৩৪	২৪	৫৭	৩৬	২১৭	২২	২১	৩৬	...
৯	২৪৫	৫৩	৪৩	৪	৪৮	২৪৪	৩২	৩৯	১৮	...
১০	২৭৩	১৩	১	১২	...	২৭১	৪২	৫৭	...	...
১১	৩০০	৩২	১৯	১৯	১২	২৯৮	৫৩	১৪	৪২	...
বর্ষ										
১	৩২৭	৫১	৩৭	২৬	২৪	৩২৬	৩	৩২	২৪	...
২	৬৫৫	৪৩	১৪	৫২	৪৮	৬৫২	৭	৪	৪৮	...
৩	৯৮৩	৩৪	৫২	১৯	১২	৯৭৮	১০	৩৭	১২	...
৪	১৩১১	২৬	২৯	৪৫	৩৬	১৩০৪	১৪	৯	৩৬	...
৫	১৬৩৯	১৮	৭	১২	...	১৬৩০	১৭	৪২	...	...
৬	১৯৬৭	৯	৪৪	৩৮	২৪	১৯৫৬	২১	১৪	২৪	...
৭	২২৯৫	১	২২	৪	৪৮	২২৮২	২৪	৪৬	৪৮	...
৮	২৬২২	৫২	৫৯	৩১	১২	২৬০৮	২৮	১৯	১২	...
৯	২৯৫০	৪৪	৩৬	৫৭	৩৬	২৯৩৪	৩১	৫১	৩৬	...
১০	৩২৭৮	৩৬	১৪	২৪	...	৩২৬০	৩৫	২৪	...	...
২০	৬৫৫৭	১২	২৮	৪৮	...	৬৫২১	১০	৪৮	...	...
৩০	৯৮৩৫	৪৮	৪৩	১২	...	৯৭৮১	৪৬	১২	...	...
৪০	১৩১১৪	২৪	৫৭	৩৬	...	১৩০৪২	২১	৩৬	...	...
৫০	১৬৩৯৩	১	১২	...	...	১৬৩০২	৫৭	...	...	...
৬০	১৯৬৭১	৩৭	২৬	২৪	...	১৯৫৬৩	৩২	২৪	...	...
৭০	২২৯৫০	১৩	৪০	৪৮	...	২২৮২৪	৭	৪৮	...	...
৮০	২৬২২৮	৪৯	৫৫	১২	...	২৬০৮৪	৪৩	১২	...	...
৯০	২৯৫০৭	২৬	৯	৩৬	...	২৯৩৪৫	১৮	৩৬	...	...
১০০	৩২৭৮৬	২	২৪	...	...	৩২৬০৫	৫৪	...	...	...

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র বর্ষের পরিমাণ ও ইহাদের পরস্পারের সমন্বয় গণনা।

বর্ষ সঙ্খ্যা	সৌর বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপং	চান্দ্র বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপং
২০০	৭৩০৫৯	৪১	১৫			৭০৮৭৩	২০			
৩০০	১০৯৫৭৭	৩১	৫২	৩০		১০৬৩১০	...			
৪০০	১৪৬১০৩	২২	৩০	...		১৪১৭৪৬	৪০			
৫০০	১৮২৬২৯	১৩	৭	৩০		১৭৭১৮৩	২০			
৬০০	২১৯১৫৫	৩	৪৫	...		২১২৬২০	...			
৭০০	২৫৫৬৮০	৫৪	২২	৩০		২৪৮০৫৬	৪০			
১০০০	৩৬৫২৫৮	২৬	১৫	...		৩৫৪৩৬৬	৪০			
১২০০	৪৩৮৩১০	৭	৩০	...		৪২৫২৪০	...			
৩০০০	১০৯৫৭৭৫	১৮	৪৫	...		১০৬৩১০০	...			
৩৬০০	১৩১৪৯৩০	২২	৩০	...		১২৭৫৭২০	...			
৭২০০	২৬২৯৮৬০	৪৫	...	...		২৫৫১৪৪০	...			
১২০০০	৪৩৮৩১০১	১৫	...	...		৪২৫২৪০০	...			
১৪৪০০	৫২৫৯৭২১	৩০	...	...		৫১০২৮৮০	...			
৫৭৬০০	২১০৩৮৮৬	...	...	...		২০৪১১৫২০	...			
৭২০০০	২৬২৯৮৬০৭	৩০	...	...		২৫৫১৪৪০০	...			
১২০০০০	৪৩৮৩১০১২	৩০	...	...		৪২৫২৪০০০	...			
৪৩২০০০	১৫৭৭৯১৬৮৫	...	...	...		১৫৩০৮৬৪০০	...			
৪৩২০০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...		১৫৩০৮৬৪০০০				

সৌর ও চান্দ্র বর্ষের সমন্বয় নির্ণয়।

চান্দ্র বর্ষ।	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপং
১২০০০০	৪২৫২৪০০০	...			
১২০০০	৪২৫২৪০০১	...			
৭০০	২৪৮০৫৬	৪০			
৭০	২৪৮০৫	৪০			
৯	৩১৮৯	১৮			
১৩২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ বা ১৫৯৩৩৪৮ চান্দ্র মাস	৪৭০৫২৪৫১	৩৮			
৪৩২০০০০ চান্দ্র বর্ষ বা ৫১৮৪০০০০ চান্দ্র মাস	১৫৩০৮৬৪০০০	...			
	১৫৭৭৯১৬৪৫১	৩৮			
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ বা ৪৪৫২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ বা ৫৩৪৩৩৩৪৮ চান্দ্র মাস	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...			
	এই ১	৩৮	...	...	...

মাত্র ন্যূন অর্থাৎ মাসিক পার্থক্য প্রায় ২/৯ অনুপল মাত্র ইহা ধর্তব্য নয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র বর্ষের পরিমাণ ও ইহাদের পরস্পারের সমন্বয় গণনা।

বর্ষ সঙ্খ্যা।	নাক্ষত্র বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল	আধুনিক জ্যোতিষ মতে ও পরিমাণানুযায়ী নাক্ষত্র বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
২০০	৬৫৫৭২	৪	৪৮			৬৫২১১	৪৮			
৩০০	৯৮৩৫৮	৭	১২			৯৭৮১৭	৪১			
৪০০	১৩১১৪৪	৯	৩৬			১৩০৪২৩	৩৬			
৫০০	১৬৩৯৩০	১২	...			১৬৩০২৯	৩০			
৬০০	১৯৬৭১৬	১৪	২৪			১৯৫৬৩৫	২৪			
৭০০	২২৯৫০২	১৬	৪৮			২২৮২৪১	১৮			
১০০০	৩২৭৮৬০	২৪	..			৩২৬০৫৯	..			
১২০০	৩৯৩৪৩২	২৮	৪৮			৩৯১২৭০	৪৮			
৩০০০	৯৮৩৫৮১	১২	..			৯৭৮১৭৭	..			
৩৬০০	১১৮০২৯৭	২৬	২৪			১১৭৩৮১২	২৪			
৭২০০	২৩৬০৫৯৪	৫২	৪৮			২৩৪৭৬২৪	৪৮			
১২০০০	৩৯৩৪৩২৪	৪৮	...			৩৯১২৭০৮	..			
১৪৪০০	৪৭২১১৮৯	৪৫	৩৬			৪৬৯৫২৪৯	৩৬			
৫৭৬০০	১৮৮৮৪৭৫৯	২	২৪			১৮৭৮০৯৯৮	২৪			
৭২০০০	২৩৬০৫৯৪৮	৪৮	...			২৩৪৭৬২৪৮	..			
১২০০০০	৩৯৩৪৩২৪৮	...	...			৩৯১২৭০৮০	..			
৪৩২০০০	১৪১৬৩৫৬৯২	৪৮	...			১৪০৮৫৭৪৮৮	..			
৪৩২০০০০	১৪১৬৩৫৬৯২৮	...	...			১৪০৮৫৭৪৮৮০	..			

সৌর ও নাক্ষত্র বর্ষের সমন্বয় নির্ণয়।

নাক্ষত্রবর্ষ	নাক্ষত্র মাস	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
৪৩২০০০		১৪১৬৩৫৬৯২	৪৮	...	...	...
৫৭৬০০		১৮৮৮৪৭৫৯	২	২৪	...	...
৩০০০		৯৮৩৫৮১	১২	...	...	...
১০০		৩২৭৮৬	২	২৪	...	...
৬০		১৯৬৭১	৩৭	২৬	২৪	...
৯		২৯৫০	৪৪	৩৬	৫৭	৩৬
		৮১	৫৭	৫৪	২১	৩৬
	৩ মাস					
৪৯২১৬৯ নাক্ষত্রবর্ষ ৩ মাস বা ৫৯১৩২৩১ নাক্ষত্র মাস		১৬১৫৫৯৫২৩	২৪	৪৫	৪৩	১২
৪৩২০০০০ নাক্ষত্রবর্ষ বা ৫১৮৪০০০০ নাক্ষত্রমাস		১৪১৬৩৫৬৯২৮	...	...	...	...
		১৫৭৭৯১৬৪৫১	২৪	৪৫	৪৩	১২
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ বা ৪৮১২১৬৯ নাক্ষত্র বর্ষ ৩ মাস বা ৫৭৭৪৬০৩১ নাক্ষত্র মাস		১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...
		এই ১	২৪	৪৫	৪৩	১২

মাত্রন্যূন। অর্থাৎ মাসিক পার্থক্য প্রায় ১৮ অনুপল মাত্র। ইহা গণনীয় নয়।

সৌর ও আধুনিকমতের নাক্ষত্রবর্ষের সমন্বয়নির্ণয়।

নাক্ষত্রবর্ষ	নাক্ষত্র মাস	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
৪৩২০০০		১৪০৮৫৭৪৮৮	...	...	...	
৭২০০০		২৩৪৭৬২৪৮	...	...	...	
১৪৪০০		৪৬৯৫২৪৯	৩৬	...	...	
৭০০		২২৮২৪১	১৮	...	...	
২০০		৬৫২১১	৪৮	...	...	
৫০		১৬৩০২	৫৭	...	...	
৮		২৬০৮	২৮	১:	১২	
	৮ মাস	২১৭	২২	২১	৩১	
৫১৯৩৫৮ নাক্ষত্রবর্ষ ৮ মাস		১৬৯৩৪১৫৬৭	২৯	৪০	৪৮	...
যোগ ৪৩২০০০০ নাক্ষত্র বর্ষ		১৪০৮৫৭৪৮৮০				
৪৮৩৯৩৫৮ নাক্ষত্র বর্ষ ৮ মাস বা ৫৮০৭২৩০৪ নাক্ষত্র মাস		১৫৭৭৯১৬৪৪৭	২৯	৪০	৪৮	...
৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ		১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...
		এই ২	৩০	১৯	১২	...

মাত্র অধিক। ইহা গণনীয় নয়

ইউরোপীয় দিগেরও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বা অপরাপর ঘটনা সকলের কাল গণনার জন্য 'যুগ' ও কল্প বা কল্পিতকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাঁদের মতে চান্দ্র যুগ . . . . . ১৯ বৎসর। এই কাল মধ্যে যে দিনে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ঘটিয়া থাকে, তৎপরবর্ত্তী ১৯ বৎসর সেই পর্য্যায়ে পর্য্যস্ত হইতে দেখা যায়। এথেন্স নিবাসী (Moton) মিটন নামক এক মহোদয় এইরূপ ধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সৌর যুগ . . . . ২৮ বৎসর। এ যুগ কেবল 'বার' নির্দ্ধারণের জন্য।

যুলীয় কল্প (Julian period) ১৯ × ২৮ = ৫৩২, × ১৫ = ... ৭৯৮০ বৎসর। এ যুলীয় কাল চান্দ্রযুগ ১৯ বর্ষের ২৮ (সৌরযুগ) গুণ, ৫৩২ কে ১৫ দ্বারা পূরণ করতঃ প্রাপ্তফল মাত্র। এ গুণক '১৫' কোন গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধীয় অঙ্ক নয়। রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশীয় কর পরিবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কাল সংখ্যা মাত্র।—

ইউরোপীয় 'যুগ' ও 'কল্প' পুরাণোক্ত যুগাদির মত সূক্ষ্ম গণনোদ্ভূত নয়।

বঙ্গীয় সাধারণ গণিত মতে—

৩০ দিনে ১ (সাবন) মাস।

১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে ১ বর্ষ।

১২ বর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ দিনে ১ যুগ।

এ কোন্ যুগ? পুরাণানুসারে দেব পরিমাণের ১ দিনে মনুষ্যের ১ সম্বৎসর। ৩৬০ সম্বৎসরে ১ দৈববর্ষ। ১২ দৈববর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ সম্বৎসরে মনুষ্যের (বা ঐতিহাসিক) ১ যুগ। এই ঐতিহাসিক যুগসহস্র অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সম্বৎসরে ১ দৈবযুগ।

যুলীয় কালের মূল অঙ্ক যেমন ৫৩২, পৌরাণিক কল্পের ও যুগাদির তদ্রূপ ৪৩২, দেখা যাইতেছে। এই ৪৩২ সহস্র বৎসর 'কলিযুগ' কাল। ইহার দ্বিগুণ 'দ্বাপর,' ত্রিগুণ 'ত্রেতা,' চতুর্গুণ 'সত্যযুগ' এবং এই ৪ যুগের সমষ্টি (৪৩২ মূলাঙ্কের ১০ গুণ) ৪৩২০ সহস্র বৎসর অর্থাৎ উপরোক্ত মনুষ্য-যুগসহস্রে ১ দৈবযুগ। এই দৈব-যুগসহস্রে ১ কল্প বা ব্রহ্মের দিবা। এই সংক্ষিপ্তসার যুগ বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হইবে যে, ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে যেমন রবি চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতির দশার 'অন্তর্দ্দশা' আছে, এবং সত্য আদি চতুর্যুগ যেমন দৈবযুগের অন্তর্যুগ, তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ (অর্থাৎ বর্ত্তমান) কলিযুগেরও ৪ অন্তর্যুগ বিশিষ্ট মনুষ্য বা ঐতিহাসিক যুগ পুরাণে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ মনুষ্য বা ঐতিহাসিক যুগের পরিমাণ দৈবযুগের সহস্রাংশের ১ অংশ ৪৩২০ সম্বৎসর এবং তদন্তর্যুগের পরিমাণ দৈবযুগের অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের সহস্রাংশের ১ অংশ যথা;—

১ম অন্তঃসত্যযুগ, সত্যযুগসম অন্তঃকলির ৪ গুণ	১৭২৮ বৎসর।
২য় (দ্বা-অপর বা) অন্তর্দ্বাপর, দ্বাপর সম অন্তঃকলির ২ গুণ . . .	৮৬৪ বৎসর
৩য় দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, ত্রেতাসম অন্তঃকলির ৩ গুণ	১২৯৬ বৎসর।
৪র্থ অন্তঃকলি কলিসম (মূলাঙ্ক)	৪৩২ বৎসর।
ইহার সমষ্টি অন্তঃকলির ১০ গুণ, এক মনুষ্য-বা-ঐতিহাসিক যুগ .	৪৩২০ বৎসর।

পুরাণানুসারে মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের ১ বর্ষ, সহস্র মনুষ্যযুগে ১ দৈব-জ্যোতিষীয়িক বা ঐশ্বরিক (অর্থাৎ প্রলয়াদি ঐশ্বরিক ঘটনা সকল নিরূপণের) যুগ, কিম্বা ঈশ্বরের দিবামানে সৃষ্টি ও তাঁহার রাত্রিতে বা বিশ্রাম-কালে সৃষ্টি লয়; এ সকল ভারতের নূতন বা সৃষ্টিছাড়া কথা নয়। খৃষ্টীয়-দিগের মধ্যেও প্রবাদ আছে যে ঈশ্বর ৬ দিনে সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া ৭ম দিবসে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী ৬ হাজার বর্ষ বর্ত্তমান থাকিবে, ৭ম সহস্র বর্ষে পড়িলে লয় হইবে। খৃষ্টীয় এই প্রবাদের সঙ্গে পুরাণ-কল্পনার ঐক্য দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের সন্ধ্যাসহ ৬ মন্বন্তর গতে ৭ম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। এই অধিকারের ২৭ দৈবযুগ ও অষ্টাবিংশ যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী সত্য আদি ৩ যুগ অতীত হইয়া (অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের ১৯৭২৯৪৪০০০ বর্ষ পরে) এই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ কলিযুগারম্ভের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যা কিছু পুরাণে আছে তৎসমুদয়ই রূপকাবৃত জ্ঞানপ্রদায়ক বা নীতিবোধক উপাখ্যান মাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। পশ্চাতে সন্নিবিষ্ট 'কালতালিকা' দৃষ্টি করিলে, ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।—

শ্বেত-বরাহ কল্পের ৭ম মন্বন্তরান্তর্গত অষ্টাবিংশ কলিযুগারম্ভের পূর্ব্বের-পুরাণোক্ত প্রধান বৃত্তান্তের কালতালিকা (Chronological table)—

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
	জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত আছে যে, মহাপ্রলয় পরে শ্বেতবরাহ কল্পারম্ভে ৪৭৪০০ দৈববর্ষে অর্থাৎ ইহার ৩৬০ গুণ = ১৭০৬৪০০০ বৎসরে পুনরায় ভূ নক্ষত্র আদির সৃষ্টি। এই সময়ে মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ অবতার। বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলে এ অবতারত্রয় 'সত্যযুগের' বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু চলিত বৈবস্বত মন্বন্তরেরই ২৮, এবং তৎপূর্ব্ব ৬ মন্বন্তরেরও ৪২৬, সমুদয়ে ৪৫৪ দৈবযুগান্তর্গত সত্যযুগ অতীত হইয়াছে। পুরাণে যাহা ব্যক্ত আছে তদ্দারা এই অবতারত্রয় শ্বেতবরাহ কল্পারম্ভেরই বুঝা যায়। তৎপরে স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তি। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব (যাঁহার চরিত্র নানা নাটকে ও কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে) এই স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, এবং ভরত (যাঁহা হইতে ভারতবর্ষ) এই মনুরই অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র (বিষ্ণু-পুরাণ ১ম অংশ ১১শ অধ্যায় ও ২য় অংশ ১ম অধ্যায়)। এই ভরতেরই জড়ভরত আখ্যান ছিল (বিঃ পুঃ ২য় অং ১৩শ অধ্যায়)। পুরাণে এই ভরতবংশীয় ২৪ পুরুষের নাম আছে কিন্তু এ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা বলিয়াই ব্যক্ত আছে। কল্পান্তসন্ধি এক দ্বাপরযুগ কাল ৮৬৪০০০ বর্ষ গতে এ মন্বন্তরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি এবং 'যাম দেবগণ' ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার সন্ধ্যাসহ ৩০৮৪৪৮০০০

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।
	বর্ষ । সন্ধ্যা তুই দ্বাপর বা সত্যযুগ কাল ১৭২৮০০০ বর্ষ এবং মনন্তর ৭১ দৈবযুগ (৪৩২০০০০ বর্ষ × ৭১) ৩০৬৭২০০০০ বর্ষ ।
২৯২২৪৮০০০	(১ম) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার শেষ, ভূসৃষ্টির ২৯২২৪৮০০০ বর্ষ পরে ।
	সন্ধ্যাসহ (২য়) স্বারোচিষমনুর অধিকার ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ । এই মনুর ১০ পুত্রের, সপ্ত ঋষির ও তুষ্টি আদি দেবগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নাই ।
৬০০৬৯৬০০০	(২য়) স্বারোচিষ মনন্তর শেষ ।—
	সন্ধ্যাসহ (৩য়) উত্তমজ মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ । এই মনুর পুত্রগণের ও বশিষ্ঠ-তনয় সপ্ত-ঋষির এবং দেবগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নাই ।
৯০৯১৪৪০০০	(৩য়) উত্তমজ মনন্তর শেষ ।
	সন্ধ্যাসহ (৪র্থ) তামস মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ । এ মনুর পুত্রগণের ও ঋষি আদির নাম ভিন্ন, অপর কোন বিশেষ বৃত্তান্তের উল্লেখ পুরাণে নাই ।
১২১৭৫৯২০০০	(৪র্থ) তামস মনন্তর শেষ ।
	সন্ধ্যাসহ (৫ম) রৈবত মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ । এ মনন্তরের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য নাই ।
১৫২৬০৪০০০০	(৫ম) রৈবত মনন্তর শেষ ।
	সন্ধ্যাসহ (৬ষ্ঠ) চাক্ষুষ মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ । এই মনন্তরে অনুমান হয় বেণ, পৃথু আদি রাজচক্রবর্ত্তীগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । যে হেতু পুরাণে কশ্যপের পৌত্র বৈবস্বত মনুর উৎপত্তির পূর্ব্বেই ইহাঁদের নাম পাওয়া যায় । ঋষি এবং দেব-গণেরও নাম আছে ।
১৮৩৪৪৮৮০০০	(৬ষ্ঠ) চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ ।
১৮৩৫৩৫২০০০	(৬ষ্ঠ) মনুর পর ৮৬৪০০০ বর্ষ ১ম সন্ধি কালান্তে (৭ম) বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি ।
	এই মনুর অধিকার চলিতেছে । এ মন্বন্তরের ৭১ দৈবযুগের মধ্যে সম্পূর্ণ ২৭ (১১৬৬৪০০০০ বর্ষ) এবং অষ্টাবিংশ যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরও (৩৮৮৮০০০ বর্ষ) বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে । এই সময়ের প্রথম অংশের অবতার 'নৃসিংহ' ও 'বামন' । নৃসিংহদেব কশ্যপ পুত্র (বৈবস্বতমনুর পিতৃ ভ্রাতা-প্রহ্লাদের পিতা) দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন । বামনদেব অদিতির গর্ভে কশ্যপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র-প্রহ্লাদের পৌত্র বলিকে পাতালে প্রেরণ

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
	করেন। ‘বরাহ’ অবতার যিনি প্রলয়-জলধি হইতে মেদিনী উদ্ধার করেন; তিনিই আবার হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। এই মন্বন্তরের সপ্তঋষির মধ্যে ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ, সূর্য্য-পিতা কশ্যপ ও চন্দ্রের জনক অত্রি, পুরাণোক্ত ৪র্থ ঋষি গৌতমের পূর্ব্বের। এই তিন জন কলির পূর্ব্বাতীত যুগমধ্যের। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণ যাঁহাদের নাম রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বলি, বেণ; পুরূরবা, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি অতীত যুগমধ্যের। *দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর দেহত্যাগ বা ‘দক্ষযজ্ঞ’ এবং সতীর পুনরায় গিরিরাজ-দুহিতা (পার্ব্বতী) রূপে জন্মগ্রহণ ইত্যাদিও ইহাঁদের সমকালিক। এ সকল ঘটনা এই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ সত্যযুগের শেষের হইলেও, বর্ত্তমান কলির (২১৬০০০০) ২১ লক্ষ ৬০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের হয়। এ মন্বন্তরের প্রথম অংশের হইলে, বর্ত্তমান* কলি পূর্ব্ব (১২০০০০০০০) ১২ কোটী বর্ষের ন্যূন হয়না। ইহার মধ্যে ‘পার্ব্বতী’ প্রভৃতির উপাখ্যান যে কল্পনা মাত্র তাহা নানা স্থানে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে; কিন্তু এত *প্রাচীন কালীন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক বা প্রকৃত হওয়া যে সম্ভব নয়, তাহা ধীমান্ মহোদয়েরা নিঃসন্দেহ অস্বীকার করিবেননা। এই রাজচক্রবর্ত্তীদিগের পুরাণোক্ত* উপাখ্যানাদি এবং পণ্ডিতবর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ‘অনুশীলন’ গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিলে এ বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় থাকেনা। কলি-যুগের পূর্ব্বের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয়না। যুগের কল্পনাই জ্যোতিষিক গণনোদ্ভূত। ইহা বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের সঙ্কেত নির্দ্ধারণের পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে কখনই হইতে পারেনা। সেই সঙ্কেতই ৪২১ শকের (৪৯৯ খৃষ্টাব্দের বা ৫৫৬ বিক্রম সম্বতের) পরে অবধারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক সুবিখ্যাত টড্ সাহেব মহোদয় ইলার (অর্থ ‘পৃথিবীর’) ও তৎপুত্র পুরূরবার উপাখ্যান রচিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞাত রাজত্বকাল—প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করতঃ বৈবস্বত মনুর নাসিকা হইতে উৎপন্ন পুত্র ইক্ষ্বাকুর অব্দ খৃঃ পূঃ ২২০০ (শক পূঃ ২২৭৮) ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাণের এরূপ ব্যাখ্যা হয়না। ভক্তিভাজন টড্ মহোদয়ের এ কথাও ইতিহাসমূলক, অর্থাৎ ‘ইক্ষ্বাকু কলির পূর্ব্বের নয়’ বলিয়া স্বীকার করা যায়না।
১৯৫৫৮৮০০০০	(৭ম) বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগান্তর্গত প্রথম ৩ যুগসহ (Prehistoric age) অনৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিকপূর্ব্ব কাল শেষ। পরে বর্ত্তমান কলিযুগ ও ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত কলিযুগারম্ভ, এবং কলির প্রথমাংশের ঐতিহাসিক যুগ বা অন্তর্যুগ-চতুষ্টয়ের পরিমাণ অনুসন্ধান।

(এই কলিযুগের ও তদন্তর্যুগের বিবরণ কি ? কোন্ কলির পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল ?)

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগের তৃতীয় অন্তর্যুগান্ত পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ 'ভূ সৃষ্টি' হইতে ১৯৫৫৮৮৫১১০ বৎসরের—পুরাণোক্ত বিবরণের সারাংশ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তৎসমুদয়ের যে ঐতিহাসিকতা কিছুই নাই, তাহাও দর্শিত হইয়াছে। উক্ত অষ্টাবিংশ দৈবযুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ 'কলি' এক্ষণে চলিতেছে। 'অয়নাংশ—বা বিষুবৎ—প্রবর্ত্তন'—সঙ্কেত দ্বারা, ইহার উৎপত্তি-ক্ষণ নির্ণীত হয়।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা মতে ১৮২৬ শকে কলির ৫০০৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; অতএব ভূ সৃষ্টির ১৯৫৫৮৮৫০১৬ বৎসর পরে,—শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দে (খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে) এ কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ৪২১ শকে যেমন চৈত্র (মহাবিষুব) সংক্রান্তিতে বিষুবতের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহার [৩৬০০] তিনহাজার ছয়শত সৌরবর্ষ পূর্ব্বে, অর্থাৎ শকপূর্ব্ব ৩১৭৯ অব্দে বিষুবৎ চৈত্রসংক্রান্তি অতিক্রম করিয়াছিল। পুরাণোক্ত 'বৎসর' উত্তরায়ণে (অর্থাৎ বিষুবতের ৩ মাস পূর্ব্বে)* আরম্ভ হইয়া থাকে, (৮ম পরিচ্ছেদ, খ প্রদর্শনী দেখুন); অতএব শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দে উত্তরায়ণ ১লা মাঘে হওয়ায়, সেই অবধি এই কলিযুগ গণিত হইয়াছে। উক্ত ১লা মাঘে পূর্ণিমা তিথি ও শুক্রবার ছিল।

---

* মকর রাশিতে সূর্য্য যান যেই কালে। উত্তর-অয়ন হয় আরম্ভ সেকালে॥
কুম্ভ মীন রাশি-দ্বয়ে ক্রমে তার পর। সঞ্চার হইয়া থাকে ওহে গুণধর॥
মীন রাশিগত সূর্য্য হয়েন যখন। দিবা-রাত্রি তুল্য হয় জানিবে তখন॥
মেষ রাশি গত যবে হন তার পর। দিবামান বৃদ্ধি হয় উত্তর উত্তর॥
এই রূপে বৃষ আর মিথুন রাশিতে। দিবাকর যান বৎস জানিবে ক্রমেতে॥
মিথুন রাশির ভোগ হলে সমাধান। শেষ হয়ে যায় দিবা বৃদ্ধি পরিমাণ॥
তার পর কর্কটেতে করিলে গমন। সেই কালে হয়ে থাকে দক্ষিণ অয়ন॥
মকর রাশিতে তিনি যান যেই-কালে। উত্তর-অয়ন হয় জানিবে সেকালে॥

পুরাণে কোন অব্দের উল্লেখ নাই। সৌরবর্ষের অর্থাৎ 'বৎসরের' পরিমাণ নিরূপণের পূর্ব্বে অব্দগণনা আরম্ভ হইতে পারেনা। সৃষ্টি প্রতিসৃষ্টি ও মন্বন্তর,—পুরাণের এই তিন প্রধান লক্ষণ। সৃষ্টির বিবরণ দর্শন শাস্ত্রীয় কথা; ইহার ঐতিহাসিকতা কি থাকিবে এবং ঐ সম্বন্ধে অব্দেরই বা উল্লেখ থাকিবে কেন? সূর্য্য চন্দ্র ভূ নক্ষত্রাদির উৎপত্তি হইতে 'বংশ ও বংশ-চরিত-কথারম্ভ' পর্য্যন্ত,—এই দীর্ঘ অনৈতিহাসিক কালের দৈব-বা জ্যোতিষিক যুগই অব্দ স্বরূপ। বংশ বা বংশচরিত যাহা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে পুরাণে রূপক ভাবে বর্ণিত আছে তাহারই ঐতিহাসিকতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা কলির মধ্যেই, কলির পূর্ব্বের হওয়া সম্ভব নয় দেখা যাইতেছে; সেই জন্য অব্দ স্থলে দৈব যুগান্তর্যুগ সদৃশ কলিরও অন্তর্যুগ যে পুরাণকার ঐতিহাসিক যুগ অর্থে কল্পনা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে; পুরাণেও তাহা অপরিস্ফুট ভাবে সম্যক্ প্রকারে ব্যক্ত আছে।

খৃষ্টীয় আদি ধর্ম্মপুস্তকানুসারে খৃষ্টাব্দের অনুমান ৪০০৪ খৃঃপূঃ বা ৬০০০ সৌরবর্ষ পূর্ব্বে মানব প্রভৃতি প্রাণিবর্গ সহ ভূ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আদিম মানবেরা ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করতঃ পাপে রত হওয়ায় উক্ত ভূসৃষ্টির ১৬৫৬ বর্ষ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে (Deluge) জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করেন; কেবল মাত্র এক ব্যক্তি নোহ (Noah) ও তাঁহার পত্নী এবং ৩ পুত্র ও ৩ পুত্রবধূদিগকে (কয়েকটী পশু পক্ষী সহ) রক্ষা করেন। এই "জলপ্লাবন" এক্ষণকার পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে (স্কুল বুক সোসাইটীর দ্বারা প্রকাশিত Historical Class Book দেখুন) খৃষ্টাব্দের অনুমান ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। য়িহুদিগের একটী অব্দ (Jewish Era) এক্ষণে প্রচলিত আছে, দেখা যায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরে (১৮২৬ শকের ২৪শে ভাদ্রে) এই অব্দের * ৫৬৬৪ য়ু বর্ষ বা ৫৬৬৫ সৌরবর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক গত হইয়া গিয়াছে; অতএব খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত ভূ সৃষ্টির (খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৪০০৪ বর্ষ সহ খৃষ্টাব্দ ১৯০৪ যোগে ৫৯০৮ বর্ষ, বিযুক্ত ৫৬৬৫ বর্ষ) প্রায় সার্দ্ধদ্বিশততম বর্ষ হইতে এবং জল প্লাবনের প্রায় ১৪০০ বর্ষ (আধুনিকমতে ১৭৫০ বৎসর ও বর্ত্তমান কলিযুগের প্রায় ৬৫৫ বৎসর) পূর্ব্ব হইতে এ অব্দের আরম্ভ গণ্য হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত 'ভূ-সৃষ্টি' হইতে কিম্বা জলপ্লাবনের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে, জ্যোতিষিক যুগ ব্যতিরেকে কোন ঐতিহাসিক অব্দের গণনা চলিতে পারে কিনা; তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে এই

---

* * * * * *

দুই মাসে এক ঋতু আছে নিরূপণ। তিন ঋতু হলে এক জানিবে অয়ন॥
দুই অয়নেতে এক বৎসর বাখানি। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণমণি॥
(শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত পদ্য বিষ্ণুপুরাণ ২।৮)

এখানে ব্যক্ত রহিয়াছে যে, উত্তর-অয়ন আরম্ভের তিন মাস পরে বিষুবৎ, ও তাহার তিন মাস পরে দক্ষিণ-অয়ন আরম্ভ হয়।

সম্বতের গণনা শুক্লাপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ। কলিযুগ মাঘী পূর্ণিমা হইতে গণিত।

* কখন হইতে ৩৬৫।০ দিনাত্ম সৌরবর্ষের সহিত য়ু অব্দের মিলন হইয়া আসিতেছে তাহা নিশ্চিত নাই, কিন্তু এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইতেছেনা।

মাত্র বলা যাইতে পারে যে দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ দ্বারা পরিজ্ঞাত বংশচরিতের ঐতিহাসিকতা অনেকে স্বীকার নাও করিতে পারেন। খৃষ্টীয় অব্দই প্রকৃত ঐতিহাসিক অব্দ। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও ঐতিহাসিক অন্তর্যুগের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

ভূ সৃষ্টি হইতে যু অব্দারম্ভ পর্য্যন্ত (অনুমান হয় একাল মধ্যে মানবের পাপের সঞ্চার হয় নাই) প্রথম অন্তর্যুগ 'অন্তঃসত্য' বলা যাইতে পারে। ইহার পরিমাণ ২৪৮ বর্ষ

ভূ সৃষ্টির ২৪৮ বর্ষ পরে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত পাপের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। এই কাল ২য় অন্তর্যুগ স্বরূপ। ইহার পরিমাণ ... ... ১৪০৮ বর্ষ

জলপ্লাবন হইতে যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত পাপের পুনরায় বৃদ্ধি। এইকাল ৩য় অন্তর্যুগ 'অন্তস্ত্রেতার' স্বরূপ। ইহার পরিমাণ ... ... ২৩৭৮ বর্ষ

তদবধি ৪র্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ চলিতেছে।

পূর্ব্বে যে যু বর্ষ হইতে সৌরবর্ষের প্রভেদ দর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ৩১০২ যুবর্ষ ভারতীয় ৩১০০ বর্ষের সমান, অতএব আধুনিক মতানুসারে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত 'জলপ্লাবনের' ১০০ বর্ষ পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৩১০০) কলির আরম্ভ দেখা যাইতেছে। পুরাণ মতে কলি আরম্ভের সময় এই বটে। 'জল প্লাবনের' পূর্ব্ব, কলির একশত বর্ষ পাপের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব-প্লাবনের সূচনা এবং যুগসন্ধি কাল, বলা যাইতে পারে। এই কলির প্রথম সন্ধ্যাংশ কাল শত (মনুষ্য বর্ষ বা) বৎসর 'অন্তঃসত্য'-যুগাংশ; তন্মধ্যে ঈশ্বর পাপীদিগকে জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করায় নিষ্কলুষিত অন্তঃসত্য যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। দৈবযুগের অন্তর্যুগ কল্পনার মর্ম্মানুসারে কলির অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের অর্থ এই বুঝাযায় যে, দৈব যুগান্তর্গত 'সত্যে' যেমন 'পাপংনাস্তি', 'ত্রেতায়' পাপ ১ পাদ, 'দ্বাপরে' ২ পাদ, 'কলিতে' ৩ পাদ পাপ, ১ পাদ মাত্র পুণ্য; কলির অন্তর্যুগে ঠিক তদ্রূপ। কলির প্রথম অংশ অন্তঃসত্য হইতেই ক্রমে পুণ্যের হ্রাস ও পাপের বৃদ্ধি হইয়া ('দ্বা-অপর' অর্থে) অন্তর্দ্বাপরে (পাপমর্দ্ধং পুণ্যমর্দ্ধং) পাপ পুণ্য সমান হইয়াছিল; অন্তস্ত্রেতায় পাপ আরও বৃদ্ধি হইয়া অন্তঃ-কলিতে চরমাবস্থায় আসিয়াছিল।

দৈবযুগের ১ম অন্তর্যুগ 'সত্য' যুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ ঐতিহাসিক যুগের ১ম অন্তর্যুগ—কলির অন্তঃ-সত্য,—শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দ হইতে ১৪৫২ অব্দ বা ১৭২৮ কলেগতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ১৭২৮ বৎসর।

দৈবযুগের 'দ্বাপর' কলির পূর্ব্ববর্ত্তী,—কিন্তু অন্তর্দ্বাপর কলির মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কলির ২য় অন্তর্যুগ গণিত হইয়াছে। দৈবযুগের দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর; তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ কলির অন্তর্দ্বাপর,—শকপূর্ব্ব ১৪৫২ অব্দ হইতে শকপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দ বা ২৫৯২ কলেগতাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬৪ বৎসর।

দৈবযুগের 'ত্রেতা' ১২৯৬০০০ বৎসর, তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ কলির ৩য় অন্তর্যুগ—দ্বা-পর বা অন্ত-স্ত্রেতা, শকপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দ হইতে ৭০৮ শক বা ৩৮৮৮ কলেগতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ১২৯৬ বৎসর।

দৈবযুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ 'কলি' ৪৩২০০০ বৎসর, তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ-ঐতিহাসিক
যুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ—অন্তঃকলি,—৭০৮ শক হইতে ১১৪০ শক বা ৪৩২০
কলেগতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ৪৩২ বৎসর।
ঐতিহাসিক যুগের ৪ অন্তর্যুগ-সমষ্টি ... ... ৪৩২০ বৎসর।

পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে রূপকভাবে যেকোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দ বা খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ হইতে ১১৪০ শকের বা ১২১৮ খৃষ্টাব্দের বা ৪৩২০ কলেগতাব্দের মধ্যেরই, কলিযুগের অর্থাৎ শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দের অগ্রের নয়। অন্তঃকলির (অর্থাৎ ৪৩২০ কলেগতাব্দের বা ১১৪০ শকের) পরেরও বৃত্তান্ত পুরাণে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা পুরাণানুযায়ী অন্তর্যুগাতীত কলির এবং ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ নির্দ্দেষ্টা পুরাণ-কারেরও ভবিষ্যৎ-কালিক হওয়া সম্ভব; সেইজন্ত তাহা প্রাচীন ইতিবৃত্ত মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা, এবং পুরাণে পশ্চাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে; অতএব পুরাণে তাহা নিবেশিত থাকিলেও তদালোচনার প্রয়োজন নাই।

পণ্ডিত মহোদয়-গণের মধ্যে অনেকে হয়ত চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিবেন 'অন্তর্যুগ' আবার কি? এ শব্দত পুরাণে পাওয়া যায়না। এ শব্দ পুরাণে স্পষ্ট উক্ত নাই বটে, কিন্তু পুরাণের প্রায় সকল সার কথাইত রূপকাবৃত বা অস্পষ্ট। বেদ দর্শন আদি সমুদয়ই এই ভাবে পুরাণে ব্যক্ত আছে। গবেষণা ব্যতিরেকে অনেক পুরাণ বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম বোধগম্য হয়না।

কলির এই 'অন্তর্যুগ'-কল্পনা প্রমাণ করা কঠিন নয়। পুরাণে উক্ত আছে,—
দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... বুদ্ধদেব;
ত্রেতার আন্ত সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... পরশুরাম;
ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... শ্রীরামচন্দ্র;
বশিষ্ঠের প্রপৌত্র (পঞ্চপাণ্ডবের পিতার জন্মদাতা)—বেদব্যাস
কলির পূর্ব্ব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন;
কলির পূর্ব্বের ঐ দ্বাপরের শেষের অবতার ... ... শ্রীকৃষ্ণ;
কলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম,
এবং তাঁহার অভিষেক হইতে কলির আরম্ভ।

এক্ষণে উপরোক্ত অবতারাদি,-যে 'কলি' কিম্বা 'দ্বাপর' বা 'ত্রেতায়' বিদ্যমান ছিলেন তাহা যদি বর্ত্তমান কলিযুগের (অর্থাৎ শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দের) অগ্রের না হয়, তাহা হইলে ঐ 'কলি' আদি যে কলিযুগেরই 'ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ' অর্থে পুরাণে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা হয়না।

বুদ্ধদেব গৌতম সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইহাঁ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম; যাহা অদ্যাবধি চীন তিব্বত সিংহল ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। পুরাণমতে ইনি দ্বাপরের শেষের অবতার, কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা সকলেই ইহাঁকে কলির মধ্যের গণ্য করিয়া থাকেন। কেহই কলিযুগের পূর্ব্বের বলেন না। পুরাণ ও (সিংহলে তিব্বতে বা অন্যত্র প্রাপ্ত) প্রাচীন গ্রন্থের আলো-

চনার দ্বারা পূর্ব্বতন পুরাবৃত্ত লেখক মহোদয়েরা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যে শকপূর্ব্ব ৭ম বা খৃঃ পূঃ ৭ম–৬ষ্ঠ এবং কলির পঞ্চবিংশ বা ষড়্‌বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই বুদ্ধদেব বর্ত্তমান ছিলেন। আধুনিক ইতিহাস লেখকেরা ইহাঁকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহোদয়দিগের মতই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে বুদ্ধদেব যে অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ কাল মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন-তাহাই প্রমাণিত হইতেছে; অতএব পুরাণকার কলিযুগের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ দ্বা-অপর অর্থে যে 'দ্বাপর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক মতের প্রভেদ সম্বন্ধে পশ্চাতে আলোচনা করা যাইবে। আধুনিক মতেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব যে পুরাণোক্ত দ্বাপরের অর্থাৎ অন্তর্দ্বাপরের শেষে হইয়াছিল, সে কথার অন্যথা হয়না।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে পুরাণোক্ত দ্বাপরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতের প্রতি-কূলে অনেক পুরাণোক্ত ও জ্যোতিষিক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের মধ্যেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কলির পূর্ব্বে হন নাই। অল্প দিন হইল গোয়ালিয়রের এক পণ্ডিতমহোদয় 'প্রয়াগ সমাচার' পত্রিকায় ৺বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত, তাঁহার সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সন্দেহ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও পুরাণোক্ত বিবরণানুসারে 'ইনি কলির মধ্যের হইতে পারেন' বলিয়া থাকেন। ইহাঁকে কলিযুগের পূর্ব্বের বলিয়া কেহই স্বীকার করেননা। পুরাণোক্ত দ্বাপরের অবতার এই-শ্রীকৃষ্ণের * ও তাঁহার সম-কালিক যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতির শততম বর্ষ বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, পুরাণে স্পষ্টব্যক্ত আছে। পুরাণানুসারে কলির পূর্ব্বের 'দ্বাপরের' মানব-পরমায়ু ১০০০ বর্ষ। কলিরই পুরাণোক্ত মানব-পরমায়ু ১০০ বা ১২০ বর্ষ। ইহার দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে যে এ দ্বাপর কলিযুগেরই অন্তর্যুগ, কলিযুগের পূর্ব্বের নয়। শ্রীকৃষ্ণ এই অন্তর্যুগেরই অবতার।

পুরাণ হইতে ৩টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি"॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২। ২। ৩২।

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি"॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ৩৯।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্"॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ৩২

* বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭, ইত্যাদি।

পুরাণকার এতদ্বারা বলিয়াছেন, নন্দদিগের সময়ে কলিযুগের বৃদ্ধি চলিতেছিল এবং পরীক্ষিতের জন্ম

নন্দের অভিষেক বা রাজত্ব ১০১৫ বর্ষ অন্তর। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে নন্দের রাজত্ব হইতে পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান ১০৫০ বর্ষ উক্ত আছে। পুরাণানুসারে দ্বাপরের শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ইঁহার জন্ম, ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ বয়সে ইঁহার অভিষেক, এবং ইঁহার অভিষেকে ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে-কলি আরম্ভ। মহাপদ্মনন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ শতবর্ষকাল মগধের অধিপতি ছিলেন; (বিঃ পুঃ ৪। ২৪)*। প্রাচীন ইতিহাস লেখক-দিগের সিদ্ধান্তানুসারে খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে নন্দ দিগের রাজত্ব আরম্ভ। পুরাণোক্তি যে রূপেই ব্যাখ্যা করা যায় পরীক্ষিতের জন্ম কলিযুগের মধ্যেই হয়, কলিযুগের পূর্ব্বে নয়। যথা—

নন্দদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে ধরিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে বা শক পূঃ ১৫৩৮ অব্দে ও ১৬৫২ কলেগতাব্দে, অর্থাৎ কলির ১ম অন্তর্যুগ অন্তঃসত্যের শেষে, অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হয়; পুরাণানুযায়ী দ্বা—পরের শেষে ও অন্তঃকলির পূর্ব্বে হয়না। এ ব্যাখ্যা-পুরাণ-সঙ্গত নয় সেজন্য গ্রহণ যোগ্য হইতে পারেনা।

নন্দ দিগের রাজত্বের পশ্চাতে ১০৫০ বর্ষ ব্যবধান যোগ করিলে (১০৫০ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ) ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বা ৬৭২ শকে ও ৩৮৫২ কলেগতাব্দে অর্থাৎ অন্তঃকলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং দ্বা-পরের শেষে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল, অবগত হওয়া যায়। ইহার ৩৬ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৮৮৮ কলেগতাব্দে অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যাদ্বারা পুরাণের সম্পূর্ণ সমীচীনতা সংস্থাপিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ও পরীক্ষিতের জন্মের অদ্যও যায় পর নাই নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইতেছে।

পুরাণকার যে কলিযুগের ৪র্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ অন্তঃকলি অর্থে 'কলি' এবং তৃতীয় অন্তর্যুগ-দ্বা-পর অর্থে 'দ্বাপর' প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

পুরাণোক্ত ত্রেতার প্রথম সংস্কাংশের অবতার পরশু বা পরশুরাম ঐতিহাসিক বীর ছিলেন; ইতিহাস লেখকদিগের মতে এক্ষণকার পেশোয়ারের পূর্ব্ব নাম 'পুরুষপুর' ছিল; কিন্তু 'পুরুষপুরের' অপভ্রংশ 'পেশোয়ার' হওয়া সম্ভব নয়। 'পরশুপুর' হইতেই 'পেশোয়ার' নাম হইয়াছে, বিবেচনা হয়। এই পরশুপুর শক নৃপতি (যাঁহা হইতে শকাব্দাঃ) কনিষ্ক বা শাকাদিত্যের রাজধানী ছিল।

---

* "কেহ না লঙ্ঘিবে কভু তাঁহার শাসন। অষ্টপুত্র মহাপদ্ম পাইবে তখন॥
সুনাল প্রভৃতি হয় তাহাদের নাম। কহিনু শাস্ত্রের কথা ওহে মতিমান্॥
সেই মহাপদ্ম স্রার তাঁহার তনয়। শতবর্ষ রাজ্য ভোগ করিবে নিশ্চয়॥"

বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ।

(We may thorefore suppose Nanda to have come to the throne 100 years before Sandra Cottas, or 400 years before Christ.) অতএব আমরা ধরিতে পারি চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্বের ৪০০ বৎসর অগ্রে নন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (এলফিন্‌ষ্টোন)

পুরাণানুসারে যখন শ্রীরামচন্দ্র এই ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার, তখন পরশু বা পরশুরাম যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় ১ অন্তর্যুগ কাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা প্রামাণিতই রহিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের বহু (৪৩) পুরুষ পূর্বে যমদগ্নিপুত্র (যামদগ্ন্য) এই পরশু বা পরশুরামের নাম উল্লিখিত আছে; তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখুন।

রামায়ণানুসারে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের পিতার সমকালিক ছিলেন। এই বশিষ্ঠদেবও ঐতিহাসিক পুরুষ। ইহাঁর প্রপৌত্র মহাভারতকার বেদব্যাস যে, (দ্বা-পর অর্থে) দ্বাপরের শেষে এবং (অন্তঃকলি অর্থে) কলির কিঞ্চিৎ পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডবের পিতা এই বেদব্যাসদ্বারা উৎপাদিত। আবার এই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে কলি আরম্ভ পুরাণে ব্যক্ত আছে। পুরাণমতে এ অর্জ্জুন যখন কলিযুগের মধ্যের শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক, তখন ইনিও কলিযুগের মধ্যের, কলিযুগের পূর্বের নন। পরীক্ষিতের অভিষেকে যে কলি আরম্ভ তাহাইত কলির চতুর্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ বা অন্তঃকলি। যদি পরীক্ষিতের অভিষেকে কলিযুগই আরম্ভ হইত, তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের ব্যবধান '২৭০০ বর্ষের অধিক' না বলিয়া, পুরাণকার '১০৫০ বর্ষ মাত্র' বলিলেন কেন? পুরাণকার গণিত বিদ্যায় কি এতই অনভিজ্ঞ ছিলেন? আবার পরীক্ষিতের অভিষেকের ৩৬ বৎসর পূর্বে (৭৫০ খৃষ্টাব্দে) দ্বা-পরের শেষে যে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই দ্বা-পরের শেষে পরীক্ষিতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ (ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র) বেদব্যাস, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পুরাণ বাক্য সকল যখন নিশ্চয়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে; তখন 'পুরাণোক্ত কলি' কলিরই ৪র্থ অন্তর্যুগ—'অন্তঃকলি' এবং দ্বাপর বা অন্তস্ত্রেতাই কলির তৃতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশের অবতার পরশুরাম ও শেষ সন্ধ্যাংশের অবতার শ্রীরামচন্দ্র, এবং যে ত্রেতায় বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব বিদ্যমান ছিলেন সেই ত্রেতাই কলির মধ্যের দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা। দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই নহে কি? যদিও ইত্যগ্রে দর্শিত হইয়াছে যে কলিযুগের পূর্বে অনৈতিহাসিক কাল ছিল, সে সময়ের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পুরাণে নাই; তথাচ কেহ কেহ বলিতে পারেন 'সে ত্রেতা কলির মধ্যের নয় কলির পূর্বেরই'; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে,—

'ঐ ত্রেতার শেষের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ন্যূনাধিক ৪২ পুরুষ কাল পূর্বে ত্রেতার প্রথমাংশের অবতার পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র হইতে প্রায় ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর অন্তরে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন'; এবং—

'ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের প্রায় ৮৬৪০০০ বৎসর পশ্চাতে তাঁহার প্রপৌত্র (কলির পূর্ব) দ্বাপরের শেষের বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন'।

এ দুই কথাই এত অনৈতিহাসিক বা অপ্রামাণিক যে, ত্রেতার মানব পরমায়ু পুরাণানুযায়ী ১০০০০ বর্ষ ধরিলেও, তদ্দ্বারা কলিযুগের পূর্ব্বাতীত কালের পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের অনৈতিহাসিকতার অন্যথা সংস্থাপিত হয় না। পুরাণোক্ত দ্বাপর (দ্বা-পর বা) ত্রেতা যে কলির মধ্যেরই তাহা বেদব্যাসের বৃদ্ধপ্রপৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের পুরাণোক্ত (১০৫০ বর্ষ) ব্যবধানেই স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে।

ইহাও বলিতে পারেন যে 'অন্তস্ত্রেতা কলির মধ্যের হইলেও, কলির 'তৃতীয়' অন্তর্যুগ নয়, 'দ্বিতীয়' অন্তর্যুগ; দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই নয়, তাহা হইলে 'দ্বা-পরের শেষের বেদব্যাস' তাঁহার প্রপিতামহ অন্তস্ত্রেতার বশিষ্টদেবের ন্যূনাধিক ১০০০ বর্ষ পশ্চাতে হন। কলির মানবের পরমায়ু ১২০ বর্ষের অধিক, এবং কলির দ্বিতীয় অন্তর্যুগের পরিমাণ ৮৬৪ বৎসর স্থলে ১২৯৬ বৎসর ধরিলেও একথা প্রতিপন্ন হয় না। দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই; ইহাই কলির তৃতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ; কেবল বিষয় ভেদে 'দ্বা-পর অর্থে' দ্বাপর, ও অন্তস্ত্রেতা অর্থে 'ত্রেতা' পুরাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

পুরাণোক্তির দ্বারা বিশিষ্টরূপে সংস্থাপিত হইতেছে যে,—

কলির ১ম অন্তর্যুগ অন্তঃসত্য মধ্যের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নাই;

কলির ২য় অন্তর্যুগ দ্বাপরে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল;

কলির ৩য় অন্তর্যুগ ত্রেতায় পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। এই তৃতীয় অন্তর্যুগ (দ্বা-পর অর্থে) দ্বাপরের শেষে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব বিরাজ করিয়াছিলেন। এই অন্তর্যুগান্তে পরীক্ষিতের অভিষেকে 'অন্তঃকলি' আরম্ভ।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বাপরের শেষের' এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে"। এই পরিচ্ছেদে এবং তদগ্রে ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কিছুই অমূলক নয়; তদ্দ্বারা কলির মধ্যের 'দ্বাপর' ত্রেতা আদির অর্থ এবং তাৎপর্য্য পণ্ডিত মহোদয়দিগের বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই।

অতঃপর 'ঙ' প্রদর্শনীর ১ম অংশে অন্তর্দ্বাপরের 'পূর্ব্বে' অন্তস্ত্রেতা আরোপণ পূর্ব্বক, ২য় অংশে অন্তর্দ্বাপরের 'পরে' অন্তস্ত্রেতা নিবেশিত হইল, এবং উহাতে বুদ্ধদেব শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবকাল প্রকটিত হইল। পর পরিচ্ছেদে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদির দ্বারা অন্তস্ত্রেতার ও অন্তর্দ্বাপরের পরস্পরের অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

—oo—

নবম পরিচ্ছেদ।

ঙ প্রদর্শনী।

বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরাণোক্ত অবতারগণের এবং বশিষ্টদেব বেদব্যাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব-কাল তালিকা॥

প্রথম অংশ। বিবরণ।	অন্তঃস্রোতা অন্তর্যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী গণিত কল্পিত অন্তর্যুগ চতুষ্টয়।	কলেগতাব্দ	সম্বৎ *	খৃষ্টাব্দ	শকাব্দ	সাল (শাল)	অন্তর্যুগের অন্তঃস্রোতার পূর্ব্ববর্ত্তী গণিত কল্পিত অন্তর্যুগ চতুষ্টয়।	দ্বিতীয় অংশ। বিবরণ।
ভূসৃষ্টি-অতীতাব্দ ১৯৫৫৮৮০০০০ তে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈব যুগের প্রথম ৩ অন্তর্যুগ শেষ। বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ	অন্তঃসত্য		পূঃ ৩০৪৫	পূঃ ৩১০২	পূঃ ৩১৮০	পূঃ ৩৬৯৫	অন্তঃসত্য	ভূসৃষ্টি-অতীতাব্দ ১৯৫৫৮৮০০০০ তে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগের প্রথম ৩ অন্তর্যুগ শেষ। বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ।
এই অন্তঃসত্য মধ্যের রূপকাবৃত উপাখ্যান ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর দেশীয় পুরাবৃত্তে এই অন্তঃসত্য মধ্যের ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে, পুরাণে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।								এই অন্তঃসত্য মধ্যের রূপকাবৃত উপাখ্যান ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর দেশীয় পুরাবৃত্তে এই অন্তঃসত্য মধ্যের ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে পুরাণে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।
অন্তঃসত্য শেষ	১৭২৮	১৭২৮	পূঃ ১৩১৭	পূঃ ১৩৭৪	পূঃ ১৪৫২	পূঃ ১৯৬৭	১৭২৮	অন্তঃসত্য শেষ।

(ক) দ্বা-পরের পূর্ব্বে অন্তত্রেতা হইলে, তাহার আদ্য সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার পরশুরাম	অন্তত্রেতা ১ হইতে ৩০০	১৭২৯ হইতে ২০২৮	পূঃ ১৩১৬ হইতে ১০১৭	পূঃ ১৩৭৪ হইতে ১০৭৪	পূঃ ১৪৫১ হইতে ১১৫২	পূঃ ১৯৬৬ হইতে ১৬৬৭	অন্তর্দ্বাপর ১	(খ) দ্বা-অপর বা অন্তর্দ্বাপর আরম্ভ।
		২৩৯২ হইতে ২৫৯২	পূঃ ৬৫৩ হইতে ৪৫৩	পূঃ ৭১০ হইতে ৫১০ পূঃ	পূঃ ৭৮৮ হইতে ৫৮৮ পূঃ	পূঃ ১৩০৩ হইতে ১১০৩ পূঃ	৬৬৪ হইতে ৮৬৪	অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের পুরাণোক্ত অবতার বুদ্ধদেব। দ্বা-অপর বা অন্তর্দ্বাপর শেষ।
অন্তত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেব ও শ্রীরামচন্দ্র দ্বা-পরের পূর্ব্বে অন্তত্রেতা হইলে তাহার শেষ	৯৯৬ হইতে ১২৯৬	২৭২৪ হইতে ৩০২৪	পূঃ ৩২১ হইতে পূঃ ২১	পূঃ ৩৭৮ হইতে পূঃ ৭৮	পূঃ ৪৫৬ হইতে পূঃ ১৫৬	পূঃ ৯৭১ হইতে পূঃ ৬৭১		
অন্তত্রেতার পরে দ্বা-পর হইলে, তাহার আরম্ভ	অন্তর্দ্বাপর	২৫৯৩ হইতে ২৮৯২	পূঃ ৪৫২ হইতে ১৫৩ পূঃ	পূঃ ৫০৯ হইতে ২১০ পূঃ	পূঃ ৫৮৭ হইতে ২৮৮ পূঃ	পূঃ ১১০২ হইতে ৮০৩ পূঃ	অন্তত্রেতা ১ হইতে ৩০০	দ্বা-অপর বা অন্তত্রেতা আরম্ভ। অন্তত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশমধ্যের অবতার পরশুরাম।
		৩৫৮৮ হইতে ৩৮৮৮	সম্বৎ ৫৪৩ হইতে ৮৪৩	খৃঃ ৪৮৬ হইতে ৭৮৬	শক ৪০৮ হইতে ৭০৮	শাল ১০৭ হইতে ১৯৩	৯৯৬ হইতে ১২৯৬	বশিষ্ঠদেব, বেদব্যাসমাতা সত্যবতীপতি শান্তনু, বশিষ্ঠ প্রপৌত্র বেদব্যাস এবং অন্তত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার শ্রীরামচন্দ্র।
দ্বা-পরের শেষের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক (বেদব্যাসের পৌত্র) অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডব।	৭৬৪ হইতে ৮৬৪	৩৭৮৮ হইতে ৩৮৮৮	সম্বৎ ৭৪৩ হইতে ৮৪৩	খৃঃ ৬৮৬ হইতে ৭৮৬	শক ৬০৮ হইতে ৭০৮	শাল ৯৩ হইতে ১৯৩	১১৯৬ হইতে ১২৯৬	বেদব্যাসের পৌত্র অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্বা-পরের শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণ
অন্তত্রেতার পরে, দ্বা-পর হইলে তাহার শেষ	৮৬৪	৩৮৮৮	৮৪৩	৭৮৬	৭০৮	১৯৩	১২৯৬	দ্বা-পর বা অন্তত্রেতা শেষ।
অন্তঃকলি আরম্ভ ... ... অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়	১	৩৮৮৯	৮৪৩	৭৮৬	৭০৯	১৯৪	১	অন্তঃকলি আরম্ভ। অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়।

(ক) অন্তত্রেতা ২য় অন্তর্যুগ হইলে, অন্তঃ-কলির পূর্ব্বের দ্বা-পরের শেষের বেদব্যাস হইতে তাহার প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের ব্যবধান প্রায় এক অন্তর্যুগ কাল হয়। ২য় অন্তর্যুগ ক্রমানুভিত্তিক এই অন্তত্রেতার পরিমাণ ১২৯৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৮৬৪ বৎ ধরিলে অন্তত্রেতার শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক হন এবং অন্যান্য পুরাণ বাক্য সকল প্রমাণিত হয়না।

(খ) অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধদেব যে খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ব্যাস যুধিষ্ঠিরাদি সকলে দ্বা-পরের শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের। দ্বা-পর বা অন্তত্রেতা তৃতীয় অন্তর্যুগ হইলে পুরাণের সকল কথার এবং অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণেরও যাথার্থ্য সংস্থাপিত হয়।

* উৰ্জ্জন প্রভৃতি স্থানে কার্ত্তিক শুক্লাদি সম্বৎ এবং কাশী আদি স্থানে চৈত্র শুক্লাদি সম্বৎ প্রচলিত। এখানে চৈত্র শুক্লাদি সম্বৎই বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর সহায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক (দ্বা-অপর) দ্বাপর ও দ্বা-পর বা ত্রেতা

অর্থাৎ

কলির অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা।

(অন্তর্দ্বাপর দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতার প্রভেদ কি? পুরাণোক্ত বংশাবলীর দ্বারা কি সে প্রভেদ প্রমাণিত হয়?)

অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার আগে কি পরে? পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে যে দৈবযুগের অন্তর্যুগাহ্নরূপ কলির মধ্যে ১ম সত্য, ২য় দ্বা-অপর বা দ্বাপর, ৩য় দ্বা-পর বা ত্রেতা পুরাণে গণিত হইয়াছে। 'দ্বাপর' শব্দ দ্বি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। দ্বা-'অপর' (অর্থাৎ কলির মধ্যের, দৈবযুগ মধ্যের নয়) হইতে উৎপন্ন শব্দ 'দ্বাপর' অর্থ—'দ্বিতীয়'; ইহাই অন্তর্দ্বাপর। এই অন্তর্দ্বাপরে গৌতম বা বুদ্ধ। আবার ঐ 'দ্বাপর' বা দ্বা-পর শব্দের অর্থ 'দুই' যের পর বা তৃতীয়; এই 'দ্বা-পর'ই 'ত্রেতা' বা অন্তস্ত্রেতা। এই 'দ্বা-পরে' ও অন্তঃকলির পূর্ব্বে, যে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসপৌত্র যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চপাণ্ডব, এবং এই ত্রেতায়, যে শ্রীরামচন্দ্র, বেদব্যাসপ্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব, মিথিলাধিপতি জনক প্রভৃতি ছিলেন, তাহা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ আদিতে স্পষ্টই প্রকাশ আছে। অতএব ইহা এক প্রকার ব্যক্তই আছে যে দ্বা-পরই অন্তস্ত্রেতা এবং অন্তস্ত্রেতা বা দ্বা-পর অন্তঃকলিরই পূর্ব্বে; অন্তর্দ্বাপরের আগে নয়, পরেই।

বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া বর্ণিত আছেন বটে, কিন্তু এ কল্পনা মাত্র। ইনি দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন। দেবী-ভাগবত মতে ইনি মিত্রাবরুণের ঔরসজাত পুত্র এবং অগস্ত্য ইহাঁর ভ্রাতা।* পুরাণে ব্যক্ত আছে যে অন্তস্ত্রেতার শেষের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ১৪ বৎসর বনবাসান্তে যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে তাঁহার কুলপুরোহিত এই বশিষ্ঠদেব চীনদেশে গিয়াছিলেন। ইনি চীনের রাজধানী পিকিন সহরের মধ্যে সম্রাটপ্রাসাদের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে তারাদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। অনুমান হয় এই মন্দির নির্ম্মাণের কাল ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়গণ অবধারিত করিয়া থাকিবেন, নচেৎ ভবিষ্যতে অবধারিত হইতেও পারে। পুরাণোক্ত অন্তঃকলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের বেদব্যাস যিনি মহাভারত পুরাণাদিপ্রণেতা বলিয়া খ্যাত, অন্তস্ত্রেতার শেষের এই বশিষ্ঠদেবেরই প্রপৌত্র। বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র বেদব্যাস,—মহাভারতে ও পুরাণাদি'তে ব্যক্ত আছে। অতএব অন্তঃকলির পূর্ব্বেই না দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা হয়? অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বে হয় কি? পরেই না হয়?

---

* দেবীভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায় দেখুন।

বশিষ্ঠদেবের পৌত্র পরাশর মুনি এবং তাঁহার প্রপৌত্র বেদব্যাস "চক্ষুবান" শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের আগে রাজা দশরথের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পত্তরামায়ণে লিখিত আছে। এ কথা ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রচিত বলিতে পারেন, কিন্তু ৬৪।৬৫ বৎসর বয়স্ক পুরোহিতের পঞ্চম বর্ষীয় প্রপৌত্রের যজমানের যজ্ঞে আহ্বান নিতান্ত অসঙ্গত নয়; তবে বেদব্যাস শব্দ প্রয়োগে বরং রামায়ণকারের বেদব্যাসের পশ্চাদ্বর্ত্তিতা প্রমাণ হয়। এরূপ প্রমাণ আরও পাওয়া যায়, যথা,—কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পত্ত রামায়ণের দুই স্থানে বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত সম্বন্ধে উক্ত আছে—

"ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান্। যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ"॥
"ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান। যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ"॥

প্রতাপচন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের পিতা—রাজা দশরথ "অথর্ব্ববেদোক্ত" যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মনুতে ঋক, যজু, সাম এই ত্রিবেদেরই নাম আছে। এমন কি বিক্রমাদিত্যের সাময়িক অমরসিংহ প্রণীত বৃহৎ অমরকোষেও অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ নাই; ঐ ত্রিবেদেরই নাম আছে। ব্যাস হইতেই না, অথর্ব্ব বেদ সহ ৪ বেদ হইয়াছে? এই জন্যই না বশিষ্ঠ-প্রপৌত্রের 'বেদব্যাস' আখ্যান? রামায়ণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র "প্রাকৃত আদি নানা ভাষা সমন্বিত নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ পরিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" 'পৌরাণিক ইতিহাসের' কথাও রামায়ণে আছে। অথর্ব্ব বেদও ইতিহাস পুরাণাদি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের পত্তানুবাদ হইতে ব্যাস-পিতা পরাশর-উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ব্রহ্মার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। চারিভাগ করে বেদ আমার নন্দন॥
চারিটী শিষ্যকে পরে করিয়া যতন। করায়েছিলেন তাহা ক্রমে অধ্যয়ন॥
ঋক্‌বেদ শিক্ষা করে পৈল মহামতি। শিখেছিল সামবেদ জৈমিনি সুমতি॥
যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করে শ্রীবৈশম্পায়ন। সুমন্ত অথর্ব্ববেদ করে অধ্যয়ন॥
ইতিহাস পুরাণাদি অতীব যতনে। শ্রীরোমহর্ষণ শিখে ব্যাসের সদনে"॥

* * * *

সামবেদ দ্বারা গান হয় সম্পাদন। অথর্ব্ব দ্বারায় হয় ব্রহ্ম নিরূপণ॥
মম পুত্র দ্বৈপায়ন গুণের আধার। বেদ হতে করি কিছু মন্ত্রের উদ্ধার॥
ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন ভূতলে। কতিপয় মন্ত্র পরে লইয়া সাদরে॥
যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত করেছেন তিনি। গানসব উদ্ধারিয়া ওহে মহামুনি॥
সামবেদ প্রকাশিত করেছে ধরায়। ব্রহ্ম নিরূপণ বিধি লয়ে পুনরায়॥
রাজকর্ম্ম বিধি লয়ে অতীব যতনে। অথর্ব্ব প্রকাশ কৈল এ তিন ভুবনে॥

(৩য় অং—৪র্থ অধ্যায়)

এখানে অর্থাৎ পুরাণে স্পষ্টই উক্ত আছে যে, দ্বা-পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাসই অথর্ব্ববেদ ত্রিভুবনে প্রকাশ করিয়াছেন; মহাভারত-পুরাণাদি-প্রণেতাও এই বেদব্যাস। আবার বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনক রাজার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিখেন, তাহাও পুরাণে ব্যক্ত আছে। এইরূপে পুরাণোক্ত অন্তঃকলির পূর্ব্বের বেদব্যাস যে অন্তস্ত্রেতার শেষেই প্রাদুর্ভূত ছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব অন্তঃকলির পূর্ব্বেই না অন্তস্ত্রেতা হয়?

পুরাণমতে গৌতম অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রকাশক বুদ্ধ। রামায়ণে আছে, ব্রহ্মা 'দোষশূন্যা' এক কন্যা সৃজন করিয়া তাঁহার নাম অহল্যা (অর্থ দোষশূন্যা) রাখিয়াছিলেন এবং ঐ কন্যা গৌতমকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বেশে ইহাঁর ধর্ম্ম নষ্ট করেন। পতিদ্বারা অভিশপ্তা গৌতম-সহধর্ম্মিণী (পাষাণী বা শীর্ণা) এই অহল্যাকে অন্তস্ত্রেতার শেষে শ্রীরামচন্দ্র উদ্ধার করেন। এই গৌতম যে অপর কেহ নন এবং এ রূপক যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তৎপ্রতি যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যক নাই; যে হেতু এই রামায়ণোক্ত গৌতমের আশ্রম স্থান অনাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত বা পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই। বিশ্বামিত্রঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে এ রূপক রূপ উপাখ্যান 'পুরাতন' বা 'বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের' কথা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গৌতম-পত্নীর নাম যদিও অহল্যা ছিল না, তিনি 'দোষশূন্যা' ছিলেন ব্যক্ত আছে। রামায়ণোক্ত জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দের পিতার নাম 'গৌতম'* (হঃ বঃ ৩২ অঃ) বা (শব্দার্থ বিঃ পুঃ ৪।১৯) ও মাতার নাম 'অহল্যা' ছিল, মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ অহল্যা যে 'ব্রহ্মোৎপন্না' ছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। ইনি রামায়ণোক্ত অহল্যা হইলে, বিশ্বামিত্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে ইহাঁর উপাখ্যান 'পুরাতন' বা 'সহস্রাধিক বর্ষ' পূর্ব্বের বলিতেন না। রামায়ণের দুই স্থানে, এই অহল্যা "স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা সৃজিতা" বলিয়া ব্যক্ত আছে। কোন কোন গ্রন্থ রামায়ণে আছে, পুরোহিত শতানন্দ, বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিলেন, "হে ঋষে! দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বেশে যে দুষ্কার্য্য করেন, আমার মাতৃ সম্বন্ধে সেই পুরাতন ঘটনা, আপনি কি রামকে বলিয়াছেন?" এখানেও 'পুরাতন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতার ধর্ম্মনষ্ট বিষয়ে পুত্রের এ প্রশ্ন এত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যে মূলে থাকিলেও 'প্রক্ষিপ্ত' ব্যতিরেকে মহাকবি বাল্মীকি রচিত, কখনই হইতে পারে না। ইন্দ্র যে 'প্রকৃত' ব্যক্তি নয়, 'কল্পিত,' তাহা বলা বাহুল্য। রামায়ণোক্ত 'অহল্যা' নাম যে তেমনই 'কল্পিত,' প্রকৃত নয়, তাহা 'ব্রহ্মোৎপন্না' শব্দেই প্রকাশ আছে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুরের নাম 'জনক,' কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ইহাঁর নাম সীরধ্বজ আছে। এই জনক বা সীরধ্বজের আদি পুরুষ নিমির নাম রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর পরেই উক্ত আছে। এই পুরাণানুসারে নিমি 'গৌতম দ্বারা যজ্ঞ করাইয়াছিলেন,' অর্থাৎ ইনি গৌতমের যজমান বা শিষ্য

* শতানন্দ-মাতা অহল্যা গৌতম মুনির পত্নী। গৌতম মুনি বুদ্ধ-গৌতম মতাবলম্বী ছিলেন; এজন্য তিনি গৌতম নামে বাচ্য হইয়াছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই স্থলে ইন্দ্রও গৌতম ঋষির বৈরীভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। সীরধ্বজের (জনকের) পুরোহিত শতানন্দ নিমির সমকালিক গৌতমের ঔরসজাত পুত্র কথনই হইতে পারেন-না, 'গৌতম পুত্র' অর্থে 'গৌতম মতাবলম্বী' নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। অতএব এ রূপক ভিন্ন, শতানন্দমাতার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা হওয়া কথনই সম্ভব নয়। ইহাও খ্যাত আছে গৌতম অহল্যাকে বলিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিলে, তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এমত স্থলে অন্তস্ত্রেতার শেষেব শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব যে অন্তর্দ্বাপরের শেষের, বুদ্ধের অনেক পরে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই না বুঝায়?

প্রতাপচন্দ্র রায়ের গদ্য রামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে রাজা দশরথের যজ্ঞে "বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভোজন করিতে লাগিলেন।" রামায়ণের অপর এক গদ্যানুবাদে 'বৌদ্ধ' স্থলে 'বৃদ্ধ' আছে। ইহা মুদ্রাঙ্কনের বা মূলের প্রতিলিপির অশুদ্ধতাহেতু কিম্বা অন্য কারণে হইতে পারে; ঐ 'বৃদ্ধ' শব্দ অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণে 'বৌদ্ধমুনিগণ' 'বৌদ্ধঋষি' 'বৌদ্ধশিষ্য' ইত্যাকার শব্দ ব্যবহৃত আছে। কাশীখণ্ডে "বৌদ্ধমতের" পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধ অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্বে না হইলে পুরাণে "বৌদ্ধ" শব্দ প্রয়োগ হওয়া কি সম্ভব? কথনই নয়।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি 'বসন্ত পূর্ণিমার দিন' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'বর্ষাকালে' ধর্ম্মপ্রচারে বাহির না হইয়া এক স্থানে যাপন করতঃ তাঁহার ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের অবশ্যই পরে ভিন্ন অগ্রে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু এই লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত মধ্যেও কোন 'মাসের' বা 'বারের' নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। মাসের নাম নক্ষত্র হইতে উদ্ভাবিত, যথা—'বৈশাখ' বিশাখা হইতে, 'জ্যৈষ্ঠ' জ্যেষ্ঠা হইতে, 'আষাঢ়' (পূর্ব্ব ও উত্তর) আষাঢ়া হইতে, 'শ্রাবণ' শ্রবণা হইতে, ইত্যাদি। বারও রবি (সূর্য্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ আদি সপ্ত গ্রহের নাম হইতে উদ্ভূত। বুদ্ধ অন্তর্দ্বাপরের শেষের। তাঁহার সময়ে যদি মাস ও বারের নামকরণ হইত, ত অবশ্যই তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে কোন না কোন স্থানে মাসের বা বারের নাম পাওয়া যাইত। কিন্তু অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের মাস ও তিথি এবং তাঁহার সিংহাসনারোহণের শুভাশুভ তিথি নক্ষত্র গণনার দ্বারা অবধারিত দিনও রামায়ণে উক্ত আছে। এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের সময় 'গ্রহণ' পর্য্যন্ত গণনা হইত, তাহার প্রমাণ রামায়ণে পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের কুল-পুরোহিত অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের পৌত্র পরাশরেরও ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে। বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাসেরও জ্যোতিষ বিদ্যার প্রচুর পরিচয় মহাভারতে ও পুরাণে পাওয়া যায়। গণিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি না হইলে, ফলিত জ্যোতিষের গণনা আরম্ভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব *। কথিত আছে যে ও দক্ষ মানবের

* সম্বৎ অব্দ কা[লি]র ৩০৪৫ বর্ষে এবং শকাব্দের ১৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ। ইহার বর্ষ গণনা চান্দ্র মাস দ্বারাই অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে ১৩ চান্দ্রমাসে ইহার বর্ষ পূর্ণ হইয়া, রাশিচক্রাস্থ সৌর বর্ষের সহিত এক প্রকার মিলন হইয়া যাইতেছে। এই সম্বৎ ও শক হইতেই ভারতে তিথি নক্ষত্রাদির গণনা ক্রমাম্বয়ে প্রকৃষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায়, গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ উন্নতিপথে আরূঢ় হইয়াছে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনা সকলের গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত সম্বন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ করতঃ ফলিত জ্যোতিষের সঙ্কেতসমূহ অবধারিত হইয়াছে। অতএব অন্তর্দ্বাপরের শেষেও যখন সৌর মাসের নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু অন্তস্ত্রেতার শেষে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নত অবস্থা দেখা যাইতেছে; তখন অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার অগ্রে ভিন্ন পরে হওয়া সম্ভব নয়।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার প্রথমেই আছে,—

"শন্নআপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়াআপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।
দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।
আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে।
যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ।
তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চনঃ॥"

ইহার অর্থ,—"উষর দেশোদ্ভব জল আমাদিগের মঙ্গল করুন। জলপ্লাবিত দেশের জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের মঙ্গল করুন, কূপোদ্ভব জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। ক্লান্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে থাকিয়া যেরূপ ঘর্ম্মমুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি শরীরের মল যেরূপ অপসারণ করে, ঘৃত মন্ত্র দ্বারা যেরূপ শুদ্ধ হয়, জল আমাকে পাপ হইতে সেইরূপ শুদ্ধ করুন। হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করি।"

এই সন্ধ্যাবিধি প্রণয়ন কালের পূর্ব্বে যদি কোন তীর্থ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে 'উষর দেশোদ্ভব', বা 'সমুদ্রস্থ জল' ইত্যাদির স্থলে "তীর্থ" শব্দই ব্যবহৃত হইত। পুরাণানুসারে সত্য-যুগের অর্থাৎ কলির অন্তঃসত্যের তীর্থ "পুষ্কর," কিন্তু এখানে "পুষ্কর" নামেরও উল্লেখ নাই। বৃহৎ (অর্থাৎ বর্দ্ধিত) অমরকোষ অভিধানেও 'তীর্থ' শব্দের অর্থ—'ঋষি-সেবিত জল,' আছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে উদ্ধৃত বেদব্যাসের নিজোক্তির দ্বারা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহা হইতেই অন্তস্ত্রেতার শেষে, 'তীর্থের' কল্পনা বা 'তীর্থের উদ্ভাবন হইয়াছে।

পুরাণে ব্যক্ত আছে যে (দ্বাপরের) 'কুরু হইতে কুরুক্ষেত্র,—দ্বা-পরের তীর্থ।' এখানে অন্তস্ত্রেতার শেষে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষণ পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন। অন্ত-

ত্রেতার তীর্থ "নৈমিষারণ্য"। শমীক মুনি যাঁহার গলদেশে রাজা পরীক্ষিত মৃত সর্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য গৌরমুখ ঋষিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে আমি নিমেষ মধ্যে ঐ স্থানে অসুর বিনাশ করায়, উহার নাম 'নৈমিষ' হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে উক্ত আছে যে ঋষিরা কলি-কালের ভয়ে ভীত হইলে, ব্রহ্মা মনোময় চক্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ চক্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "যে স্থানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইবে, অর্থাৎ এই চক্র যে স্থানে গতিহীন হইবে, সেই দেশই পাবন দেশ; সেই দেশে কলির প্রবেশ কদাচ হইবে না।" সেই জন্যই এই ক্ষেত্রের নাম 'নৈমিষ'। এই নৈমিষারণ্য তীর্থের এতদুভয় বিবরণই কলির মধ্যের ও অন্তঃকলির অনতিপূর্ব্বের। শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বা-পরের শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের, তাহাত পুরাণের এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যা। ঋষিরাও যখন পাবন দেশ অভাবে নিতান্ত কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিহিত উপায়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য বুঝা যাইতেছে যে, কলিযুগ অনেক দূর অতিবাহিত এবং অন্তঃকলি বা ঘোরকলি আগতপ্রায় হইয়াছিল। আরও বলা যাইতে পারে যে শ্রীরামচন্দ্র ও ব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি যে ত্রেতার,—সে ত্রেতা কলির মধ্যবর্ত্তী না হইলে, এ ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টম বা তদধিক ঊর্দ্ধতন পুরুষ ভগীরথ দ্বারা কলির গঙ্গা তীর্থ অবতারিত হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পুরাণ ও রামায়ণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে এই ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃদেবগণ তাঁহাদের অস্থিভস্ম গঙ্গাজল সংস্পর্শেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাই না এ 'ত্রেতার' প্রকৃত তীর্থ হইল? তবে এ তীর্থ 'কলিরই' পুরাণকার বলিলেন কেন? 'ত্রেতার' এবং 'দ্বাপরের'ও এই তীর্থ লিখিতে পারিতেন-ত, কিন্তু তাহা লিখেন নাই কেন? সে বাক্য মিথ্যা হইত; যেহেতু এ 'ত্রেতা' ও 'দ্বাপর' কলির বহির্ভূত নয়; এ তীর্থ কলিরই। পুরাণকার মহর্ষি অযথার্থ কথা বলিবেন কেন? বুঝিবার ভ্রম-বশতঃই পুরাণের অযথা অর্থ করা হইয়া থাকে। এ ত্রেতা যে কলির পূর্ব্বের ত্রিপাদ-পুণ্যাশ্রিত দৈবাত্তযুগ নয়, ত্রিপাদ-পাপে কলুষিত, কলিরই তৃতীয় অন্তর্যুগ; অন্তত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের বহু পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে গঙ্গার অবতারণই তাহার এক অব্যর্থ প্রমাণ। ইহাই অন্তঃকলির পূর্ব্ব-বর্ত্তী দ্বা-পর বা অন্তত্রেতা।

পুরাণোক্ত দ্বা-পরের শেষের পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহ শান্তনু, অন্তত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের পুরোহিতের প্রপৌত্র বেদব্যাসের মাতা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ধন্বন্তরির প্রপৌত্র। ইনিও পুরাণমতে দ্বা-পরের। এই দিবো-দাসের ভাগিনেয় অর্থাৎ উক্ত ধন্বন্তরির বৃদ্ধ-প্রদৌহিত্র (বা তাৎকালিক অহল্যাপুত্র) শতানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর মিথিলাধিপতি জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। আবার এই শতানন্দের পৌত্র কৃপাচার্য্য, ও পৌত্রী দ্রোণ-পত্নী কৃপী, পাণ্ডব-প্রপিতামহ শান্তনুর দ্বারা পালিত; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির আদির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব দেখুন)। অন্ত-ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগস্ত্য মুনির পত্নী লোপামুদ্রাও যে উক্ত দিবোদাসের পৌত্র

অশর্ক বা অনর্থের শৈশবকালে জীবিত ছিলেন, তাহা মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে প্রকাশ আছে। অগস্ত্য মুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন এবং শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন বৃত্তান্তও রামায়ণে আছে। অতএব দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই, এবং অন্তর্দ্বাপরের পরেই, পূর্ব্বে নয়।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮ দৈবযুগান্তর্গত ২৮ অতীত দ্বাপরের অর্থাৎ (১২০৫২৮০০০)* ১২ কোটী ৫ লক্ষ ২৮ হাজার বর্ষের পর্য্যায়ক্রমে ২৮ "বেদব্যাসের" নাম আছে। তাঁহাদের সর্ব্বশেষে (২৮শ) অষ্টাবিংশ দ্বাপরের "বেদব্যাস" বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র-দ্বৈপায়ন †। (২৭শ) সপ্তবিংশ দ্বাপরের অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ তৎপূর্ব্বের বেদব্যাস, এই দ্বৈপায়নেরই পিতা পরাশর। (২৬শ) ষড়বিংশ দ্বাপরের—অর্থাৎ ১ যুগ আরও পূর্ব্বের "বেদব্যাস" এই পরাশরেরই পিতা-দ্বৈপায়নের পিতামহ-শক্তি। (২৫শ) পঞ্চবিংশ দ্বাপরের অর্থাৎ পুরাণকার দ্বৈপায়নের ৩ যুগ পূর্ব্বের "বেদব্যাস,"—ইহাঁরই প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের সমসাময়িক রামায়ণ-প্রণেতা মহাকবি বাল্মীকি ‡। এতদ্দারা বুঝা যায় যে, পুরাণমতে অষ্টাবিংশ, সপ্তবিংশ, ষড়বিংশ ও পঞ্চবিংশ এই ৪ যুগের "বেদব্যাস" দ্বৈপায়ন ও তাঁহার ৩ পিতৃপুরুষ; কিন্তু বাল্মীকির ৫ যুগ অর্থাৎ (২১৬০০০০০) ২ কোটী ১৬ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের (২০শ) বিংশ দ্বাপরের "বেদব্যাস"-গৌতম ছিলেন। এ গৌতম যে অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের সমসাময়িক জনক রাজের পুরোহিত শতানন্দপিতা নন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পুরাণোক্তিতেও প্রকাশ রহিয়াছে। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক (গৌতম) বুদ্ধ, অন্তর্দ্বাপরের অবতার; নচেৎ পুরাণকার বেদব্যাস নিজেই ইহাঁকে বিংশ দ্বাপরের 'বেদব্যাস' বা 'অবতার' আখ্যানে বর্ণনা করিতেন না। অতএব পুরাণের এই সকল প্রমাণ দ্বারা অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্বে ভিন্ন পশ্চাতে হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

চন্দ্রবংশীয় নহুষের ভ্রাতা অনেনা মহাভারত মতে মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষ অনেনার পরিচয়ও ঐ (বিঃ পুঃ ৪।২); এ দুই অনেনা একই, সন্দেহ নাই। সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের ৬ষ্ঠ পূর্ব্ব পুরুষ শ্রাবস্ত এই অনেনারই অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র; ইহাঁ হইতে

---

* ২৭ দৈবযুগ ২৭ × ৪৩২০০০০			=	১১৬৬৪০০০০ বর্ষ।
(২৮শ) অষ্টাবিংশ	দৈবযুগের	সত্য		১৭২৮০০০ ,,
ঐ	ঐ	ত্রেতা		১২৯৬০০০ ,,
ঐ	ঐ	দ্বাপর		৮৬৪০০০ ,,
				১২০৫২৮০০০ ,,

† দ্বীপে জন্মহেতু বেদব্যাসের নাম "দ্বৈপায়ন"।

‡ "রাম না হ'তে রামায়ণ" কথাটা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সীতাদেবী বনবাস কালে রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন, রামায়ণে ব্যক্ত আছে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারান্তে অযোধ্যায় আসিবার পরে, বশিষ্ঠদেবও যে চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তাহাও পুরাণে প্রকাশ আছে। অতীত বেদব্যাসদিগের এই পুরাণ বিবরণেও শক্তিপিতা বশিষ্ঠদেবের স্থলে বাল্মীকির নাম উক্ত আছে। ইহারা সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব।

শ্রাবস্তী নগর (বিঃ পুঃ ৪।২)। এই অযোধ্যাপতি (কৌশলরাজ) প্রসেনজিৎ যিনি তাঁহার রাজধানী শ্রাবস্তিনগরে অন্তর্দ্বাপরের শেষে বুদ্ধদেবের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধচরিতে ব্যক্ত আছে; তিনি রামচন্দ্রের অনেক (বিষ্ণুপুরাণ মতে ৪২) পুরুষ পূর্ব্বের। অন্তস্ত্রেতার প্রথমের অবতার পরশুরাম দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রা হইলে সূর্য্যবংশীয় রাজা মুলক যিনি স্ত্রীগণকে রক্ষা করা হেতু "স্ত্রীকবচ" আখ্যাত হন, তিনিও এই প্রসেনজিতের পরে। বিষ্ণুপুরাণে অতীত বেদব্যাসদিগের মধ্যে ত্রিধন্বা ত্রয্যারুণ আদি,-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদের নাম আছে। ঋগ্বেদসংহিতায়ও সুদাস প্রভৃতি ঐ বংশীয় রাজগণের নাম উল্লেখ আছে। ইহাঁরা সকলেই উল্লিখিত প্রসেনজিতের অনেক (বিঃ পুঃ মতে ৯ হইতে ৩১ পুরুষ) পরে। অতি প্রাচীন রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে 'সূর্য্য' ও চন্দ্রবংশীয় ভরত একই। তাহা না হইলেও সূর্য্যবংশীয় ভরত রামায়ণানুসারে প্রসেনজিতের ভ্রাতা ধ্রুবসন্ধির পুত্র এবং সগরের পিতামহ। বিষ্ণুপুরাণে ভরতের নাম নাই, কিন্তু প্রসেনজিতের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র (ভরতের পৌত্র) সগর প্রসেনজিতের (১৯শ) উনবিংশ অধস্তন পুরুষরূপে বর্ণিত আছেন (৩য় পরিচ্ছেদের ২য় উদাহরণ দেখুন)। পুরাণে ও রামায়ণে বংশাবলীর অনেক নাম স্থানে স্থানে উক্ত নাই, প্রকৃত নামের স্থলেও কল্পিত নাম আছে। অন্তস্ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃপুরুষ সূর্য্যবংশীয় এই ভরত (প্রকৃত বা কল্পিত নামই হউক) অন্তর্দ্বাপরের শেষের গৌতমধর্ম্মাবলম্বী প্রসেনজিতের বহুকাল পশ্চাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন পুরাণে ব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, অন্তর্দ্বাপরের নিঃসন্দেহ পরেই না হয়?

বৈবস্বত মন্বন্তরের পুরাণোক্ত সপ্তঋষির মধ্যে প্রথম ৩ ঋষির নাম (ব্রহ্মার মানসপুত্র) বশিষ্ঠ, (সূর্য্যপিতা) কশ্যপ ও (চন্দ্রপিতা) অত্রি। ইহাঁরা অতীতযুগমধ্যের, কখনই প্রকৃত বা ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে গণ্য হইতে পারেন না, পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। ৪র্থ,—অর্থাৎ কলির সর্ব্ব প্রথম ঋষি গৌতম (বুদ্ধ)। পুরাণে এই গৌতম সম্বন্ধে যে কোন উপাখ্যান আছে, তৎসমুদয়ই পুরাতন বা পুরাকালীন বলিয়া উক্ত আছে। অতএব স্বয়ং ব্যাসই আপনাকে যখন দ্বা-পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের এবং গৌতমকে কলির সর্ব্বপ্রথম ঋষি বা অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বলিয়া পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আদি যে কলির পূর্ব্বের নন, এবং অন্তর্দ্বাপর যে অন্তস্ত্রেতার আগেই, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

কলির অন্তর্যুগ-উপলব্ধির দ্বারা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগানুষঙ্গিক সকল কথাই সম্পূর্ণ-রূপে প্রমাণিত হইতেছে; যথা,—

দ্বাপরের শেষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব;
ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশ মধ্যে পরশুরাম;
ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র;
দ্বা-পরের শেষে কলির পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; ইত্যাদি।

এখনও কি বলিবেন এ-ত্রেতা দ্বাপরের অগ্রে এবং বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরে? ৺বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'

যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম,—'শ্রীকৃষ্ণ কলির, কলির পূর্ব্ব দৈব-দ্বাপরের নন'। ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত ও পুরাণ সঙ্গত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে কলির দুই দ্বাপর, এক (দ্বা-অপর) 'দ্বাপর,'—দ্বিতীয় অন্তর্যুগ; অপর 'দ্বা-পর'-তৃতীয় অন্তর্যুগ বা ত্রেতা। ত্রেতা অর্থে 'ত্রিত্বমিত'। দৈবযুগ মধ্যের 'ত্রেতা' ত্রিপাদ পুণ্য হেতু পুণ্যপূর্ণ সত্যের পরে এবং দ্বিপাদ পুণ্য বিশিষ্ট দ্বাপরের (অর্থ তৃতীয়ের) অগ্রে, পুরাণে উক্ত আছে ঘটে, কিন্তু ত্রিপাদ পাপে পূর্ণ-প্রায় কলির 'ত্রেতা' (অন্তস্ত্রেতা) দ্বিপাদ পাপ-সম্পন্ন (দ্বা-অপর) দ্বাপরের পরে না হইয়া, অগ্রে হইবে কেন? এ 'ত্রেতা' তৃতীয় অন্তর্যুগই, দ্বিতীয় নয়, এবং অন্তর্দ্বাপরের পরে। পুরাণ মতে, বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই দ্বাপরের শেষের, কিন্তু কলির দুই দ্বাপর। শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে, তাহা তাঁহার স্বর্গারোহণেই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরে সে দ্বাপরের মধ্যে বুদ্ধ কখনই হইতে পারেন না। একই দ্বাপরের অবসান কালে দুই অবতারের আবির্ভাব হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব। দুই দ্বাপরের শেষে, দুই অবতারই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধ (১ম) দ্বাপরের শেষে এবং শ্রীকৃষ্ণ (২য়) দ্বা-পরের শেষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এই পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম। পুরাণ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণও এ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বাপরের অবতার "শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধৌঃ" এই পুরাণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম অগ্রে আছে বলিয়াই যে 'বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরে,' বুঝিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারেনা, যথার্থও নয়।

অবশেষে, সংলগ্ন চ প্রদর্শনীতে ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণ সহ ভারত পুরাণাদি-উক্ত বিবিধ বংশাবলী পৌর্ব্ব-পাশ্চাত্যানুসারে ধারাবাহিক প্রকটিত হইল; ভরসা হয়, তদ্দৃষ্টে অন্তর্যুগ সম্বন্ধে আর লেশমাত্র সংশয় থাকিবেনা।

পুরাণদর্শনসূত্রে উপক্রমণিকা।

অথবা

আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

(সম্পূর্ণ নয়; ১৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)

শ্রী ভুবনমোহন শর্ম্মা।

সম্বৎ ১৯৬৬—ইং ১৯১০।

PRINTED. BY L. TRIPATHI AT THE KASHI PRESS,
BENARES CITY.

750 COPIES

PRESENTED.

To The Imperial Library,

Calcutta

By the humble Compiler.

1910.

পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা। দশম পরিচ্ছেদ।
চ প্রদর্শনী। পুরাণোক্ত বিবিধ বংশাবলীর সমন্বয়।

'অন্তর্দ্বাপর' ও 'অন্তস্রেতা' পরস্পরের পূর্ব্ব—বা—পশ্চাদ্বর্ত্তিতা প্রমাণার্থে মহাভারত—রামায়ণ—ও পুরাণ--উক্ত বিবিধ বংশাবলী ধারাবাহিক,--আয়ুর্ব্বেদ--প্রণেতা ধন্বন্তরি ও তদ্বংশ পর্য্যন্ত এক স্থানে পার্শ্বাপার্শ্বি প্রদর্শন।

চন্দ্রবংশ।				সূর্য্যবংশ।					
মহাভারতোক্ত।			বিষ্ণুপুরাণোক্ত।	রামায়ণোক্ত।			বিষ্ণুপুরাণোক্ত।	বিষ্ণুপুরাণোক্ত সুনীক পুত্র প্রদ্যোত ও নন্দাদি মগধ রাজগণের বংশাবলী। ৪র্থ অংশ ২৩শ ও ২৪শ অধ্যায়।	টিপ্পনী।
কাশীদাসের পদ্যানুবাদ আদি-পর্ব্ব চন্দ্রবংশ বিবরণ ও চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন।	কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ ৯৫ অধ্যায় মতে।	হরিবংশ পর্ব্ব ২৯শ ও ৩২শ অধ্যায়। অনেনা ও ঋচেয়ু বংশ।	আয়ুর বংশ এবং ধন্বন্তরির উৎপত্তি ৪র্থ অংশ ৮ম, ৯ম ও ১৯শ অধ্যায়।	কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্যানুবাদ আদিকাণ্ড, জনকরাজের পরিচয়।	কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্যানুবাদ আদিকাণ্ড শেষ। শ্রীরামচন্দ্রাদির পরিচয়।	বর্দ্ধমানের রাজার গদ্যানুবাদ আদিকাণ্ড শেষ। শ্রীরামচন্দ্রাদির পরিচয়।	ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ ও যুবনাশ্ববংশ ও সগর ও শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি। ৪র্থ অংশ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
					নিরঞ্জন	পরব্রহ্ম	ব্রহ্মা		
ব্রহ্মা	প্রচেতা				ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও কন্যা কন্দিনী [জরৎকারু মুনিপত্নে নারদ তাঁহার বিবাহ দিল]	ব্রহ্মা	ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে		(ক) চন্দ্রবংশীয় নহুষের ভ্রাতা অনেনা মহাভারত মতে মনুর ইক্ষ্বাকু বংশীয় ; সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষ অনেনার পরিচয় ও (বিঃ পুঃ ৪।২) ; এ ২ অনেনা একই। প্রসেন- জিতের ৬৩ পূর্ব্বপুরুষ শ্রাবস্ত এই অনেনার ঋতিকুজ্রমাতীত ; ইহা হইতে শ্রাবস্তীনগর (বিঃ পুঃ ৪।২)।
	*				কন্যা ভানু [পরশুবরে নারদ তাঁহাকে দিল]				
মরীচি	দক্ষ				নারায়ণ, মরীচ	মারীচ	দক্ষপ্রজাপতি		
কশ্যপ	অদিতি			সাগর মন্থনে লক্ষ্মী জগন্নাথ ও	কশ্যপ	কশ্যপ	অদিতি		
সূর্য্য	বিবস্বান			চন্দ্র	সূর্য্য	সূর্য্য	সূর্য্য		
১ বৈবস্বত	১ মনু				১ মনু	১ মনু	১ মনুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে (শ্রদ্ধার গর্ভসম্ভূত অন্যত্র পাওয়া যায়)		
২ ইলা গর্ভে বুধের ঔরসে	২ ইলা		[৮ম অধ্যায়]	২ বুধ		২ ইক্ষ্বাকু	২ ইক্ষ্বাকু		
						৩ কুক্ষি			
৩ পুরুরবা	৩ পুরুরবা		৩ পুরুরবা	৩ পুরুরবা		৪ বিকুক্ষি	৩ বিকুক্ষি		বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮শ কলির অন্তঃসত্য আরম্ভ— সম্বৎ পূর্ব্ব ৩০৪৫ খৃঃ পূঃ ৩১০২, শক পূর্ব্ব ৩১৮০ শাল পূর্ব্ব ৩৬৯০।
৪ আয়ু	৪ আয়ু		৪ আয়ু [আয়ু] জ্যেষ্ঠপুত্র	৪ পুরুকুষ্ম			৪ পরঞ্জয় [ককুৎস্থ]		অন্তর্দ্বাপর আরম্ভ সম্বৎ পূঃ ১৩১৭, খৃঃ পূঃ ১৩৭৪, শক পূর্ব্ব ১৪৫২, শাল পূর্ব্ব ১৯৬৭।
		(২৯ অধ্যায়) অনেনা (ক)						মন্ত্রী সুনীক পুত্র প্রদ্যোত বংশ।	
৫ নহুষ	৫ নহুষ (ও বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজীব, (ক) অনেনা ৭৫ অঃ মতে)		৫ নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভারাজি, [ক] অনেনা আদি ৫ পুত্র [৯ম অধ্যায়]		২ সুসেন	৫ বাণ	৫ [ক] অনেনা হইতে ৬ পৃথু	প্রদ্যোত পুত্র পালক হইতে বিশাখযুথ,	কুরুবংশীয় বৃহদ্রথ, তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ ও তন্নিম্নস্থ ৩ পুরুষ মগধের রাজা ছিলেন ; (বিঃ পুঃ ৪।১৯)। এই জরাসন্ধ অন্তস্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ--কালিক এবং দ্বা-পরের শেষের পুরাণকার বেদব্যাস-পৌত্র পাণ্ডবদের ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ; (বিঃপুঃ ৫।২২)। বৃহদ্রথের ভাবি বংশাবলী রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২৩ পুরুষের নাম ৪র্থ অংশের ২৩শ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। ঐ অংশের ২৪শ অধ্যায়ারম্ভেই উক্ত আছে, মগধের আদি রাজা প্রদ্যোত 'বৃহদ্রথ বংশীয় (২২শ পুরুষ) রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী পুত্র' এ উক্তির ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহ অন্যতর। ৯ম খণ্ডের * চিহ্নিত অংশ, ও পরিশিষ্ট দেখুন।
					৩ প্রসেন	৬ অনরণ্য	পরে ৭ বিশ্বগ হইতে ৮ অতি পরে		
৬ যযাতি	৬ যযাতি (যতি সংযাতি, অযাতি ...)			বর্দ্ধমান রাজার গদ্যানুবাদ মতে,	৪ যুবনাশ্ব [রাজা]		৯ যুবনাশ্ব		
					৫ মান্ধাতা	৭ পৃথু		পরে অজক	
৭ পুরু, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু	৭ পুরু, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু	৬ প্রতিক্ষত্র	৬ প্রতিক্ষত্র	[বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ ৫ম অধ্যায় দেখুন]	৬ মুচুকুন্দ				
		৭ সঞ্জয়	৭ সঞ্জয়		৭ ধুন্ধুমার	৮ ত্রিশঙ্কু	১০ শ্রাবস্ত [হইতে শ্রাবস্তী নগর]	হইতে নন্দিবর্দ্ধন।	
তিন পুত্র মধ্যে			৮ জয়		৮ ইলা	৯ ধুন্ধুমার			
৮ প্রবীণ (রাজা)							১১ বৃহদশ্ব হইতে ১২ কুবলাশ্ব [ধুন্ধুমার]	এই ৫ পুরুষের রাজত্ব ১২৮ বর্ষ।	
	৮ জন্মেজয়	৮ বিজয়	৯ বিজয়	৫ শতাবর্ত্ত নিমি (গৌতম ঋষি দ্বারা যজ্ঞ করান বিঃ পুঃ)	৯ শতাবর্ত্ত	১০ যুবনাশ্ব			
৯ মনুষ্য	৯ প্রাচীন্বান	৯ কৃতি	১০ কৃত			১১ মান্ধাতা	১৩ দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব, কপিলাশ্ব	নন্দিবর্দ্ধন পুত্র শিশুনাগ হইতে কাকবর্ণ তাঁহা হইতে ক্ষেত্রধর্ম্মা, তাঁহা হইতে ক্ষেত্রোজা, পরে বিম্বিসার, বিম্বিসার হইতে অজাতশত্রু।	
তিন পুত্র মধ্যে			১১ হর্ষবর্দ্ধন	৬ আর্য্যাবর্ত্ত মিথি (যাঁহা হইতে মিথিলা নগর)	১০ আর্য্যাবর্ত্ত				
১০ সংহনন (রাজা)	১০ সংযাতি	১০ হর্যাশ্বন				১২ সুসন্ধি	১৪ হর্য্যশ্ব, ১৫ নিকুম্ভাশ্ব, ১৬ কৃপাশ্ব		
	১১ অহংযাতি	১১ সহদেব	১২ সহদেব	৭ সেপনি জনক (জনক বৈদেহ বা মিথি বিঃ পুঃ)		১৩ ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ	১৭ প্রসেনজিৎ		বুদ্ধদেব গৌতম এই কোশলরাজ প্রসেন- জিৎকে, তাঁহার রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে, এবং এই মগধরাজ অজাতশত্রুকে তাঁহার রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি কোশল (পুরাণোক্ত অযোধ্যা) ও মগধ রাজ্য- বাসীরা বৌদ্ধ ছিলেন। মগধরাজ্যাস্থিত মিথিলার অধিপতি নিমিও গৌতমশিষ্য ছিলেন (বিঃ পুঃ ৪।৫)।
	১২ সার্ব্বভৌম	১২ নদীন	১৩ অহীন						
	১৩ জয়ৎসেন	১৩ জয়ৎসেন	১৪ জয়ৎসেন						
				১ বাণ উদাবসু					
	১৪ অবাচীন	১৪ সঙ্কৃতি	১৫ সঙ্কৃতি						
	১৫ অরিহ			২ রেত নন্দিবর্দ্ধ (নন্দিবর্দ্ধন বিঃপুঃ)					
	১৬ মহাভৌম			৩ ধ্রুব সুকেতু (কেতু বিঃপুঃ)			১৮ যুবনাশ্ব "তার পর নিজ জন্ম ধরে," (পৃথিবীপতি হন)		
	১৭ অযুতনায়ী			৪ স্বর্গ দেবরাত					
	১৮ অক্রোধন	১৫ ক্ষত্রধর্ম্মা (৩২শ অধ্যায়)	১৬ ক্ষত্রধর্ম্মা	৫ সর্ব্ব				তৎপরে অর্ভক হইতে উদয়ন আদি মহানন্দি পর্য্যন্ত ৪ পুরুষ। এই ১০ পুরুষের রাজত্ব ৩৬২ বর্ষ।	দ্বা-পর বা অন্তস্রেতা আরম্ভ সম্বৎ পূঃ ৪৫২, খৃঃ পূঃ ৫০৯, শক পূঃ ৫৮৭, শাল পূঃ ১১০২।
	১৯ দেবাতিথি		১৭ ঋচেয়ু	৬ হৈহয়					
	২০ অরিহ	১৬ ঋচেয়ু					১ মান্ধাতা	পরে মহাপথ (মহাপদ্ম) নন্দ ৮ পুত্র সহ ১০০ বর্ষ রাজত্ব। তৎপরে বিখ্যাত মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে (মুরাগর্ভ জাত, ইত্যর্থে) মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজা। এই মৌর্য্য- বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোকবর্দ্ধন আদি বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত ১০ পুরুষের রাজত্ব ১৩৭ বর্ষ।	
	২১ ঋক্ষ								চন্দ্রগুপ্তের মগধ সিংহাসনারোহণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গ্রীস দেশীয় রাজা আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন ও পরশুর সহিত যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ৩২৭)। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকরাজের কীর্ত্তি ভারতের নানা স্থানে অদ্যাবধি দেদীপ্যমান আছে। সম্প্রতি বারাণসীর পার্শ্বে মৃগদাব বা সারনাথে মৃত্তিকাতলে বৌদ্ধদিগের ব্যবহৃত গৃহাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
)	২২ মতিনার	১৭ মতিনার	১৮ নার [১৯শ অধ্যায়]	৭ অর্জ্জুন			২ পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ		
				বৃহদ্রথ					
১২ তংসু (রাজা)	২৩ তংসু	১৮ তংসু প্রতিরথ সুবাহু	১৯ তংসু, অপ্রতিরথ, ধ্রুব, চর,				৩ সদস্যু		
১৩ ঈলিন	২৪ ঈলিন	১৯ সুরোধ কণ্ব	২০ ইলী কণ্ব	মহাবীর্য (মহাবীর্য্য বিঃপুঃ)					

১৪ দুষ্মন্ত (রাজা ৫ পুত্র মধ্যে)
১৫ ভরত
১ ভূমন্যু
২ সুহোত্র
৩ হস্তি (ইঁহা হইতে "হস্তিনা")
৪ অজমীঢ় মহারাজা
৫ সম্বরণ
৬ কুরু হইতে কুরুক্ষেত্র
৭ ...জয় আদি ৫ পুত্র
...ষ্ট
...প
১৩ দেবাপি, শান্তনু বাহ্লিক
(সন্ন্যাসীহন) (রাজা)
(গঙ্গাগর্ভে) (ব্যাসমাতাসত্যবতীগর্ভে)
১৪ ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য
(অবিবাহিত) (গন্ধর্ব্বে মারিল) (নিঃসন্তান)
(দুই পত্নী গর্ভে ব্যাস দ্বারা উৎপন্ন)
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু
দুর্য্যোধনাদি পুত্র — যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি ৫ পুত্র
১৪ অভিমন্যু
১৫ পরীক্ষিত
১৬ জন্মেজয়

---

২৫ দুষ্মন্ত আদি ৫ পুত্র
২৬ ভরত
১ ভূমন্যু
২ সুহোত্র
৩ হস্তি (ইঁহা হইতে হস্তিনাপুর)
৪ বিকুণ্ঠন
৫ অজমীঢ়
৬ সম্বরণ প্রভৃতি ২৪০০ পুত্র
৭ কুরু
৮ বিদূরথ
৯ অনশ্বা
১০ পরীক্ষিত হইতে ১১ ভীমসেন পরে
১২ প্রতিশ্রবা
১৩ প্রতীপ
১৪ দেবাপি শান্তনু বাহ্লিক
(সন্ন্যাসীহন) (রাজা)
(গঙ্গাগর্ভে) (ব্যাসমাতাসত্যবতী গর্ভে)
১৫ ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য
(অবিবাহিত) (গন্ধর্ব্বেমারিল) (রাজানিঃসন্তান)
(দুই পত্নী গর্ভে ব্যাসে দ্বারা উৎপন্ন)
১৬ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু
১৭ দুর্য্যোধনাদি ১০০ পুত্র — যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনাদি ৫ পুত্র
১৮ অভিমন্যু
১৯ পরীক্ষিত
২০ জন্মেজয়

---

২০ দুষ্মন্ত সুষ্মন্ত, অনঘ, প্রবীর
২১ ভরত (ইঁহার বংশ ভারত নামে খ্যাত)
১ ভরদ্বাজ (বিতথ)
২ সুহোত্র, সুহোতা, গর্গ, গয়, কপিল
৩ কাশী গৃৎসমতি
৪ দীর্ঘতপা (২৯ অঃ) — ৪ অজমীঢ়
৫ শ্রুতসিদ্ধ ধন্বন্তরি (আয়ুর্ব্বেদ ৮বিভাগ করেন) — ৫ সুশান্তি ও জহ্নু বহু অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বামিত্র
৬ কেতুমান — ৬ পুরুজাতি
৭ভীমরথ হইতে — ৭ বাহ্যাশ্ব (ইঁহার বৃহদিষু, মুদ্গল আদি ৫ পুত্র হইতে পঞ্চাল নাম ও রাজ্য)
৮ দিবোদাস (কাশী ক্ষেমক রাক্ষস দ্বারা নাশ, শূন্যকালে মহাদেবের মূর্ত্তিস্থাপন ও অবিমুক্ত খ্যাত) — ৮ মুদ্গল (হইতে মুদ্গলবংশ)
৯ ইন্দ্রসেন [ব্রহ্মর্ষি], পরে
৯ প্রতর্দ্দন — ১০ বধ্রশ্ব হইতে
১১ দিবোদাষ (রাজর্ষি) ও কন্যা অহল্যা, [পতি গৌতম খ্যাত গোতম]
১০ বৎস, ভার্গ [হইতে ভৃগু বংশ]
১২ শতানন্দ [জনকরাজারপুরোহিত]
১১ অলর্ক [অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার বরে ইঁহার দীর্ঘায়ু। ইনি বারাণসী পুরী পুনর্নির্ম্মাণ ও দীর্ঘ রাজত্ব করেন]
ইঁহার পৌত্র ও পৌত্রী (রাজা শান্তনু কৃপাকরিয়া পালন করাতে) কৃপ ও কৃপী নাম। কৃপী দ্রোণ পত্নী।]

---

২১ দুষ্মন্ত আদি মেধাতিথি হইতে ৪ পুত্র কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ
২২ ভরত
১ ভরদ্বাজ [বিতথ]
২ ভূমন্যু
৩ বৃহৎক্ষেত্র, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ
৪ সুহোত্র উরুক্ষয় সংকৃতি শিনি ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ, কপিল [পরে ব্রাহ্মণত্ব পান]
৫ কাশ্য, লভ্য, গৃৎসমদ
কাশীরাজ শৌনক
৬ দীর্ঘতমা
৭ ধন্বন্তরি [আয়ুর্ব্বেদ ৮ ভাগ করেন]
৮ কেতুমান
৯ ভীমরথ
১০ দিবোদাস
১১ প্রতর্দ্দন
১২ বৎস [ঋতধ্বজ বা শ্রীকুবলয়াশ্ব]
১৩ অলর্ক
[৬৬ বৎসর রাজ্য করেন এমত কেহ পারে না]

---

৮ নিমি
৯ মিথি (হইতে মিথিলানগর)
ধৃতিমান (সুধৃতিবিঃপুঃ)
ধৃষ্টকেতু
হর্য্যশ্ব
মরু
প্রতীন্ধক (শ্রীপতীন্ধক বিঃপুঃ)
কীর্ত্তিরথ (কৃতিরথ বিঃ পুঃ)
দেবমীঢ়
বিবুধ
মহিধ্রক [মহাধৃতি বিঃ পুঃ]
কীর্ত্তিরাত
মহারোমা
স্বর্ণরোমা
হ্রস্বরোমা
১০ জনক জনক [সীরধ্বজবিঃপুঃ] কুশধ্বজ
ও
কুশধ্বজ ভানুমান

---

১১ ভরত হইতে পর পর
১ ইক্ষ্বাকু, ২ ভূধর, ৩খাণ্ড,
৪ দণ্ড, ৫ হরিত,
৬ হরিবীজ, ৭ হরিশ্চন্দ্র,
৮ রুহিদাস, ৯ মৃত্যুঞ্জয়,
১০ ত্রিশঙ্কু, ১১ রুক্মাঙ্গদ,
১২ ধর্ম্মাদ, ১৩ মরুৎ,
১৪ অনারণ্য, ১৫ বাহু,
১৬ সগর
১৭ অসমঞ্জ
১৮ অংশুমান
১৯ দিলীপ
২০ ভগীরথ [যদ্দ্বারা গঙ্গা অবতারিত]
২১ বিতপত [সৌদাস বা কল্মাষপাদ সগর-বংশ বিবরণে পাওয়া যায়]
২২ বিকর্ণ (সুদাস সগর-বংশ বিবরণে পাওয়া যায়)
২৩ অমর্ষি বা সমর্ষি হইতে
২৪ দিলীপ, পরে ২৫ রঘু,
২৬ অজ,
২৭ দশরথ,
২৮ শ্রীরামচন্দ্র

---

১৪ ভরত
১ অসীত [রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত]
২ সগর (কপিল মুনি সগর সন্তানগণকে ভস্ম করেন)
৩ অসমঞ্জ
৪ অংশুমান
৫ দিলীপ
৬ ভগীরথ
৭ ককুৎস্থ
৮ রঘু
৯ প্রবৃদ্ধ (কল্মাষপাদ)
১০ শংখন পরে ১১ সুদর্শন হইতে পর পর ১২ অগ্নিবর্ণ,
১৩ শীঘ্রগ, ১৪ মরু,
১৫ শুশ্রুক, ১৬ অম্বরীষ,
১৭ নহুষ, ১৮ যযাতি,
১৯ নাভাগ, ২০ অজ,
২১ দশরথ
২২ শ্রীরামচন্দ্র

---

৪ অনরণ্য [illegible]
৫ পৃষদশ্ব হইতে পর পর
৬ হর্য্যশ্ব, ৭ বসুমনা,
৮ ত্রিধন্বা, ৯ ত্রয্যারুণ,
১০ সত্যব্রত বা ত্রিশঙ্কু (চণ্ডালত্ব পান),
১১ হরিশ্চন্দ্র, ১২ রোহিতাশ্ব,
১৩ হরিত, ১৪ চঞ্চু, ১৫ বিজয়,
১৬ রুরুক, ১৭ বাহু,
১৮ সগর [কপিল মুনি সগর সন্তানগণকে ভস্ম করেন]
১৯ অসমঞ্জ
২০ অংশুমান
২১ দিলীপ
২২ ভগীরথ হইতে পর পর
২৩ শ্রুত, ২৪ নাভাগ,
২৫ অম্বরীষ, ২৬ সিন্ধুদ্বীপ,
২৭ অযুতায়ু, ২৮ ঋতুপর্ণ,
২৯ সর্ব্বকাম, ৩০ সুদাস,
৩১ সৌদাস (শ্রীকল্মাষপাদ), ৩২ অশ্মক,
৩৩ মূলক (পৃথিবী নিঃক্ষত্র হইলে স্ত্রীগণকে রক্ষা করা হেতু স্ত্রীকবচ নাম)
৩৪ দশরথ হইতে ৩৫ ইলবিল পরে
৩৬ বিশ্বসহ, ৩৭ দিলীপ, ৩৮ রঘু
পরে ৩৯ অজ
৪০ দশরথ
৪১ শ্রীরামচন্দ্র

বৃহদ্রথ পরে, তস্য সেনাপতি শুঙ্গপুষ্পমিত্র রাজা, এই শুঙ্গবংশীয় ১০ পুরুষ দেবভূতি (বসুদেব নামক কণ্ব দ্বারা নিহত) পর্য্যন্ত ১১২ বর্ষ রাজত্ব। পরে বসুদেব হইতে সুশর্ম্মা পর্য্যন্ত ৪ কাণ্বায়নের রাজত্ব ৪৫ বর্ষ।

শেষ কাণ্বায়ন সুশর্ম্মাকে চিবুক বা শিপ্রক নামক অন্ধ্র সংহার করতঃ স্বয়ং রাজা হন। সুশর্ম্মার ভ্রাতা 'কৃষ্ণ' চিবুক বা শিপ্রক হইতে রাজ্য হরণ করেন। এই চিবুক কৃষ্ণাদি পুলোমারী পর্য্যন্তের রাজত্ব ৪৫৬ বর্ষ।

* বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ একোনবিংশ অধ্যায়।

কুরু (যাঁহা হইতে কুরুক্ষেত্র)
১ সুধনু ও জহ্নু (হরিবংশ পর্ব্বমতে, জহ্নু কুরু-পিতামহ অজমীঢ়ের পুত্র; ইহাঁ হইতে গঙ্গারনাম জাহ্নবী)।
২ সুহোত্র
৩ চ্যবন হইতে পর পর
৪ কৃতক (অর্থ—কৃত্রিম),
৫ উপরিচরবসু,
৬ বৃহদ্রথ (মগধের রাজা হন)। তৎপুত্র ৭ জরাসন্ধ (ইঁহার দেহ জন্মকালে দ্বিখণ্ড ছিল। জরারাক্ষসী ঐ খণ্ডদ্বয় একত্র করায় এই নাম)।
তৎপুত্র ৮ সহদেব
তৎপুত্র ৯ সোমাপি
তৎপুত্র ১০ শ্রুতশ্রবা

ইঁহারা মগধের রাজা। (বিঃ পুঃ ৪, ১৯, ২০)

পুলোমারীর পর তাঁহার আভীর ভৃত্য ৭জন ও গর্দ্দভিগাখ্য ভৃত্য ১০ জনের মিলিত রাজত্ব এবং অন্য ষোল ভূপতির অধিকার।
তৎপশ্চাতে ৮টী যবন ১৪টী তুখার ১৩টী মুরুণ্ড ১১টী মৌন এবং পৌর আদি আর ১১টী নৃপতি।

ইঁহাদের রাজত্বকাল অনুবাদকদিগের মতে এত অসঙ্গত যে উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা হয় না।

পরে কেলিকিল (যবন ভূপতি) পরে বিন্দ্যশক্তি পুরঞ্জয় শ্রীরামচন্দ্র

ইঁহাদের রাজত্বকাল উল্লেখ নাই।

প্রথম মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মগধ সিংহাসনারোহণ হইতে পুলোমারীর রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ৪৫০ বর্ষ (বিঃ পুঃ ৪।২৪)।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে ইনিই সাংখ্যকার কপিল। ইঁহার আর এক নাম অগ্নি। মাননীয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসোক্ত চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরক কপিল ইনি, অন্য কেহ নন; ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদকার ধন্বন্তরির বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কপিল। এই ধন্বন্তরি বিক্রমাদিত্যের সভার এক রত্ন ছিলেন। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যশোধর্ম্মদেবই বিক্রমাদিত্য। ইনি ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মালবাব্দ বিক্রম-সম্বৎ নামে প্রচলিত করেন। কুরুও সাংখ্যকার কপিল মুনির ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র।

কুরুপুত্র জহ্নু, সগরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভগীরথের সময়ে জীবিত ছিলেন, [রামায়ণ]।

বেদব্যাসের জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ অগস্ত্য বিদর্ভরাজের কন্যা লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব)। এই লোপামুদ্রা ধন্বন্তরি-বংশীয় অলর্কের শৈশবকালে জীবিতা ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

শাল (সাল) আরম্ভ—সম্বৎ ৬৫০, খৃঃ ৫৯৩, শক ৫১৫।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্‌শাঙ্ খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে কাশীতে মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তখন শিবলিঙ্গ ছিল না।

পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের বা অন্তঃকলির ৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

অন্তঃকলি আরম্ভ সম্বৎ ৮৪২, খৃঃ ৭৮৬, শক ৭০৮, শাল (সাল) ১৯৩। র, চ, দত্ত মহাশয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর সে আলোক যেন সহসা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে একটীও প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু নাম পাওয়া যায় না।" এই না ঘোর কলি?

এই অন্তঃকলির মধ্যে মুসলমানদিগের উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও অবশেষে ভারতে আধিপত্য স্থাপন।

মহালক্ষ্মী প্রেসে, শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। বেনারস সিটি।

(চ) প্রদর্শনীর পরিশিষ্ট।

এখানে এক কথার উত্থাপন হইতে পারে যে প্রদ্যোৎ-বংশের অগ্রে কি বৃহদ্রথ-বংশ নয়? না; বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের উনবিংশ অধ্যায়েই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ আছে, সন্দেহ ভঞ্জনার্থে মূল শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষনামাপুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সম্বরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার॥" (৪।১৯।১৮)

"সুধনু জহ্নু পরিক্ষিৎ প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনু যঃ সুহোত্রঃ তস্মাৎ চ্যবনঃ চ্যবনাৎ কৃতকঃ ততশ্চোপরিচরোবসুঃ। বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশাম্বমাবেল্লমৎস্য প্রমুখা বসোঃ পুত্রা সপ্তাজায়ন্ত। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্ তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা তস্য চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয় জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধোনামঃ। তস্মাৎ সহদেবঃ ততঃ সোমাপিঃ ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ"। (৪।১৯।১৯)

এই উনবিংশ শ্লোকোক্ত কুরুকুলোদ্ভব দ্বা-পরের শেষের (শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক) জরাসন্ধের ভবিষ্য বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আছে,—

("ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষ সহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি।") 'তার পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, তার পুত্র রিপুঞ্জয়, এই বৃহদ্রথ-বংশীয় ভূপতিরা একসহস্র বর্ষ থাকিবেন'।

ইহার পরেই চতুর্বিংশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে আছে,—

"যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি॥ স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোত নামানমভিষেক্ষ্যতি।"

অর্থাৎ 'যাঁহার নাম রিপুঞ্জয়, বৃহদ্রথ-বংশের শেষ; তাঁহার সুনীক নামে মন্ত্রী হইবে, তিনি রাজাকে হত্যা করতঃ প্রদ্যোত নামক স্বীয় পুত্রকে অভিষেক করিবেন'। 'রিপুঞ্জয় যাঁহার নাম,—বৃহদ্রথ-বংশের শেষ', একথা পুনরায় লিখিবার তাৎপর্য্য কি? এ 'রিপুঞ্জয়' কি দ্বা-পরের শেষের বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধ-বংশীয় ভবিষ্য দ্বাবিংশ পুরুষ? তাহা কখনই হইতে পারে না। বিঃ পুঃ ৪র্থ অংশ চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মগধরাজবংশ বিবরণের শেষভাগে আছে,—

"পুরঞ্জয় প্রথমতঃ ওহে তপোধন॥ তারপর রামচন্দ্র হবে নরপতি"। এই উক্তির প্রথম পংক্তি প্রথম শ্লোকের হইতে পারে। ৯ম শ্লোকেও উক্ত আছে, 'মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে তাঁহার সেনাপতি হত্যা করতঃ স্বয়ং রাজ্যাধিকার করিবেন'। এ শ্লোকের কিয়দংশও প্রতিলিপিকারের ভুলে ১ম শ্লোকে সংযোজিত হইয়া থাকিতে পারে। প্রতিলিপিতে কোন পংক্তি শব্দ বা বর্ণ স্থানান্তরিত অপবর্জিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইয়া, পুরাণের স্থানে স্থানে এরূপ অর্থের বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ শ্লোকে 'বৃহদ্রথ' শব্দ 'ইন্দ্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

বৃহদ্রথ অর্থ "(বৃহৎ বড়রথ) সং, পুং, ইন্দ্র।"

"ইন্দ্র (ইন্দ্ আধিপত্য করা + র-ক, সংজ্ঞার্থে। যিনি আধিপত্য করেন) সং, পুং, দেবরাজ। ইনি দেবগণের অধিপতি। সূর্য্য, সোম, যম, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ইঁহার অধীন। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি দেব। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয়, তখন ইন্দ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইয়াছিল। সেই তিন শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।" (প্রকৃতিবাদ অভিধান)।

... ও পুরাণ অনুসারে কশ্যপপত্নী অদিতির (অর্থ পৃথিবীর) গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের ও ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় আদি রাজা অনেনা, ও তদ্ভ্রাতা (চন্দ্রবংশীয় প্রথম নৃপতি) নহুষ, কিম্বা মগধের প্রথম অধিপতি প্রদ্যোত (অর্থ দীপ্তি বা কিরণ) ইন্দ্রবংশের পরেই, পূর্ব্বে নয়; অতএব বিঃ পুঃ ৪।২৪।১ম শ্লোকের ("যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ") আত্মংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই,—'যাঁহার রিপুঞ্জয় (বা পুরঞ্জয়) নাম, তিনি (বৃহদ্রথ) ইন্দ্রবংশের শেষ'। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা পুরাণসঙ্গত হয় না, তজ্জন্য অমূলক বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত (দ্বা-অপরের) অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল অনুসন্ধান।

[বুদ্ধদেব কে এবং কখন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন?]

অমরকোষ অভিধান হইতে উদ্ধৃত—'বুদ্ধবাচক শব্দ'

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ ...."।

... ...জ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, ভগবৎ, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন,* ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তৃ, মুনি"। ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে 'বুদ্ধ' কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এখানে 'বুদ্ধ' অর্থে যে কয়েকটী শব্দ আছে, তাহা কেবল গুণবাচক বিশেষণ স্বরূপ। অমরকোষ অভিধানোক্ত শাক্যসিংহের নাম—

* 'জিন' হইতে 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি। ভারতের জৈন সম্প্রদায় অতি বিখ্যাত।

"……… …শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥"

অর্থাৎ 'শাক্যমুনি' যিনি,—তাঁহারই নাম 'শাক্যসিংহ' 'সর্ব্বার্থ-সিদ্ধঃ' 'শৌদ্ধোদনি' "গৌতম' 'অর্কবন্ধু' 'মায়াদেবীসুত'। এই শাক্যমুনি বা গৌতম কঠোর চিন্তার পর 'নির্ব্বাণ'-জ্ঞান লাভ করায় 'বুদ্ধ' আখ্যাত হন। কেহ কেহ-এমন কি দুই এক বিখ্যাত গ্রন্থকারও বুদ্ধ, গৌতম ও শাক্যসিংহকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি ও গৌতম (মুনি বা ঋষি) যে একই ব্যক্তি প্রাচীন অমরকোষ অভিধানই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ; এ কথা নির্ণয়ার্থ অপর উপায় অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। আবার কেহ কেহ বলেন শাক্যমুনির পূর্ব্বেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিচয় পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়না। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনের ও তাঁহার পুত্র রাহুলের নাম যেখানে উক্ত আছে, তৎপরে কেবল এই মাত্র পাওয়া যায় যে 'এই আর্য্য বংশে বুদ্ধদেব জন্মলাভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন' (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ * ৪র্থ অংশ দ্বাবিংশ অধ্যায় দেখুন)। এখানে রাহুলের পিতা, শুদ্ধোদনের পুত্র শৌদ্ধোদনি-গৌতমকেই ত 'বুদ্ধ' বলা হইয়াছে; নিশ্চয়ই অপর কাহাকেও নয়। ইহাঁর পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি বুদ্ধ নামে খ্যাত থাকিলে দ্বাপরের শেষের অবতার কেবল 'বুদ্ধ' বলিয়া পুরাণে লিখিত থাকিত না। '২য় বুদ্ধ' '৩য় বুদ্ধ' বা 'গৌতমবুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত রূপে উল্লেখ থাকিত। যাহা হউক গৌতমের অগ্রে অপর কেহ 'বুদ্ধ'-খ্যাত থাকিলেও, গৌতমই যে পুরাণোক্ত বুদ্ধ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গৌতমই † অদ্যাবধি সর্ব্বত্র বুদ্ধ নামে পূজিত। ইহাঁর পূর্ব্বে ভারতে বা অন্যত্র যে বুদ্ধ-খ্যাত অপর কেহ ছিলেন, পুরাণে তাহা ব্যক্ত নাই; ইউরোপীয়েরা যা বলেন তা বলুন।

অতি প্রাচীন গ্রন্থ যাহাতে এই "বুদ্ধদেবের" জীবনচরিত পাওয়া যায় তাহার নাম "ললিতবিস্তর"। ইহার পরেরও কতিপয় গ্রন্থ সিংহল প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়। এই অজাতশত্রু স্বীয় পিতাকে সংহার করতঃ যখন মগধ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন, তখন বুদ্ধদেবের বয়স ৭২ বর্ষ। অজাতশত্রুর রাজত্বের নবম বর্ষে বুদ্ধদেবের বয়ঃক্রম ৮০ বর্ষ পূর্ণ হইয়া তিরোভাব হয়। গ্রীস-দেশীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, তদ্দেশস্থ ম্যাসিডনাধিরাজ "মহা"-খ্যাত আলেক্জাণ্ডার মগধাধিপতি নন্দ-দিগের কুবেরতুল্য-অতুল ধনের প্রবাদ শুনিয়া

---

* কলিকাতায় মুদ্রিত সংস্কৃত বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধদেবের নাম নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অশুদ্ধ বলা যাইতে পারেনা; বরং কলিকাতার মুদ্রাঙ্কনে 'শুদ্ধোদনঃ', ও 'রাহুলঃ' স্থলে 'ক্রুদ্ধোদনঃ' ও 'রাতুলঃ' আছে; ইহা নিশ্চয়ই ভুল। যখন শাক্যের পরিচয় এখানে পাওয়া যাইতেছে, তখন শাক্যই যে বুদ্ধ এই কথাটি কেবল বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুবাদে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র।

† "Gautama (Gaudama) still adored from the straits of Malacca to the Caspian Sea." (Tod's Rajasthan)

ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে আসিয়াছিলেন। এই নন্দ-দিগের প্রথম,—মহাপদ্মনন্দ বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে উক্ত অজাতশত্রুর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও মহারাজ মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে, অজাতশত্রুর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে মহারাজ মহানন্দী পর্য্যন্ত ১০ পুরুষে ৩৬২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর রাজসিংহাসনারোহণের পর মহারাজ মহানন্দীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ পুরুষে ১৮১ বর্ষের স্থলে অনুমান ১৫০ বর্ষ নির্ব্বিবাদে ধরা যাইতে পারে। ইহার ১০০ বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন; অতএব চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হইবার অনুমান ২৫০ চান্দ্রবর্ষ বা ২৪২ (সৌর) বৎসর পূর্ব্বে-অজাতশত্রুর রাজত্ব আরম্ভ এবং ঐ চন্দ্রগুপ্তের রাজদণ্ড গ্রহণের অনুমান ২৩৪ বৎসর অগ্রে অজাতশত্রুর রাজত্ব নবম বর্ষ। পুরাতন ইতিহাস-বেত্তারা অবধারিত করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ (৩২০ হইতে ৩১২ মধ্যে অর্থাৎ) অনুমান ৩১৬ অব্দে মগধ রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব খৃঃ পূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে ভারতীয় শকাব্দের প্রায় ৬২৮ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হইয়াছিল এবং খৃঃ পূঃ অনুমান ৬২৭ ও শক পূর্ব্ব ৭০৫ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল; যেহেতু তিনি ৮০ চান্দ্রবর্ষ অর্থাৎ ৭৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। এইত পুরাণের গণনা।

বিখ্যাত সর্ব্বাগ্রগণ্য (বলিলেও বলা যায়) ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক মহামান্ত মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব মহোদয় (Honble Mount Stuart Elphinstone) লিখিয়াছেন "The 6th King counting back from Nanda inclusive, is Ajatasethru, in whose reign Sakya died. The date of that event has been shown on authorities independent of the Hindus to be about 550 B. C." ইহার মর্ম্ম এইযে 'নন্দের ৫ পুরুষ পূর্ব্বে অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে শাক্যমুনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুগণের মত অবলম্বন না করিয়া অপর প্রমাণ দ্বারা ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে।' কলিকাতার সংস্কৃত 'কলেজের' ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ (E. B. Cowell Esqr, M. A.) শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউয়েল সাহেব মহোদয় যাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার বা ইতিহাসজ্ঞতার পরিচয় অনাবশ্যক এবং যিনি উক্ত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি বুদ্ধদেবের তিরোভাবকাল সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণের সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে।

মাননীয় মার্শমান সাহেব তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "The death of Gautum is fixed by the general Concurrence of authorities, in the year 550 before our Era". ইহার মর্ম্ম এইযে "গৌতমের (বুদ্ধদেবের) মৃত্যু খৃষ্টীয় অব্দের ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।"

ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কতিপয় বিখ্যাত মহোদয়েরা তাঁহাদের কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৬২৭ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার তিরোভাব লিখিয়া গিয়াছেন। এই-ইউরোপীয় পুরাতন মতের সহিত পুরাণানুযায়ী গণনার অনৈক্য নাই।

বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্ন-তত্ত্বানুরাগী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় (কলিকাতায় মুদ্রিত) ললিত বিস্তরের ভূমিকায় কেবলমাত্র এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের প্রথম রাজপ্রতি-

ষ্ঠিত বিরাট সভা বা সঙ্গীতি কেহ কেহ অনুমান করেন ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে কেহ বা (আরও পরে) ৪৪৭ খৃঃ পূর্ব্বে হইয়াছিল। এ 'প্রথম সঙ্গীতি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরই হয়'। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় নিজের কোন মত এখানে স্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ললিতবিস্তর প্রণয়ন-কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, যে গণনায় ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব ধার্য্য হয় তিনি তাহারই সপক্ষ।

এক্ষণকার ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকেরা বুদ্ধদেবের (পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত) "তিরোভাবকাল" তাঁহার অবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, দেখা যাইতেছে। যথা—

	বুদ্ধদেবের।	
	আবির্ভাব অনুমান খৃঃ পূঃ	তিরোভাব অনুমান খৃঃ পূঃ
মান্যবর সার রোপার সাহেব মহোদয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন	৫৫০	
(Henry George Keene Esqr. C. I. E. M. A. Oxon.) মান্যবর হেনুরি জর্জ কীন সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন হিন্দুদিগের গণনা মতে ন্যূন সঙ্খ্যা	...	৫৪৩
আধুনিক ইউরোপীয় মহোদয় দিগের মতে	...	৪৭৭
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন	...	৪৭৭
শ্রীযুত রমেশচন্দ্রদত্ত, আই. সি. এস্. সি. আই. ই. মহোদয়ও তাঁহার কৃত বিখ্যাত (ইংরাজী Ancient India) 'প্রাচীন ভারত' আখ্যাত গ্রন্থে এবং ভারতের ইতিহাসে মান্যবর কীন সাহেব-উক্ত নব্যমত অবলম্বন করতঃ লিখিয়াছেন	৫৫৭	৪৭৭
মান্যবর এইচ্ গর্ডন, সাহেব মহোদয় উপরোক্ত 'তিরোভাবকালের' আরও ৩০ বৎসর পরে 'আবির্ভাব কাল' ধরিয়াছেন ...	৪৪৭	৩৬৭
[ইনি সকল অপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কালের ১১০ বৎসর কমাইয়া আনিয়াছেন। ইনি কি বলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের ৪৭ বা ৫০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়? আর এই ৫০ বৎসর মধ্যে কি মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্র এবং নন্দ-দিগের আরও ৫, ৬ পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে মগধের রাজত্ব করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন?]		

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের কাল সম্বন্ধে পুরাণ অনুযায়ী গণনা ও প্রাচীন ইতিহাস লেখকের মত একই। অনুমান হয় আধুনিক ইউরোপীয় মহোদয়েরা ভুলক্রমে বুদ্ধদেবের 'তিরোভাবকাল' তাঁহার 'আবির্ভাবকাল' ধরিয়া উহা ৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৭০ বা ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে আনিয়া ফেলিয়া থাকিবেন। এ অনুমান যে অমূলক নহে; তাহা মাননীয় গর্ডন সাহেবের ইতিহাসোক্ত অঙ্ক-গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইতে পারে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে যে, অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার (বিম্বিসারঃ বা বিম্মিসার) খৃঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন, ৫২ বর্ষ

অজাতশত্রুর রাজত্ব, ...	৩২ ,,
ইহার পরে 'কতিপয়' (বিষ্ণুপুরাণে '৪ পুরুষ' নাম সহ উল্লেখ আছে) রাজা মগধের সিংহাসন পর পর অধিকার করেন, ...	অনুঃ-৮০ ,,
নন্দের পূর্ব্ব ৬ পুরুষের রাজত্বের সমষ্টি	১৬৪ বর্ষ
তার পর 'নয় জন নন্দের' রাজত্ব বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১০০ বর্ষের স্থলে কেবল ...	৫০ ,,
চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ব ১৫ নৃপতির রাজত্বের সমষ্টি	২১৪ ,,

এ সকল বিবরণ কোন্ গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় লিখেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মহাপদ্ম-নন্দের পূর্ব্ব ১০ পুরুষের রাজত্ব বিষ্ণুপুরাণে ৩৬২ বর্ষ আছে, কিন্তু উপরের লিখিত বৃত্তান্ত অনুসারে গণনায় অজাতশত্রুর পূর্ব্ব ৫ পুরুষের রাজত্ব ২৫০ বর্ষ এবং উহাঁদের প্রত্যেকের ন্যূনাধিক ৫০ বর্ষ ধরিতে হয়। অজাতশত্রুর ও তন্নিহত পিতার সিংহাসন অধিকার কালও ১০০ বর্ষের কিঞ্চিৎ মাত্র ন্যূন-৮৪ বর্ষ-উক্ত আছে। এমত অবস্থায় মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্রের রাজত্ব কাল পুরাণোক্ত ১০০ বর্ষের পরিবর্ত্তে তদৰ্দ্ধেক ৫০ বর্ষ মাত্র কি প্রমাণ বলে লিখিত হইয়াছে বুঝা যায়না। মহামান্য এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব মহোদয় এ সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিয়াছেন—"Purans agree in assigning only 100 years to the whole 9 including Nanda. We may therefore suppose Nanda to have come to the throne 100 years before Sandracottas." অর্থাৎ,—'পুরাণসকলের ঐক্যমতে নন্দ উপাধিধারী ৯ মগধনৃপতির কেবল ১০০ বৎসর মাত্র রাজ্যভোগ হইয়াছিল। অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাপদ্ম নন্দ মগধসিংহাসনে অধিরোহণ করেন'। এখানে ('only 100 years') 'কেবল ১০০ বৎসর' প্রয়োগের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া দেখুন। মান্যবর কাউয়েল সাহেবও এই পুরাণ-উক্তিতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

	পুরাণ ও ইতিহাসের ঐক্যমতে।	ইতিহাসমতে
আবার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে মগধের মৌর্য্য রাজ বংশ লোপ হইয়াছে . .	১৮২ খৃঃ পূঃ	
বিষ্ণুপুরাণমতে মগধে মৌর্য্য বংশের রাজত্ব . .	১৩৭ বর্ষ	
শ্রীযুক্ত রঃ চঃ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন নন্দ-দিগের রাজত্ব শেষ ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বে। ইহা অবশ্য ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগের নির্দ্ধারণ, কিন্তু ইহারও সহিত বিষ্ণুপুরাণ উক্তির অনৈক্য নাই। . . . এই	৩১৯ খৃঃ পূঃ	
চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ	...	৩১৯ খৃঃ পূঃ
বিষ্ণুপুরাণ মতে তৎপূর্ব্বে নন্দ-দিগের রাজত্ব . .	১০০ বর্ষ	
শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের ইতিহাস অনুযায়ী ইহাঁদের আধিপত্য তদৰ্দ্ধেক	...	৫০ বর্ষ
নন্দ-দিগের অগ্রে ঐ ইতিহাস মতে কতিপয় নৃপতির মগধ রাজ সিংহাসন অধিকার অনুমান	...	৮০ বর্ষ
পুরাণোক্ত ৯ নন্দ ও তৎপূর্ব্ব ৪,-এই ১৩ নৃপতির রাজত্ব ২০০ বা ২০৭ বর্ষ ধরিলে অসম্ভব বা অন্যায় হয় না। অতএব পুরাণ মতে নন্দ-দিগের ১০০ বর্ষ ত্যাগে ইহাঁদের আধিপত্য অনুমান	১০৭ বর্ষ	
এবং অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষ হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত, ইতিহাস মতে (৩২ বিযুক্ত ৮ বর্ষ)	২৪ বর্ষ	২৪ বর্ষ
ইহার সাকল্য, বুদ্ধদেবের তিরোভাব	পুরাণ একেবারে অবহেলা না করিয়া ৫৫০ খৃঃ পূঃ হয়।	ইতিহাসমতে ৪৭৩ খৃঃ পূঃ হয় (৪৭৭ খৃঃপূঃ হয়না)

অগ্রেও বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল পুরাণানুযায়ী গণনায় ও প্রাচীন ইতিহাস বেত্তাদিগের মতে একই; হয়ত সে কথাটা কাহারও কাহারও স্মরণ না থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বোদ্ধৃত দুই সাহেব মহোদয়ের উক্তি পুনরায় নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মহামান্য এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"The date of that event" (Sakya's death) "has been shewn on authorities independent of the Hindus to be about 550 B. C."

মান্যবর মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন—

"The death of Gautum is fixed by the general concurrence of authorities in the year 500 before our Era."

ইহাও ব্যক্ত আছে যে পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের পরবর্ত্তী লেখকের দ্বারা সঙ্কলিত, অতএব যে উক্তিগুলি পুরাণ সংগ্রহকারের পূর্ব্বাতীত কাল সম্বন্ধে ভিন্ন তাঁহার পরের ভাবী ঘটনা বিষয়ে হওয়া অসম্ভব, এবং যে সকলের যাথার্থ্যের প্রমাণও পাওয়া যায়, সে উক্তি গুলি লিপিবদ্ধ প্রকৃত বৃত্তান্তের স্বরূপ স্বীকার না করার কোন কারণ নাই। কেবল ভবিষ্যদ্বাণী ভাবে পুরাণে উক্ত আছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারেনা। এমত স্থলে নন্দদিগের পুরাণোক্ত রাজত্ব-সংখ্যা এত অসঙ্গত রূপে ন্যূন করণের এবং পুরাণ অননুগামী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সর্ব্ববাদী-সম্মত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পরিবর্ত্তনের-ঔচিত্য, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নয়।

এক্ষণকার এক স্বদেশীয় মাননীয় ইতিহাস লেখক মহাশয়ের মুখে শুনা হইয়াছিল যে, সিংহলে যে অব্দ প্রচলিত আছে তাহা 'বুদ্ধ-অব্দ' এবং উহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ শুনা কথা মাত্র, শুনিবার বা বুঝিবারও ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে, তথাচ এরূপ সন্দেহ স্থলেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ভারতের অগ্রে সিংহলে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই অবধারিত করিয়াছেন যে মগধরাজ অশোকের দ্বারাই অনুমান ২৪০ খৃঃ পূর্ব্বে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর, অন্ততঃ অশোকের সময়ে ভারতে 'বুদ্ধ-অব্দ' আরম্ভ না হইয়া সিংহলে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে বা মৃত্যু হইতে যে তাঁহার অব্দ চলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল সিংহলবাসীরা কোথায় পাইলেন? মগধরাজ অশোক-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক-দিগের নিকট কি? অন্য স্থান হইতে পাইলে বা অপর সূত্রে অবধারণ করিলে বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় সিংহলের কোন গ্রন্থে কি উহা লিখিত থাকিতনা? তাহা হইলেই বা ইউরোপীয় পণ্ডিত-মহোদয়েরা ঐ কাল নির্দ্ধারণের জন্য এত শ্রম কেন করিবেন? বুদ্ধদেবের সময়ে মাস বা বারেরই নামকরণ পর্য্যন্ত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। 'ললিত বিস্তরে' কেবলমাত্র পাওয়া যায়, 'বসন্ত পূর্ণিমার দিন' বুদ্ধদেবের জন্ম। আবার কে বলিতে পারে যে উক্ত সিংহল অব্দ অপর কোন ঘটনার নিদর্শনার্থ নয়? কিম্বা বুদ্ধদেবের তিরোভাব হইতে, নয়? তাঁহার তিরোভাব হইতেই সম্ভব, আবির্ভাব হইতে নয়; যেহেতু সর্ব্ববাদী সম্মত তাঁহার তিরোভাবকাল হইতেই এই অব্দ আরম্ভ দেখা যাইতেছে। কেবল ৭ বর্ষের যে পার্থক্য তাহা সৌর ও চন্দ্র-বর্ষের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ বা অপর কারণে হইতে পারে; নচেৎ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দের পরিবর্ত্তে ৫৫৭ বা ৫৪৩ খৃঃ পূঃ কেন হইবে? এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণকার ইউরোপীয় মহোদয়ের মত যাহাই হউক, পুরাণ ও পুরাতন ইতিহাসলেখকদিগের গণনা একই হইতেছে। অতএব পুরাণোক্ত অন্তর্দ্ধাপরের শেষের "অবতার" বুদ্ধদেবের কাল অনুমান শক পূর্ব্ব ৭০৫ বা ৬৯৮ হইতে ৬২৮ বা ৬২১ (অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৭ বা ৬২০ হইতে ৫৫০ বা ৫৪৩) কিম্বা সম্বৎ পূর্ব্ব ৫৭০ বা ৫৬৩ হইতে ৪৯৩ বা ৪৮৬ নির্দ্দিষ্ট করিলে, বোধ হয় কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই।

ঙ প্রদর্শনীর দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে কলির অন্তর্দ্বাপর শক পূর্ব ৫৮৮ তে শেষ হইয়াছে। পুরাণ মতে দৈবযুগান্তর্গত দৈব দ্বাপরের সন্ধিকাল ২০০ দৈববর্ষ। ঐতিহাসিক যুগের অন্তর্দ্বাপরের সন্ধিকাল অবশ্য ২০০ মনুষ্য বর্ষ বা সৌরবর্ষ হইবে। কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধি মধ্যে যে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত ছিলেন তাহা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

টীকা। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। ঐ সাল হইতে বৌদ্ধেরা একটী অব্দ গণনা করিয়া থাকেন।" একথা 'আনুমানিক' না হইলে অর্থাৎ বাস্তবিক হইলে, ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু মাননীয় গর্ডন সাহেব তবে কেন খৃঃ পূঃ ৩৭১ তে বুদ্ধদেবের তিরোভাব লিখিয়াছেন এবং পুরাতন ইতিহাস লেখক মান্যবর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বা টড্‌সাহেব পর্য্যন্ত কি এ অব্দের কথা অবগত ছিলেন না? শ্রদ্ধাস্পদ টড্‌সাহেব তাঁহার কৃত বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাসে স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন 'শেষ বুদ্ধ' মহাবীরের দেহান্ত-কাল ('Era' বা 'Period' শব্দ প্রযুক্ত আছে।) বিক্রম-সম্বৎ-পূর্ব্ব '৪৭৭ বা খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৫৩৩'। অনুমান হয়, টড্‌ সাহেব মহোদয়ের এই উক্তি হইতে ('মহাবীর' লোপে এবং 'বিক্রম-সম্বৎ' স্থলে 'খৃষ্ট পূর্ব্ব' পাঠে) 'বুদ্ধ-অব্দ খৃঃ পূঃ ৪৭৭' কথার উৎপত্তি। কোথায় 'বিক্রম-সম্বৎ' কোথায় 'খৃষ্টাব্দ'? আর 'মহাবীর' সর্ব্ববাদী-সম্মত 'গৌতম' নহেন। প্রাগুক্ত রাজস্থানের ইতিহাসে ইহাও ব্যক্ত আছে যে চীন ও তাতার দেশস্থ ইতিহাস লেখকেরা বলেন 'বুদ্ধ' বা 'ফো' (চীন ভাষায় 'ফো' শব্দের অর্থ 'গোষ্ঠীপতি' বা 'ধর্ম্ম প্রদর্শক') ১০২৭ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন, এবং 'প্রথম বুদ্ধ ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন।' আবার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মহাবীরের মৃত্যু ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বে এবং তাহার ১০ বৎসর অগ্রে, অর্থাৎ ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু রাজস্থানের ইতিহাসের উল্লিখিতপংক্তি অনুসারে অশুদ্ধ সংশোধন করতঃ মহাবীরের মৃত্যু ৫৩৩ খৃঃ পূর্ব্বে ধরিলে বুদ্ধদেবের তিরোভাব ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে হয়। এমত অবস্থায় পুরাণানুযায়ী গণনায়ও যখন ঐ ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বই হইতেছে, তখন উহা অশুদ্ধ বা অগ্রাহ্য হইতে পারেনা। বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে এমত প্রবল প্রাচীন মত স্থলে আধুনিক ইতিহাস লেখকদিগের বাক্য কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তস্ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশের অবতার পরশু বা পরশুরামের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[পরশুরাম কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার সহিত আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িকতার কোন আভাস পুরাণে পাওয়া যায় কিনা?]

জামদগ্নির পুত্র পরশু। 'পরশু' অর্থে কুঠার (Battle-axe); তাহা হইতে—'যে শক্রর শোণিতপান বা জীবন নাশ করে', কিম্বা 'কুঠারধারী বীর' বুঝায়। রাম 'রম' ধাতু (অর্থ-'ক্রীড়া বা রমণ করা') হইতে উৎপন্ন হেতু 'সীতাপতি' বোধক হইয়া থাকিবে। 'শিষ্ট-প্রয়োগে' অর্থাৎ পণ্ডিত বাক্যানুসারে "রা শব্দে বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বর-বাচকঃ। বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ 'রা' শব্দে 'বিশ্ব' 'ম' ঈশ্বর, তাহাতে 'রাম বিশ্বমধ্যে ঈশ্বর' বা 'অবতার' বাচক হইয়াছে। রাম শব্দের এ অর্থ বৃহৎ অমরকোষ অভিধানে নাই। নিম্নোদ্ধৃত পণ্ডিত বাক্যে পরশু স্থলে 'জামদগ্ন্য' এবং অবতার অর্থে 'রাম' শব্দ প্রয়োগ আছে, দেখা যাইতেছে।—

"কোটী-সূর্য্য প্রতীকাশং বিষ্ণুৎপুঞ্জঃ সমপ্রভং।
তেজোরাশিং দদর্শাথ জামদগ্ন্যং প্রতাপবান্॥"

* * *

"কার্ত্তবীর্য্যান্তকং রামং দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দ্দনং।
প্রাপ্তং দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুমিবাপরং॥"

পুরাণে উত্তমজ মনুর এক পুত্রের নাম পরশু এবং ইনিই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ভগ্নী কন্দিনীর জামাতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরশুই ইহাঁর প্রকৃত নাম অনুমান হয়, রামায়ণপ্রণেতা মহামুনি বাল্মীকি হইতেই 'রাম' যুক্ত হইয়া পরশু-রাম ইহাঁর নাম হইয়াছে। রামায়ণের আদি-কাণ্ডের শেষ অংশ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ইনি চন্দ্রবংশীয় ভরতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র আজমীঢ় কুলোদ্ভব গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের সমবয়স্ক জামদগ্নির পুত্র।

জমদগ্নি-পুত্র পরশু বা পরশুরামের বংশপরিচয়।

অজমীঢ় ও জহ্নুবংশ।
(মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্ব ৩২ ও ২৭ অঃ)

ভরত
|
ভরদ্বাজ
|
সুহোত্র
|
বৃহৎ (হস্তী?)
|
অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, পুরুমীঢ়,
|
জহ্নু
|
অজক
|
বলাকাশ্ব
|
কুশ
|
কুশিক
|
গাধি
|
বিশ্বামিত্র আর দুই পুত্র, কন্যা সত্যবতী (পতি ঋচিক)
|
ভৃগুকুল উজ্জ্বলকারী— জমদগ্নি
|
ক্ষত্রিয়-নিহন্তা— রাম

চন্দ্রবংশ কথন। (বিঃ পুঃ ৪,১৯, ৭ অঃ)

ভরত
|
ভরদ্বাজ
|
ভূমন্যু
|
বৃহৎক্ষেত্র
|
সুহোত্র
|
হস্তি
|
অজমীঢ়
|
ঋক্ষ
|
কুরু
(বিঃ পুঃ ৪।৭)
জহ্নু
|
সুজহ্নু
|
অজক
|
বলাকাশ্ব
|
কুশ
|
কুশাম্ব
|
গাধি
|
পুত্র বিশ্বামিত্র, (ইহাঁর মাতা জামাতা দত্ত চরু ভোজনে ইহাঁকে গর্ভে ধারণ করেন)। কন্যা সত্যবতী (পতি ঋচিক)
|
জমদগ্নি (বিশ্বামিত্রের সমবয়স্ক)
|
পরশুরাম

এ পরিচয়ে চন্দ্রবংশীয় ভরত পরশুরামের পিতামহীর ভ্রাতা বিশ্বামিত্রের প্রায় ষোড়শ পিতৃ-পুরুষ হইতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ইহাও উক্ত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের ৮ম পিতৃপুরুষ মূলক পৃথিবী নিঃক্ষত্র হইলে স্ত্রী-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের অধিক কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ভরত যিনি বিশ্বামিত্রের ষোড়শ পিতৃ-পুরুষ, তিনি আবার বিশ্বামিত্রেরই দৌহিত্র। মহাভারতের এ কথায় দ্বারা বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়-পুত্র 'পরশু বা পরশুরাম' চন্দ্রবংশীয় ভরতের মাতুলপুত্র পরিচয় হইতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ যে একই, তাহা প্রসেনজিতের পরিচয়ে দশম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় ভরতের আদি পুরুষ নহুষের ভ্রাতা অনেনা হইতেই সূর্য্যবংশ উৎপন্ন; বিঃ পুঃ ৪।২ এবং চ প্রদর্শনী দেখুন। চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি দিবোদাস তাঁহার কাশীরাজ্য হইতে অগ্নি হৃত হইলে নিজেই বলিয়াছিলেন,—"সূর্য্যকুলোদ্ভব আমি" (কাশীখণ্ড দেখুন)। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজও চন্দ্রবংশীয়; তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পুত্র সেপনি কুলোদ্ভব এবং সূর্য্যবংশীয় ভরতও আর্য্যাবর্ত্তের বা (রামায়ণের গদ্যানুবাদ অনুযায়ী) ধ্রুবসন্ধির পুত্র। পদ্য রামায়ণপ্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিত কৃত্তিবাস বলিয়া গিয়াছেন মহাভারতোক্ত চন্দ্রবংশীয় ও রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরত পৃথক্ নন। এ দুই ভরতের প্রভেদ নিরাকরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু পরশু যে আর্য্যাবর্ত্ত বা ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের পরবর্ত্তী, অন্তত্রেতার আরম্ভের, তাহা পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ আছে বলা যাইতে পারে।

বর দ্বারা সংশোধিত চরু ভোজনে উৎপন্ন জমদগ্নির ও তন্মাতুল বিশ্বামিত্রের জন্ম বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ * হইতে উদ্ধৃত হইল।

"পুত্রার্থী হইয়া পরে ঋচীক সুমতি। ভার্য্যা হেতু চরু করে যতনেতে অতি ॥
সত্যবতী প্রীত হয়ে কহেন তখন। শুন শুন ওহে নাথ আমার বচন ॥
কৃপা কর তুমি মম জননীর তরে। চরু করি দেও নাথ নিবেদি তোমারে ॥
নারীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরু করে সেই বিপ্র করিয়া যতন ॥
শাশুড়ীর জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়ে। আপন কাজেতে যান কাননে চলিয়ে ॥
সত্যবতী-মাতা যবে করেন ভোজন। তনয়ারে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
শুন শুন ওগো বৎসে বচন আমার। পুত্র লাভ বাঞ্ছা হয় ভুমে সবাকার ॥
সর্ব্ব গুণযুক্ত পুত্র লভিবার তরে। তব হেতু চরু বুঝি করেছে সাদরে ॥
মম চরু হতে বুঝি এ চরু তোমার। অবশ্য হয়েছে শ্রেষ্ঠ সার হতে সার ॥
যাহা হোক তুমি মম হতেছ নন্দিনী। আমার বচন রাখ ওগো বিনোদিনী ॥
স্বীয় চরু মোরে তুমি করহ প্রদান। মম চরু লও তুমি কহি তব স্থান ॥
মম গর্ভে যেই পুত্র লভিবে জনম। অখিল অবনী সেই করিবে পালন ॥

* মূল সংস্কৃত শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ থাকিতে পারে। অনুবাদ কেবল ভাবান্তর নয়, বিখ্যাত টীকাকার দিগের ভাব্যানুযায়ী ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। এই জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক স্থলে অনুবাদই উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিপ্রের কুমার হবে যেই মহামতি। ঐশ্বর্য্যে কি কাজ তার ভাব দেখি সতী॥
মাতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ। স্বীয় চরু জননীরে করিল অর্পণ॥
জননীর চরু নিজে করিল আহার। শুন শুন তার পর অতি চমৎকার॥
এ দিকে ঋচীক ঋষি আসি বন হতে। আপন ভার্য্যারে দেখি অতি রোষচিতে॥
কহিলেন, পাপীয়সী শুনরে বচন। দেখিতেছি তব দেহে লাবণ্য যখন॥
নিশ্চয় তখন বুঝি আপন অন্তরে। মার চরু পশিয়াছে তোমার উদরে॥
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি চরুতে মাতার। আরোপিত করেছিনু করিয়া বিচার॥
শান্তি জ্ঞান তিতিক্ষাদি যত গুণ আছে। করেছিনু আরোপিত তব চরু মাঝে॥
বিপরীত কিন্তু তুমি করেছ তাহার। অতএব শুন শুন বচন আমার॥
ক্ষত্রিয় আচারযুত প্রবল নন্দন। তোমার গর্ভেতে আসি লভিবে জনম॥
রৌদ্র অস্ত্র সেই জন করিবে ধারণ। তব মাতৃগর্ভে এক জন্মিবে ব্রাহ্মণ॥
শম গুণ-অবলম্বী হবে সে তনয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরণে বন্দিয়া সতী কহিল তখন॥
শুন নাথ নিবেদন করি গো তোমারে। অপরাধী সত্য আমি তব পদতলে॥
অজ্ঞানে কুকর্ম্ম আমি করেছি সাধন। প্রসন্ন হইয়া বর করহ অর্পণ॥
ক্ষত্রিয় আমার গর্ভে যেন না জনমে। এইরূপ অনুনয় শুনিয়া শ্রবণে॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি করিল স্বীকার। তার পর ঘটে যাহা শুন গুণাধার॥
জমদগ্নি জন্মে সত্যবতীর উদরে। বিশ্বামিত্র জন্মে আসি মাতার জঠরে॥
কৌশিকী তটিনীরূপে সেই সত্যবতী। জগতে বিদিত হন ওহে মহামতি॥
জমদগ্নি রেণুকারে করেন গ্রহণ। রেণুর নন্দিনী সেই বিদিত ভুবন॥
ইক্ষাকু-কুলেতে জন্মে রেণু নরপতি। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি॥
রেণুকার গর্ভে জন্মে শ্রীপরশুরাম। অশেষ ক্ষত্রিয়হন্তা সেই মতিমান্॥
নারায়ণ-অংশে জন্ম জানিবে তাঁহার। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার॥"

বিঃ পুঃ ৪।৭

পরশুপিতা জমদগ্নির এই জন্ম বৃত্তান্ত রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরতের পূর্ব্ব পুরুষ মান্ধাতার জন্মোপাখ্যান-সদৃশ অনৈতিহাসিক বা অতি প্রাচীনকালিক বটে, কিন্তু কেবল সেই জন্ম পরশু যে মান্ধাতার অনতি পরে, কিম্বা সম সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা বলা-যুক্তি সঙ্গত হয়না। আবার রামায়ণানুসারে মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব প্রসেনজিতের 'ঊর্দ্ধতন', কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে তাঁহার 'অধস্তন' বংশীয়; এমতাবস্থায় ভরতের ও মান্ধাতার অগ্র-পাশ্চাত্য স্থির হয়না, তবে ভরতের মাতুলপুত্র পরশু যে অন্তর্দ্ধাপরের শেষের গৌতম ধর্ম্মাবলম্বী প্রসেনজিতের পরে অন্তঃত্রেতার আন্তংশের তাহা পুরাণানুযায়ী প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে পরশু হস্তে নিহত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুরাণোক্ত ও রামায়ণোক্ত পরিচয়ে একথা বিশিষ্টরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে কিনা দেখা যাউক।

পুরাণে উক্ত আছে যে হৈহয়বংশীয় নৃপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র, মাহিষ্মতীপতি অর্জ্জুন সহস্রবাহু বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার সমান বঃ বীর্য্যশালী জগতে কেহ ছিলেননা, তিনি মহাখ্যাত ছিলেন; পরশু রামায়ণ অংশে জন্মিয়া তাঁহার সহস্রহস্ত ছেদন করিয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি নিধন প্রাপ্ত হন। রামায়ণের গদ্যানুবাদে হৈহয়ের ও অর্জ্জুনের নাম আদৌ নাই, কিন্তু তাহা আশ্চর্য্যের বা প্রতিবাদের বিষয় নয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় অনেনার ভ্রাতুষ্পুত্র যযাতি, তৎপুত্র যদু, তৎপৌত্র হৈহয়; মাহিষ্মতী-পতি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয় হইতে নবম পুরুষ, এবং অনেনা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। (বিঃ পুঃ ৪।১১)। ঐ পুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ-পুরুষ অন্তস্ত্রেতার প্রথমের প্রসেনজিৎ-পৌত্র মান্ধাতা, অনেনা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। পুরাণোক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের অবিদিত নাই যে বংশাবলীর অনেক নাম রামায়ণ পুরাণ আদিতে উক্ত নাই, অতএব মান্ধাতা অনেনা হইতে ত্রয়োদশ অপেক্ষা অধিক পুরুষ হওয়া সম্ভব এবং মাহিষ্মতী-পতি অর্জ্জুন-নিধনকারী পরশু যে পুরাণানুযায়ী এই প্রসেনজিতের পরবর্ত্তী অন্তস্ত্রেতার আন্তসন্ধির মধ্যের, তাহা অস্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণ দেখা যায়না। (চ) প্রদর্শনীর প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম ও দশম খণ্ড দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণের গদ্যানুবাদ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের আদি পুরুষ নিমি; ইনি (বুদ্ধ) গৌতম কালিক ছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে ব্যক্ত আছে; রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরতপিতা ধ্রুবসন্ধির (বা আর্য্যাবর্ত্তের) ভ্রাতা প্রসেনজিৎও তাঁহার রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে গৌতম দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পত্ত রামায়ণানুসারে হৈহয় আর্য্যাবর্ত্ত (বা প্রসেনজিৎ) হইতে ৭ম এবং অর্জ্জুন ৮ম অধস্তন পুরুষ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ একাদশ অধ্যায় মতে এ অর্জ্জুন হৈহয় হইতে নবম পুরুষ অর্থাৎ প্রসেনজিৎ হইতে ষোড়শ পুরুষ। এখানে বক্তব্য, রামায়ণে মান্ধাতা এই প্রসেনজিতের পিতামহ, পুরাণে আবার ইহাঁর পৌত্র রূপে উক্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ অপর উদাহরণেরও অভাব নাই; হৈহয় কিম্বা অর্জ্জুনের পরিচয়েরও তদ্রূপ ৪।৫ পুরুষের প্রভেদ থাকা অসম্ভব নয়; এমত অবস্থায় হৈহয়বংশীয় অর্জ্জুনকে গৌতমের অন্ততঃ ১০-১২ পুরুষকাল পরে অবিবাদে ধরা যাইতে পারে। বুদ্ধ-গৌতম খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন; অতএব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হন্তা পরশুরাম নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রের হইতে পারেন না।

অতি প্রাচীন বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণের পদ্যানুবাদে জামদগ্ন্য পরশুকে অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষদিগের প্রথমেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস রামায়ণ-অনুবাদকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। আধুনিক গদ্যানুবাদকগণের প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বের এবং বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে পরশুরামকে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব বংশাবলীর শীর্ষভাগে স্থাপন করিয়াছেন তাহা কখনই অমৌলিক নয়; মূল রামায়ণানুযায়ী, সন্দেহ নাই। প্রকৃতিবাদ

অভিধানানুসারে 'ভৃগুসুত' বাচক শব্দ শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ও পরশুরাম; এবং 'ভৃগু' বাচক "শুক্রাচার্য্য ও জমদগ্নি'। বৃহৎ অমরকোষ অভিধানে শুক্র, দৈত্যগুরু, কবি, কাব্য (কবি পুত্র) উশনস্, ভার্গব (ভৃগুসুত), শুক্রাচার্য্যের এই ৬ নাম পাওয়া যায়। ভৃগু শব্দ এ অভিধানে নাই। ভৃগু-বৈকুণ্ঠ-পতি বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন পুরাণে উক্ত আছে। ইহাঁর আবার বংশ পরিচয় অভিধানে কি থাকিবে? ইহাঁর পদ চিহ্ন বিষ্ণুরই পরিচয়। মহাভারত মতে শুক্রাচার্য্য কবি-পুত্র দৈত্য-গুরু এবং চন্দ্র-পুত্র বুধের বৃদ্ধ প্রপৌত্র (চন্দ্রবংশীয়) রাজা যযাতির শ্বশুর। অন্য মতে শুক্র বা শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। অতএব শুক্রাচার্য্যই যখন-' দৈত্য-গুরু,' 'শুক্র (গ্রহ * পতি), ভার্গব,' 'কবি,' 'কবি-পুত্র' এবং 'মহেশ্বর-অঙ্গোৎপন্ন,' তখন ইনিই ভৃগু নামে বাচ্য হইয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, জমদগ্নি এই ভৃগুবংশীয় না হইলেও ইহাঁর পিতা ঋচীক (ভৃগুনন্দন খ্যাতঔর্বের পুত্র)। ঔর্ব, উর্ব্ব মুনির উরু সঞ্জাত পুত্র; কাহারও ঔরস বা গর্ভজাত নন। ইহাঁর পিতা (উর্ব্ব) ইহাঁকে অগ্নিময়ী মায়া স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই মায়া-প্রভাবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের হিরণ্যকশিপু দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে যে ইনি (ঔর্ব্ব) ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন। এই ঔর্ব্ব প্রপৌত্র জামদগ্ন্যকে যে রামায়ণকার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃপুরুষগণের সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার ও পুরাণেরমর্ম্ম একই। তদ্দারা পরশু যে শ্রীরামচন্দ্রের অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বের, তাহাই স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। রামায়ণে নানা স্থানে জনক আলয়ে হরধনুরক্ষা ইত্যাদির প্রসঙ্গে পরশু বা পরশুরাম যে 'বুদ্ধ-গৌতম' সদৃশ পুরাকালিক, তাহা প্রকাশ আছে। বুদ্ধ-গৌতমের নাম যেমন পুরাণে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মধ্যে প্রথমে ও জমদগ্নি তৎপরে, এবং উত্তমজ মনুর পুত্র মধ্যে পরশুর নাম উল্লেখ আছে, তেমনই নারায়ণ, মরীচি ও সূর্য্য পিতা কশ্যপের পূর্ব্বে, পরশুর নাম পদ্ম রামায়ণেও উক্ত আছে। দেবীভাগবত মতে ঊনবিংশ ত্রেতায় পরশুরাম; তার পর শ্রীরামচন্দ্র। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বানুসারে চতুর্ব্বিংশ ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র। পরশু যে বুদ্ধ গৌতমের পরবর্ত্তী অন্তত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের বহুকাল পূর্ব্বের, তাহা রামায়ণে এবং ভারত পুরাণ আদিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ আছে, বলা যাইতে পারে।—

"মহানন্দি সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো।
মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরামইবা পরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা॥"

বিঃ পুঃ ৪।২৪।৪

এই শ্লোক দ্বারা পুরাণকার বলিয়াছেন, মহাপদ্মনন্দ 'পরশুরামের সদৃশ অপর পৃথিবী-নিঃক্ষত্রকারী হইবেন।' মহাপদ্মনন্দ যে পৃথিবী নিঃক্ষত্র করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণের কোন স্থানে প্রকাশ নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন তাঁহার কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে 'ক্ষত্রান্তকারী' শব্দের স্থলে 'বীর' ব্যবহার

* নবগ্রহস্তোত্র হইতে উদ্ধৃত—
"হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥"

করিয়াছেন। বাস্তবিক 'ক্ষত্রান্তকারী' অর্থে 'বীর'ই হওয়া সম্ভব। 'ক্ষত্র' * অর্থে 'যুদ্ধ-ব্যবসায়ী' বা 'যোদ্ধা', যোদ্ধ্‌ধ্বংসকারী অর্থে 'বীর', এবং 'পৃথিবী নিঃক্ষত্রকারী'-অর্থে-'মহাবীর' বুঝা যায়। এক্ষণে পরশুরাম নন্দের পূর্ব্বে কি পরে, দেহ-ধারণ করিয়াছিলেন, এ কথার মীমাংসা আবশ্যক। উপরোদ্ধৃত শ্লোকের আভাসে তিনি মহাপদ্মনন্দের পূর্ব্বের কি পশ্চাতের, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের বা তাৎকালিক কিম্বা কিঞ্চিৎ পরের হইলেও পুরাণ সপ্রমাণিত হয়, এবং তাঁহার সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল অস্তস্রোতার আস্ত-সন্ধি মধ্যে হয়। পরন্তু পৃথিবী নিঃক্ষত্র করিয়াছিলেন, পুরাণে উক্ত আছে; কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের বা জম্বুদ্বীপের বাহিরে শাকদ্বীপ আদি অপর স্থানীয় গর্ব্বিত বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই 'পৃথিবী' অর্থাৎ মর্ত্ত্যপাতাল-নিঃক্ষত্রকারী আখ্যাত হইয়াছেন। গ্রীসদেশীয় ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বের কিয়ৎ কাল পরে ম্যাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত বিজয়ার্থে আসিয়াছিলেন, (খৃঃ পূঃ ৩২৭, শক পূঃ ৪০৫। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দেখুন) তখন পরশুনামে এক বীর তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি বীরত্ব দ্বারা তাঁহাকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য করতঃ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষায় Porus নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু পরশু নাম ভাষান্তরে এরূপ লিখিত হওয়া অসম্ভব নয়। ইনিই পুরাণোক্ত পরশু বা পরশুরাম। পুরাণ আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে এত পূর্ব্বে ভারতে বর্ণভেদ ছিলনা। ইহাঁর দ্বারা দেশীয় ও বিদেশীয় অগণ্য বীর পুনঃ পুনঃ নিহত হওয়ায় ইনি 'পৃথিবী-নিঃক্ষত্রকারী' আখ্যাত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাঁহইতেই পরশুপুর (এক্ষণকার পেশোয়ার) যেখানে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী কনিষ্কের বা শকাদিত্যের রাজধানী ছিল। ইহাঁর সিংহাসনে আরোহণ হইতে ভারতে শকাব্দা প্রচলিত হইয়াছে। পেশোয়ারের পূর্ব্ব নাম পুরুষপুর ছিল, ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন। পুরুষপুর, পরশুপুরের অপভ্রংশ মাত্র নিশ্চয়ই বলা যায়। শক পূর্ব্বে মহারাজ চক্রবর্ত্তী-দিগের মধ্যে কেহ, কিম্বা অপর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি 'পুরুষ' নামীয় ছিলেননা। পুরুষ-দ্বারা-নির্ম্মিত পুরীরই নাম 'পুরুষপুর' হইতে পারিত। এই পরশুই পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে প্রবেশ অবরোধ করিয়াছিলেন এবং এই প্রদেশই তৎকালে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, বা পশ্চাতে হইয়াছিল। এ নগরী তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত, অপর কাহারও দ্বারা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। 'পরশুপুর' যে সচরাচর সাধারণের দ্বারা 'পুরুষপুর' উচ্চারিত এবং কালক্রমে পুরুষপুর হইতে অবশেষে 'পেশোয়ার' নামে অপবর্ত্তিত হইতে পারে, তৎপ্রতি ধীমান্ মহোদয়েরা সন্দেহ করিবেন না, ভরসা হয়। গ্রীস-দেশীয় ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে পরশু তাঁহার দুই পুত্র সহ মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে ঐ পুত্রদ্বয় নিহত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ২০ বর্ষের ঊর্দ্ধ না হইলেও জ্যেষ্ঠটীর অন্যূন ২৩।২৪,

---

* অমরকোষে 'ক্ষত্র' 'ক্ষত্রিয়' ও 'ক্ষত্রিন' শব্দের অর্থ মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ভূপ) রাজন্য, বাহুজও বিরাজ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,-আর্য্যগণের মধ্যে "যাঁহারা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়" নামে অভিহিত হইতেন।

এবং পরশুর সে সময়ে ৪৫ হইতে ৫০ বর্ষের মধ্যে বয়স হওয়া সম্ভব। তাঁহার আবির্ভাব (খৃঃ পূঃ ৩২৭ সহ ৫০ বর্ষ যোগে) অনুমান খৃঃ পূঃ ৩৭৭ অব্দে এবং (খৃঃ পূঃ ৩৭৭ বিযুক্ত ৬৫ বর্ষ) অনুমান খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের মগধ সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পূর্ব্বে, তাঁহার তিরোভাব হইয়া থাকিবে, নচেৎ চন্দ্রগুপ্তের মগধ অধিকার আরও বিলম্বে হইত। খৃঃ পূঃ ৩২৭ হইতে ৩১৫ মধ্যে পরশুপুর নির্ম্মাণ হইয়া থাকিবে, ইহার পূর্ব্বে নয়; যেহেতু গ্রীস দেশীয় ইতিহাসে এ নগরীর নাম উল্লেখ নাই। পরশুর তিরোভাবের পর সম্ভবতঃ ইহা প্রতিভাহীন বা অপর রাজ্যান্তর্গত হওত অবশেষে শকাদিত্য কনিষ্কের রাজধানী হইয়াছিল। এই পৃথিবী-নিঃক্ষত্রকারী বীর পরশুর বা বুদ্ধ-গৌতমের জীবন বৃত্তান্ত পুরাণে নাই, তাহার কারণ ইহাঁরা পুরাণকার বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রেরই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের, রামায়ণে ব্যক্ত আছে, এবং ইতিমধ্যে ত বিদেশীয় উপদ্রব ও দেশীয় বিপ্লব অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বুদ্ধ-গৌতমের জীবনচরিত চীন, তিব্বত, সিংহল আদি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী স্থানে যা কিছু আছে, তাহা তাঁহার জন্মভূমি ভারতে ইতিপূর্ব্বে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়দিগের ন্যায়পরতা, গুণগ্রাহিতা ও অধ্যবসায় ধন্য; এক্ষণে তাঁহারা নানা ভাষা হইতে ঐ সকল বৃত্তান্ত বহু যত্নে সঙ্কলন করতঃ গৌতম প্রসবিনী ভারতভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালিক মগধাধিপতি রাজাদিগের বংশাবলী পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে বটে, কিন্তু যত দিন ইহাঁরা ভুবনবিখ্যাত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, তত দিন ইহাঁদের বংশপরিচয় স্তুতিপাঠক রাজ-কবি দ্বারা লিপিবদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই। মগধরাজ পুলোমার পরবর্ত্তী পুরাণোক্ত বৃত্তান্ত সকল ততদূর প্রতীতি-যোগ্য নয় (দশম পরিঃ চ প্রদর্শনী দেখুন); তাহার কারণ হয়ত, তৎকালাবধি মগধ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, এজন্য উপরোক্ত প্রকারে সে সমস্ত ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ ছিলনা কিম্বা পুরাণের প্রতিলিপি যাহা মূল বলিয়া ইদানীং গণ্য হইতেছে তাহা অশুদ্ধ থাকিতেও পারে। অন্তস্রোতার প্রথমের পুরাণোক্ত অবতার পরশু বা পরশুরামের দেহধারণকাল অনুমান শক পূর্ব্ব ৪৫৫ হইতে ৩৯০, খৃঃ পূঃ ৩৭৭ হইতে ৩১২, সম্বৎ পূর্ব্ব ৩২০ হইতে ২৫৫ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে। সম্বৎ পূর্ব্ব ৪৫৩ খৃঃ পূঃ ৫১০ ও শক পূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দে অন্তর্দ্বাপর শেষ (নবম পরিচ্ছেদের ঙ প্রদর্শনী দেখুন)। তৎপরে অন্তস্রোতার আদ্য-সন্ধি ৩০০ বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ পূর্ব্ব ১৫৩, খৃঃ পূঃ ২১০, শক পূর্ব্ব ২৮৮ পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যেই পরশু বা পরশুরাম জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণমতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। দ্বা-পর ও অন্তস্রোতা একই; তদ্ধেতু ইহার সন্ধিকাল ২০০ বর্ষ গণিত হইলেও সেই সন্ধি মধ্যেরই পরশু হয়েন অর্থাৎ সম্বৎ পূর্ব্ব ৪৫৩ হইতে ২৫৩, খৃঃ পূঃ ৫১০ হইতে ৩১০, এবং শক পূঃ ৫৮৮ হইতে ৩৮৮ মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তদগ্রে বা তৎপশ্চাতে তাঁহার দেহ-ধারণের কোন প্রমাণ নাই।

পরিশিষ্ট।

পুরাণে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন বৃত্তান্ত নাই। পুরাণ সকল রূপক, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত। হইতে পারে, ম্যাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারই 'মাহিষ্মতীপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র' ('কৃতবীর্য্য' শব্দের অর্থ-'যিনি বীরত্ব দেখাইয়াছেন' বা 'যাঁহার বীর্য্য ধ্বনিত হইয়াছে') 'অর্জ্জুন' খ্যাত কার্ত্তবীর্য্য নামে অপ্রকাশ ভাবে পুরাণে উক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত মহোদয়েরা বলেন নর্ম্মদানদী-তীরস্থ 'চুলিমহেশ্বর' নগরের পূর্ব্ব নাম 'মাহিষ্মতী' ছিল, কিন্তু 'মাহিষ্মতীর' অপভ্রংশ চুলিমহেশ্বর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; 'চুলিমহেশ্বর' নামের উৎপত্তি 'দেবমন্দির স্থাপন বা অপর ঘটনা' হইতে হইয়া থাকিবে, 'মাহিষ্মতী' নামের সহিত কোন সম্বন্ধ দেখা যায়না। 'মাহিষ্মতী' ('সি' স্থানে 'হি' এবং 'ডন' স্থলে 'ষ্মতী' প্রয়োগ-পূর্ব্বক) 'ম্যাসিডন' অর্থে পুরাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। নর্ম্মদানদী-তীরস্থ প্রদেশ যে পুরাণের স্থানে স্থানে 'পাতাল' (অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের পশ্চিম সীমার বাহিরস্থ ভূ-ভাগ, যে দিকে ভারতের সূর্য্য অস্তমিত হয়েন) বা 'অধোভুবন' বোধক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যিনি পুরাণের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি অবশ্য অবগত আছেন। প্রকৃতিবাদ অভিধানে ব্যক্ত আছে যে, নর্ম্মদানদীর অপর নাম রেবা 'শিষ্টপ্রয়োগ' মতে ("রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবি মে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।") এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত তলে বিশীর্ণা হইয়াছে। বায়ু-পুরাণ অনুসারে ইহা ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নির্গত। এই নর্ম্মদা প্রদেশেরই নাম নাগপুর এবং এই প্রদেশস্থ মহানগরের নামও 'নাগপুর'। নাগপুর ও ছোট নাগপুর দুই পার্শ্বাপার্শ্বি প্রদেশ। এই প্রদেশ সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে "ভাগীরথী শিবজট হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া হেমকূট, মন্দার, কৈলাস, হিমালয় অতিক্রম করিলে স্থলীল* বা শলীন নামে এক দানব পর্ব্বতরূপে তাঁহাকে রোধ করিল। ভগীরথ কৌশিকের† আরাধনা করিয়া বাহন নাগ প্রাপ্ত হন। সেই নাগ ঐ পর্ব্বতরূপী দৈত্যকে বিদীর্ণ করিয়াছিল। সেই স্থলই নাগপুর। গণ্ডওয়ান প্রদেশে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যমধ্যে নাগপুর নামে এক বৃহৎ রাজধানী আছে। ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া নাগ নামে এক নদ গমন করিয়াছে; তাহার নামানুসারে এই নগর নাগপুর নামে খ্যাত হইয়াছে"। অমরকোষ অভিধানে ("অধোভুবন-পাতাল-বলিসদ্ম রসাতলং নাগলোকো") 'পাতালের' প্রতিবাক্য 'অধোভুবন' 'নাগলোক' ইত্যাদি। প্রকৃতিবাদ অভিধানে নাগপুর অর্থেও 'পাতাল' আছে। পারস্যদেশ ভারতের পশ্চিম সীমার বাহিরে অর্থাৎ পাতালস্থিত। প্রাচীন পারশিকেরা বা পারশীরা যুদ্ধ পতাকায়, বাসস্থানের বহির্দ্বারের উপরে এবং অন্যান্য স্বধাম প্রকাশক স্থানে নাগ (সর্প) মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া রাখিতেন। পারস্য ইতিবৃত্তে ব্যক্ত আছে যে পারশীরা প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে প্রাধান্য স্থাপন করতঃ তথা হইতে কর স্বরূপ স্বর্ণ পাইতেন। সম্ভবতঃ ইহাঁরা পশ্চাতে ক্রমে মধ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

---

* এ দানব কে? ইহার রূপক অর্থ নিশ্চয়ই আছে।

† কৌশিক অর্থে কুশায়ু বা কুশিকপুত্র ইন্দ্রমাগী গাধি বা তৎপুত্র বিশ্বামিত্র।

যাঁহারা ছোট-নাগপুর অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা তত্রস্থ পুরাতন ভূ-স্বামীদিগের আবাস দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে নাগ-চিত্র দর্শন করিয়া থাকিবেন। এই না 'নাগলোক বা পাতালের' চিহ্ন? কেহ কেহ বলেন,—

> শিশুনাগবংশীয় মগধ রাজগণের অধিকারকালে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। "এই দুর্গই ভবিষ্যতে পাটলিপুত্রনগরে পরিণত হয়। ক্রমে পাটলিপুত্র মগধের, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান নগর হইয়া উঠে। কথিত আছে সেকেন্দরের পঞ্জাবে অবস্থিতিকালে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন, এবং অনেকদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া গ্রীকদিগের যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করেন। সেকেন্দর স্বদেশে প্রতিগমন করিলে পর, চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন, এবং কুটিলরাজনীতিবিৎ চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশধ্বংস করতঃ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দ।"

এই পাটলিপুত্র (এক্ষণকার পাটনা) নামের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গেলে, বুঝা যায় যে, এ পুরীর স্থাপয়িতা নাগবংশীয় হওয়ায় কিম্বা চন্দ্রগুপ্তের পত্নী গ্রীসদেশীয়া 'পাতালী' থাকায় তৎ-পুত্রগণ পাতালীপুত্র এবং তাঁহাদের রাজধানী 'পাতালীপুরী' বা 'পাতালীপুত্রপুরী' নামে পূর্ব্বকালে খ্যাত ছিল; পশ্চাতে 'পুরী' শব্দ লুপ্ত হইয়া 'পাতালীপুত্র' মাত্র রহিয়া গিয়া থাকিবে, অনুমান হয়। উদাহরণ,—'জগন্নাথক্ষেত্র' বা 'জগন্নাথ-পুরী' আদি-নাম হইতে এক্ষণে 'জগন্নাথ' বা 'পুরী' কিম্বা 'শ্রীক্ষেত্র' হইয়াছে। ঐ পাতালীপুত্র যাহার কিয়দংশের নাম পুষ্পপুর বা কুসুমপুর ছিল, তাহারই অপভ্রংশ 'পাটলিপুত্র' *। পাটলিপুত্র হইতে 'পাটনা' হইয়াছে, সন্দেহ নাই; নচেৎ নাগবংশীয় রাজগণের পুরীর, কিম্বা (মুরাগর্ভজাত ইত্যর্থে) মৌর্য্যবংশীয় মগধনৃপতিগণের রাজধানীর নাম 'পাটলিপুত্র' হইবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

নর্ম্মদাপ্রদেশ যে পুরাণে 'পাতাল' স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত বাহন-নাগের উপাখ্যানে এবং অন্যত্র তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব পাতালস্থ ম্যাসিডন নাম গুপ্ত রাখিয়া পুরাণকার তদর্থে নর্ম্মদা-তীরস্থ 'মাহিষ্মতী' নাম ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, অনুমান হয়।

অমরকোষ অভিধানে 'অর্জ্জুন' অর্থে-"বৃক্ষ বিশেষ, তৃণ, শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, পাণ্ডুর,"-ইত্যাদি; মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বিরাট-পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে আমি সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বদা নির্ম্মলকার্য্য করিয়া থাকি, সেই জন্য লোকে আমাকে অর্জ্জুন কহিয়া থাকে। কার্ত্তবীর্য্য ঐরূপে অর্জ্জুন আখ্যাত হইয়াছিলেন, পুরাণে ব্যক্ত আছে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার অর্জ্জুন নামে অভিহিত

---

* এ নগরের আর এক নাম (Palibothra) 'পালিবথ্র, বা 'পালিবত্র' ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সংজ্ঞা গ্রীকদিগের দ্বারা লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। বিবেচনা হয়, ইহা 'পালিবর্ত্ত' শব্দের অপভ্রংশ। মাগধী প্রাচীন ভাষার নাম 'পালি'; অতএব মগধের রাজধানীর নাম 'পালিবর্ত্ত' থাকা সম্ভব। পালিবর্ত্ত অর্থে 'পালিভাষার বা পালিভাষীদিগের স্থান'।

হওয়া সংশয়ের বিষয় নয়। এই অর্জ্জুন যযাতির প্রপৌত্র। ইনি নর্ম্মদায় ক্রীড়া কালে রাবণকে বিনা অপরাধে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করতঃ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, পুরাণে উক্ত আছে; ইহা হইতে পাতালস্থ মিসরদেশীয় এক শাসনকর্ত্তার প্রতি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অত্যাচারের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের 'সহস্র-হস্তচ্ছেদনের' মর্ম্ম অনুমান হয়, আলেকজাণ্ডারের 'অদ্বিতীয়-বীরত্বের-দর্প চূর্ণ' মাত্র। আবার কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য, এ দেশীয় এত প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রকৃত নৃপতি হইলে তাঁহার সম্বন্ধে পুরাণে বিস্তারিত ও বিশেষ বিবরণ থাকিতই থাকিত। মহাপদ্মনন্দের সন্তানদিগের ধন ঐশ্বর্য্যের প্রবাদ শুনিয়া,—মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া পরশুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কার্ত্তবীর্য্যও তাৎকালিক তাহা পুরাণোক্ত বংশাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে; অতএব কার্ত্তবীর্য্যই আলেকজাণ্ডার না হইলে, গ্রীস দেশীয় ইতিহাসেও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম উল্লেখ থাকিত। যাহা হউক আলেকজাণ্ডারই 'কার্ত্তবীর্য্য' নামে পুরাণে গুপ্তভাবে উক্ত থাকুন বা না থাকুন, পরশুই যে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। পুরাণের অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তস্ত্রেতার 'অগ্নি'-অবতার খ্যাত কপিলদেবের এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ধন্বন্তরির ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[কপিল কে? ধন্বন্তরি কে? কখন তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন? এই কলিযুগের বা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন না তাহার প্রমাণ কি?]

শ্রীমদ্ভাগবত মতে—"কপিল পঞ্চম অবতার *। ইনি নষ্ট প্রায় নিখিল তত্ত্ব শাস্ত্রের নিশ্চিতি সাধন সাঙ্খ্য-শাস্ত্র প্রচার করেন। রামায়ণে-ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব হরণ করতঃ ইহাঁর পার্শ্বে রক্ষা করেন।" ইনি সগর রাজার ষষ্টি সহস্র সন্তানকে কোপানলে ভস্মীভূত বা

---

* পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কাল বিপ্লুতং।
প্রোবাচ সুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং॥
ইতি শ্রীভাগবতং।

নিধন করেন। "ইনিই অগ্নি অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ"। শিষ্টপ্রয়োগ-"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাঙ্খ্যযোগ প্রবর্ত্তকঃ।" ইহাঁর আর এক নাম অগ্নি। ভাগবতে উক্ত আছে যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে স্বায়ম্ভুব মনু-কন্যা দেবহূতি গর্ভে এই কপিলের জন্ম। স্বায়ম্ভুব-মনু-পুত্র প্রিয়ব্রত উল্লিখিত কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (বিঃ পুঃ ২।১)। এ পরিচয়ে ইনি কলির প্রায় দ্বিশতকোটী বর্ষ এবং সগর রাজার তদধিক বর্ষ পূর্ব্বের হয়েন। বলা বাহুল্য, এ ঐতিহাসিক কালের বহির্ভূত কথা এবং এ পরিচয় ঐতিহাসিক কাল নিরূপণোপযোগী নয়; কিন্তু ভাগবত উক্তির গূঢ় মর্ম্ম এই হইতে পারে যে, মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি লোপ হইলে, যথাদি কাহারও গর্ভজাত বা কাহারও দ্বারা উৎপাদিত না হইয়া, যেমন (স্বায়ম্ভুব) স্বয়ং উৎপন্ন হন, তদ্রূপ নিখিল তত্ত্ব-শাস্ত্র লুপ্ত প্রায় হইলে, কপিলমুনি বিনা গুরু-উপদেশে বা অপরের সাহায্যে, স্বীয় বুদ্ধি-বলে পুনঃ সৃষ্টিবৎ এ শাস্ত্রের নূতন রূপ উদ্ভাবন করতঃ সাঙ্খ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সেই জন্য পুরাণকার ইহাঁকে রূপকভাবে স্বায়ম্ভুবমনুর দৌহিত্রের ন্যায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর পিতা মাতার নামেরও অর্থ আছে। কপিলমুনি কৃত সাঙ্খ্যের পরে যে, সাঙ্খ্যযোগশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত এবং পুরাণকার বেদব্যাস যে সাঙ্খ্য যোগশাস্ত্রের অনুগামী ছিলেন, তাহা মহাভারত পুরাণ আদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে; অতএব ভাগবত মতেও যখন তত্ত্ব-শাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইলে কপিলমুনি সাঙ্খ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তখন ইনি বেদব্যাসের অগ্রে হইলেও কলির পূর্ব্বের কখনই হইতে পারেননা; কলির মধ্যেরই হন। এক্ষণে ইনি অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধ-গৌতমের অগ্রে কি পশ্চাতে তাহার অবধারণ আবশ্যক।

পূর্ব্বকার পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রায় সকলেই স্থির করিয়াছেন যে কপিল, গৌতমের অগ্রে। এ গৌতম কি 'বুদ্ধ-গৌতম'? তা নয়। যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন যে ইহা নিশ্চয়ই ভুল। হয়ত কেহ কেহ ইহা অলীক বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য বা উপহাস্য করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ গুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিয়াছেন, ভরসা হয়, তাঁহারা বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি ইদানীন্তন বিখ্যাত বিদ্বান্ লেখকদিগের ন্যায় নিঃসন্দেহ স্বীকার করিবেন, পুরাণোক্ত যে 'দ্বাপর' আদিতে বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-গণ বিরাজ করিয়াছিলেন, তাহা 'দৈবান্তর্যুগ' নয়,-কলিরই অন্তর্গত। বুদ্ধদেব,-যে দ্বাপরের শেষের, তাহা কলির অন্তর্দ্বাপর এবং অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্ববর্ত্তী। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দশম পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে ভরসা হয়; অতএব অন্তস্ত্রেতার সগররাজ সন্তানগণের সমকালিক কপিলমুনি বুদ্ধ-গৌতমের পরেই ছিলেন জানা যাইতেছে, পূর্ব্বে নয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহাশয়েরা, যে ত্রেতায় (অন্তস্ত্রেতায়) সগররাজ ও কপিল তাহা 'দৈবান্তর্যুগ' জ্ঞানে অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভব করিয়া কপিলকে অন্তর্দ্বাপরের বুদ্ধ-গৌতমের অগ্রের বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়া থাকিবেন, বুঝা যাইতেছে। কপিলমুনির আবির্ভাব যে বুদ্ধদেবের পশ্চাতে হইয়াছিল, তাহার অপর প্রমাণও আছে। 'নষ্ট প্রায় নিখিল তত্ত্ব-শাস্ত্রের নিশ্চিতি সাধন' কপিলমুনির দ্বারা হইয়াছিল; এই ভাগবত উক্ত 'নষ্ট প্রায়

তত্ত্ব-শাস্ত্রের' প্রণেতা কে? যিনিই হউন, তিনি কপিলমুনির অগ্রের, তাহা ভাগবতকারেরই উপরোদ্ধৃত বাক্যে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। ইনি সর্ব্ব প্রথম তত্ত্ব বা দর্শন-শাস্ত্র প্রণেতা নন। অমর-কোষে কপিলমুনির নাম নাই। এ অভিধানে 'দর্শন' বাচক শব্দ ("নির্ব্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণং") 'নির্ব্বর্ণন, নিধ্যান, আলোকন ও ঈক্ষণ।' নির্ব্বর্ণন 'দর্শনের' প্রথম নাম। এ শব্দের উৎপত্তি 'নির্ব্বাণ' হইতে। নির্ব্বাণতত্ত্ব বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা সাধিত হইয়াছিল, পণ্ডিত মহোদয়-দিগের অবিদিত নাই। এই গৌতমের শিষ্য প্রসেনজিৎ, বিষ্ণু-পুরাণ মতে সগর-রাজের অনেক পুরুষ পূর্ব্বের (দশম পরিচ্ছেদে চ প্রদর্শনী দেখুন); অতএব কপিলমুনি, বুদ্ধ-গৌতমের বহুকাল পরের প্রমাণিত হইতেছে। দশম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধির প্রথম অংশে বুদ্ধ-গৌতমের এই নির্ব্বাণমত প্রকাশ আছে, যথা—"হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী; অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও!" এই না 'নির্ব্বাণ' মুক্তির প্রার্থনা? উক্ত সন্ধ্যাবিধিতে ইহার পরে সাঙ্খ্যযোগানুযায়ী প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে, দেখা যাইতেছে। সাঙ্খ্যযোগ অবশ্য পতঞ্জলি দ্বারা উদ্ভাবিত এবং পতঞ্জলি সাঙ্খ্যকার কপিলের পরবর্ত্তী, কিন্তু কপিল বা পতঞ্জলি নির্ব্বাণ-তত্ত্ব প্রদর্শক বুদ্ধ-গৌতমের নিশ্চয়ই পূর্ব্বের নন। কপিলমুনি মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব অনুসারে কুরুরাজ যাঁহা হইতেকুরুক্ষেত্র,-তাঁহার বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ভ্রাতা; কাশীরাজ ধন্বন্তরির খুল্ল-প্রপিতামহ, এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজ পুরোহিত (বুদ্ধ-গৌতম মতাবলম্বী গোতম-পুত্র) শতানন্দের মাতামহের সপ্তম বা অষ্টম পিতৃ-পুরুষের পরিচয়। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী ইনি কাশীরাজ ধন্বন্তরির বৃদ্ধপ্রপিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বোক্ত খুল্ল-প্রপিতামহ-পরিচয়ই হয়েন। এ পরিচয়ে রামায়ণোক্ত সগর সন্তানগণ—নিধনকারী কপিল যে ইনিই এবং শতানন্দ-পিতা গৌতমেরও পূর্ব্বকালিক, তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত হইতেছে; (চ প্রদর্শনীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড দেখুন)। শতানন্দ-পিতা গৌতম যে বুদ্ধ-গৌতম নন, তাহা দশম পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয়েরা সর্ব্ব কালে নিজ নিজ বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধির প্রাধান্য স্বদেশের ইতিহাসে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভারতের পুরাতন রাজ-স্তুতিপাঠক ভট্টকবিদিগের রচনা সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, স্বদেশীয় দর্পপূর্ণ ইতিহাসও প্রাচীন ভারতের নাই; কিন্তু বিদেশীয় পুরাবৃত্তেই ভারতের পূর্ব্বকালীন অসাধারণ গৌরব ঘোষিত হইয়া রহিয়াছে। 'ভারতভূমি' বোধক পারশীক ও ইব্রীয় শব্দ হুন্দ্ অর্থেই "বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব ইত্যাদি *"। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 'গৌতম-বুদ্ধ' পৃথিবীস্থ অনেক দেশে দেবতা-তুল্য অদ্যাবধি পূজিত। ইনি কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষভাগে খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন, তাতার

* ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর দ্বারা ভারতী নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 'হিন্দুশব্দ তত্ত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধ অথবা ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী ১ম খণ্ড দেখুন।

প্রভৃতি দেশীয় পুরাবৃত্ত লেখকেরা ১ম বুদ্ধকে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় সপ্তরত্ন যাঁহারা তদ্দেশীয় পুরাবৃত্তানুসারে খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ট শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে থেলস্, পিটাকস্, বায়স প্রভৃতি কয়েক জন দার্শনিকও ছিলেন, ইহাঁরা কেহই বুদ্ধতুল্য প্রভাবশালী ছিলেন না। বুদ্ধ জগতের সর্ব্ব-প্রথম ধর্ম্ম প্রদর্শক ও সর্ব্ব-প্রধান দার্শনিক। বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতে আরও দার্শনিক ও পণ্ডিত ছিলেন, বুদ্ধ-চরিতে ব্যক্ত আছে; তাঁহাদের কয়েক জনের নামও উল্লেখ আছে, এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়ও ভারতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টটল্, প্লেটো ও সক্রেটিস্ প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর। ইহাঁরা বুদ্ধ-গৌতমের প্রায় দুইশতবর্ষ পরের।

ভারতস্থ মগধাধিপতি মহাপদ্ম নন্দের পুত্রদিগের দেহাবসানে, পণ্ডিত চাণক্যের ষড়যন্ত্রে, চন্দ্রগুপ্ত মগধ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই চাণক্য (বিষ্ণু গুপ্ত-বা শর্ম্মাও ইহাঁকে কহা যায়), খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর প্রাগুক্ত গ্রীসদেশীয় দার্শনিকদিগের কিঞ্চিৎ পশ্চাতের। ইনি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নীতি-শাস্ত্রকার ছিলেন, অনুমান * হয়। চাণক্য কৃত মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহসন্ধি ইত্যাদি বিষয়ক হিতোপদেশবিশিষ্ট পঞ্চতন্ত্র নামক নীতিগ্রন্থ নানা প্রাচীন ভাষায় প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। দ্বাবিংশতিশতাধিকবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাচ অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্র চাণক্যের হিতোপদেশ বাক্য-সমূহের আদর হ্রাস হয় নাই। যু, গ্রীক আদি যাবনিক পুরাতন গ্রন্থে ব্যক্ত আছে যে, ভারতীয় উপন্যাস (হয়ত এই পঞ্চতন্ত্র) অবলম্বনে গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত ঈশপ মহোদয়ের উপন্যাসাবলী (Æsop's-fables) সঙ্কলিত হইয়াছিল। কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, যে এক 'ঈশপ' মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন চরিত প্রণেতা; অপর 'ঈশপ' খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীর, ইহাঁর জন্মস্থান নিরূপিত হয় নাই, ইনিই উপন্যাস লেখক। এই সকল মতামতের বিচার এখানে অনাবশ্যক, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থকার 'পঞ্চতন্ত্র' খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'ওলিম্পিয়ড্' (Olympiad) নামক গ্রীসদেশীয় মেলা যদ্দারা প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল অবধারিত হইয়াছে, তাহা চাতুর্বার্ষিক বলিয়া ব্যক্ত আছে, কিন্তু গ্রীক ভাষায় 'হোরা' ভিন্ন 'ঋতু' ও 'বর্ষ' বোধক পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ছিলনা, অতএব 'ওলিম্পিয়ড্' ৪ ঋতু অন্তর অর্থাৎ বর্ষে বর্ষে, কিম্বা ৪ বৎসর অন্তর হইত কিনা তাহাই সন্দেহ। আবার ইংরেজী মতানুসারে পুরাণ বা পুরাকালীন ইতিবৃত্ত (Aucient history) অর্থেই যখন ("History of tho world down to tho fall

---

* রাজর্ষি (Solomons Proverbs) 'শলোমন হইতে পরম্পরাগত বাক্য'-আদি হিতোপদেশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের 'পুরাতন নিয়ম' (Old Tostament) মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এ উপদেশ সমূহ শলোমনের দেহান্তরের কতকাল পরে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলা যায়না। ইংরেজী 'Provorb' শব্দ ব্যবহারেই বুঝা যায়, অনেক পশ্চাতেই হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে উপকথার দ্বারা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি অর্থনীতি ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ থাকায় "পৃথিবীর বহু ভাষায় এ গ্রন্থ অনুবাদিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত"।

of Rome, 476 A. D." *) '৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমরাজ্য পতনের পূর্ব্বের পৃথিবীর ইতিবৃত্ত', তখন রোমরাজ্য পতনের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন ঘটনা সকলের আনুমানিক কাল সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা বৃথা; মতভেদ থাকিবেই থাকিবে। এমত স্থলে, চাণক্য ঈশপের অগ্রেই হউন বা পশ্চাতেই হউন, রোম নগর (খৃঃ পূঃ অনুমান ৭৫০) নির্ম্মাণেরই ৪শত বর্ষ পরে, ও ভারতের এক্ষণকার অধিপতি ইংরেজ-দিগের স্বদেশ ব্রীটেন কিছু কাল যে বিশাল রোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই রোম রাজ্য পতনের প্রায় ৭শত বর্ষ অগ্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে) তিনি যে জীবিত ছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই।

প্রাগুক্ত চাণক্যের দ্বারা মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মগধরাজ অশোকবর্দ্ধন কলির অষ্টাবিংশ ও উনত্রিংশ শতাব্দীর মধ্যে, দ্বা-পরের প্রথম অংশে গ্রীস মিসর তাতার কোরিয়া সাইবিরিয়া চীন প্রভৃতি "পৃথিবীর যে যে স্থান ভারতবাসীদিগের তৎকালে বিদিত ছিল, সেই সকল দেশেই" বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারক "যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন বাহ্লীক (তাতার দেশের অন্তঃপাতী বল্খ্) দেশীয় গ্রীকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়"। এই ভারত হইতেই জগতে 'ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ' (যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে) সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে কিম্বা আসিয়াস্থ খৃষ্টিয়ানদিগের দ্বারা 'ধর্ম্ম-প্রচারের প্রথা' সৃজিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারক (Christian Missionary) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকের অনুকরণ মাত্র †।

এই অশোকবর্দ্ধন "ধর্ম্মপ্রচার ও তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য 'ধর্ম্ম মহামন্ত্রী' (Primo minister of Religion) উপাধি দিয়া এক মন্ত্রীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" অতএব বলা যাইতে পারে যে রাজ-ধর্ম্মমন্ত্রী নিয়োগের প্রণালীও ভারতেই সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ হইয়াছিল; পৃথিবীর অন্য স্থানে ইহার পূর্ব্বে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকর্ত্তা মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের মৃত্যুর দ্বি-শতাধিক বর্ষ এবং বুদ্ধদেবের পঞ্চশতাধিক বর্ষ, পশ্চাতে জগতের দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা, পরম পূজনীয় যীশুখ্রীষ্টদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, ৩৩ বর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প জীবনের শেষ ভাগের কিছু দিন মধ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নিস্তেজ অবস্থায় তিনি যে পবিত্র ঈশ্বরভক্তি পূর্ণ ও মানবের একাগ্র ভ্রাতৃভাবাকীর্ণ ধর্ম্মনীতির প্রবলস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তীক্ষ্ণবেগে অদ্যাবধি মানব-প্রকৃতি হইতে পাপ যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে। এই যীশুখ্রীষ্ট দেবের জন্ম হইতে, যে অব্দ চলিতেছে

---

* Chambor's 20th Century Dictiouary.

† যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩১১ বর্ষ পরে রোমসম্রাট খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে ভারতাধিপতি ইংরেজদিগের স্বদেশের মধ্যে স্কট্‌লাণ্ড প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র ব্রিটেনে খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতাব্দীতে রোমীয়দিগের দ্বারা এ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। রুসিয়ায় ইহা ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল।

তাহারই নাম 'খৃষ্টাব্দ'। সাংখ্যকার কপিলমুনি যীশুখৃষ্টের পরে দেহধারণ করতঃ ভারত ভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; সন্দেহ নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসদেশীয় দার্শনিকদিগের অনেক পরবর্ত্তী হইলেও কপিলমুনি সৃষ্টির আদি—কারণ তত্ত্বের 'নিশ্চিতি সাধন' সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিলেন; তজ্জন্য এবং ইহাঁর অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা-হেতু ইউরোপীয় বিচক্ষণ সমালোচক মহোদয়েরা প্রায় সকলেই এক বাক্যে জগতের পূর্ব্বতন বিখ্যাত দার্শনিকগণের মধ্যে ইহাঁকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।

'সঙ্খ্যা' অর্থে 'গণনা'। অঙ্কের দ্বারা যেমন সূক্ষ্ম গণনা সকল অতি নিশ্চিতরূপে নিষ্পন্ন হয়, যথা ২ ও ১ যোগে ৩ ভিন্ন অপর যোগফল হয় না কিম্বা ২ হইতে ১ বিয়োগ করিলে ১ অপেক্ষা তিল মাত্র ন্যূন বা অধিক থাকে না; তদ্রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান আদি তত্ত্বের "নিশ্চিতি সাধন"—শাস্ত্র কপিলমুনির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই হেতু কপিলমুনি-কৃত এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অমরকোষ অভিধানানুসারে 'দর্শন' বোধক আদি-শব্দ নির্ব্বর্ণন; এক্ষণে দেখা যাউক 'দর্শন' কাহাকে বলে। কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন;—

"দর্শন। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবের বস্তু। জন্ম, জরা ও মরণ এই তাপত্রয় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য যে কর্ম্ম করে তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই এ জন্মে স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে না, এবং মনুষ্য এই জন্মে যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহারও কারণ সকল সময় বুঝা যায়না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণের সংস্কার, যে মনুষ্য আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু জন্ম-গ্রহণ করিলেই জন্ম, জরা ও মরণ এই তিন যন্ত্রণা অনিবার্য্য। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের মত এই যে; তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্ম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্ম নাশ করে। তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ, কোন্ বস্তু কি তাহার যথার্থ জ্ঞান; সুতরাং আমি কি, ও জগৎ কি, এই দুইটী পদার্থের তত্ত্ব লইয়া মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ঋষিগণ যত প্রকার মতই প্রচার করুন না কেন, সকলেই আত্মমত সংস্থাপনের জন্য যে অলৌকিক যুক্তি পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ও যেরূপ গভীর চিন্তাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে ভূমণ্ডলের যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন মত লইয়া ভারতবর্ষে ঊনবিংশ প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগের ছয়টী মত প্রধান; যথা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা। এই ছয়টী যথাক্রমে কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনির দ্বারা সংস্থাপিত।"

শাস্ত্রী মহাশয় 'দর্শনের' লক্ষণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অন্যত্র অন্য প্রকারে উক্ত আছে; স্থূল মর্ম্ম একই। জন্ম হইলেই দৈহিক আদি ত্রিবিধ যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হইতে পরিত্রাণের অর্থাৎ 'নির্ব্বাণ মুক্তির' উপায় নিরূপণের নিমিত্তই দর্শন শাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহোদয়-দিগের অবিদিত নাই যে 'নির্ব্বাণ'-তত্ত্ব, বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা সর্ব্বাগ্রে (দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, খৃঃ পূঃ ৬ ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে) সাধিত হইয়াছিল। এই 'নির্ব্বাণ' হইতেই, 'দর্শন' বোধক 'নির্ব্বর্ণন' শব্দের উৎপত্তি।

অদ্বয়বাদী বা অদ্বৈতবাদী অর্থে,—"(অদ্বয়বাদিন্, অদ্বয়—অদ্বিতীয়, বাদী যে বলে। যাঁহারা অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক ঈশ্বর বলেন, ২য়া-য) সং, পুং, বৌদ্ধ। বিং ত্রিং অদ্বৈতবাদী, যে দ্বিতীয় স্বীকার করে না, যে একের অধিক ঈশ্বর মানে না। এক ব্রহ্মবাদী; তাঁহাদের মত এই যে, ব্রহ্মই সত্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই তাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধিস্বরূপ।"

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বিষ্ণুলীলা প্রচার করিলা। বৌদ্ধ অবতারহৈয়া প্রকাশ হইলা॥
কাশীপুরে এক পুরী করিয়া তৎক্ষণে। লক্ষ্মীসহ নারায়ণ রহে সেই স্থানে॥
পূর্ণকীর্ত্তি নাম দেব ধারণ করিল। বিজ্ঞানকৌমুদীনাম লক্ষ্মীর হইল॥
গরুড়ের হৈল তথা বিনয়কীর্ত্তি নাম। শিষ্যরূপে গরুড় সম্মুখে অধিষ্ঠান॥
পুণ্যকীর্ত্তি গুরুহৈল স্বয়ং নারায়ণ। গুরু সম্মুখেতে শিষ্য থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এ সকল প্রকার হইল ঘরেঘরে॥
অনেক হইল শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে। বৌদ্ধমত শাস্ত্র কথা সদা আলাপনে॥
জিজ্ঞাসে বিনয়কীর্ত্তি পুণ্যকীর্ত্তি স্থানে। যে রূপেতে ধর্ম্মহয় সংসার মোচনে॥
পুণ্যকীর্ত্তি বলে শিষ্য শুনহ বচন। বিশেষ করিয়া আমি কহি বিবরণ॥
সংসার অনাদি সিদ্ধি উপস্থিত হয়। আপনি মিলয় যোগ অপেক্ষা না হয় *॥
বিধিআদি যত জীব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে। আত্মা এক দুই নহে আছে বিচারেতে॥
ব্রহ্মা আদি কোটিসম কালে লয় হয়। বিচারেতে দেখি কিছু অধিক না হয়॥
আহার মৈথুন নিদ্রা ভয় সর্ব্বক্ষণ। দেহ মাত্রধরে জীব সমান কারণ॥
কর্ম্ম মাত্রে জীব হিংসা অকারণ হয়। অহিংসা পরমধর্ম্মশাস্ত্রমতে কয়॥
যা॥ ধর্ম্মবশে লোক হিংসা আচরয়। ভোগাভোগ দেহ বন্ধ মোচন না হয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ এক অতি চমৎকার। ব্রহ্মার মুখেতে বিপ্র ক্ষত্র ভুজেআর॥
উরুতে বৈশ্যের জন্ম পদে শূদ্র হয়। চারি পুত্র ভিন্ন ভিন্ন ক্রমেহীন কায়॥
এ মত উত্তম নহে দেখ বিচারেতে। একোদ্ভব চারি জন ন্যূন কোন্ মতে॥
ছোট বড় সব দেখ সর্ব্বত্র সমান। ইহা ভিন্ন ভাব নহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥

* এই কি (Evolution) সম্প্রসারণ ও (Involution) সঙ্কোচন?

এরূপে অনেক মতে কহেন গরুড়ে। বৌদ্ধমত সতত যে আলাপন করে॥
যত শিষ্য এই শাস্ত্র করে আলাপন। সকলের বৌদ্ধমত হৈল আচরণ॥"

অতএব অপরের শেষের অবতার বুদ্ধগৌতম দ্বারা প্রচারিত জগতের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মের এই সার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ রহিয়াছে, যে—

আত্মার অনন্তত্ব (immortality of the Soul,)

আত্মার অদ্বয়ত্ব, *

সর্ব্ব মানবের সমানত্ব,

হিংসা হইতে নিবৃত্তি অথবা অহিংসাপ্রবৃত্তিজনিত ধর্ম্মাচরণরূপ কর্ম্ম ফলে মানবের নির্ব্বাণ (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইতে) মুক্তি।

এই চতুর্ব্বিধ প্রধান তত্ত্ব সেই আর্য্যকুলতিলক গৌতম দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। পশ্চাতে অন্তস্রোতার আন্ত সধ্যাংশ মধ্যের গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক (Plato) প্লেটো মহোদয় আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধমত প্রচারের অনেক পরে, কপিলমুনি অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব সকলের নিগূঢ় জ্ঞানোপার্জ্জনের সূক্ষ্ম প্রকরণাবলী নির্দ্দেশ করতঃ দর্শনশাস্ত্রের আদি-গ্রন্থের স্বরূপ সাঙ্খ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদী-অর্থে,—"(দ্বৈতবাদিন্, দ্বৈতবাদী [বদ্-বলা+ইন (ণিন্)-ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, যাহারা দুই পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, যাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে। দ্বৈধবাদী; তার্কিকাদিমতে—দ্বৈতমত স্বীকার করে কিন্তু বৈদান্তিকেরা দ্বৈত মত স্বীকার করেন না, তাহারা অদ্বৈতবাদী।"

সাঙ্খ্যকার কপিলদেবের পশ্চাতে শতানন্দ-পিতা গোতম (বা গৌতম) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি "ন্যায়শাস্ত্রপ্রযোক্তা" এবং জগতের সর্ব্বপ্রথম দ্বৈতবাদী দার্শনিক। বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যেও ইহাঁর নাম উক্ত আছে। ইহাঁর দ্বারা পরমাত্মার ও জীবাত্মার বা আত্মার প্রভেদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র প্রচারের পূর্ব্বে পরমাত্মা, (পরং ব্রহ্ম, বা) পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাকার শব্দের উদ্ভাবন হয় নাই। অমরকোষ অভিধানে এ সকল শব্দ দৃষ্টিগোচর হয় না। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে 'পরং ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহৃত আছে বটে,

("ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মং পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।")

কিন্তু ঐ বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের বা ন্যায়শাস্ত্রকারের পূর্ব্বে † নিশ্চয়ই প্রণীত হয় নাই। অনেকে ইহাঁকে বুদ্ধগৌতম ভ্রমে, বুদ্ধদেবকে অযথা নিরীশ্বরবাদী কহিয়া থাকেন। বুদ্ধ-গৌতম

---

* বুদ্ধের এক নাম 'অদ্বয়বাদী' অমরকোষ ৯ ম শ্লোক দেখুন।

† ন্যায় শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের পশ্চাতে উক্তকারদিগের দ্বারা 'সোঽহং' শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। এ শব্দের অর্থ 'আমিই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর' কথনই হইতে পারেনা; ইহার মর্ম্মার্থ 'আমার

য ‘অদ্বয়বাদী’ ছিলেন তাহা পুরাণেই ব্যক্ত রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রকার গোতমই দ্বৈতবাদী * ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম ‘গোতম;’ বুদ্ধ গৌতমমতাবলম্বী বা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থে ইহাঁকে গৌতম.’ কহা যায়। গোতমপুত্র. শতানন্দ বা গোতমবংশীয়েরা অপত্যার্থে যেমন ‘গৌতম,’ ও গোতম প্রপৌত্রী কৃপী কিম্বা গোতমবংশীয়া স্ত্রীরা যেমন ‘গৌতমী’ নামে অভিধেয়, এবং বিষ্ণুভক্ত বাধক শব্দ যেমন বৈষ্ণব, শিবভক্ত বাচক যেমন শৈব, তদ্রূপ বুদ্ধ-গৌতম-মতাবলম্বী ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম,—রামায়ণে পুরাণে ও মহাভারতে ‘গৌতম’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এবম্প্রকারে ভ্রমবশতঃ কপিলকে বুদ্ধ-গৌতমের পূর্ব্বকালিক-রূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ফলে কপিলমুনি ও শতানন্দ-পিতা গোতম বুদ্ধদেবের পূর্ব্বের নন। শাস্ত্রী মহাশয়ও ‘বৌদ্ধ’ এবং ‘জৈন-মত,’ কপিলমুনি-কৃত সাঙ্খ্যের পূর্ব্বকালীন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন †।

রামায়ণোক্ত গৌতম-সহধর্ম্মিণী শীর্ণা বা নির্জীবা ‘অহল্যা’ যে বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কঙ্কাল-স্বরূপিণী শতানন্দের কল্পিত মাতা মাত্র, এবং শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অর্থাৎ অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্রের ‘আবির্ভাবে’ যে ঐ কঙ্কাল মেদ-মাংসে পরিপুষ্ট হইয়া সজীব হওতঃ রূপান্তরে পৌরাণিক ধর্ম্মের আদি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা উপলব্ধিকরা রামায়ণ ও পুরাণজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয়দিগের পক্ষে কঠিন নয়। এ রূপক-বর্ণনা না হইলে, রামায়ণে স্পষ্ট প্রকাশ থাকিত না যে, শ্রীরামচন্দ্র ও তৎসাময়িক জনকরাজ-পুরোহিত শতানন্দ (বুদ্ধ) গৌতমের সহস্রাধিক বর্ষ পশ্চাতের। পুরাণে ও রামায়ণে এই গৌতম-সহধর্ম্মিণীর উপাখ্যান ‘পুরাতন’ বলিয়া ব্যক্ত আছে এবং তদুক্ত বংশাবলীর দ্বারাও এ প্রাচীনতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এমত অবস্থায় শতানন্দ-পিতা বৌদ্ধ ‘গোতম’ বা গৌতম যে ‘বুদ্ধ-গৌতমের’ অনেক পশ্চাতের এবং কপিল এই দুই গৌতমের মধ্যবর্ত্তী, তাহা সন্দেহের বিষয় নয়।

ইতিহাস দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমনের পর প্রায় ৪০০ বৎসর (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর কিয়দংশ) পর্য্যন্ত গ্রীক-জাতির সহিত ভারতবাসীদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংস্রব ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—এই কাল মধ্যে ভারতবাসীরা “জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যবনদিগের

দহ’ ‘আমি’ নয়, আমার আত্মাই ‘আমি’। আর্য্যঋষিগণ পরমজ্ঞানী, পরমভক্ত ছিলেন; তাঁহারা ভক্তিশূন্য নাস্তিক ছিলেন না। তাঁহাদের তুল্য পরম শ্রেষ্ঠ উপদেশক আর কেহ কি জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন? যিনি আপনাকে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের সমান জ্ঞান করেন তাঁহাকে কি জ্ঞানী বলিতে পারা যায়? ব্রহ্মজ্ঞান তবে কি এই? ষষ্ঠ পরিচ্ছেদদের শেষে উদ্ধৃত ব্যাসবাক্য দেখুন।

* ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ‘কাশীবাস’ ও ‘অদ্বৈতবাদ খণ্ডন’ নামক গ্রন্থদ্বয় দেখুন।

† পণ্ডিত মহোদয়েরাও স্থির করিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম সাঙখ্যকার কপিলের পশ্চাৎকালিক। শ্রীযুক্ত কালীবর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৃত সাংখ্যদর্শন ১ম খণ্ড দেখুন।

নিকট অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।" সাঙ্খ্যদর্শনপ্রণয়নের কালানুসন্ধান প্রসঙ্গে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষার কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই; এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা যথাস্থানে প্রকাশনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন;—

"কেহ কেহ মনে করেন যে স্থাপত্য ও ভাস্কর কার্য্যেও হিন্দুগণ গ্রীক জাতির নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু গ্রীকদিগের অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ-প্রণালী হিন্দুদিগের নির্ম্মাণ-প্রণালী হইতে অনেক পৃথক্। ফল কথা এই যে, হিন্দু ও গ্রীক প্রাচীনকালের দুইটী প্রধান জাতি। ইহাঁদিগের পরস্পর সংস্রব হইলেই এক জাতির ভাল জিনিসটী অপর জাতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই সম্ভব। ভারতবাসীগণ সম্ভবতঃ গ্রীক জাতির নিকট শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব পাইয়াছিলেন *; কারণ তৎকালে ঐ দুই বিষয়ে গ্রীকদিগের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীকেরাও ভারতবাসীদিগের নিকট ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন; কারণ ভারতবাসীগণ অতি প্রচীন কালেই এই দুই বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাকলপতি মিনান্দারের সহিত বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাই প্রধান প্রমাণ। তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া পালিভাষায় একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম মিলিন্দা প্রশ্নায় অর্থাৎ মিনান্দারের প্রশ্ন। মিনান্দার 'নির্ব্বাণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এবং নাগসেন তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐ গ্রন্থ লঙ্কাদ্বীপ-বাসীগণের একখানি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।" "শাকলনগরের মিনান্দার নামক" এই গ্রীকভূপতি খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে সাকেতনগর (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে আবার গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।"

প্রাগুক্ত শুঙ্গ পুষ্পমিত্র, বৃহদ্রথকে হত্যা করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন (বিঃ পুঃ ৪।২৪)। এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ সতেজ ছিল, ইহার বহুকাল পরে "নষ্ট-প্রায়" হইয়াছিল সন্দেহ নাই; অতএব কপিলমুনি কৃত সাঙ্খ্যদর্শন যে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই, পরেই হইয়াছে, তাহা পুরাণ-উক্তি দ্বারাই নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে। আবার মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বানুসারে চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ়ের খুল্ল-পিতামহ কপিল, এবং ঐ অজমীঢ়ের পুত্র অর্থাৎ কপিলের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র জহ্নু। কপিলমুনি সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ-পুরুষ সগররাজের (সৈন্তঅর্থে) সন্তানদিগকে নিধন করিয়াছিলেন, এবং জহ্নু মুনির সহিত তাঁহার স্বীয় আশ্রমে সগরের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ভগীরথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ব্যক্ত আছে; অতএব রামায়ণোক্ত সগরসন্তান-হন্তা যে, অপর কেহ নন, চন্দ্রবংশীয় এই কপিল, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সগররাজের পূর্ব্ব পুরুষ প্রসেনজিৎকে বৃদ্ধ-

* শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এ মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

গৌতম বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; বিষ্ণুপুরাণানুসারে সগরবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের আদি পুরুষ নিমিও গৌতমশিষ্য ছিলেন, চ প্রদর্শনী দেখুন, (বিঃপুঃ ৪।৫)। প্রসেনজিতের সমকালিক মগধরাজ বিম্বিসার। বিম্বিসারের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শিশুনাগের সিংহাসনারোহণের (৩৬২+১০০+১৩৭=৫৯৯) প্রায় ৬০০ বর্ষ পরে শুঙ্গ-পুষ্পমিত্রের মগধাধিকার আরম্ভ, (বিঃ পুঃ ৪।২৪)। কপিলমুনি যে এই শুঙ্গবংশীয় মগধরাজগণের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতি লেশমাত্র সংশয়ের কারণ নাই;—১০ম পরিচ্ছেদের চ প্রদর্শনী দেখুন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়, তাঁহার দ্বারা সঙ্কলিত 'সাঙ্খ্যদর্শনে' লিখিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, "কপিল সাঙখ্য-শাস্ত্রের বক্তা এবং সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা"। এ শঙ্কর বাক্য অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে সগরসন্তানহন্তা কপিল সাঙখ্যকার নন; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র—যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহের পরবর্ত্তী '৫ম অবতার' রূপে শ্রীভাগবতে, উক্ত হইয়াছেন তিনিও নন; যিনি আদি বিদ্বান্ বলিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই সাঙ্খ্যশাস্ত্র কর্ত্তা। সাঙখ্যকার কপিল মুনির এ ভাগবতোক্ত পরিচয়ের ও বিবরণের রূপক-ভাব এবং মর্ম্মার্থ এই পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে, রামায়ণোক্ত কপিল ও শ্রীভাগবতোক্ত সাঙ্খ্যকার যে একই, তাহা নিঃসন্দেহ সংস্থাপিত হইয়াছে, ভরসা হয়।

'আদি বিদ্বান্' আখ্যান দ্বারা কপিলমুনির 'অতি প্রাচীনতা' অর্থে সগররাজের পূর্ব্বে তাঁহার বর্ত্তমানতা প্রকাশ পায় না। অমরকোষে ('বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ। ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ। ধীমান্ সূরিঃ কৃতী কৃষ্টির্লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ॥') দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী' "বিদ্বান্ অর্থে বিদ্বস, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষিন্, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, ধীমৎ, সূরি, কৃতিন্, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শিন্, দীর্ঘদর্শিন্"। প্রকৃতিবাদ অভিধানে "বিদ্বান্, (বিদ্বস্, বিদ্ জানা+বস্-ক। শতৃস্থানে বসু) বিং ত্রিং বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী" আছে। হিতোপদেশে ('বিদ্যা শস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ') শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা। প্রকৃতিবাদ অভিধান অনুসারে বিদ্যা অর্থে "(বিদজানা+য (ক্যপ)—ণ আপ্; যাহার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম (জানা যায়) সংস্ত্রীং, জ্ঞান, অধ্যয়নাদি জন্য বোধ, দর্শনশাস্ত্র, তত্ত্বজ্ঞান; শিং—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে;" মন্ত্র, ৪ বেদ ৬ বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র,—এই চতুর্দ্দশবিধ; শিং "অঙ্গানি বেদশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বমর্থসাধনম্;" এই ১৮; দুর্গা।" অমর-কোষে ('নিদেশ-গ্রন্থয়োঃ শাস্ত্রং') 'শাস্ত্র' অর্থে 'গ্রন্থ'। অতএব 'আদি বিদ্বান্ বা বিদ্যাবান্' খ্যাতি দ্বারা লিখন-প্রচারের অগ্রজন্মা বুঝায় না, এবং 'সাঙ্খ্যদর্শন, বা 'দর্শনশাস্ত্র' লিখন আরম্ভের বা ভাষার যথেষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব হয় না। যাহা হউক পণ্ডিতবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়

লিখিয়াছেন 'শঙ্করাচার্য্যের মতে দুই কপিল' স্থির হইতেছে। 'এক কপিল অতি প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসাদির পরভবিক'। বেদব্যাসের পশ্চাতের যে কপিল তিনিই কি সগররাজের ষষ্ঠি সহস্র সৈন্যের বা সন্তানের ধ্বংস কর্ত্তা? তবে কি বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের মতে বেদব্যাস সগররাজের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন? বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবই যখন সগরবংশীয় অন্যূন একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষ (অন্তস্ত্রেতার শেষের অবতার) শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন পুরাণে ও রামায়ণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে; এবং বেদব্যাস কৃত 'মহাভারত' গ্রন্থের মূল উপদেশই যখন 'সাংখ্যযোগে মুক্তি' তখন সগরসন্তান—হন্তা কপিলদেবকে বেদব্যাসের 'পর ভবিক' বলা, যারপর নাই অসঙ্গত হয়। সগরসন্তান—কালিক কপিলের অস্তিত্ব কেহই লোপকরিতে পারেন না এবং ইনি যে বেদব্যাসের অন্যূন পঞ্চদশ বা ষোড়শ পূর্ব্ব পুরুষের সমকালিক ছিলেন তাহাও পুরাণজ্ঞ মহোদয়েরা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। (চ প্রদর্শনী দেখুন)। অতএব ব্যাসাদির পশ্চাতের কপিল যাঁহাকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় নব্য বা ২য় কপিল বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের সগর-সন্তান-কালিক কপিলই না অতি প্রাচীন ও প্রথম কপিল? ইহাঁকে যে শঙ্করাচার্য্য 'সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা' বলিয়াছেন তাহাই সংস্থাপিত হইতেছে।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় আর ও লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সমস্ত আর্যগ্রন্থই সাংখ্যমতে পরিব্যাপ্ত আছে। সাংখ্যমত যে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কেবল কপিল হইতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা হইতেই হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল-তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য-তৎশিষ্য—ঈশ্বর-কৃষ্ণ। কেহ বলেন, (ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন।)

আমরা আসুরির গ্রন্থ দেখিতে পাইনা। পঞ্চশিখেরগ্রন্থ না পাইলেও তাঁহার খণ্ড খণ্ড সূত্র অনেক পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের এক খানি কারিকা গ্রন্থ (সাঙ্খ্য-সপ্ততি) পাইতেছি।

ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাংখ্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে। যথা;—

"এতৎ পবিত্রে মুগ্র্যাং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরি-রপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

'শ্রুতি' ও 'বেদ' ভিন্ন নয়; 'স্মৃতি', 'বৈদিক ক্রিয়াবিধি বা ধর্ম্মশাস্ত্র,' এবং মহাভারত পুরাণ আদিও 'ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমূলক' বলা যাইতে পারে। তাহার প্রমাণ—

অমরকোষে ("শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায় স্ত্রয়ীধর্ম্মস্তু তদ্বিধিঃ। স্ত্রিয়ামৃক সাম যজুষী ইতি বেদাস্ত্রয় স্ত্রয়ী"॥) 'শ্রুতি' অর্থে,—'বেদ, আম্নায়;' তিন বেদের পৃথক্ নাম,-'ঋক, সাম, যজু,'

এবং একবাক্যে 'ত্রয়ী'; 'বৈদিক ক্রিয়াবিধি' অর্থাৎ তিন বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বাচক শব্দ "ত্রয়ীধর্ম্ম"॥

প্রকৃতিবাদ অভিধানে "শ্রুতি (শ্রু [ধর্ম্মাধর্ম্ম] শ্রবণকরা + তি (ক্তি)-র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, বেদ (লিখন-প্রণালী সৃষ্ট হইবার পুর্ব্বে বেদ, শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার একটি নাম শ্রুতি)।"

প্রকৃতিবাদ অভিধানে ৪র্থ বেদ 'অথর্ব্ব' সম্বন্ধে যাহা লিখা আছে তাহা এই; '(অথর্ব্বন্, অথ মঙ্গল-ঋ গমন করা + বন্ (বনিপ)-ক। যে মঙ্গলে গমন করে, অথবা অথর্ব্ব মুনি বিশেষ, নিপাতন। 'অথর্ব্ব নাম্না মুনিনা প্রোক্তা বেদঃ অথর্ব্বা।') সং, ক্লীং, চতুর্থবেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তরদিকের মুখ হইতে বিনিঃসৃত। ভাগবতে লিখিত আছে অথর্ব্ব বেদ ব্রহ্মার পুর্ব্বদিকের মুখ হইতে বহির্গত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে * প্রথমে যজু নামে এক বেদ ছিল, পরে দ্বাপরযুগে ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিভাগে বিভক্তকরেন, করিয়া পৈলকে ঋক-বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। অথর্ব্ব যে বেদমধ্যে গণ্য ইহা সকলে কহে না। মনুতে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদের উল্লেখ আছে। অমরকোষে ও তাহাই লিখিত। সামবেদের ছন্দোক্ত উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব্ব চতুর্থ বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম-বেদ। উইলসন্ সাহেব বলেন অথর্ব্ব বেদ-মধ্যে গণ্য নয় কেবল বেদের ক্রোড়পত্র। ২। পুং, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ। ৩। বশিষ্ঠ।'

মহাভারতে উক্ত আছে যে বশিষ্ঠদেব তাঁহার পুত্র শক্তিকে বেদ ঋক্-সকল শিখাইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদও অথর্ব্ববেদান্তর্গত এবং ইহাকে উপবেদ কহাযায়।

অমরকোষানুসারে ("স্মৃতিস্তু ধর্ম্ম সংহিতা") স্মৃতি ধর্ম্মসংহিতা অর্থাৎ "মনু যাজ্ঞবল্ক্য আদি মুনি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র"। ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধিতে ("মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো-যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর ব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষ গোতমৌ, শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ)"।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম পুরাণকার বেদব্যাস ও তৎপিতা পরাশর, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতির নাম আছে। ("দুর্য্যোধনোমন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃকর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা, দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ"।) দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির আদিরও নাম আছে।

ত্রিবেদীয় তর্পণ বিধিতে ("সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা"।)

---

* বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ ৩য় অংশ ৪র্থ অধ্যায় হইতে ১০ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি দেখুন।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রকর্তা কপিল তৎশিষ্য বোঢ়ু ও আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ প্রভৃতির নাম আছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—' প্রত্যেক বেদের এক এক খানি সংহিতা ও অনেকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ আছে।'........ঋগ্বেদে (ব্যাসপ্রপিতামহ) বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, (বশিষ্ঠভ্রাতা) অগস্ত্য, ভৃগুবংশীয় (কপিলদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) গৃৎসমদ, কণ্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়'।

'শ্রুতি স্মৃতি' আদি আর্ষগ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে যে সগরসন্তান-সাময়িক আদি-কপিলের অনেক পরে সাঙ্খ্যশাস্ত্রানুরাগী বেদব্যাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নব্য কপিল যিনিই হউন, সগরসন্তানহন্তা কপিলই যে 'আদি-কপিল' তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

স্নাতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—" মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনানী পুষ্পমিত্রের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইনি শাকলপতি মিনান্দারকে মধ্যভারত হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ইহাঁরই অধিকারকালে পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পতঞ্জলি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" কথিত আছে, পতঞ্জলি সর্পাকারে প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণকার পাণিনিমুনির হস্তে স্বর্গ হইতে পড়িয়াছিলেন; ইনি 'যোগশাস্ত্র'-প্রযোক্তা-'পাণিনি-ভাষ্য'-কর্ত্তা ও 'পাতঞ্জল-দর্শন' প্রণেতা। ইনি কপিলমুনির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ, পুষ্পমিত্রের সময়ে হইলে খৃঃ পূর্ব্বের এবং কপিলমুনির অগ্রের হয়েন। তবে কি কপিলমুনি পতঞ্জলির অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ কথার মীমাংসার যদিও এখানে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাচ পতঞ্জলি যখন কপিলমুনির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, তখন বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে ইতিহাস লেখকেরা স্বীকার করিতেন, সম্বৎ নামক অব্দ বিক্রমাদিত্যের সময়েই আরম্ভ, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, সম্বৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ অব্দ স্বনামে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র, এবং তদবধিই উহা 'বিক্রম-সম্বৎ' আখ্যাত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ধন্বন্তরির বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কপিলমুনি, মহাভারতে ও পুরাণে ব্যক্ত আছে। ইনি সম্বৎ আরম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শেষের কখনই হইতে পারেন না। ইহাও প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ২।৩ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়েরই ইতিহাস অনুসারে "খৃষ্টীয় ৩১৯ অব্দ হইতে গুপ্ত-সম্বৎ আরম্ভ।" গুপ্তদিগের পূর্ব্বে পালি কিম্বা প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের সময়ে 'ললিতবিস্তর' বুদ্ধ-গৌতম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-পালি ভাষায় রচিত; অশোকবর্দ্ধনের সপ্তম পুরুষ পরে বৃহদ্রথ-হন্তা পূর্ব্বোক্ত পুষ্পমিত্রের অধিকারকালেও 'মিলিন্দা' নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্রে কিম্বা প্রস্তর বা লৌহস্তম্ভে, গুপ্ত অব্দের পূর্ব্বকালীন যে সকল ক্ষোদিত লিখন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ও পালিভাষায়। শ্রদ্ধাস্পদ টড্‌সাহেব মহোদয় কৃত রাজস্থানের ইতিহাসে উক্ত আছে যে, যশল্মীর নগরের চিন্তামনদেবের মন্দিরে প্রাচীন পালি অক্ষরে লিখিত এক খানি জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, উহা সোমা-

দিত্য দ্বারা রচিত। সোমাদিত্য,—টড্ মহোদয়ের গণনায় অনুমান খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সাময়িক নাটকেও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

তিব্বত, তাতার প্রভৃতি ভারতের উত্তরস্থ দেশে যেসকল সংস্কৃত বৌদ্ধ পুস্তকের ব্যবহার আছে, তৎসমুদয় শক ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। কনিষ্ক বা শকাদিত্য যাঁহার অভিষেক হইতে শকাব্দ আরম্ভ (খৃঃ ৭৮), তাঁহার দ্বারা আহূত বৌদ্ধ-সঙ্গীতি হইতেই এ সমস্ত গ্রন্থের উৎপত্তি। 'প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা সংস্কৃত যে প্রাকৃত ভাষার সংস্কার মাত্র, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। সম্বৎ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বুদ্ধ-গৌতমের জীবনচরিতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে মাস ও বারের নাম ছিল না। পুরাণ আদি সংস্কৃত গ্রন্থে মাস বারের নামের উল্লেখ আছে; এ নাম নক্ষত্র-ও গ্রহ বিশেষ বাচক শব্দজ, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্যোতিষের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হইয়া থাকিবে। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন, পালি ও প্রাকৃত ভাষার পৃথক্ ব্যাকরণ আছে, এবং গুপ্তদিগের "সময় (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) হইতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয় *"। পাণিনি অতি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণসূত্রকর্ত্তা। "ইনি পাতালীপুত্র-(পাটনা)-নিবাসী বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইহাঁর জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশস্থ শালাতুর গ্রাম।" প্রকৃতিবাদ অভিধানে ইহাঁর মাতার নাম আছে, পিতার নাম নাই। এ পরিচয়ে ইনি গুপ্তসম্বতের (কিম্বা খৃষ্টাব্দের) কত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নির্ণীত হয় না; নির্ণয়ের প্রয়োজনও এখানে হইতেছে না। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ আধিক্য না হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাষ্য প্রণয়ন হওয়া বড় সম্ভব নয়; তথাচ পতঞ্জলি যে পাণিনির পরবর্ত্তী এবং মহাভারতকার বেদব্যাসের অগ্রের, তাহা সপ্রমাণই আছে; কিন্তু ইহাঁকে কপিলমুনির পূর্ব্বের বলা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, কপিলমুনির আবির্ভাব যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির পরে বা অগ্রেই হইয়া থাকুক, গুপ্ত-সম্বতের পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হয় নাই; ইহার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শেষ কথা;—শাস্ত্রী মহাশয় যখন বিক্রমাদিত্যকেই গুপ্তসম্বতের ৩য় (খৃঃ ষষ্ঠ) শতাব্দীর বলিয়া নিশ্চয় রূপে উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি বিক্রমাদিত্যের শতাধিক

---

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্ক্তি পাঠে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত, এই ভাষাত্রয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ বিদিত হইবেন।—

"The first series of these dialects was known as Pali, and the second series as the Prakrits. The dialect which assumed the highest importance as a literary language was Sanskrit, or 'the purified speech ' Many other dialects rose, from time to time, to the position of literary languages, but none of these assumed the same importance as Sanskrit. The Prakrits are the sources of the modern vernacular languages of India. The vernaculars have, however, borrowed much directly from Sanskrit, especially when they have risen to the importance of literary languages."

বর্ষ পূর্ব্বের হইলেও, গুপ্ত-সম্বতের অগ্রের কখনই হইতে পারেন না। পূর্ব্বতন ইতিহাসলেখকদিগের মতে বিক্রমাদিত্য যেমন অনুমান খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর, পতঞ্জলিও তেমনই খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর বটে, কিন্তু সে মতের অশুদ্ধতা শাস্ত্রীমহাশয়ের অবিদিত নাই *।

(Jew) য়বনদিগের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে জেরুজলেম্ নগর রোমীয়দিগের দ্বারা ধ্বংস হইলে পর, কতকগুলি য়ু (Jew) ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশ লোপ হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক (Saint Thomas) মহর্ষি তামসও তৎসঙ্গে বা তৎপরে আসিয়া এ দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন †। প্রবাদ আছে যে তিনি ভারতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজের নিকট ম্যালিয়াপুর নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণেও ব্যক্ত আছে সগররাজ বিশেষ অপরাধ নিবন্ধন কতিপয় ব্যক্তিকে মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন; 'তাহারাই পরে য়বন নামে খ্যাত হইয়াছে'। প্রাগুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক (Jew) য়ু তামসকে ও অপর য়ুগণকে এবং তামসের শিষ্যদিগকেই যে সগররাজ আপন রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন এবং ঐ য়ুবংশীয়েরা যে য়বন, তাহারই ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এতাদৃশ অন্য কোন ঘটনার বিবরণ বিদেশীয় ইতিহাসে কিম্বা পুরাণে নাই; অতএব প্রমাণিত পুরাণোক্তির দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে সগর ও তৎসন্তান-নিধনকারী কপিলদেব খ্রীষ্টের ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না।

কপিলদেবের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি। পুরাণে এই ধন্বন্তরি ব্যতিরেকে অপর কোন ধন্বন্তরির পরিচয় বা বিবরণ নাই। প্রকৃতিবাদ অভিধানে আয়ুর্ব্বেদ ও ধন্বন্তরি সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে তাহা এই;—

---

* শ্রীযুক্ত কালীবর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন, কপিলমুনি ও পতঞ্জলি সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু কপিল-মুনির বর্ত্তমান কালে পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে কপিলদেবের পূর্ব্বের বলা যাইতে পারে না। কাহারও মতে পতঞ্জলি সাঙ্খ্যকারের পূর্ব্বকালিক নন।

† শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"A very large number of Christians and Jews are to be found in this part of the country. It is said that after the destruction of Jerusalem in 70 A. D., the Jews fled in large numbers to Southern India, and that Saint Thomas, one of the Apostles of Christ, converted many of the people to Christianity. He is said to have died in India, and his reputed tomb, which is still shown at Maliapur, near Madras, was a place of pilgrimage to the early Christians of India."

" আয়ুর্ব্বেদ (আয়ুস্ জীবনকাল-বেদশাস্ত্র ৬ষ্ঠী-য) সং, পুং, অষ্টাদশ বিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরি-প্রণীত বিদ্যা বিশেষ। ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত; যথা—" বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম সংহিতাংচক্রে লক্ষ শ্লোকময়ীমৃজুং। " (ভাবপ্রকাশ) কিন্তু চরণব্যূহ * মতে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির বিবরণ এই রূপ। " প্রজাপতি, ঋগাদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া, সেই সমুদয়ের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে আয়ুর্ব্বেদ সৃজন করিলেন; অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হইলে, ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে সংহিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহারাও সেই গুরুদত্ত সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।"

" ধন্বন্তরি (ধন্ব-অন্ত-ঋ গমন করা+ই-ক। ইনি সমুদ্র মন্থন-কালে তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন) সং, পুং, দেব-চিকিৎসক " অয়ং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবোজরারুজা মৃত্যুহরোঽমরাণাম্। " ২। পণ্ডিত বিশেষ, রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। ৩। কাশীরাজ দিবোদাস "। †

মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে ধন্বন্তরির পরিচয় এই আছে ঃ—

আর্ষ্টি সেন হ'তে কাশ্য লভিল জনম। কশ্যপ ও দীর্ঘতপা তাঁহার নন্দন॥
রাজা দীর্ঘতপা হতে ধন্ব জনমিল। বহুকাল ধন্বরাজা তপস্যা করিল॥
বৃদ্ধকালে ধন্বরাজা লভিল তনয়। ধন্বন্তরি নররূপে আসি জন্ম লয়॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন। ধন্বন্তরি নরলোকে জন্মে কি কারণ॥
বিস্তারিতরূপে তাহা কহ সমুদয়। বৈশম্পায়ন কহে শুন মহাশয়।॥
অমৃত মন্থন পূর্ব্বে হইল যখন। সিন্ধু হইতে ধন্বন্তরি সমুদ্ভব হন॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর অতি চমৎকার। বিষ্ণুর চিন্তায় চিত্ত আসক্ত তাঁহার॥
সম্মুখে বিষ্ণুকে তিনি করিয়া দর্শন। শুদ্ধভাবে অবস্থিতি করেন তখন॥
বিষ্ণু তারে সম্মুখেতে দর্শন করিয়া। "তুমি অব্জ" এই কথা বলেন ডাকিয়া॥
তাহে তিনি অব্জ নাম করেন ধারণ। বিষ্ণুকে কহেন অব্জ করি সম্বোধন॥
ওহে লোক পিতামহ! বন্দি শ্রীচরণে। আপনার পুত্র আমি জানিতেছি মনে॥
মম যজ্ঞভাগ আর অবস্থান স্থান। নির্দ্দেশ করিয়া দিন করি কৃপাদান॥
ব্রহ্মা কহিলেন অব্জ! পূর্ব্বে দেবগণ। যজ্ঞভাগ অংশ করি করিল গ্রহণ॥
মহর্ষিরা যথা-যোগ্য দেবের যে ভাগ। হবনীয় দ্রব্য দিল করিয়া বিভাগ॥
এক্ষণেতে হোমভাগ তোমার কারণ। নির্দ্দিষ্ট করিতে আর পারিনা এখন॥
বিশেষতঃ দেব মধ্যে আধুনিক হ'লে। অতএব বলিতেছি তোমাকে এ স্থলে॥
দ্বিতীয় জন্মেতে খ্যাতি লভিবে অনাসে। অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হবে গর্ভবাসে॥

---

* বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত চতুর্ব্বেদ বিবরণ শাস্ত্র।

† দিবোদাস এই কাশীরাজ ধন্বন্তরিরই প্রপৌত্র; চ প্রদর্শনী দেখুন।

দ্বিতীয় জন্মেতে তব যে দেহ হইবে। নিশ্চয় তাহাতে তুমি দেবত্ব লভিবে ॥
তৎকালীন দ্বিজগণ স্মরিয়া তোমায়। চরু, মন্ত্র-ব্রত আর জপের দ্বারায় ॥
বিহিত বিধানে যজ্ঞ করিবে সাধন। আর সেই জন্ম তুমি করিয়া গ্রহণ ॥
আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে বিভাগ করিবে। দ্বিতীয় জনম তব দ্বাপরে হইবে ॥

* * * *

এত-বলি তথা হতে হন অন্তর্হিত। বর লাভ করি রাজা হন হরষিত ॥
সর্ব্বরোগ বিনাশক দেব ধ্বন্বন্তরি। জন্মিলেন ভূপতির পুত্ররূপ ধরি ॥
ভরদ্বাজ সমীপেতে করিয়া গমন। বৈদ্যপ্রিয় আয়ুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন ॥
অষ্টভাগ আয়ুর্ব্বেদ করি সযতনে। উপদেশ দান দিলা যত শিষ্যগণে ॥

(পদ্যানুবাদ ২৯শ অধ্যায়)

বিষ্ণুপুরাণে সংক্ষেপে ঐ কথাই আছে;—

গৃৎসমদ হতে জন্মে শৌনক সুমতি। কাশ্য হতে কাশীরাজ ওহে মহামতি ॥
কাশীরাজ হতে পরে দীর্ঘতমা হয়। ধ্বন্বন্তরি তার পুত্র জানিবে নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বজন্মে ধ্বন্বন্তরি জ্ঞানবান্ হলে। নারায়ণ এই বর দিলেন তাহারে ॥
কাশীরাজ বংশে তুমি লভিবে জনম। আটভাগে আয়ুর্ব্বেদ করিবে বণ্টন ॥
যজ্ঞেও তোমার অংশ রবে বিদ্যমান। এইরূপ বর দেন ওহে মতিমান ॥
তাই কাশীরাজ বংশে তাঁহার জনম। কেতুমান তাঁর পুত্র বিদিত ভুবন ॥

(পদ্যানুবাদ ৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়)

এই সকল বিবরণ দ্বারা পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে যে ধ্বন্বন্তরি যিনি সাগর-মন্থনে উত্থিতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি 'দ্বাপরে' অর্থাৎ কলির দ্বা-পরে কাশীরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষা করতঃ আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে প্রকাশ করেন। যে ধ্বন্বন্তরি মৃত্যুম্ন অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে সাগর-মন্থনে উঠিয়াছিলেন, তিনি যদি আয়ুর্ব্বেদ (প্রকাশক বা) প্রণেতা কাশীরাজ ধ্বন্বন্তরি না হন তবে আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা ধ্বন্বন্তরি আর কে? এবং হরিবংশ পর্ব্বে মহাভারতকার বেদব্যাস এই একই ধ্বন্বন্তরিকে 'শ্রুতসিদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন?

'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ * হইতে নিম্নে উদ্ধৃত 'বাসুদেব বিদ্যার্থীর' উদাহরণ পাঠে, উল্লিখিত পুরাণ উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ হইবে, বিবেচনা হয়।

"কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, বেদান্ত, উপনিষদ, ত্রিবেদ এই সকল বিষয়ের আলোচনা অধিকতর রূপে

* ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী ১ম খণ্ড দেখুন।

সেকালের নবদ্বীপের টোলসমূহে দেখা যাইত। ন্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত তখনও হয় নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিখিয়া আসিতেন এবং সেই জন্য মিথিলাবাসীদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। মিথিলার পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়েই অসাধারণ পণ্ডিত দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্র নাই। ন্যায় আমাদের হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহারা আমাদের নিকটে শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে।" এই সময়ে নবদ্বীপে পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন, কিন্তু ন্যায়ের গ্রন্থ না থাকায় মুখে মুখে ন্যায়ের সূত্র সামান্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকের প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্রের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত এমন আশ্চর্য্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদ্বীপে আসিয়া তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা জন্য এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক টোল-স্থাপন করেন। একজন লেখক লিখিয়াছেন, "This almost Superhuman feat of Basudev Sarvavoum immortalised his fame." এই বিদ্যার্থী বাসুদেব পরিশেষে কেবল বঙ্গের নহে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে একজন অনন্যসাধারণ মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গৌতম-বুদ্ধের* "ন্যায় শাস্ত্র" শিক্ষা করিয়া মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে "চিন্তামণি" নামে প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর রঘুনন্দন এই ন্যায় হইতে জগদ্বিখ্যাত "দীধিতি" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রশাস্ত্রও এই দীধিতির ফলস্বরূপ।"

এই বঙ্গীয় বিদ্যার্থী বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'শ্রুতিধর' বা 'শ্রুতধর' ছিলেন। ইনি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ শুনিয়া এমত সম্পূর্ণ রূপে কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন যে, একটী অক্ষরও বিস্মৃত হইতেন না, স্মৃতি হইতে গ্রন্থের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে পারিতেন। ধন্বন্তরি ইঁহা অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ক্ষমবান্ ছিলেন। ইনি 'শ্রুতসিদ্ধ' ছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ মতে প্রজাপতি (বা স্বয়ং ব্রহ্মা) আয়ুর্ব্বেদের সৃজন করিয়াছিলেন। অপর পুরাণানুসারে কাশীরাজ ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশক মাত্র; ভরদ্বাজ ইহাঁর গুরু।

'ভরদ্বাজ'

(ভর-দ্বাজ জাত। দ্বাজ অর্থাৎ আমাদের উভয় ভ্রাতা দ্বারা উৎপন্ন এই পুত্রকে ভর অর্থাৎ

* রামায়ণোক্ত জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দের পিতা গৌতমই ন্যায় শাস্ত্রকর্ত্তা; গৌতম-বুদ্ধ নহেঁ; পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধি হইতে উদ্ধৃত অংশ দেখুন।

প্রতিপালন্ কর; বৃহস্পতি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতাকে ইহা বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল। অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি, যথা-ভৃ ভরণ করা+অৎ (শতৃ)-ক=ভরৎ-বাজ। শিং-১ " হে মূঢ়ে মমতে দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যাংজাত মিমং পুত্রং ত্বং ভর রক্ষ।"—ততো ভরদ্বাজাখ্যোঽয়ং) সং, পুং, উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসজাত মুনি বিশেষ। (প্রকৃতিবাদ অভিধান)

বিষ্ণুপুরাণ মতে ভরতের পুত্রের নামও 'ভরদ্বাজ' (চ প্রদর্শনী দেখুন)। গৌতম মুনিকেও 'উতথ্য-তনয়' কহা যায় (প্রঃ অভিঃ); অতএব ভরদ্বাজ ভরত-পুত্র হইলে ধ্বন্তরির ৪র্থ বা তদধিকতম পিতৃপুরুষ ছিলেন; গৌতম কালিক হইলে, ধ্বন্তরির বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের ছিলেন; ইহাঁর নিকট ধ্বন্তরির আয়ুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা সঙ্গত না হইলেও, ইনি আয়ুর্ব্বেদ-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। আয়ুর্ব্বেদ 'ব্রহ্মার দ্বারা সৃজিত';—অর্থে-কেবল-'এ অতি প্রাচীন গ্রন্থ' বুঝা যায় মাত্র। পুরাণে যদিও এই আদি চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতা কে, তাহা ব্যক্ত নাই, কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

> 'অতি প্রাচীন কালে ভরদ্বাজ ঋষি, মনুষ্য সমাজে সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা তত্ত্ব শিক্ষাদেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার ছাত্র সমূহ সকলেই চিকিৎসা সম্বন্ধে সংহিতা রচনা করেন, ও সেই সকল সংহিতাই অনেক সংস্কার ও প্রতি সংস্কার লাভ করিয়া বর্ত্তমান চরক, সুশ্রুত, হারিত ও অগস্তি সংহিতারূপে পরিণত হইয়াছে।'

অগস্তি বা অগস্ত্য সগরবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ কালিক বশিষ্ঠ দেবের ভ্রাতা। সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া খ্যাত; বিশ্বামিত্রের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, জহ্নু—ধ্বন্তরিসম কপিলদেবের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র, (চ প্রদর্শনী দেখুন)। উক্ত সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি পুরুষ এই ধ্বন্তরির (অবতাররূপে) প্রপৌত্র দিবোদাসের বন্দনা আছে। সেই জন্য ধ্বন্তরি অর্থে দিবোদাসের নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে ধ্বন্তরি সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'শিষ্টপ্রয়োগ' দেখুন, ইনি যে অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে সাগরমন্থনে উঠিয়াছিলেন, সে 'অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু' অর্থে 'জীবন রক্ষায় অলৌকিক নৈপুণ্য' কিম্বা 'অমোঘ চিকিৎসাশাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মাকৃত সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ' ব্যতিরেকে আর কিছু হইতে পারে কি? প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃত সাগর শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন,—

> সাগর (সগর এক রাজা+অ (ষ্ণ)-অয়মর্থে। সগর রাজা যাহাকে অবতারিত করিয়াছিলেন) সং, পুং, 'সমুদ্র'।

সাগর যখন সগররাজ দ্বারা অবতারিত, তখন সগর রাজার পরে, (পূর্ব্বে কখনই নয়) সাগর মন্থনে যে ধ্বন্তরি অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে উঠিয়াছিলেন, তিনি—ইনি ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। ইহাঁর দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ বিভাগিতই হউক, ইনি যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রকার এবং অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা মহাভারত ও পুরাণকার বেদব্যাসের লেখনী-নিঃসৃত বর্ণনার দ্বারা অত্যাশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা ইনিই, আর কেহ নন।

পূর্ব্বোক্ত মগধরাজ অশোকবর্দ্ধন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মনীতি অনুসারে ভারতে "মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।" যুদ্ধাসক্ত ইউরোপে কারুণ্যোদ্দীপক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে প্রজা-বাৎসল্যের পতাকা-স্বরূপ রাজ-প্রতিষ্ঠিত দাতব্যচিকিৎসালয় (Government Charitable Hospital) এ দেশে বর্ত্তমান ছিল। এত প্রাচীন কালে চিকিৎসা গ্রন্থ যাহা ছিল, তাহা লোপ হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র নষ্ট প্রায় হইয়াছিল। সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাহার ১০ খানি প্রতিলিপি হওয়া কঠিন ছিল, এবং তাহা প্রচারিত হওয়াও সহজ ছিলনা। কেবল এই হেতু নয়, ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে মৈথিলী পণ্ডিত-মহোদয়দিগের সদৃশ আচরণেও হইতে পারে, এবং দেশীয় বা বিদেশীয় উপদ্রবে ও অন্যান্য কারণে, চিকিৎসা গ্রন্থ সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমত অবস্থায়, শ্রুতসিদ্ধ ধন্বন্তরি এই নষ্ট প্রায় চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি গ্রন্থের স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ করতঃ এ শাস্ত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ইনি জগতস্থ চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি গ্রন্থকার কিনা, সঠিক বলা যায়না, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ সর্ব্বাগ্রে ইনি মানবের উৎকট পীড়া সকলের শান্তির ও মানবজীবন রক্ষার এমত উৎকৃষ্ট উপায় ও ঔষধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন যে পুরাণকার বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন ইনি মৃত্যুঘ্ন অমরত্বপ্রদায়ক অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সহ সাগর-মন্থনে উঠিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত (প্রথমশিক্ষা) ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে;—

> "চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা উভয়েই হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানা-রূপ ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ধাতু সেবন দ্বারা পীড়া আরোগ্য করা, তাঁহারাই প্রথমে আবিষ্কার করেন। অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল। তাঁহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিতেন। বসন্তরোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।"

প্রবাদ আছে পারশ্যদেশে চিকিৎসা ও রসায়ন বিদ্যার অনুশীলন অতি প্রাচীন কালে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই পারশ্য রাজেরই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক ছিল। চিকিৎসকদিগের নাম পর্য্যন্ত পারশ্য পুরাবৃত্তে উল্লিখিত আছে। 'প্রায় ১৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বকালীন হস্তাক্ষরে লিখিত' এক খানি ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ (Central Asia) মধ্য—আশিয়ায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

বহুকালাবধি এখানে নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা মনুষ্যের রোগ বিশেষরূপে নিরূপণ এবং ঔষধের দ্বারা সেই সেই রোগের শান্তি বিধান হইত। এতদ্ব্যতীত পুরাণকারের পূর্ব্বকালীন ভারতবাসীরা মানব-আয়ু সম্বন্ধে কতদূর প্রগাঢ় অনুশীলন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের গদ্যানুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মৃত্যু লক্ষণ।

"অগস্ত্য কহিলেন, কিরূপে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার কিরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! যে সকল চিহ্ন দেখিয়া মৃত্যু সন্নিহিত-

্লিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার কেবল দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি
নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সে দীর্ঘায়ু হইলেও বর্ষত্রয়ের মধ্যে মরিয়া যায়।—দুই বা তিন দিবারাত্রি যাহার
নিশ্বাস দক্ষিণ নাসাপুটে বহিয়া থাকে, সে ব্যক্তি তদবধি এক বর্ষ কাল মাত্র জীবিত থাকে।—দশদিন
নিরন্তর যাহার দুই নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস প্রবাহিত হয় ও মধ্যে মিলিত হয়, তাহার তিন দিন মাত্র জীব-
নের কাল।—শ্বাস-বায়ু নাসাপুটে না আসিয়া যাহার মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়, সে দুই দিবসের ভিতর মরিয়া
যায়।—সূর্য্য যৎকালে সপ্তমরাশি ও চন্দ্রমা জন্ম নক্ষত্র আশ্রয় করেন, তখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস
হিতে থাকে; ঐ সূর্য্যাধিষ্ঠিত কালের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যৎকর্ত্তৃক অকস্মাৎ
কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয় ও পরক্ষণেই ঐ পুরুষের রূপান্তর লক্ষিত হয়, সে বর্ষত্রয় মাত্র বাঁচিয়া
থাকে।—যাহার দৃষ্টিপথে আকাশে বিচরণকারী মরকতাভ গজরাজি নিপতিত হয়, সে ছয় মাস মধ্যেই
মরিয়া যায়, এবং যিনি মুখে জল লইয়া সূর্য্যাভিমুখ না হইয়া আকাশে ফুৎকার প্রদান করতঃ তাহাতে
ইন্দ্রধনু দেখিতে পান না, তিনিও ঐ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।—যে ব্যক্তি, অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ
ও মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না, তাহার মৃত্যু নিকটস্থ জানিবে। জিহ্বাকে অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্র-
ভাগকে ধ্রুব, ভ্রূ মধ্যকে বিষ্ণুপদ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডল কহিয়া থাকে।—যাহার
নীলাদি বর্ণের এবং কটু, অম্ল, প্রভৃতি রস সকলের যাথার্থ্য অন্যরূপে জ্ঞান হয়, ছয় মাস মধ্যেই মৃত্যু
আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।—যাহার ছয় মাস মাত্র আয়ুর কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ,
জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুষ্ক হইতে থাকে, এবং যাহার শুক্র, হস্তের অঙ্গুলী ও নেত্রের কোণ
নীলাভ হয়, ছয় মাসের ভিতরই সে যমালয় উপগত হয়।—মৈথুনকালে কিম্বা তাহার পরক্ষণেই যাহার
হাঁচি হয়, সে পাঁচ-মাস কাল জীবিত থাকে।—নানা বর্ণের কৃকলাস যাহার মস্তকে অতর্কিতভাবে
আসিয়াই চলিয়া যায়, সে ছয় মাস মধ্যে মরিয়া যায়।—যাহার স্নানের পরই বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও
হস্তদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাসের অধিক বাঁচেনা।—ধূলি বা কর্দ্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিত-
ভাবে লক্ষিত হয়, তাহার পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আয়ুঃকাল থাকে।—দেহ চঞ্চল না হইলেও যাহার ছায়া
চঞ্চল হয়, চারি মাসের ভিতর সে যমদূতের বন্ধনে পতিত হয়।—যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বচ্ছ দর্পণাদিতে
নিজ প্রতিবিম্বে মস্তক লক্ষিত না হয়, সে মাস মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।—বুদ্ধিভ্রংশ, বাক্যের
স্খলন, আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রই ইন্দ্রধনু দর্শন, রাত্রিতে দুইটী চন্দ্র, দিবসে দুইটী সূর্য্য ও নক্ষত্র এবং
রাত্রিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু এবং বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতশিখরে গন্ধর্ব্ব-
গণের ও দিবাভাগে পিশাচদিগের নৃত্য, এই সকল দেখিতে পাইলে শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাদের
মধ্যে যদি একটী চিহ্নও লক্ষিত হয়, তবে মাস মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে।—যৎ কর্ত্তৃক,
অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণ রুদ্ধ করিয়া কোনরূপ শব্দ শ্রুত না হয়, এবং যে স্থূল থাকিয়াও হঠাৎ কৃশ ও কৃশ
থাকিয়া সহসা স্থূল হয়, সে এক মাস মধ্যে মৃত্যুবশে উপনীত হয়।—যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অসুর,
কাক, ভূত, প্রেত, কুকুর, গৃধ্র, শৃগাল, শূকর, খর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শ্যেন পক্ষী, অশ্বতর, বা বকের
পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাহাদের ভক্ষ্য হয়, সে এক বর্ষ পরেই যমালয় উপগত হয়।—যৎকর্ত্তৃক নিজ
কটিলবর্ণ দেহ, গন্ধপুষ্প বা বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইতেছে লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুঃকাল অষ্টমাস মাত্র

অবশিষ্ট থাকে।—স্বপ্নে যাহার, ধূলি রাশিতে, বল্মীক রাশিতে বা যূপদণ্ডে আরোহণ ঘটিয়া থাকে, তাহার ছয় মাসের অধিক কাল জীবন থাকেনা।—যে আপনাকে স্বপ্নে গর্দ্দভে উঠিতে, তৈল মর্দ্দন করিতে, মুণ্ডিত হইয়া যমালয়ে যাইতেছে দেখে এবং নিজের মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও মস্তকে বা দেহে তৃণ বা কাষ্ঠরাশি অবলোকন করে, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচেনা।—যাহার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া লৌহদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হয়, তাহার তিন মাস মধ্যেই মৃত্যু হয়।—স্বপ্নে যাহাকে কৃষ্ণবর্ণা কুমারী আলিঙ্গন করে, সে মাস মধ্যে যমালয় গমন করে।—স্বপ্নে যে বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, সে পাঁচদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।—কৃপণ ব্যক্তিও অকস্মাৎ দাতা হইলে অথবা দাতা হঠাৎ কৃপণ হইলে, কিম্বা অন্য কোন রূপে স্বভাব সহসা বিকৃত হইলে, শীঘ্রই মরিয়া যায়। ”

আসুরীয় ইতিবৃত্তে ব্যক্ত আছে যে (খৃষ্টাব্দের অনুমান ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে) কলির দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে, অন্তঃসত্যের শেষভাগে ভারতবাসীরা অসুরদিগের (পারস্য ভাষায় ‘অহুর’ সংস্কৃতে ‘অসুর’। এ শব্দের ব্যুৎপত্তিই বলবীর্য্যশালী দেব-বিরোধী দুর্দ্দমনীয় মানব,) সহিত হস্তী আরোহণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অতি প্রাচীন কালেও হস্তী, গো, অশ্ব আদি পালন করিতেন এবং তাহাদের চিকিৎসাও জানিতেন। ইহাঁরা পশু-চিকিৎসার জগদ্‌গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কথিত আছে পঞ্জাবস্থ শালিহোত্র নিবাসী এক মহোদয়-কৃত অশ্বরোগ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য অনুবাদ অবলম্বনে পশ্চাতে অপর দেশে অন্যান্য গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল, একাদশ পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে, (শক পূঃ ৭০৫ বা ৬৯৮ হইতে ৬২৮বা ৬২১)। কপিলমুনি ও ধন্বন্তরি, যে বুদ্ধদেবের পশ্চাৎ-কালিক তাহাও এখানে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর, ইহাঁদের ঐতিহাসিক-কাল নিরূপণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী পূর্ব্বোক্ত পরিচয়ানুসারে কপিলমুনি রাজপুত্র ছিলেন। ডাক্তার গাইন্স (Dr. Guignes) দ্বারা অনুবাদিত চীনের ইতিবৃত্তে,—কপিলরাজ অগ্নির নিকট হইতে ভারতের দূত ৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীনে আগমনের কথা উল্লেখ আছে। এ অনুবাদে অগ্নি ইংরেজী অক্ষরে Yuagnai এবং ‘কপিল’ Kiapili লিখিত আছে। চীনবাসীরা ‘কপিল’ শব্দ বুদ্ধ-গৌতম-পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী কপিলবাস্তু নগর-বাচক অনুমানে, দূত প্রেরক কপিলকে মগধরাজ জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ বলেন (এল্ ফিঃ ভাঃ ইতিহাস * দেখুন), মগধরাজ পুলোমারীর প্রপিতামহ যজ্ঞশ্রী এই Yuagnai হইবেন। মান্যবর এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব বাহাদুরেরই

---

* “The Chineese annals, translated by Dr. Guynes, notice in A. D. 408, the arrival of Ambassadors from the Indian prince Yuagnai,-king of Kia-pi-li. Kia-pi-li can be no other than Capila, the birth place and Capital of Budha, which the Chineese have put for all Magadha. Yuegnai again bears some resemblance to Yaj-nasri or Yajna, the king actually on the throne of the Andhras at the period referred to. The Andhras

মতে ৪৩৬ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ পুলোমারীর রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণু-পুরাণ অনুসারেও অশুদ্ধ নয়, (চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব আরম্ভ খৃঃ পূঃ ৩১৪ হইতে পুলোমারীর রাজত্ব শেষ ৭৫০ বর্ষ, চ প্রদর্শনী দেখুন)। পুলোমারীর মৃত্যুর কেবল ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রপিতামহ যজ্ঞশ্রী জীবিত থাকা সম্ভব নয়। যজ্ঞশ্রীর ইংরেজী বর্ণবিন্যাসও Yuagnai হইতে পারেনা। অগ্নি 'Yuagnai' এবং কপিল 'Kaipili' ভাষান্তরে নিঃসন্দেহ লিখিত হইতে পারে। পুরাকালে বা এক্ষণে সিংহাসনারোহণ কালে কিম্বা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন, রাজ-দূত অপর রাজ্যে প্রেরিত হওয়া অসম্ভব। কপিলদেবের আশ্রম ভাগীরথী ও সাগরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, এবং ইঁহার পার্শ্বে সগররাজ-সন্তানগণের যজ্ঞীয় অশ্ব রুদ্ধ থাকায় ইঁহার সহিত উক্ত সন্তান-গণের বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে ইনি তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন, তাহাও পুরাণ রামায়ণ আদিতে ব্যক্তআছে। কপিলমুনি,–কপিলরাজ বা যুবরাজ কপিলের সগরসন্তানদিগকে বিনাশের পূর্ব্ব মন্ত্রণা, ইন্দ্র দ্বারা কপিলদেব–পার্শ্বে যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণ এবং সাগরকূলে নিভৃত স্থানে কপিল দ্বারা সগরসন্তান-গণ-নিধন; এ সমুদয় ঘটনা কপিল রাজের নব রাজ্যাধিকার বা যুবরাজ স্বরূপ রাজ্য বিস্তারের বিশেষ প্রমাণ; অতএব চীন ইতিবৃত্তোক্ত দূত-প্রেরক সাখ্যাকার কপিল ভিন্ন, নিঃসন্দেহ অপর কেহ নন। সম্ভবতঃ ইনি সগররাজ-সন্তানগণকে বিনষ্ট করিয়া, তৎপরে চীনে দূত প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। দূতেরা অবশ্য কপিলরাজ বা যুবরাজ কপিল দ্বারা প্রেরিত বলিয়া চীন সম্রাটের নিকট পরিচয় দিয়া থাকিবেন। এই জন্যই চৈন ইতিহাসে (*King of Kiapili*) '*কপিল-রাজ*' লিখিত আছে, বুঝা যায়। সগর-সন্তানদিগকে সংহার কালে, কপিলরাজ সম্ভবতঃ গার্হস্থ্য আশ্রম একপ্রকার ত্যাগ করতঃ সাগর কূলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন, কিম্বা বাস করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন। হইতেও পারে, সগর-সন্তানগণকে ছলনার্থে সুযোগ অপেক্ষায় তিনি এরূপ জনশূন্য স্থানে তপস্বীর বেশে রহিয়াছিলেন; কিন্তু তদুপযুক্ত বয়স না হইলে তিনি এ উপায় অবলম্বনে সাহসী হইতেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৫০,৫৫ বর্ষ হইয়া থাকিবে, অনুমান হয়। কাশীরাজ ধন্বন্তরিই আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা-পুরাণে প্রকাশ আছে।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোক অনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার প্রথম রত্ন ধন্বন্তরি ছিলেন। বিক্রমাদিত্যকালিক এ ধন্বন্তরি কি পৃথক্ ব্যক্তি? তা নয়; এই কাশীরাজ ধন্বন্তরিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিত্য সম্রাট

---

end in Pulimat, or Pulomarchi A. D. 436; and from thenceforward the Chronology of Magadha relapses into confusion nearly equal to that before the war of the Mahabharata."

(Elphinstone's History of India.)

ছিলেন, কাশীরাজ্য ক্ষুদ্র ছিল, ইহার অধিপতি ও তৎপুত্রের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত সখ্য থাকা এবং ঐ সম্রাট সভার সভ্যরূপে রাজকার্য্য শিক্ষা করা কিম্বা ঐ সভাস্থ রত্ন মধ্যে গণ্য হওয়া অসম্ভব নয়। ফল কথা বিক্রমাদিত্য মহাযোদ্ধা ছিলেন, তিনি এই অদ্বিতীয় চিকিৎসক ধ্বন্তরির অমূল্য সাহায্যে যে বহু সঙ্খ্যক বলিষ্ঠ সৈন্ত রক্ষা করতঃ মহাপ্রবল শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য' আখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। অমরকোষ নামক প্রাচীন পদ্ম অভিধান প্রণেতা অমরসিংহ এই ধ্বন্তরির পরবর্ত্তী; ইনি বিক্রমাদিত্যের সভার তৃতীয় রত্ন ছিলেন। ইতিহাসলেখকেরা অবধারিত করিয়াছেন, যে এই অমরসিংহের দ্বারা ৫০০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ-গয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধ্বন্তরি যে অমরসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন তাহা অমরকোষের পঞ্চ-স্তবক-বিশিষ্ট 'বনৌষধি বর্গ' দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। সাগর মন্থনে ধ্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদ ও কমণ্ডলু হস্তে উত্থান বৃত্তান্তেও বুঝা যায় যে, ইনি উল্লিখিত রত্নগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রথম ছিলেন। ইহাও পণ্ডিত মহোদয়েরা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে 'সংবৎ—অব্দ' যাহা 'বিক্রম-সম্বৎ' নামে এক্ষণে সমগ্র ভারতে প্রচলিত আছে, তাহা মালবী অব্দ। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৯০ সম্বতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যে উহা প্রচালিত হইয়াছিল। এই সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা নির্ব্বিবাদে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিক্রম-সম্বৎ প্রচলনের প্রাকালে অন্ততঃ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৮৯-৯০ সম্বতে ধ্বন্তরির দেহ অবসান হইয়াছিল, এবং তিনি দীর্ঘজীবীও ছিলেন, নচেৎ পুরাণকার এত প্রাচীন বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিতেন না। এবম্প্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে যে কাশীরাজ ধ্বন্তরি অনুমান ৪৪২, ৪৩ খৃষ্টাব্দে বা ৪৯৯, ৫০০ সম্বতে বা ৩৬৪, ৬৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ন্যূনাধিক ৮৫, ৮৭ বর্ষ ধ্বন্তরির জন্মের পূর্ব্বে অনুমান ৩৫৫-৫৮ খৃষ্টাব্দে বা ২৭৭—৮২ শকে, তাঁহার খুল্ল-প্রপিতামহ কপিলদেব যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যয় জনক প্রমাণ, পুরাণে ও দেশীয় এবং বিদেশীয় ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় নয়শত বর্ষ পরে, ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ইনি মগধরাজ পুলোমায়ীর রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভারত সন্তান বুদ্ধ-গৌতম জগতের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক বা আদি জগদ্‌গুরু ছিলেন। কপিল তাঁহার পরবর্ত্তী জগন্মান্ত অদ্বিতীয় দর্শনকার। ইনি অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ-পুরুষ সগর-সন্তানদিগের সমকালিক ছিলেন। রোমরাজ্য পতনের পঞ্চাশ বর্ষাধিক পূর্ব্বেই ইহাঁর দেহাবসান হইয়া থাকিবে।

কপিলমুনির ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদি গ্রন্থকার ধ্বন্তরিও দ্বা—পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষ ভাগের। ইনি রোমরাজ্য পতনের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে, ধ্বন্তরি খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রায় সমুদয় পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহোদয়দিগের এই প্রকার সংস্কার থাকিতে পারে। ইহার কারণ ইঁহারা জ্যোতিষিক বা দৈব যুগের অন্তর্যুগ এবং কলির অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের প্রভেদ

ও পৃথক্ পরিমাণ নির্ণয়ার্থে যত্নবান্ হয়েন নাই। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলি পাঠে এ বিষয়ের সমস্ত সংশয় দূর হইবে ভরসা হয়।

পুরাণজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয় দিগের অবিদিত নাই বলা যাইতে পারে যে, মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের ৫০০ বা ৬০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বের অর্থাৎ কলির অন্তঃসত্যের ও অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বার্দ্ধমধ্যের কোন প্রকৃত বংশাবলী পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না; হওয়াও সম্ভব নয়; যেহেতু তৎপূর্ব্বে জগতের কোন স্থানে অঙ্ক-লিখনের বা অঙ্ক-বিদ্যার সৃজন হওয়ার কিম্বা কালগণনোপযোগী কোন প্রকার বর্ষাব্দ প্রচলিত থাকার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না;-৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন।

আয়ুর বংশোদ্ভব দুই ভ্রাতা নহুষ ও অনেনা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের উৎপত্তি; চ প্রদর্শনী দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে,—

মগধ-রাজ (সুনীক-পুত্র) প্রদ্যোতের ও তাঁহার অধস্তন ৪ পুরুষের রাজত্ব (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পদ্যানুবাদ অনুসারে ১২৮ বর্ষ, কিন্তু শ্রীধর-স্বামীর টীকা সহ সংস্কৃত মূলানুযায়ী) … … … …	১৩৮ বর্ষ
তন্নিম্নস্থ (শিশুনাগ অজাতশত্রু আদি মহানন্দি পর্য্যন্ত) ১০ পুরুষের আধিপত্য	৩৬২ ,,
প্রদ্যোত হইতে ১৫ পুরুষের রাজত্বের সাকল্য … … … …	৫০০ ,,
তৎপরে মহাপদ্মনন্দের অধিকার আরম্ভ খৃঃ পূঃ (৪০০ বা) … …	৪১৫ ,,
প্রদ্যোতের মগধ সিংহাসনারোহণ খৃষ্টাব্দের … … … …	৯১৫ ,, মাত্র পূর্ব্বে হয়।

মগধরাজ অজাতশত্রুর ও গৌতম-বুদ্ধের সমকালিক (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীর) প্রসেনজিৎ অনেনা-বংশীয় ত্রয়োদশ পুরুষ; অতএব অনেনা খৃষ্টাব্দের ৯১৫ অন্ততঃ ১০০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বের কখনই হইতে পারেন না। অনেনার পূর্ব্ব-পুরুষ আয়ুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল ব্যাখ্যা দেখুন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণকর্তৃক
সম্পাদিত 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত।

'প্রাচীনকালের ধর্ম্মনীতি বংশাভিধান ও অন্যান্য বিষয়ের পরস্পর সৌসাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, হিন্দু, চীন, তাতার ও মোগলজাতি এক বংশতরুর ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র।

তাতারীয়দিগের গোত্রপতির নাম মোগল। তাঁহার পুত্র অগুজই উক্ত প্রদেশস্থ তাতার ও মোগলজাতির প্রতিষ্ঠাতা। অগুজের ছয় পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কায়ন দ্বিতীয় আয়ু।

অগুজের ছয় পুত্র হইতে তাতারদিগের ছয়টী রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তাতারেরা আয়ুকেই আপনাদের গোত্রপতি বলিয়া জানে। (হিন্দুমতেও প্রথমতঃ দুইটী রাজবংশ;—চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ, এই দুই বংশই কালে চারিটী, তৎপরে ছত্রিশটী রাজবংশে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণেও চাবিজন আয়ুর নামোল্লেখ আছে।)

আয়ুব পুত্র জুলদাস; জুলদাসের পুত্র হুয়। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণে যে হৈহয়ের নামোল্লেখ আছে, সেই হৈহয় ও হুয় যে এক ব্যক্তি, যুক্তি দ্বারা অনেকস্থলেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই হুয় হইতে প্রথম চৈন রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তাতার গোত্রপতি আয়ুর ৯ম বংশধর এলখার দুই পুত্র; কৈয়ান ও নাগস। কালসহকারে ইহাদিগেব বংশধরগণ দ্বারাই তাতার প্রদেশ সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, নাগসই পুরাণোক্ত নাগ ও তক্ষকজাতীয়দিগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

পুরাণে বর্ণিত আছে, বৈবস্বতমনুর কন্যা ইলা কোন সময়ে উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, বুধ তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া সেই উদ্যানেই তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়।

চীনরাজ য়ুর (আয়ুব) জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কোন গ্রহ (বুধ বা ফো) যদৃচ্ছাবশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, অকস্মাৎ একটী রূপবতী রমণী তাহার নেত্রপথে নিপতিত হয়, গ্রহরাজ বলপূর্ব্বক সেই রমণীতে উপগত হইলেন; সেই গর্ভেই য়ু নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। য়ু চীনকে নয়ভাগে বিভক্ত করেন। খৃষ্টের ২২০৭ বৎসর * পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারাই এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল যে, তাতারীয় আয়ু চৈন য়ু এবং পৌরাণিক আয়ু এই তিনজনই এক ব্যক্তি।

এই কলিব ১১৯৬৬৪০০০ বর্ষ অগ্রে বৈবস্বত মনুব অধিকার আরম্ভ হইয়াছে; ৮ম পরিচ্ছেদ ('কপিল পূর্ব্ব বৃত্তান্তের বিবরণ') দেখুন। ভাবত পুরাণানুসারে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা তৎপুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু। এই আয়ু হইতে উৎপন্ন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ প্রবর্ত্তক নহুষ ও অনেনাই যখন খৃষ্টাব্দের ৯০০ বা ১০০০ বর্ষাধিক অগ্রের নন এবং অনেনার নিম্নস্থ ত্রয়োদশ বংশীয় প্রসেনজিতও যখন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীর ছিলেন, তখন প্রসেনজিতের অধস্তন একবিংশ বংশীয় সগর-সন্তাননিধনকারী সাংখ্যকার কপিলদেবের (চ প্রদর্শনী দেখুন) ভ্রাতৃ প্রপৌত্র ধণ্বন্তরি কি খৃঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন? কখনই না। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হওয়া নিশ্চিতই সম্ভব নয়।

---

* চৈন মতে য়ু (বা আয়ু) কলির ১০ম শতাব্দীতে অর্থাৎ অন্তঃসত্যের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের, বশিষ্ঠদেবের ও তৎপ্রপৌত্র বেদব্যাসের, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম-দেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবধূরগর্ভে বেদব্যাস দ্বারা উৎপাদিত সন্তান পাণ্ডুর ও পাণ্ডবদিগের এবং দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[ভারতবর্ষ নাম কত পুরাতন ? 'হিন্দি' ভাষা ও 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার কখন হইতে আরম্ভ ? বিক্রমাদিত্যকালিক অমরসিংহের পূর্ব্বে কি বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কখন হইয়াছিল এবং তাহার জ্যোতিষিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা অপর প্রমাণ কি ? কৌরবের যুদ্ধ কি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নয় ? তবে সে পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ ? শ্রীকৃষ্ণ কে, এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন ? তাহার প্রমাণ কি ? হিন্দু-ধর্ম্মের উদয় এবং বর্ণপ্রভেদ কখন হইতে ? শ্রীরামচন্দ্র কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন ? তাহার প্রমাণ কি ?]

পুরাণানুসারে সমুদ্রের উত্তর হিমালয়ের দক্ষিণদেশ, স্বায়ম্ভুবমনুর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র ভরতের * অধিকার ছিল, তদ্ধেতু এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। শ্বেতবরাহ কল্পের ১৯৭২৯৪৪০০০ বর্ষ

---

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে সঙ্কলিত ভরতের পরিচয়—

স্বায়ম্ভুব-মনু
প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ
ধ্রুব, উত্তম। } (১ম অংশ ১১শ অধ্যায়)

অগ্নীধ্র, মেধাতিথি আদি ১০ পুত্র; তন্মধ্যে ৩ পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই।
(জম্বুদ্বীপাধিপতি হন।) (প্লক্ষদ্বীপাধিপতি হন)

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নাভি (হিমগিরি দক্ষিণাংশের অধীশ্বর। ইঁহা হইতে নাভিবর্ষ নাম।)
কিম্পুরুষ, (হেমকুট-"দক্ষিণ ঈশ্বর"। ইঁহা হইতে কিম্পুরুষবর্ষ নাম।)
হরিবর্ষ (নিষধের দক্ষিণ অংশাধিপতি। ইঁহা হইতে হরিবর্ষ নাম।)
ইলাবৃত আদি ৯ পুত্র (সুমেরুর অধীশ্বর। ইঁহা হইতে ইলাবৃতবর্ষ নাম।)

নাভি — ঋষভ — ভরত (ইনি রাজ্য পাওয়ায় ভারতবর্ষ নাম।)

(২য় অংশ ১ম অধ্যায়)

গতে এই কলিযুগ আরম্ভ, এ কল্পের প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সন্ধ্যাসহ ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ ছিল; অতএব প্রায় (১৯৭২৯৪৪০০০ বিযুক্ত ৩০৮৪৪৮০০ = ১৬৬৪৪৯৬০০০) ১শত সাৰ্দ্ধষট্‌ষষ্টি কোটী বর্ষ বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরই শেষ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুরাণোক্তির মর্ম্ম এই হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এঁ দেশের পুরাতন নাম। দেখা যাউক, এ নামটী কত পুরাতন। ভারতবাসীরা শৌর্য্য, বীর্য্য, ধনৈশ্বর্য্য, বিদ্যা ও বিদ্যানুশীলন, জ্ঞান ও জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম-ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মপ্রচার এবং এবম্বিধ নানা সদ্‌গুণের প্রভাবে যে অতি পূর্ব্বকালাবধি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন; তাহা পারস্য, ইব্রীয়, গ্রীস, মিসর আদি দেশের প্রাচীন গ্রন্থে প্রকাশ আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকানুসারে ভূসৃষ্টির কিছুকাল পরে, কলির ৭৫৪ বর্ষে অর্থাৎ অন্তঃসত্যের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে, আদি-মানব আদম-বংশীয় ১০ম পুরুষ নোহের সময়ে জলপ্লাবন হইয়াছিল। এই নোহের পৌত্র অসুর-বংশীয়েরা (Assyrians) (প্রাচীন ইতিহাস লেখকদিগের মতে অনুমান খৃঃ পূঃ ২০০০) কলির অন্তঃসত্যের পরার্দ্ধ মধ্যে ভারত অধিকারার্থে আগমন করিয়া যুদ্ধে পরাভূত হওতঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। মিসর দেশীয় পুরাবৃত্ত অনুসারে (খৃঃ পূঃ অনুমান ১৩০০) কলির (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে) অন্তর্দ্বাপরের প্রথমাংশে মিসর-রাজ দ্বিতীয় রেমিসেস্ (বা Sesostris) তাঁহার অধিকার বিস্তারার্থে ভারতে আসিয়াছিলেন। (অনুমান খৃঃ পূঃ ৯৬৪) কলির দ্বাবিংশ শতাব্দীতে অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে নোহ-বংশীয় শলোমনের দ্বারা দেবমন্দির নির্ম্মাণার্থে ভারত হইতে বহু দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষ ভাগে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে) ভারত-সন্তান জগদ্বিখ্যাত গৌতম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। পশ্চাতে, ভারতের চতুর্দ্দিকে-পশ্চিমে, উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণস্থ দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র আসিয়ায় এবং মিসরেও ঐ ধর্ম্মের প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। কলির অন্তস্ত্রেতার প্রথম অংশে (খৃঃ পূঃ ৩২৭) গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত বিজয়ার্থে আসিয়া পারস্যের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকোক্ত জলপ্লাবনের কিয়ৎকাল পশ্চাৎ অবধি এ দেশ সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। এমত অবস্থায় প্রাচীন পারসীক বা জেন্দ ভাষায়, ইব্রীয় ভাষায় কিম্বা গ্রীক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে এ দেশের 'ভারতবর্ষ' নাম উক্ত নাই কেন? মুসলমানদিগের দ্বারা লিখিত ইতিহাস বা অপর গ্রন্থেও এ নাম নাই। 'হন্দ্' 'হিন্দ' বা 'হিন্দ্', যাহা হইতে এ দেশের নাম জর্ম্মান, লাটিন ও ইউরোপীয় অপর ভাষায় 'ইন্দন', বা 'ইন্দুইন', এবং ইংরেজীতে (India) ইণ্ডিয়া হইয়াছে, তাহাই প্রায় সকল বিদেশীয় পুরাতন গ্রন্থে উক্ত আছে। ইহাতে কি বুঝা যাইবে যে 'হিন্দ্'ই এ দেশের প্রকৃত নাম? তা নয়। এক নদীর নামও এক স্থানে এক, অন্য স্থানে অপর, হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গবাসী-রাও হিন্দীভাষীদিগকে 'হিন্দুস্থানী' বলিয়া থাকেন। 'হিন্দ্' দেশে ব্যবহৃত ভাষার নাম 'হিন্দী' এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্থান-বাসীদের নাম 'হিন্দুস্থানী' হইতে পারে, কিন্তু 'হিন্দ্' 'হিন্দী' বা 'হিন্দু' শব্দ, বেদ, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ আদি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্টি-গোচর হয়না। 'হিন্দ্' শব্দ সংস্কৃত নয়, বিদেশীয়; হিন্দী ভাষাও আধুনিক, মুসলমানদিগের ভারতে আধিপত্যের পূর্ব্বে ছিলনা; 'হিন্দ্' হইতে উৎপন্ন হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্থান বা হিন্দুস্থানী

ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলিও তদ্রূপ; সংস্কৃত পুরাতন গ্রন্থে ব্যবহৃত হইবার কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা বিবেচনা করেন যে,—ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থিত সিন্ধু-নদ যাহা ভাষান্তরে হিন্দু বা ইন্দুস্ [Indus] হইয়াছে, তাহা হইতেই হিন্দ্ বা ইণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি। যদিচ সমুদ্র-মার্গ যতদিন বিশেষরূপে পরিচিত ছিল না, ততদিন মিসর, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই সিন্ধু নদের সম্মুখে উপনীত হইতে হইত; * তথাচ সেই নদের নামে তৎপার্শ্বস্থ সমস্ত দেশ আখ্যাত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দু নামের উৎপত্তি ও অর্থ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, সিন্ধু-নদের পশ্চিম গান্ধার (কান্দাহার) আদি প্রদেশ সহ ভারতের উত্তর পশ্চিম খণ্ড, যাহা আর্য্য-দিগের আদিম বাসস্থান ছিল প্রবাদ আছে, কেবল সেই আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তই অতি প্রাচীন কালে আসিয়ার অন্য স্থানে ইউরোপে বা মিসরে 'হিন্দ্' নামে খ্যাত ছিল। অমরকোষ অভিধানানুসারে 'আর্য্য' অর্থে ("মহাকুল-কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন সাধবঃ") মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন, সাধু। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উক্ত আছে,—

"হিন্দুদিগের নব্যতর গ্রন্থানুসারে 'আর্য্য' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, মান্য ও সৎকুলোদ্ভব"।..........

"অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য। সুতরাং এক-কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত আর্য্যবংশীয়েরাই অর্থাৎ আর্য্যকুলোৎপন্ন অধিকাংশ লোকেই, 'অর্য্য' নাম ধারণ করিত। হয়ত, 'অর্য্য' শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষিকার্য্য বৈশ্যদিগের একটী প্রধান বৃত্তি। লাটিন, গ্রীক, এঙ্গ্লোসেক্সন্, ইংরেজী, রুশ, আইরিশ্, কর্ণিশ, ওএল্স, প্রাচীন নর্স, লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষায় "হল" ও "কৃষিবাচক" কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা 'অর ধাতু' হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ 'অর' ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহারা 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' বা তদনুরূপ অন্য কোন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল 'অর' ধাতুর উল্লেখ নাই, [সংস্কৃত ভাষায় 'ঋ' ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে] কিন্তু অন্য অন্য অধিকাংশ আর্য্য ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হল বাচকশব্দের পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ ধাতুটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* "এই পর্য্যন্ত যে কোন জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্থলপথে আসিয়া-ছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের পশ্চিমাংশবাসী জাতিগণ জলপথে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য বাণিজ্য, দ্বিতীয় দেশাধিকার। পোর্ত্তুগালের অধিবাসীরা, সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন; ইঁহাদিগকে পোর্ত্তুগীজ কহিত। ইঁহারাই ফিরিঙ্গী নামে ভারতবর্ষে অভিহিত"।

"বাস্কোডিগামা নামক পোর্ত্তুগালের একজন সুবিখ্যাত নাবিক ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া নির্ভীকচিত্তে ভারত মহাসাগরের অগাধ জলরাশি অতিক্রম করতঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী কালিকট নগরে উপস্থিত হন"।

পারসীকদিগের অবেস্তা নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক সাধারণ এই দুই অর্থে প্রয়োজিত আছে। পারসীকদিগের আদিম স্থানের নাম ঐর্য্যনম্বৈ এজো অর্থাৎ আর্য্যবীজ। তাঁহারা ঐ মূল স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অবেস্তায় তাহা ঐর্য্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো ঐ সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী আর কতকগুলি স্থানকে একত্র আরিআনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোডোটস্ (VII 62) মীডদেশীয়দিগকে আরিআই এবং তাহার পূর্ব্বে হেলেনিকস্ পারসীক দেশকে আরিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কীলরূপা শিলালিপিতে পারসীক সম্রাট দরায়ুষের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়চিত্র (অর্থাৎ আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়) এই দুই বিশেষণ সংযোজিত আছে। পুরাকালীন পারসীকদিগের প্রধান দেবতার নাম অহুরমজ্দ ছিল। তিনি অন্য এক শিলালিপিতে আর্য্যদিগের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পারসীক দেশের অধুনাতন নাম ইরান্ ঐ অরিয় শব্দেরই বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাজ্যের পারসীক ভূপতিরা অনেকে আপনাদিগকে ইরান্ বা অনিরান্ অর্থাৎ আর্য্য বা অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকদিগের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকদিগের অনেকানেক নাম 'অরিয়' শব্দ-সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দরায়ুষের প্রপিতামহের নাম অরিয়ারাম্ন।

আর্ম্মাণি-ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। ককেসস্ পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি আর্য্যবংশীয় লোক বাস করে, তাহাদের জাতীয় নাম আয়রন্।

আর্য্যবংশীয়গণ প্রথমে আসিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি খোরাসান্ ও রুসদেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থ্রেসদেশে গমন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া। আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্‌ট্ জাতীয়েরা আর্য্যবংশীয়দিগেরই একটী প্রাচীন শাখা বিশেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর বা এরি। উহারা প্রাচীন নর্স ভাষায় 'ঈরার্' এবং এঙ্গ্লোসেক্‌সন্ ভাষায় 'ইরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বতন নাম ঈরিউ। অতএব আর্য্যদিগের আর্য্য নামের একটী পুরাতন রূপ আয়র্লণ্ডদ্বীপের প্রসিদ্ধ নামে লক্ষিত হইতেছে এ কথা অসম্ভব নহে। (Lectures on the Science of Language by Maxmuller.)"

"বেদসংহিতায়—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক মাত্রেই 'আর্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

"ঋগ্বেদে আর্য্য ও দস্যু শব্দ যেরূপ স্থলে ও যেরূপ অর্থে লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতি প্রতিপাদকই বোধ হয়।"

"মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা:—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ
(ছ) প্রদর্শনী।

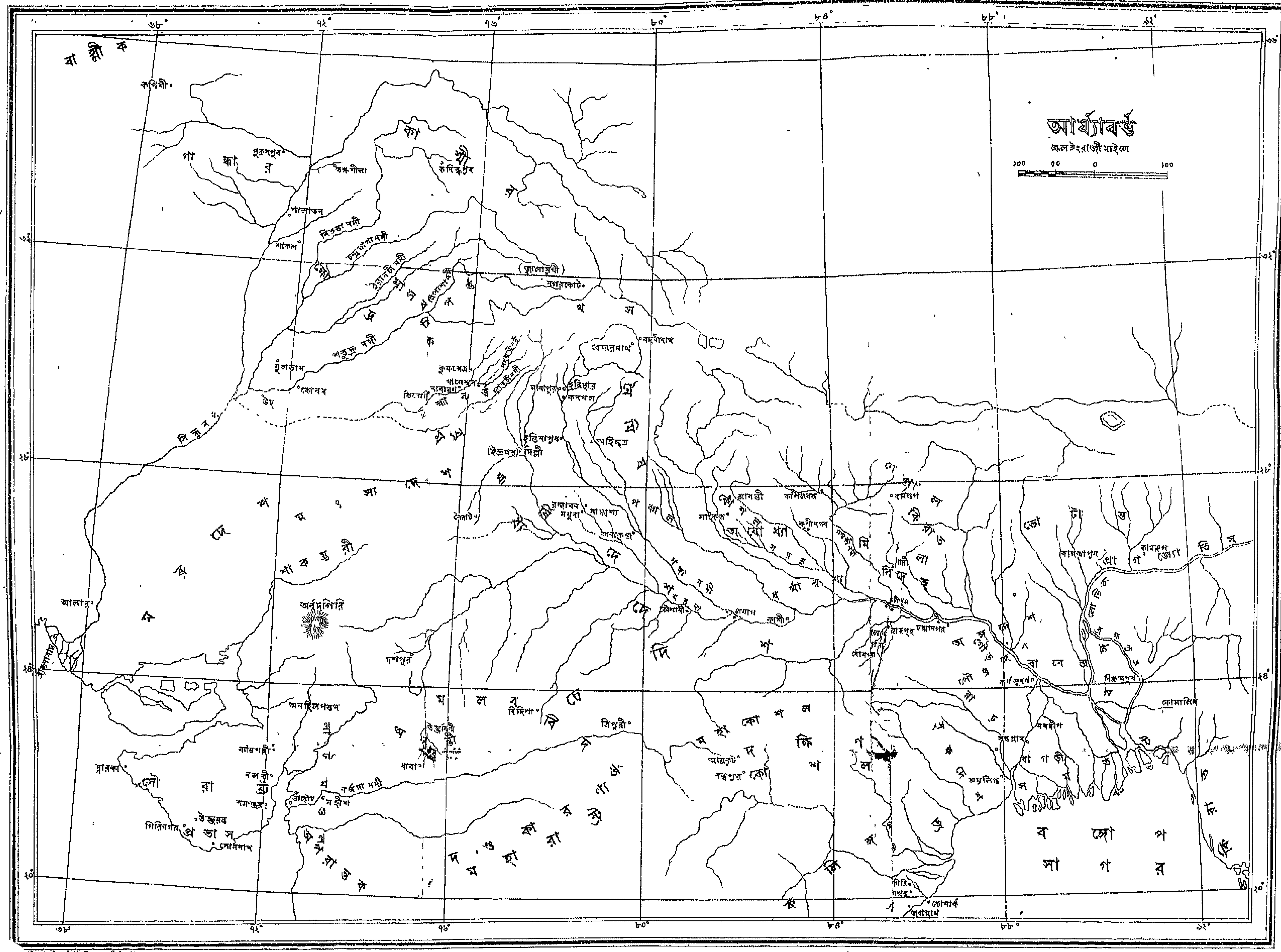

th at the Joti-Press, Calcutta

" আসমুদ্রাত্তু বৈপূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরংগির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥ "

(মনুসংহিতা ২য় অঃ॥)

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।"

অমরকোষ মতে " (আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।) বিন্ধ্য এবং হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের স্থান ছিল।" পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, (" সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।") সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান 'ব্রহ্মাবর্ত্ত;'-কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন এই চারি প্রদেশ 'ব্রহ্মর্ষি দেশ;' পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে প্রয়াগ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, এই চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান 'মধ্যদেশ' অমরকোষে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বা 'ব্রহ্মর্ষি দেশ' নাই; কিন্তু শরাবতী বা সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নাম 'উদীচ্য' ও ঐ নদীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকস্থ স্থানের নাম 'প্রাচ্য' এবং 'মধ্যদেশ'ও উক্ত আছে। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃত বিবিধ বচন দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে এ সকল প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্গত ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র * ছ প্রদর্শনীরূপে প্রকটিত হইল। এই আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণই শৌর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা ও জ্ঞানসম্পন্ন হওতঃ ভারতের তিলক স্বরূপ ছিলেন। বুদ্ধদেব, পরশু, মহাপদ্ম-নন্দ, চাণক্য, অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলেই আর্য্যাবর্ত্তের ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের সহিতই যে পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের যথেষ্ট পরিচয় বা সংস্রব ছিল, ভারতের অন্য স্থানের সহিত তাহাদের তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না, তৎপক্ষে উপযুক্ত ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণের অভাব নাই। অতএব অসুরগণের ভারত হইতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পূর্ব্বেই কেবল আর্য্যাবর্ত্তের বিদেশীয় নাম হন্দ্ বা হিন্দ্ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; যেহেতু আসুরীয়-রাজ্ঞী আর্য্যাবর্ত্তের

---

* অনুমতিপত্র।

SANSKRIT COLLEGE,
the 16th December, 1907.

My dear Sir,

I believe I have already written to your friend giving him permission to use my *Map of Aryavarta for his purpose.* If he has not got my letter kindly tell him that I have absolutely no objection to his using my Map. He should not use it as his own Map, he may have all the credit for the corrections he makes.

Yours Sincerely,
(Sd) HARAPRASAD SASTRI.

ঐশ্বর্য্যের প্রবাদ না শুনিলে এ দেশ জয়ের সঙ্কল্প করিতেন না। ঐ ঘটনা খৃষ্টীয় আদি-ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ী গণনায় যীশুখ্রীষ্টের ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে হয়, (Poter Parley's univorsal history দেখুন); কিন্তু উক্ত গণনা শুদ্ধ না হইলেও অন্ততঃ কলির অন্তঃসত্যের শেষভাগে আর্য্যাবর্ত্তের এ নাম নিশ্চয় হইয়াছিল, বলিতে হইবে। পশ্চাতে গ্রীসদেশীয় নৃপতি আলেকজাণ্ডারের এ দেশে আগমনের কিছু-দিন পরে, যখন আর্য্যাবর্ত্তের মৌর্য্যরাজগণের সহিত গ্রীসদেশীয়দিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয়েরা এ দেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে এক পণ্ডিতও ইতিমধ্যে মগধরাজ-ধানীতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রীক ভাষায় একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছিলেন। ১ম মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩১৪।১৫) হইতে শেষ মৌর্য্য বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণানুসারে ১৩৭ বর্ষ (খৃঃ পূঃ ১৭৭) মধ্যে, প্রায় সমস্ত ভারত একই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ভারতস্থ অপর কোন প্রদেশ পৃথক্‌ভাবাপন্ন ছিল না; সেই কারণে বিদেশী-য়দিগের নিকট তদবধি (অনুমান খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে) সমগ্র ভারত আর্য্যাবর্ত্তেরই প্রাচীন, 'হিন্দ্' নামে পরিচিত রহিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের আদিম 'আর্য্যধর্ম্ম' ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ পৌরাণিক অবস্থায় পরিণত হওতঃ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবার প্রাক্কালেই ঐ ধর্ম্মাবলম্বীগণ হিন্দু * নামে বিদেশীয়দিগের দ্বারা আখ্যাত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। স্বদেশেও ঐ নাম তদবধি গৃহীত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা পারসী আরবী ও মধ্য আসিয়াস্থ শক-হুন-প্রভৃতি জাতীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইলে, (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয়ের ইতিহা-সানুসারে 'খৃষ্টের দশম ও একাদশ † শতাব্দীতে') ঐ মিশ্রিত ভাষাও 'হিন্দুই' বা 'হিন্দী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানী শব্দের ব্যবহার ইহার পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। এ সকল নাম বিদেশীয় শব্দোৎপন্ন। 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ' নাম অবশ্য স্বদেশীয়, কিন্তু কখন হইতে হইয়াছে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শক পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় পণ্ডিত কৃত্তিবাস কৃত প্রাচীন পদ্য রামায়ণে উক্ত আছে 'শতাবর্ত্তের পরে আর্য্যাবর্ত্ত, তৎপশ্চাতে ভরত সূর্য্যবংশাবতংস ছিলেন'। রামায়ণের আধুনিক অনুবাদে শতাবর্ত্ত স্থলে সুসন্ধি ও আর্য্যাবর্ত্ত স্থানে ধ্রুবসন্ধি আছে। ধ্রুবসন্ধি ও আর্য্যাবর্ত্ত একই।

---

* প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃতঃ—"হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতি-পূর্ব্বে আবস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দটী সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ, সংস্কৃত 'সপ্তসিন্ধু' ও আবস্তিক, 'হপ্তহেন্দু' শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক 'হেন্দু' শব্দ সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারস্য দেশের কীলরূপা শিলালিপিতে উহা 'হিদুস্' বলিয়া লিখিত আছে। গ্রীকেরা হিন্দুইস শব্দ উল্লেখ করিয়াথাকে। তন্ত্র বিশেষে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দু শব্দ নয়, এই অদ্ভুত তন্ত্রবচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবে-শিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।" অর্থ "জাতি বিশেষ হিঁদু।"

† অনুমান হয় খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতেই 'হিন্দী' কথিত ভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়া থাকিবে; নচেৎ ৮ম শতাব্দীর ৺বাপ্পাদিত্যের 'হিন্দুসূর্য্য' 'হিন্দুমুকুট' ও 'একালিঙ্গকা দেওয়ান' উপাধি হইত না।

উক্ত পদ্য রামায়ণানুসারে চন্দ্রবংশীয় জনকরাজের পূর্ব্ব পুরুষগণও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উদ্ভব। উহাতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে মহাভারত উক্ত চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত-পুত্র ও রামায়ণোক্ত আর্য্যাবর্ত্ত-পুত্র ভরত একই। রামায়ণে ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের বংশ-বিবরণ নাই। বিষ্ণুপুরাণে সুসন্ধির ও ধ্রুবসন্ধি বা তৎপুত্র ভরতের নাম নাই, কিন্তু প্রসেনজিতের বংশোদ্ভব যে শ্রীরামচন্দ্র, এবং প্রসেনজিতের পিতৃ-পুরুষ যে শ্রাবস্ত যাঁহা হইতে শ্রাবস্তীনগর; তাহা স্পষ্ট উক্ত আছে। এই প্রসেনজিৎ যে অন্তত্রেতা ও অন্তর্দ্বাপরের সন্ধিকালে (অনুমান খৃঃ পূঃ ৫২৫-৫০০, সম্বৎ পূঃ ৪৬৮-৪৪৩, শক পূঃ ৬০৩-৫৭৮ মধ্যে) বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় ভরত দুষ্মন্তরাজার পুত্র। 'দুষ্মন্ত' নামের ব্যাখ্যা,-যিনি "অকারণে শকুন্তলাকে নিরাকরণ করাতে আপনাকে দোষী বোধ করিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে নিরাকরণের পর কি এ রাজার নামকরণ হইয়াছিল? আগে কি তাঁহার কোন নাম ছিল না? আবার চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ভরত প্রকৃত এবং একই হইলে তিনি যে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর ছিলেন তাহাওত পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ নাই। রামায়ণ মহাভারতেও ভরতের রাজ্য বা জন্ম সম্বন্ধে এমত কোন বিবরণ নাই যদ্দ্বারা তাঁহার অধিকারের আয়তন বা তাঁহার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণ কিন্তু অমৌলিক নয়, নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। আর্য্যাবর্ত্ত ও যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, ভারতস্থ আর্য্যদিগের নিবাস স্থান মাত্র, তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ অমরকোষ আদি নানা গ্রন্থ হইতে অগ্রেই উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুবমনু হইতে উৎপন্ন 'সূর্য্য' ও 'চন্দ্র' উভয় কুলতিলক ভরত রাজকে ব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের সমকালিক বাল্মীকি যে 'আর্য্যাবর্ত্ত'-পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। বৃহৎ অমরকোষে 'ভারাবর্ত্ত' শব্দ নাই, 'ভারতবর্ষ' আছে বটে, কিন্তু পুরাণোক্ত 'জম্বুদ্বীপের ৯ম বর্ষ' কিম্বা 'ভরতরাজাধিকৃত ভূভাগ' বলিয়া উল্লিখিত নাই; যথা:—("জগতী লোকঃ পিষ্টপং ভুবনং জগৎ। লোকোঽয়ং ভারতং বর্ষং॥") 'জগতী, লোক, পিষ্টপ, ভুবন',-জগৎবাচক শব্দ, এবং লোকের বা জগতের এক খণ্ডের নাম 'ভারতবর্ষ'। 'বর্ষ' বাচক শব্দ অমরকোষে এক স্থানে কেবল ("বৃষ্টির্বর্ষং") বৃষ্টি; অপর স্থানে ("সাদ্বৃষ্টৌ লোকধাত্বংশে বৎসরে বর্ষমস্ত্রিয়াং") 'বৃষ্টি, লোক বা জগতের অংশ ও বৎসর,' আছে। এই প্রাচীন অভিধানানুসারে ("শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবা কৃশাশ্বিনঃ। ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারণাস্তু কুশীলবাঃ।") 'ভরত' নট বাচক শব্দ; ভারতাধিপতি নন, এবং নট বিশেষের নাম "চারণ, কুশীলব (পুং)"। ইহাও জিজ্ঞাস্য যে ভরত-অধিকৃত স্থানের নাম,-'কুরুবর্ষ', 'নাভিবর্ষ', ইত্যাদি সদৃশ 'ভরতবর্ষ' না হইয়া ভারতবর্ষ হইল কেন? কিন্তু 'ভরতকে দত্ত' ইত্যর্থে 'ভারত',-এই পুরাণ ব্যাখ্যার দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়; কিম্বা ভারত নামক ভূখণ্ড অর্থে ভারতবর্ষ হইয়া থাকিবে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, বেদে যেমন 'আর্য্য' সম্বোধনবাক্য, মহাভারতে 'ভারত' তদ্রূপ। 'আর্য্য' স্থলে 'ভারত' শব্দের ব্যবহার পশ্চাতে আরম্ভ হইয়াছে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; অতএব আর্য্য-ভূমি 'আর্য্যাবর্ত্তের' পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে ভারত-ভূমি 'ভারতবর্ষ' নাম ছিল না। আবার বেদব্যাস যখন নিজ গ্রন্থের নাম 'মহাভারত' রাখিয়াছেন এবং প্রাচীন অভিধান

অমরকোষেও যখন ঐ নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর (যদর্থে 'ভরত' আর্য্যাবর্ত্ত-সন্তান রূপে উক্ত হইয়াছেন) প্রায় সমস্ত ভারত অধিকার করার পর, অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত ভারতস্থ অপর প্রদেশ একরাজ্যভুক্ত বা একত্রিত ও একভাবাপন্ন হওয়ার পর, যে সমগ্র ভারতের এক-নাম হইয়াছে তৎপূর্ব্বে হয় নাই, হওয়াও অসম্ভব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন ভারতস্থ প্রদেশ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও পৃথক্ পৃথক্ রাজা ছিল, সমগ্র দেশ এক রাজ্যভুক্ত বা একভাবাপন্ন ছিল না, তখন সে সকল প্রদেশ এক-দেশ রূপে একনামে খ্যাত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিহাস দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, "খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে (আর্য্যাবর্ত্তাধিপতি) অন্ধ্রগণই হিন্দু-জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতম অংশ প্রায় সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত ছিল"। অন্ধ্রবংশীয় পুলোমা পুলোমারী মগধের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন *। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে, সূর্য্যবংশীয় ভরত-পৌত্র সগর রাজের সন্তানগণ-নিহন্তা কপিল পুলোমারীর রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন। এই কপিল চন্দ্রবংশীয় ভরতের অতি-বৃদ্ধপ্রপৌত্র। বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী গণনায় পুলোমারীর দেহাবসান ৪৩৬ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল (চ প্রদর্শনী দেখুন)। অতএব আর্য্যাবর্ত্তের সন্তানরূপে বর্ণিত ভরত যিনিই হউন পুরাণানুসারে ইনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের হওয়া সম্ভব নয়। আর্য্যাবর্ত্তের যে পরাক্রান্ত নৃপতির অধিকার কালে প্রায় সমগ্র ভারত একদেশ-সদৃশ একভাবাপন্ন ছিল, অনুমান হয়,-তাঁহারই পুরাণকল্পিত নাম ভরত, এবং তদবধি এ দেশের স্বদেশীয় নাম 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে।

এক্ষণে, বেদবিভাগকর্ত্তা-মহাভারতকার-বেদব্যাস যখন এই ভরতের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র সম্বৎ ৪র্থ শতাব্দীর কপিলমুনি-কৃত সাঙ্খ্য হইতে উৎপন্ন সাঙ্খ্যযোগানুগামী ছিলেন, নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি যে খৃষ্টাব্দের ৫ম শতাব্দীর পরে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বেদব্যাস যে সম্বৎ ৫ম শতাব্দীর ধন্বন্তরির কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী অমরসিংহেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অমরকোষেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরসিংহ লিখিয়া গিয়াছেন, যাবতীয় গ্রন্থ হইতে সমাহৃত শব্দসকলের ব্যুৎপত্তি বোধক অর্থ তাঁহার কৃত 'অর্থ চন্দ্রিকায়' সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ 'অভিধান' যে পশ্চাতে পরিবর্দ্ধিত (সম্ভবতঃ স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তিতও) হইয়াছে, তাহা 'বৃহৎ' শব্দযোগ বৃহৎ অমরার্থচন্দ্রিকা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। মূল গ্রন্থ প্রণয়নের কতকাল পরে উহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা এখানে নিরূপণের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মহাভারত সামান্য গ্রন্থ নয়; উহা অমরকোষের পূর্ব্বে রচিত হইলে

* রাজা শিবপ্রসাদ কৃত হিন্দি 'ইতিহাস তিমির নাশক' ১ম খণ্ড কিম্বা তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেখুন।

তদুক্ত এতাদৃশ প্রধান শব্দ যথা:—'চতুর্ব্বেদ', 'গায়ত্রী', * 'অবতার', 'ষড়দর্শন', 'সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী', 'ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ', 'নারদ', শ্রীরামচন্দ্র, বাল্মীকি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বিশ্বামিত্র, 'ওম্' বা 'ওঁ' ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি বোধক অর্থ অমরকোষে থাকিতই থাকিত। বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র-পরাশরপুত্র বেদবিভাগ হেতুই 'বেদব্যাস' নামে বিখ্যাত আছেন। যখন বেদবিভাগকর্ত্তা বেদ-ব্যাসই-'মহাভারতকার', তখন বেদ বিভাগের পর, মহাভারত রচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পুরাণে ইহাও স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, তৎপিতামহ বেদব্যাসের দ্বারা রচিত মহাভারত যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌত্র (বেদব্যাসের অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র) জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের গদ্যানুবাদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, কিন্তু বৃহৎ অমরকোষে এ সর্ব্বপ্রধান শব্দ না থাকায়, রামায়ণ ও বেদবিভাগ যে অমরকোষের পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে। ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, অমরকোষ পরিবর্দ্ধন সময়েও যখন উহাতে চতুর্থ বেদের উল্লেখ হয় নাই, তখন উহার পরিবর্দ্ধনের পরে (চতুর্থ) 'অথর্ব্ব'-বেদ সঙ্কলিত বা স্বতন্ত্রিত হইয়া থাকিলেও, বেদব্যাসখ্যাত বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র মহাভারতকার অমরসিংহের পরের ভিন্ন, পূর্ব্বের নিশ্চয়ই হন না। আবার অমরসিংহের প্রায় সম-সাময়িক আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা দেব-বৈদ্যখ্যাত ধন্বন্তরির কথা যখন মহাভারতে বিশিষ্টরূপে অতি প্রাচীন বলিয়া উক্ত আছে, তখন ধন্বন্তরি বা অমরসিংহ বেদব্যাসের পরের কখনই নন এবং তাহা স্বীকার করা নিতান্ত অন্যায়। বেদব্যাস অমরসিংহের পরেই হউন কিম্বা অগ্রেই হউন, পরীক্ষিতের জন্মকাল নিরূপিত হইলেই কেবল বেদব্যাসের কেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বশিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেরই ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের ৪।৫ টী শ্লোকেই মহাপদ্ম মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের অব্দ নিশ্চয়রূপে ব্যক্ত আছে; তবে ভারতীয় গণিতজ্যোতিষের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ শ্লোক কএকটীর যথার্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বেণ্ট্‌লি বেবর (Wober) প্রভৃতি বিখ্যাত পুরাণসমালোচক ইংরেজ মহোদয়দিগকে পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারীর ন্যায় অশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করতঃ ঐ শ্লোক গুলির প্রকৃত মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতি অনাস্থার যুক্তি কতদূর প্রামাণিক তাহা হিন্দুদিগের গণিত-জ্যোতিষ (Hindu

---

* গায়ত্রী (গায়ৎ গানকারী-ত্রৈ পালন করা + অ (ড) — ক, ঈপ। 'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃত অর্থাৎ যে গানকারীকে ত্রাণ করে। কিম্বা গায় গান। যে গান দ্বারা ত্রাণ করে) সং, স্ত্রীং, ত্রিপাদ মন্ত্র-বিশেষ, বেদমাতা; এই ত্রিপদা দেবী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়নার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। তৎকালে সাবিত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, যাইতে না পারায় ব্রহ্মা পুনরায় বিবাহার্থ উপযুক্তা কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করেন। ব্রহ্মা তাহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপকন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা। .... লিং—১ "ব্রহ্মা ততোঽসৃজত্তাবৈ ত্রিপাদাং বেদমাতরম্। অকরোচ্চৈব চতুরো বেদান্ গায়ত্রী সম্ভবান্ (প্রকৃতিবাদ অভিধান)॥

Astronomy) বিষয়ক একটী ইংরেজী প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ টুকু পাঠে, ধীমান্ ব্যক্তিসমূহ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন।

"It will be observed that the astronomers of the period between the 10th and 14th Centuries before the Christian Era had made many discoveries, and amongst others this,-that the Solsticial colure was moving backwards along the signs. Approximate values of the rate of motion was computed, which computation resulted as stated by Bently, in their finding that in 948 B. C the solstices had fallen back 3′ 20″ in respect of the fixed stars during the period of 247 years and one month from the position they had in the year 1192 B. C. This makes the mean annual rate of the motion backwards, 48·56661″. Now neglecting the decimal part of the value of the regression, which would express what was to be stated in round numbers and reducing the arc of an Asterism or 13°-20′ to seconds, it seems that there are exactly 48000″ in an Asterism, and deviding this by the annual rate 48″ it would take just one thousand years for the solsticial point to travel over it. In actual fact, it takes 960 years, as previously stated."

"Now what is more natural than that omissions or mistakes should be made in numerous copies of the statements of the original astronomers, who lived more than 20 centuries ago, or that a cipher should have been lost, or even a dot (which we are told ancient writers used in lieu of a cipher), at the end of the number and that modern Hindu writers should have been misled in stating 100 instead of 1000 years, or 2700 years for a revolution instead of

27000 ? With a mean value of 50 "for the precision we reckon·25920 years for the revolution of a Solstice or an Equinox."

প্রবন্ধলেখক মহাশয় এখানে বলিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ হইতে দশম শতাব্দী মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদেরা অনেক তত্ত্ব মধ্যে ইহাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে:—

(১) 'অয়নান্তবৃত্ত রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের পশ্চাদ্দিকে সরিতেছিল। - ইহার গতির অর্থাৎ অয়নগতির ক্রমও নিরূপিত হইয়াছিল'।

(২) 'বেণ্ট্‌লিসাহেব বলেন খৃঃ পূঃ ১১৯২ হইতে ৯৪৮ মধ্যে অর্থাৎ ২৪৭ বৎসর ১ মাসে, ৩ কলা ২০ বিকলা * পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল; অঙ্কপাত দ্বারাও দেখাইয়াছেন যে, ঐ পশ্চাদ্গতি বার্ষিক ৪৮ বিকলার কিঞ্চিৎ অধিক; ভগ্নাংশ ত্যাগে ৪৮ বিকলা মাত্র হয়, এবং এক পূর্ণ (পশ্চাৎ) চক্রের এক নক্ষত্রাংশ অর্থাৎ এক অয়নাংশ ($\frac{৩৬০}{২৭}$ অংশ বা ১৩ অংশ ২০ কলা বা ৮০০ কলা বা) ৪৮০০০ বিকলা হওয়ায় এক অয়নাংশ পশ্চাদ্গতির কাল মোটামোটি ($\frac{৪৮০০০}{৪৮}$) ১০০০ বৎসর হয়। বাস্তবিক ১ অয়নাংশগতির প্রকৃত কাল ৯৬০ বৎসর'।

(৩) '২০০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বের (খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর) আদি জ্যোতির্ব্বিদদিগের ঐ গণনাপত্রের যে বহুসঙ্খ্যক প্রতিলিপি হইয়াছিল তন্মধ্যে কোন কোন প্রতিলিপিতে এক শূন্য মাত্রের ভুল ছিল; অথবা উক্ত গণনাপত্রের অনুলিপিতে আধুনিক (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর) হিন্দু নকলনবীসেরা† যে এক অয়নাংশগতির কাল ১০০০ বৎসরের স্থলে এক শূন্য লোপে ১০০ বৎসর এবং এক পূর্ণ অয়নচক্রের কাল ২৭০০০ বৎসরের স্থলে ২৭০০ বৎসর করিয়া বসিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক বলা যায় না কি'?

(৪) 'সমালোচক মহোদয়েরা বার্ষিক মধ্যম (mean) অয়নগতি ৫০ বিকলা ধরিয়া অয়নাংশগতির প্রকৃত কাল (১৩ অংশ ২০ কলা বা ৮০০ কলা বা ৪৮০০০ বিকলা ÷ ৫০) ৯৬০ বৎসর এবং এক পূর্ণ অয়নচক্রের কাল (৩৬০ অংশ বা ২১৬০০ কলা বা ১২৯৬০০০ বিকলা ÷ ৫০) ২৫৯২০ বৎসর বলেন'।

এই উক্তি গুলির স্থূলমর্ম্ম বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টের ১২—১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে,-ভারত ভিন্ন জগতের অপর দেশে,—অর্থাৎ ইউরোপে মিসরে বা অন্যত্র গণিতবিদ্যায় জ্যোতিষে ও

---

* ১১৯২ হইতে ৯৪৮ খৃঃ পূঃ, ২৪৭ বৎসর হয় না; অঙ্কের ভুল থাকিতে পারে। চান্দ্রবর্ষার্থে 'বৎসর' (year) প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও, ২৪৭ অপেক্ষা অধিক হয়। এ কাল মধ্যে ৩ কলা ২০ বিকলা গতিও ভুল। ৩ অংশ ২০ কলা না হইলে বার্ষিক-গতি ৪৮·৫৬...... বিকলা হয় না, এবং ১ অয়নাংশ গতির কালও ১০০০ বৎসর হয় না।

† 'Writer' (অর্থ 'কেরাণী বা নকলনবীস') শব্দের প্রয়োগ আছে। জ্যোতিষবিদ্যার্থী কিম্বা অপর কোন তদ্রূপ অর্থ বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয় নাই। খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর ২০০০ বৎসরাধিক পরের বলায়, (Modern) 'আধুনিক' শব্দের অর্থে খৃঃ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীরই বুঝায়।

জ্যামিতিতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল ; এমন কি আকাশের নক্ষত্র আদি হইতে—কাল্পনিক চক্র বিশেষের কিম্বা ক্রান্তিপাত বিন্দুর ব্যবধান পর্য্যন্ত,—এক্ষণে যেমন (Sextant, Theodolite আদি) যন্ত্র দ্বারা অংশ-কলা-বিকলায় (In degrees minutes and seconds) সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয়, তখন যন্ত্রের অভাবেও তদ্রূপ হইত।

এ সমালোচক মহাশয়ের মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১২—১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে সৌরবর্ষের অব্দ প্রচলিত ছিল, এবং অয়নগতির গণনাও সন, মাস, তারিখ সহ চিহ্নিতরূপে লিপিবদ্ধ হইত ; নচেৎ '১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বের' প্রথম নিরূপিত স্থান হইতে '৯৪৮ খৃঃপূর্ব্বের' ২য় নির্দ্ধারণের পার্থক্য কি প্রকারে অবধারিত হইল ? কিন্তু এখানে সে 'প্রাচীন অব্দের' উল্লেখ করা না হইয়া 'খৃষ্টাব্দের ১১৯২ বৎসর পূর্ব্বে' বলা হইল কেন ? ৯৪৮ খৃঃপূর্ব্বের গণনাপত্রের বহুসঙ্খ্যাক প্রতিলিপির মধ্যে অন্ততঃ এক খণ্ডও কি সমালোচক মহাশয়ের হস্তগত হয় নাই ? উহা কোন্ ভাষায় কি প্রকার অক্ষরে ও অঙ্কে এবং তক্তিতে না চর্ম্মে কিম্বা 'প্রোব'-পত্রে* না কাগজে লিখিত ইত্যাদি সমালোচক মহাশয় কিছুই ব্যক্ত না করিয়া, কেবল ০ 'শূন্য'-বিন্দুর দ্বারা লিখিত হইত মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত রহিলেন কেন ? ঐ গণনাপত্র সাধারণের জ্ঞানোন্নতির জন্য অবিকল (facsimile) মুদ্রিত করাইতেও ত পারিতেন। আবার ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে গণিতবিদ্যার যদি এতাধিক উন্নতি হইয়াছিল, তখন উক্ত ১১৯২ হইতে ২৪৮ বৎসরের মধ্যে বৎসরে বৎসরে না হউক, ২০ বৎসর অন্তর কিম্বা ন্যূন সঙ্খ্যা ২।৪ বারও কি ঐ পশ্চাদ্গতি নিরূপিত হয় নাই ? তাহারইবা লিপিবদ্ধ বর্ণনাপত্র কোথায় গেল ? সমালোচক মহাশয় যে প্রাচীন গণনাপত্রোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পশ্চাদ্গতি সম্বন্ধীয় ; অগ্রগতির উল্লেখ নাই কেন ? খৃঃ পূঃ কোন্ সনে অগ্রগতির নিবৃত্তি, এবং কখন পশ্চাদ্গতির আবৃত্তি আরম্ভ, তাহাও ব্যক্ত নাই কেন ? যদি রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের পশ্চাদ্দিকেই অয়নগতি হইয়া থাকে, অন্য দিকে হয়ই না ; তবে 'motion backwards' (অর্থ-পশ্চাদ্দিকে গতি), 'regression' (অর্থ-প্রত্যাগমন) আদি শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি ? ভারতীয় জ্যোতিষ সঙ্কেত দ্বারা বুঝা যায়, কলির ১৮০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, কলির ১৮০০ বৎসর যাবৎ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪৯০২ হইতে ১৩০২ পর্য্যন্ত বিষুবৎ অগ্রসর হওতঃ শেষ-সীমা ২৭শে বৈশাখ অবধি যাইতেছিল ; তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৩০১ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে। ইহার

---

* মিসর দেশীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যাহার পত্র প্রাচীন কালে লিখনার্থে কাগজবৎ ব্যবহৃত হইত। ইহার গ্রীক নাম (papyrus) প্যাপাইরস, মিসরীয় নাম 'প্রোব'।

" Paper first made of cotton 1100 A. D. Paper first made from linen rags, A. D. 1417." (Peter Parley's Universal History) পিটর পার্লি মহোদয় কৃত বিশ্বেতিহাসে ব্যক্ত আছে যে ১১০০ খৃষ্টাব্দে কাগজ সর্ব্ব প্রথমে কার্পাস হইতে—পরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড (নেকড়া) হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

দ্বারা জানা যাইতেছে যে ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে বিষুবৎ ফিরিতেছিল। বিবেচনা হয়; সমালোচক মহাশয় ইহাকেই 'পশ্চাদ্গতি'* বলিয়াছেন, নচেৎ 'পশ্চাদ্গতির' ('moving backwards along the signs') অন্য কোন অর্থ হয় না; কিন্তু তাহা হইলে, ভারতীয় অয়নাংশগণনার সমীচীনতা তিনি ভ্রম বশতঃ স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও, তিনি যে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন; তাহা বলা যাইতে পারে। আবার সমালোচক মহাশয় যখন 'প্রাচীন গণনাপত্রোক্ত ১০০০ বৎসর' অয়নাংশ-গতির কাল নয়, বাস্তবিককাল ৯৬০ বৎসর বলিয়াছেন, তখন খৃষ্টাব্দের কোন্ সনে অর্থাৎ ভারতীয়দিগের দ্বারা উক্ত গণনাপত্রের প্রতিলিপি গ্রহণের কত পূর্ব্বে বা কত পরে ঐ ৪০ বৎসরের ভুল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই বা লিখেন নাই কেন? কৃষ্ণচরিত্রে ব্যক্ত আছে,—

> '১৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্ নামা গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রানক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খৃঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায় ক্রান্তিপাতের বার্ষিক-গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতির্ব্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন।'

ইহা অবশ্য ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। এখানেও সন তিথি মাস ও তারিখের উল্লেখ নাই। নক্ষত্রের নাম উক্ত আছে বটে; কিন্তু এ উক্তি ১৮০২ খৃষ্টাব্দেরই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী প্রবন্ধে বার্ষিক পশ্চাদ্গতি প্রাচীনমতে ৪৮, এক্ষণকার মতে ৫০ বিকলা। এখানে ৫০॥ (২০১ অংশ ৪ কলা ৪ বিকলা বিযুক্ত ১৭৪ অংশ অর্থাৎ ২৭ অংশ ৪ কলা ৪ বিকলা বা ৯৭৪৪৪ বিকলা, ১৯৭৩ বর্ষে হইলে বার্ষিক-গতি ৪৯'৩৭ বিকলা হয়; ৫০॥ হয় না), ৫০'২৪, ৫০'৪৩৮ বিকলা ইত্যাদি বিবিধ অঙ্ক আছে†। এমতাবস্থায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দূরে থাকুক, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও অয়ন-গতির ক্রম যে ইউরোপীয় মহোদয়দিগের দ্বারা নিরূপিত হয় নাই; তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

---

* বিষুবতের 'পশ্চাদ্গতির' বিষয় কি সমালোচক মহাশয়দিগের কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যক্ত নাই? নাই-ই ত বুঝা যায়; নচেৎ মাননীয় বেণ্ট্লি সাহেবের উক্তির আশ্রয় লইতে হইবে কেন?

† পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন হিন্দুরা বলেন, অয়নগতি 'বৎসরে ৫৪ বিকলা'। ইহা ভুল। ভারতীয় মতে—১৩ অংশ ২০ কলায় ১ 'অয়নাংশ'। ৬৬ বৎসর—৮মাসে ঐ (১৩ অংশ ২০ কলা রূপ) ১ অংশ (বা ৩৬০০ বিকলা),—এবং ২০০ বৎসরে ঐরূপ ৩ অংশ (বা ১০৮০০ বিকলা) সূর্য্যের ভোগ হয়; অতএব বার্ষিক অয়নগতি ঐ অয়নাংশের ($\frac{১০৮০০}{২০০}$ বিকলা) ৫৪ বিকলা মাত্র, ৮ম পরিচ্ছেদ ও 'ক' প্রদর্শনী দেখুন। এ 'বিকলা' ইংরেজী অংশের ৩৬০০ তম ভাগ (3600th part of a degree) নয়, ইহা অয়নাংশের ৩৬০০ তম ভাগ; নচেৎ বার্ষিক অয়নগতি (১৩ অংশ ২০ কলার ৩ গুণ ৪০ অংশের ২০০ তম ভাগ) ১২ কলা হইত; ৫৪ বিকলা হইত না।

ফল কথা ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে ইউরোপের কোন দেশে (চান্দ্র-বর্ষের ও) অব্দ প্রচলিত থাকা যেমন অনিশ্চিত (৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন); তত প্রাচীনকালে সৌরবর্ষ সম্বন্ধীয় অয়নগতির গণনা ও-তাহা সন তারিখ দ্বারা-লিপিবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, অঙ্ক লিখনের সৃজন বা অঙ্ক বিস্তারই চর্চ্চা হওয়া তদধিক অসম্ভব। যাহা হউক, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আদি-জ্যোতির্বিদগণ কোন্ দেশীয়, প্রাচীন গণনাপত্রইবা কোন্ অব্দের কোন্ সনে কোন্ ভাষায় লিখিত ইত্যাদি, সমালোচক মহাশয় যখন কিছুই ব্যক্ত করেন নাই তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, এ প্রবন্ধে যে সকল ইংরেজী জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি কোন্ প্রাচীন ভাষা হইতে গৃহীত।

(Chamber's Twentieth Century English Dictionary) চেম্বার্শসাহেব কৃত বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী অভিধান হইতে সংগৃহীত।

Equinox (প্রকৃত অর্থ 'সমরাত্রি' বিষুব অর্থাৎ সমদিবা-রাত্রি নয়):—লাটিন অর্থাৎ প্রাচীন রোমীয়দিগের ভাষার শব্দদ্বয় aequus (অর্থাৎ সমান) ও nox (রাত্রি) হইতে উদ্ভাবিত।

Solstitial Colure (প্রকৃত অর্থ সূর্য্যের ধনুকাকার গতির সীমা):—'Solstitial,'—'Solstice' শব্দের বিশেষণ। 'Solstice,' লাটিন *Solstitium* (*Sol* সূর্য্য *Stitium* দাঁড় করান) হইতে উৎপন্ন। 'Colure' গ্রীক ভাষার ছেদিত লাঙ্গুল বাচক শব্দ হইতে গঠিত,—ভাবার্থ ধনুকাকার।

Asterism (প্রকৃত অর্থ 'নক্ষত্রাংশ' অয়নাংশ নয়) গ্রীক ভাষার 'aster' (অর্থ নক্ষত্র) শব্দ হইতে উদ্ভাবিত।

Degree (অংশ),—এ ফরাসী শব্দ। লাটীন ('De' অর্থ নিম্নস্থ, ও 'grade' অর্থ সোপানের প্রত্যেক পদ নিক্ষেপের স্থান,—'ধাপ') ভাষা হইতে উদ্ভাবিত।

Minute (অংশের ষষ্টিতম ভাগ—'কলা') ইহা দ্বি অর্থ-বোধক এবং প্রথমে যে, ঘণ্টার ষষ্টিতম অংশ '২॥ পল' অর্থে লাটিন ভাষায় 'Minutia' (অর্থ ক্ষুদ্রতা) শব্দ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে অংশের তাদৃশ ভাগ বাচক হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঘণ্টার ইংরাজী hour; এ শব্দের মূল,—গ্রীক ভাষায় লাটিনে ও সংস্কৃতে ২॥ দণ্ড বাচক—'হোরা'; পুরাতন ফরাসী হোর, আধুনিক ফরাসী hour।

Second (কলার ষষ্টিতম অংশ,—'বিকলা') 'মিনিট' সম দ্বি-অর্থ—বোধক। ইহাও প্রথমে মিনিটের ষষ্টিতম অংশ—'২॥' বিপল অর্থে লাটিন হইতে ফরাসী ভাষায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে 'কলার' তাদৃশ অংশবাচক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

[এই ৬ টি শব্দের মধ্যে ১ টিও গ্রীক লাটিন বা অপর কোন প্রাচীন ভাষায় ছিল না, স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।]

খৃঃপূঃ ৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত রোম নগর যে প্রদেশখণ্ডে স্থিত তাহার নাম (Latium) 'লাটিউম্' হইতে 'লাটিন' শব্দের উৎপত্তি। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন) যে, এই রোমসম্রাট (Julius-Cæsar) যুলিয়স্ সিজার ৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে সৌরবর্ষের পরিমাণ ৫২ সপ্তাহ-১ দিন ৬ ঘণ্টা ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন; তদ্দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত প্রাচীন গণনাপত্রের সহস্রাধিক বৎসর পরেও অয়নবিষুব আদির গণনা দূরে থাকুক, সৌরমাসের গণনা বা মাসের নামকরণ * কিম্বা ঘণ্টাংশ বাচক 'মিনিট' শব্দের ব্যবহার পর্য্যন্তও রোমীয়দিগের দ্বারা আরম্ভ হয় নাই। সৌরবর্ষের সম্পূর্ণ প্রচলনের পর, সৌরমাসের ও ঘণ্টার ক্ষুদ্রাংশের পরিমাণ নিশ্চয়রূপে ধার্য্য না হইলে দিবা রাত্রির দৈনিক হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপণ নিঃসন্দেহ হইতে পারে না; এবং দিবা ও রাত্রিমানের তারতম্য নির্দ্ধারণের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে বৎসরের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে বিষুবৎ হয় এবং কতকাল পর্য্যন্ত থাকে, তাহা নির্ণীত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ব্যতিক্রম কিছু কাল দৃষ্টিগোচর না হইলে বিষুবকালের অর্থাৎ অয়নগতির গণনা আরম্ভ হইতেই পারে না।

প্রাচীন ইতিহাস-লেখকদিগের মতানুসারে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রথমে সূর্য্যের ছায়ার দ্বারা দিবাভাগে, পরে জল ঘড়ির দ্বারা দিবা ও রাত্রিমধ্যে, সময় নিরূপিত হইত। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের দ্বারা নির্ম্মিত মিসর দেশস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরে খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে 'বালু ঘড়ির' প্রথম সৃজন হইয়াছিল। বালুঘড়ির দ্বারা ঘণ্টার ক্ষুদ্র অংশ নির্দ্ধারিত হইত-না; কিন্তু অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চার পূর্ব্বে ঘণ্টার ষষ্টিতম ভাগ 'মিনিটের' গণনা আরম্ভ, নিশ্চয়ই হয় নাই। পিটরপার্লি সাহেবের বিশ্বেতিহাসে উক্ত আছে, ("Arithmetical figures first introduced into Europe from Arabia A. D. 991") ইউরোপীয়েরা খৃঃ ১০ম শতাব্দীর শেষে আরব-দিগের নিকট 'অঙ্ক'-লিখনই শিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বেতিহাস অনুসারে ("Clocks with pendulums invented about A. D. 1656") 'ঘটীকা-যন্ত্র' (যদ্দ্বারা ঘণ্টার ষষ্টিতম অংশ 'মিনিট'কাল মাত্র সর্ব্ব প্রথমে সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয়),- খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে সৃজিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা 'মিনিটের' ষষ্টিতম অংশ অর্থাৎ ঘণ্টার ৩৬০০তম ভাগ (Second) 'সেকণ্ড' (২॥ বিপল) কালের গণনা প্রথমে হইত না। 'সেকণ্ডের' গণনা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাননীয় বেণ্ট্লি সাহেব মহোদয় খৃঃ একাদশ শতাব্দীর ভারতীয়দিগকে 'গণিতে অনভিজ্ঞ নকল-

---

* চেম্বার্স সাহেব কৃত 'বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী অভিধান' দেখুন, বৎসরের ৭ম মাসের নাম 'জুলাই' (July) 'জুলিয়স্ সিজার' (Julius Cæsar) হইতে এবং ৮ম মাসের নাম 'অগষ্ট' (August) অগষ্টাস্ সিজার (Augustus Cæsar) হইতে—হইয়াছে। জুলিয়স্ সিজারের মৃত্যু ৪৪ খৃঃ পূঃ, অগষ্টাস্ সিজারের ১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। অতএব মাসের নামকরণ ইহাদের পূর্ব্বে হয় নাই।

নবীসই' বলুন, কিম্বা ভারতের 'বিষুবৎ-প্রবর্ত্তন' অর্থাৎ 'অয়নাংশ গণনা' নিতান্ত আধুনিক ও ইউরোপের অশুদ্ধ অনুকরণই বলুন, ইউরোপে যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় গণিত যুলীয় বৎসর খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং তৎপূর্ব্বে প্রকৃত জ্যোতিষিক বা সৌর-বর্ষের প্রচলন হয় নাই; তাহা ইতিহাসে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। রুসিয়ায় যুলীয় বৎসরের গণনা অদ্যাপি চলিতেছে। এ গণনা 'প্রাচীন প্রণালী' (Old style) নামে খ্যাত আছে। 'জ্যোতিষিক' (Astronomical) যাহাকে ইংরেজীতে (Equinoxial Tropical or Solar year) বিষুবদন্ত অয়নান্ত বা সৌর-বর্ষও কহা যায়, এবং যাহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ৩৬৫ দিন—৫ ঘণ্টা—৪৮ 'মিনিট'—৪৯'৭ 'সেকণ্ড' ইউরোপীয়েরা এক্ষণে ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মরাজ (Pope Gregary XIII) ত্রয়োদশ গ্রেগরি মোটামোটি ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট অর্থাৎ যুলীয় বৎসর অপেক্ষা ১১ মিনিট ন্যূন ধরিয়া খৃঃ ১৫৮২ সনের ১০ তারিখ লোপে, যুলীয় বৎসরের অশুদ্ধতা সংশোধন করতঃ, এই নব প্রণালী (New style) রোম-রাজ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন। ভারতের অধীশ্বর ইংরেজ মহোদয়-দিগের স্বদেশে খৃঃ ১৭৫২ সনে অর্থাৎ রোম-রাজ্যের অব্দ সংস্কারের ১৭০ বৎসর পরে, '৩রা সেপ্টেম্বর'-'১৪ই সেপ্টেম্বর' গণিত হইয়া 'নবপ্রণালী' (New style) আখ্যাত 'জ্যোতিষিক' বা সৌরবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এ সকল বৃত্তান্ত আনুমানিক নয়, প্রকৃত; চেম্বার্স সাহেব কৃত 'বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী অভিধান' হইতে সংগৃহীত; অন্য কোন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক হইতে নয়, সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে।

যুলীয় বৎসর যে 'বিষুবদন্ত' বা অয়নান্ত বর্ষ নয়, অশুদ্ধ জ্যোতিষিক বা সৌরবর্ষ মাত্র তাহা বলা বাহুল্য; যেহেতু 'বিষুবদন্ত' কিম্বা 'অয়নান্ত' বর্ষ সম্পূর্ণদিনে ভিন্ন সমাপ্ত হয় না। বিষুবৎ অর্থেই 'সমদিবা-রাত্রি,' রাত্রি অন্তে বিষুবদন্ত বর্ষ সমাপ্ত হয়। অয়নান্ত বর্ষও তদ্রূপ; যে দিনে সূর্য্যের দৃশ্যমান (উত্তর ও দক্ষিণ) গতি শেষ হয়, সেই দিনই অয়নান্ত বর্ষ পূর্ণ হয়। জ্যোতিষিক বা সৌর-বর্ষের সূক্ষ্ম পরিমাণ যুলীয় বৎসর হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। ঐ যুলীয়বর্ষ ভিন্ন অন্য প্রকার সৌরবর্ষ-গণনা যখন ইউরোপে খৃষ্টাব্দের অগ্রে ছিল না, তখন পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী প্রবন্ধে যে কএকটী জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত আছে সে গুলির উদ্ভাবন এবং অয়নাংশ কালের গণনারম্ভ ইউরোপে অন্ততঃ খৃষ্টাব্দের ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই, বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সমালোচক মহাশয়ের দ্বারা উল্লিখিত খৃঃ পূঃ দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর গণনাপত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ কৈ? এ গণনাপত্র অপ্রামানিকই প্রকাশ পাইতেছে। আবার এই আনুমানিক গণনাপত্রের অনুলিপিতে ভারতীয় নকলনবীসের যে ভুল দেখাইয়াছেন, তাহাও সমালোচক মহাশয়ের নিজেরই, অপর কাহারও নয়; যেহেতু ১ অয়নাংশ–

গতির কাল ভারতীয় মতে '৬৬ বৎসর ৮ মাস'* '১০০ বৎসর' নয়। কোন্ ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থে ইনি '১০০ বৎসর' পাইয়াছেন? ২৭ অয়নাংশ বা রাশিচক্র (অর্থাৎ ১ পূর্ণ অয়ন-চক্রের ১ পাদ মাত্র) সূর্য্যের একবার ভোগকাল ১৮০০ বৎসর এবং ১ পূর্ণ (উত্তর ও দক্ষিণ) অয়নচক্র (অর্থাৎ রাশিচক্র ৪ বার) সূর্য্যের ভোগকাল ভারতীয় মতে ৭২০০ বৎসর, '২৭০০ বৎসর' নয়; ৮ম পরিচ্ছেদ—'ক' প্রদর্শনী ও শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'হোরা বিজ্ঞান' দেখুন। '২৭০০ বৎসরই' বা পণ্ডিতবর সমালোচক মহাশয় কোথায় পাইলেন? অনুলিপিতে এক শূন্য ভুলের কথাটাও না রসাতলে গেল? এখন ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারীদিগের যুক্তি ও দোষারোপ অমূলক না বলিয়া আর কি বলিবেন?

আবার—মাননীয় প্রবন্ধলেখক মহাশয় যখন ভারতীয় জ্যোতিষ 'নিতান্ত আধুনিক' ও 'ইউরোপীয় জ্যোতিষের অশুদ্ধ অনুকরণ' বলিয়া, প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তখন ইউরোপীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা ভারতীয় জ্যোতিষ আধুনিক কিনা; তৎ সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। যথা,—

প্রবাদ আছে যে ইউরোপ মধ্যে গ্রীস দেশেই সর্ব্ব প্রথমে জ্যোতিষের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দেশীয় পিথাগোরস গৌতম-বুদ্ধের দেহান্তরের পরে খৃঃ পূঃ (অনুমান ৫৩২) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না, তখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা ইউরোপে আরম্ভ হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়না। খৃঃ পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দীর প্রুসিয়াস্থ ("প্রুসিয়ার রাজাকেই জর্ম্মানের সম্রাট বলে," অতএব বলা যাইতে পারে জর্ম্মান) জ্যোতির্ব্বিদ কোপর্নিকস দ্বারা প্রকাশিত জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত গুলি ইহাঁতে অযথা আরোপিত হইয়া 'পিথাগোরীয় পদ্ধতি' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে চেম্বার্স সাহেব কৃত ইংরেজী অভিধান হইতে কএক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"Pythagorean, pertaining to Pythagoras (c 532 B. C.), a celebrated Greek philosopher, or to his philosophy. Pythagorean System, the astronomical system of Copernicus, erroneously attributed to Pythagoras."

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যেন ইউরোপে কোপরনিকসের পূর্ব্বে আর কোন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না।

---

* ৮ম পরিচ্ছেদ—'ক' প্রদর্শনী দেখুন। রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশ—কাল '১০০ বর্ষ' পুরাণে যে উক্ত আছে, মাননীয় সমালোচক মহাশয় তাহাই অয়নাংশ—কাল অনুমান করিয়া থাকিবেন। ইহা তাঁহার ভুল। এই সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশকালের ও অয়নাংশকালের প্রভেদ পশ্চাতে ব্যাখ্যাত হইবে।

উক্ত গ্রীসদেশীয় প্লেটো মহোদয় মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের সমকালিক ছিলেন। তাঁহারই ছাত্র আরিষ্টোটল পরশুসখা-মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে নক্ষত্র আদির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দার্শনিক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

মিসর দেশস্থিত আলেকজন্দ্রিয়ানগরবাসী (Euclid) ইউক্লিড মহোদয়ও গ্রীসদেশীয় ছিলেন। কথিত আছে, ইনি খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে * অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তপুত্র মগধরাজ বিন্দুসারের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ক্ষেত্রপরিমাণকবিদ্যার আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত; কিন্তু ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভারতে জ্যোতিষের চর্চ্চা ইহার পূর্ব্বে বা এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, যেহেতু তাহা না হইলে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে সম্বৎ অব্দের গণনা আরব্ধ হইতে পারিত না; কিন্তু এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস না থাকায় তাৎকালিক জ্যোতির্ব্বিদদিগের নাম ব্যক্ত নাই। প্রবাদও আছে যে "ভারতীয়দিগের ২৭টি নক্ষত্র হইতে প্রাচীন চীন ও আরবগণ নক্ষত্র গণনা করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন"।

সিরাকিউসনিবাসী খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ (Archimedes) আরকিমিডিস মহোদয়ও গ্রীসদেশীয়। ইনি মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের সমকালিক ছিলেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না।

মিসরস্থ আলেকজন্দ্রিয়া নগরে গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের এক প্রধান সেনাপতিবংশীয় (Ptolemy) টলেমি মহোদয় খৃঃ ২য় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদ' বলিয়া খ্যাত থাকিলেও জ্যোতিষের কোন প্রসিদ্ধ গণনা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মতও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই মতাবলী 'টলেমিক পদ্ধতি' নামে খ্যাত।

গ্রীসস্থ এথেন্সনিবাসী মিটন মহোদয় খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে তিথির প্রত্যাবর্ত্তনকাল ১৯বর্ষ ধার্য্য করিয়াছিলেন; এ সূক্ষ্ম গণনা নয়। যাহা হউক, তাঁহার গণিত-বা জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াও খ্যাত ছিলেন না।

৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সৌর-বৎসর গণনা মাত্র ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুলীয় বৎসর প্রচলনের ১১বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে সম্বৎ-অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। এ অব্দ কোন ঐতিহাসিক বা অলৌকিক ঘটনা চিরস্মরণীয় করণার্থে নয়। জ্যোতিষিক

* ইনি খৃঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বের হওয়া সম্ভব নয়।

গণনা সকল এ অবধি নিরবচ্ছিন্ন লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জর্ম্মনি দেশে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জিকা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতে সম্বৎ হইতে ক্রমান্বয়ে পঞ্জিকা চলিয়া আসিতেছে। ১৩৫ সম্বতে শকাদিত্য কনিষ্কের অভিষেক হইতে শক নামক দ্বিতীয় অব্দ এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সৌরবর্ষাব্দ।

সম্বৎ অব্দারম্ভ হইতে ক্রমান্বয়ে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির সহিত মনুষ্য জীবনের এবং অন্যান্য পার্থিব ও নৈসর্গিক ঘটনা সকলের সম্বন্ধ ও তৎসঙ্কেত সমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইয়া, ফলিত জ্যোতিষ নামক এক অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব বিদ্যা ভারতীয়দিগের গৌরবের বিষয়। ইহার দ্বারা মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাঁহার জন্মের ফলাফল অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত বিপদ সম্পদ মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করা যায়।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট, পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেব মহোদয়ের মতে খৃঃ ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মান্যবর ডাক্তার ভানদাজী বলেন, ইনি ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে (রোম-রাজ্য পতন কালে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাননীয় কোলব্রুক সাহেবের সিদ্ধান্ত প্রতিবাদযোগ্য নয়; যেহেতু আর্য্যভট্ট খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর হইলে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ রত্ন মধ্যে ইঁহার নাম অবশ্যই উক্ত থাকিত। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্বের ছিলেন, বিবেচনা হয়। যাহা হউক, আরবী ও পারসী ভাষার গ্রন্থে ইঁহার নাম 'আর্য্যভর'। ইনি আর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ ও বীজগণিত প্রণেতা *। ইনিই অবধারিত করিয়াছিলেন যে,

("চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি")

'পৃথিবী চলা অর্থাৎ চলিতেছে কিন্তু স্থিরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে'।

("ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাত্যি দৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাং॥")

'ভপঞ্জর, (অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল-রাশিচক্র) স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই কেবল নিরন্তর আবৃত্তির দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে'। জগতস্থ জ্যোতির্ব্বিদ মধ্যে আর্য্যভট্টই পৃথিবী যে 'চলা', 'স্থিরা' নয়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কোপর্নিকস এই মত ইউরোপে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। আর্য্যভট্ট ইঁহার সহস্রাধিক বর্ষ অগ্রের।

আর্য্যভট্টের পরে বরাহমিহির খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার এক রত্ন ছিলেন। ইনি 'বৃহৎসংহিতা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত

---

* 'ভারত কোষ'।

ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে ফলিত জ্যোতিষের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, তৎকালে স্বনামখ্যাতা শ্রীমতী খনা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। ইঁহার সদৃশ জ্যোতিষ-বিদ্যা-সম্পন্না আর কোন মহিলা জগতের অন্যত্র কস্মিন্‌কালে ছিলেন কি না সন্দেহ; ছিলেন না-ই বলা যাইতে পারে।

এই সময়ের ৫ খানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থ (ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত ও পুলিসসিদ্ধান্ত) একত্রে সংগৃহীত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামে পাওয়া যায়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত আছে—

("ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি"।)

"ভূগোল (গোলাকার পৃথ্বী) আকাশে অবস্থিত আছে"।

বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত,—অনুমান হয়, বেদব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব কর্তৃক প্রণীত। ইহাতে অয়ন ও অয়নাংশ সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা আছে। এ গ্রন্থ কোপর্নিকসের এবং ইউরোপে সৌর-বর্ষের অশুদ্ধ-পরিমাণের ১ম সংস্করণের প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের। অয়নাংশ ও বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-গণনা ৪২২ শক (৫০০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ভারতে ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। পুরাণোক্ত 'সম্বৎসর' বা সৌরবর্ষই ২ অয়নে গণিত হয়। সূর্য্যের উদয় অস্ত, দিবা ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি, গ্রহণ ইত্যাদি পঞ্জিকার সমস্ত গণনার মূল ভিত্তিই 'অয়নাংশ-সঙ্কেত'। বস্তুতঃ 'অয়ন-গণনা' ভারতীয়দিগের 'নিজস্ব ধন' 'চুরি নয়-নকল নয়'। ইউরোপীয়দিগেরই 'নিরয়ন গণনা'। পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ অনুমিতি (The Theory of Earth's annual revolution round the sun) অয়ন গণনার বিরুদ্ধ, বিবেচনা হয়।

রোমকসিদ্ধান্ত',—রোমীয় জ্যোতিষ বিষয়ক। অনুমান হয় ইহা আলেকজন্দ্রিয়ানিবাসী খৃঃ ২য় শতাব্দীর টলেমি মহোদয়ের মতাবলী সম্বন্ধীয়।—

পুলিসসিদ্ধান্ত',—পুলিস নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ কৃত।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত নামক একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর ৫০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা (নানা কারণে) নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে। অবশেষে ১১১৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা ভাস্করাচার্য্য * জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'বীজগণিত' 'লীলাবতী' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।"

* বীজগণিত লীলাবতী-আদি-প্রণেতা এই বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার সমকালীন গণিতজ্ঞদিগকেই যে প্লিনীর প্রবন্ধলেখক মহাশয় 'Modern Hindu writers' রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন; তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

"উপরি উক্ত গ্রন্থ সমূহে কেবল জ্যোতিষশাস্ত্র নহে,—বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও অঙ্কশাস্ত্রেরও বিশেষ অনুশীলন করা হইয়াছে। ফলতঃ বীজগণিত শাস্ত্রে হিন্দুগণ যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, জগতের মধ্যে প্রাচীন কোন জাতিই সেরূপ পারেন নাই। খৃষ্টের পর ৮ম শতাব্দীতে একজন আরব দেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুদিগের বীজগণিতের পুস্তক অনুবাদ করিয়া, আরবদিগের মধ্যে প্রচার করেন। পরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসা-নগরবাসী একজন ইতালীয় আরবদিগের নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। তথাপি ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বীজগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইউরোপে দুই কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহার অনেকগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই।"

খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' নামক গ্রন্থে উক্ত আছে,—

("নাগ্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তিচ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্তপৃষ্ঠে।
নিষ্ঠংবিশ্বঞ্চ শাশ্বৎ সদনুজ মনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ" ॥)

'বিনা আধারে বিশ্ব (পৃথ্বী) স্বীয় শক্তি দ্বারা আকাশে স্থিতি করিতেছে। ইহার পৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে দেব-দানব মনুষ্য সমুদায় অবস্থিতি করিতেছে'।

এমতাবস্থায় কেহ বলিতে পারেন না যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদদিগের অগ্রে খৃঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কোপর্নিকস-খৃঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর জর্ম্মনিনিবাসী (Keplar) কেপ্লার, খৃঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শদাব্দীর (Sir Isac Newton) সার আইজাক্ নিউটন প্রভৃতি অয়ন বা অয়নাংশ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা ভারতীয় অয়নাংশসঙ্কেত কাহারও 'অশুদ্ধ অনুকরণ' নয়, এবং ইউরোপীয় মহোদয়দিগের অপেক্ষা ভারতীয়দিগের জ্যোতিষ আধুনিকও নয়। যাহা হউক ("Comparison is Odious") 'তুলনা ঘৃণাজনক', অতএব এ কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যাস প্রভৃতির কালানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাদির কাল বিষ্ণু-পুরাণের কতিপয় শ্লোক দ্বারাই নিশ্চয় রূপে অবধারিত হইতে পারে।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতী।
এক রাশী সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥ ৩০ ॥
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥ ৩১ ॥
বিঃ পুঃ ৪। ২৪।

ইহার দ্বারা পুরাণকার বলিতেছেন যে, 'যখন চন্দ্র সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে (এই কলিযুগ অন্তে) মিলিবে তখন সত্য-যুগ আসিবে। ভূত বর্ত্তমান ও ভাবী (অর্থাৎ এই কলিযুগ মধ্যের) ভূপালদিগের বংশাবলী এই কহিলাম।'

অনুমান হয়, প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, বৈশাখ (ক) মাসে অর্থাৎ মেষ-রাশিতে সত্যযুগ আরম্ভ হইয়া থাকে। মেষ-রাশিতে সূর্য্য চন্দ্র সহ পুষ্যা-নক্ষত্রের মিলনে সত্যযুগের উৎপত্তি, যেন কেহ অসম্ভব বিবেচনা করেন না। প্রতি রাশিতেই ত চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ হয়; এখানে সূর্য্য চন্দ্র উভয়ে এক রাশিতে এক নক্ষত্র ভোগের কথা উক্ত হইয়াছে।

৮ম পরিচ্ছেদে বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-বিবরণে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ৬০০ বার পূর্ণ ২ অয়ন-চক্রে (খ) বৈশাখ ও চৈত্রমাসে অর্থাৎ মেষ ও মীন রাশিতে (সমস্ত ২৭ নক্ষত্রে ৪ বারে) ১০৮ অয়নাংশ বা নক্ষত্রাংশ সূর্য্যের ভোগ হইলে, ৪৩২০০০০ বৎসরে ১ দৈবযুগ হয়। ১ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশকাল $\left(\frac{৪৩২০০০০}{১০৮ \times ৬০০} = \frac{৭২০০}{১০৮} = \frac{২০০}{৩}\right)$ ৬৬ বৎসর ৮ মাস; ৩ নক্ষত্রাংশ-কাল ২০০ বৎসর; 'ক' প্রদর্শনী দেখুন।

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।

বিঃপুঃ ৪। ২৪। ৩৩-৩৪.

(ক) বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুনঃ—

("বৈশাখশুক্ল পক্ষীয়াক্ষয় তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ")।

কলির ৩৮৮৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্লা তৃতীয়ার রবিবারে এই দৈবযুগের ১ম অন্তর্যুগ—'সত্যযুগের' প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।- ৮ম পরিচ্ছেদে বিবৃত পুরাণোক্ত যুগ-পরিমাণ-গণনার ধারানুসারে, ১লা বৈশাখে বিষুবৎ আসিলে শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে দৈবযুগ আরম্ভ হয়। এ দুই তিথি মাত্রের পার্থক্য প্রকৃত নয়; প্রকৃত হইলেও যে ধর্ত্তব্য নয়, তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। পঞ্জিকা গণনাও এতাধিক সূক্ষ্ম হইতে পারেনা যে, ৩৮-৩৯ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের তিথি নিশ্চয় রূপে অবধারিত হয়॥

পুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে প্রতিদিন পৃথিবীর এক স্থানে সূর্য্যের অদর্শন-হেতু যখন রাত্রি, অপর স্থানে প্রভাকর সমুদিত থাকা-হেতু তখন দিবা; তদ্রূপ পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিদিন একই তিথি হইতে পারে না। দেশান্তর ভেদে তিথির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, এক্ষণে বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই যে, মাদ্রাজে যখন ১১টা-২৭মিনিট বেলা, কলিকাতায় তখন ১২টা, এবং ভারতের পশ্চিম বিভাগের কোন স্থানে যখন সূর্য্যের অস্তগমন হয়, তখন বঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশে ৪দণ্ড রাত্রি হইতে পারে। আবার মধ্যে মধ্যে এক-দিনে ৩ তিথির সংযোগে ত্র্যহস্পর্শও হইয়া থাকে; অতএব বঙ্গের পূর্ব্বে প্রদেশে যে দিন শুক্লা তৃতীয়ার কিঞ্চিৎ থাকিতে সূর্য্যোদয় হয়, সে দিন প্রাতে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তপ্রদেশে শুক্লাপ্রতিপদের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ৮ম পরিচ্ছেদে বিবৃত যুগপরিমাণসঙ্কেত অশুদ্ধ নয়, নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

(খ) এ বার্ষিক অয়ন নয়;—তাহার ৬মাস উত্তর-অয়নে দিবামানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ৬মাস দক্ষিণ-অয়নে হ্রাস হয়। এ বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-চক্র, ইহার এক অয়ন ৩৬০০ বৎসরে হয়; ২ অয়নে ৭২০০ বৎসর। যখন ৪ঠা চৈত্র হইতে অগ্রসর হওতঃ চৈত্র-সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া বিষুবৎ ২৭শে বৈশাখে গমন করিতে থাকে, তখন অয়ন-চক্রের উত্তর-অয়ন বলা যাইতে পারে, এবং যখন ২৭শে বৈশাখ হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হওতঃ ক্রমশঃ ৪ঠা চৈত্রে গমন করিতে থাকে, তখন দক্ষিণ-অয়ন বলা যাইতে পারে।

জ্যোতিষের বিরুদ্ধে, কেহ কেহ—উপরোদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহা নিঃসন্দেহ ভুল। অয়নাংশকাল '১০০ বর্ষ' নয়; সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থেই '৬৬ বৎসর ৮ মাস' উক্ত আছে।

পঞ্জিকার গণনাও এই জ্যোতিষের ব্যবস্থা এবং সঙ্কেত অনুযায়ী চলিতেছে। তবে যখন ৩ নক্ষত্রাংশকাল ২০০ বর্ষ, তখন বিবেচনা হয়,—

সপ্তর্ষির সমসূত্রে—

ঐ তিনের মধ্যনক্ষত্র সূর্য্যসহ-অর্দ্ধ অয়নাংশকাল ৩৩ বর্ষ ৪ মাস

এবং তৎপশ্চাতস্থ বা তদগ্রস্থ নক্ষত্র

সূর্য্য সহ এক পূর্ণ অয়নাংশকাল ৬৬ " ৮ "

সমুদয়ে ১০০, " অর্থাৎ

সার্দ্ধৈক অয়নাংশকাল সমভাবে দৃষ্ট হয়; এই পুরাণের মর্ম্ম। এখানে 'মধ্য নক্ষত্রং' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তদগ্রের ও তৎপশ্চাতের দুই নক্ষত্রের উল্লেখ না থাকিলেও ঐ ৩ নক্ষত্রের—পরস্পরের একশ্রেণী-বা একরাশি সম্বন্ধীয় ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে; সেই ভাব অবর্জ্জিত, এবং যুক্তি ও জ্যোতিষ-সঙ্গত ব্যাখ্যাই এই। পুরাণকার নিঃসন্দেহ জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ কিম্বা বৃথা-বাক্য প্রযোক্তা ছিলেন না। সপ্তর্ষির সমসূত্রে কোন এক নক্ষত্রের স্থিতিকাল দ্বারা অব্দ গণনা হয় না,—হইতেও পারে না। জ্যোতিষ গ্রন্থে এমন কোন সঙ্কেত নাই। সকল নক্ষত্রেরই ঐরূপ সপ্তর্ষির সমসূত্রে ১০০ বর্ষ স্থিতির কথাও এখানে উক্ত নাই। সপ্তর্ষির পূর্ব্ব অর্থাৎ সূর্য্য-দিকস্থ তিনটি নক্ষত্র মধ্যে যে একটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার কেবল 'সপ্তর্ষি সমসূত্রাব্দ' মাত্র ব্যক্ত আছে, কিন্তু প্রাগুক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী 'অয়নাংশকাল' সঙ্খ্যার দ্বারা ভিন্ন সেই নক্ষত্র নির্ণীত হয় না; অতএব এ পুরাণোক্তি যে অয়নাংশকাল গণনার সঙ্কেত-সমুদ্ভূত, তাহা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রমাণিতও হয় না। ২। নক্ষত্রে যেমন ১ রাশি গণিত হয়, তদ্রূপ এখানে সূর্য্যসহ 'সপ্তর্ষির সমসূত্রে-স্থিতি' কেবল '১॥ অয়নাংশকাল' বুঝিতে হইবে। যথা,—

পূর্ব্বাষাঢ়ার সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি;—

বিংশ নক্ষত্র-পূর্ব্বাষাঢ়ার শেষ-অর্দ্ধাংশ ও একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার পূর্ণ অয়নাংশ;

সমুদয়ে ১॥ অয়নাংশকাল..১০০ বর্ষ।

মঘার সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি :—

১০ম নক্ষত্র-মঘার শেষ-অর্দ্ধাংশ ও একাদশ নক্ষত্র-পূর্ব্ব—

ফল্গুনীর পূর্ণ অয়নাংশ; সমুদয়ে ১॥ অয়নাংশকাল........................১০০ বর্ষ।

আবার যাঁহারা বলেন কোন দুই 'স্থির' অর্থাৎ 'দৃশ্যমান গতিহীন' নক্ষত্র পৃথিবীস্থ মনুষ্যের দ্বারা সকল কালে সমভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে সূর্য্যাত গতি-

হীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই সূর্য্যই রাত্রিকালে অদৃশ্য, দিবাভাগে কখন ঠিক্ পূর্ব্বে, কখন বা উত্তর-কিম্বা-দক্ষিণ পূর্ব্বে, উত্তর-বা-দক্ষিণ পশ্চিমে ইত্যাদি নানা স্থানে দৃষ্ট হয় কেন? যে কারণে সূর্য্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখা যায়, সেই কারণেই দৃশ্যমান গতিহীন কোন নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সপ্তর্ষির সমসূত্রে কিম্বা অপর ভাবান্তর বা স্থানান্তর চলা পৃথ্বী হইতে দৃষ্ট হয় মাত্র। মেষ-রাশিতে অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সমসূত্রে মিলন না হইলে বিষুবৎ বৈশাখমাসে হইতেই পারে না *।

কৃষ্ণচরিত্র হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পুরাণ সমালোচনায় উক্ত আছে যে, চিত্রানক্ষত্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহা-বিষুবরেখার ২০১ অংশ অন্তরে এবং তাহার ১৯০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বে ১৭৪ অংশ (অর্থাৎ প্রথম স্থান হইত ৩৭৫ অংশ বা এক পূর্ণ চক্রাধিক ১৫ অংশ) দূরে ছিল। ইহার দ্বারা, পুরাণোক্ত 'মঘানক্ষত্রের সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি' এবং ভারতীয় জ্যোতিষোক্ত

---

* সূর্য্য নিজে না ঘুরিয়া, শূন্য আকাশে স্তম্ভবৎ অটল থাকিয়া কি কেবল আকর্ষণ রজ্জুর দ্বারা পৃথিবী আদিকে অনবরত তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতেছে? ঘুরাইলেই না ঘুরিতে হয়? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন-সদৃশ সূর্য্যেরও আবর্ত্তন নাই কি? এবং পৃথিবীর বার্ষিক-চক্রসদৃশ সূর্য্যেরও বহুশত বা সহস্রবর্ষে ১চক্র থাকিতে পারে না কি? পৃথিবীর কক্ষ বা বার্ষিক পরিভ্রমণ পথ সূর্য্যকেন্দ্রক (সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে) না হওয়াই বা অসম্ভব কেন?

পৃথিবীর ৩৬৫দিনে বার্ষিক সূর্য্যপ্রদক্ষিণ যদি 'চলা পৃথ্বী' হইতে অনুভব না হয়, তবে সূর্য্যের বহুসহস্র বর্ষে ১ চক্র থাকিলে, তাহা পৃথিবীস্থ দর্শক দ্বারা প্রত্যক্ষ না হওয়াই বা অসম্ভব কেন?

পুরাণ সমালোচক মহাশয়েরা যে ২৫৯২০ বৎসরে ১ অয়ন-চক্র বলেন তাহারইবা অর্থ ও কারণ কি? এই কাল মধ্যে কি বিষুবৎ ২৭ দিন মাত্র মহাবিষুবরেখার পশ্চাতে বা দক্ষিণে সরিয়া যায়? আবার ঐ ২৫৯২০ বৎসরে বিষুবৎ কি মহা-বিষুবরেখায় ফিরিয়া যায় না? তদ্রূপ মহা-বিষুবরেখার অগ্রে বা উত্তরেও বিষুবতের ২ চক্র হয় না কি? ২৫৯২০ বা যত বৎসরেই হউক এ অয়ন-চক্র সূর্য্যের গতি হইতে উৎপন্ন নয় কি?

ভারতীয় জ্যোতিষোক্ত অয়ন-গতি অর্থাৎ ৪চক্রে বিষুবতের অগ্র-গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন কি মিথ্যা? সূর্য্যের ৭২০০ বর্ষে ১চক্র হইতে ৪ অয়ন-চক্র উৎপন্ন হইতে পারে না কি?

ঘড়ির বৃহৎ চাকার ১ চক্র দ্বারা ক্ষুদ্র চাকার ১০।১২ বার ঘূর্ণন যেমন সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বৃহৎ সূর্য্যের ১ চক্রে চলা-ক্ষুদ্র-পৃথিবীতে বিষুবতের ৪ চক্র হইতে পারেনা কি?

তবে ভারতে সে আর্য্যভট্ট নাই—সে বরাহমিহির বা ভাস্করাচার্য্যও নাই কিম্বা এক্ষণকার ভারতীয় গণিতবিদ্যাবিশারদ মহোদয়দিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাদৃশ প্রযত্ন নাই বলিয়াই কি কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা কোন জটিল বিষয়ের কিম্বা এই দেশীয় ও বিদেশীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্বের যুক্তি-যুক্ত প্রত্যয়-জনক মীমাংসা হয়না?

পশ্চাৎ বা-দক্ষিণ গতির (মহা-বিষুবরেখার দুই দিকে ১৮০০+১৮০০=৩৬০০ বর্ষে) দুই চক্র এবং অগ্র-বা উত্তর গতির তদ্রূপ দুই চক্র এই '৪ চক্রে ১ পূর্ণ অয়ন-চক্র', ইত্যাদি সমালোচক মহাশয়েরা স্পষ্টাক্ষরে না হউক,—প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। অপর প্রমাণ অনাবশ্যক।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩০ শ্লোকে ব্যক্ত রহিয়াছে যে পুষ্যানক্ষত্রাংশের * প্রবর্ত্তনে আগামী দৈবযুগ আরম্ভ হইবে। উহার ৪৩২০০০ বর্ষ অর্থাৎ ২৪০ ($\frac{২৭}{৩}$ × ২০০=১৮০০ বর্ষ) সম্পূর্ণ ২৭ নক্ষত্রাংশকাল পূর্ব্ব হইতে এই দৈবযুগান্তঃকলি গণিত হইতেছে; অতএব এ কলিযুগও পুষ্যানক্ষত্রাংশ সহ আরম্ভ হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, মহাপদ্মনন্দের ও তৎপুত্রগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ মত-ভেদ আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি এক্ষণকার ইতিহাস লেখক মহোদয়েরা পুরাণোক্ত ১০০ বর্ষ স্থলে ৫০ বর্ষ মাত্র লিখিয়াছেন। পূর্ব্বতন বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মান্যবর এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব বাহাদুর পুরাণানুযায়ী ১০০ বর্ষ স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মহাপদ্মনন্দের অভিষেক ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে হইয়াছিল, লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে, চন্দ্রগুপ্তের মগধ-সিংহাসনারোহণ ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বে হয়; কিন্তু যখন অপর সকল ইতিহাসলেখকের মতে ৩১৪ হইতে ৩১৯ খৃঃ পূর্ব্ব, তখন পুরাণানুসারে নন্দদিগের রাজত্ব ৪১৪ (ক) হইতে ৩১৫ খৃঃ পূর্ব্ব, ধরা যাইতে পারে। অতএব মহাপদ্মনন্দের অভিষেক পুরাণ ও ইতিহাস অনুসারে ৪১৪ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ কলির (৩১০২ বিযুক্ত ৪১৪) ২৬৮৮ অব্দে হইয়াছিল। ৩৯ নক্ষত্রাংশে ২৬০০ বর্ষ, এবং ৮৮ বর্ষে এক নক্ষত্রাংশ ও ২১ বর্ষ ৪ মাস হয়; পুষ্যা হইতে রেবতী ২০, তৎপরে অশ্বিনী হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া ২০, অতএব কলির ৪০ অয়নাংশ গতে—একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার প্রথম অর্দ্ধাংশের দ্বাবিংশ বর্ষে—অর্থাৎ ৯ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩৯ শ্লোক

("প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥")

অনুযায়ী পূর্ব্বাষাঢ়ার সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশের মধ্যভাগে নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। ইহার দ্বারা 'সপ্তর্ষির সমসূত্রে-স্থিতির' যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শুদ্ধতাও সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে; জ প্রদর্শনী দেখুন।

---

* এ 'সপ্তর্ষি-সমসূত্রাংশ' নয়, নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ; বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩০ শ্লোক দেখুন।

(ক) চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বর্ষ অগ্রে, ৪১৪ খৃঃ পূর্ব্বে মহাপদ্মনন্দের রাজত্ব আরম্ভ, কিন্তু তৎকালে সৌর-অব্দ প্রচলিত ছিলনা। ১৯ বৎসরে সৌর ও চান্দ্র-বর্ষের প্রভেদ ৭মাস, অতএব ৪১৪ চান্দ্র-বর্ষে ($\frac{৪১৪ \times ৭}{১৯ \times ১২} = \frac{২৮৯৮}{২২৮}$) প্রায় ১৩ বর্ষ কমিয়া ৪০১ সৌরবর্ষ হয়।

'সপ্তর্ষির সমস্থত্রেস্থিতি—'কালের ব্যাখ্যা দ্বারা বিষ্ণুপুরাণের ৪। ২৪। ৩৩। ৩৪ শ্লোকের শেষভাগের

(তেতু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।)

মর্ম এই বুঝিতে হইবে যে 'মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক নক্ষত্র হইতে পরীক্ষিত-কালিক ('মঘাস্বাসন্') মঘার সপ্তর্ষিসমস্থত্রে স্থিতি পর্য্যন্ত কলির ১২০০ বর্ষ কাল অতীত হইয়াছিল'। সেই 'মধ্যনক্ষত্র' উত্তরাষাঢ়া যদংশে মহাপদ্মনন্দের অভিষেক হইয়াছিল, 'তেতু' শব্দ তদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দ্বাত্রিংশ শ্লোকে, যখন নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যক্ত রহিয়াছে এবং ইহার শেষভাগে যখন পরীক্ষিত-কালিক ('মঘাস্বাসন্') মঘার সপ্তর্ষি-সমস্থত্রাংশের উল্লেখ আছে, তখন এ 'মধ্যনক্ষত্র' মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক ভিন্ন অপর নক্ষত্র নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। পুরাণকার এখানে অন্য নক্ষত্রের কথা বলিবেন কেন? 'পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্' পরীক্ষিতের জন্ম-কালিক মঘাস্বাসন্ বুঝায়; 'পরীক্ষিতের রাজত্ব-কালিক নয়। ('মঘাস্বাসন্') 'মঘার সপ্তর্ষি-সমস্থত্রাংশ' অর্থে মঘার শেষ অর্দ্ধাংশ সহ পূর্ণ পূর্ব্ব-ফল্গুনী-অংশ বুঝায়;—মঘা নক্ষত্রাংশ নয়। 'প্রবৃত্তশ্চ-কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ' অর্থে 'কলির মধ্যের ১২০০ বর্ষকাল' অতীত হইয়াছিল বুঝায়, কলির আরম্ভ হইতে কখনই নয়; ৯ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত—

(যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১২। ২। ৩২ শ্লোকে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। আবার জ-প্রদর্শনী দেখুন, নন্দদিগের পূর্ব্বে কলিতে দুই মঘাস্বাসন্ হইয়াছিল; ১ম,—কলির ১৬৭ হইতে ২৬৭ বর্ষ পর্য্যন্ত; ২য়,—কলির ১৯৬৭ হইতে ২০৬৭ বর্ষ অবধি। কলির ৩য় মঘাস্বাসন্ই মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক নক্ষত্রাংশ আরম্ভের ১১০০ বর্ষ পরে ১২০০ বর্ষ পর্য্যন্ত ছিল। ইহাই পরীক্ষিত-কালিক মঘাস্বাসন্। মহাভারত পুরাণাদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিত গর্ভস্থ ছিলেন এবং যদুবংশ ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর, পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ। দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, কুরুকুল ক্ষয়ের অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে যদুবংশীয়গণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল। মহাপদ্মনন্দের অভিষেক যে একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া অংশের দ্বাবিংশ বর্ষে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে; সেই উত্তরাষাঢ়া-

সহ রেবতী পর্য্যন্ত ৭, তৎপরে অশ্বিনী হইতে পূর্ব্ব-ফল্গুনী সহ ১১, এই (১২ দেড়া) ১৮ নক্ষত্রাংশে ১২০০ বর্ষ কাল; অতএব পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের অনধিক ১৪ বর্ষ ৮ মাস থাকিতে অর্থাৎ (১২০০ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ৪১৪ সহ ১৪ বর্ষ ৮ মাস ও ২১ বর্ষ ৪মাস বা ৪৫০ বর্ষ) ৭৫১ খৃষ্টাব্দে বা (খৃঃ পূঃ ৩১০২ বর্ষে খৃঃ৭৫০ বর্ষ যোগে) ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে সে-পরীক্ষিতের জন্ম, এবং উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের দ্বাবিংশ বর্ষে, অর্থাৎ নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভের ১২০০ বর্ষ ও কলির (২৬৮৮+১২০০) ৩৮৮৮ বর্ষ পরে যে তাঁহার অভিষেক হইয়াছিল, তাহাই পুরাণকার এখানে অয়নাংশ কাল পরিমাণে অপরিস্ফুটভাবে নিশ্চয় রূপে বলিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'কলির ১২০০ বর্ষে পরীক্ষিতের অভিষেক', এ পুরাণের বিরুদ্ধ কথা। ১২০০ বর্ষ কাল মহাপদ্ম নন্দের ও পরীক্ষিতের অভিষেকের ব্যবধানই বুঝিতে হইবে, অন্য অর্থ হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভাগবতের ১২.২।৫২ শ্লোকে যখন পরীক্ষিতের জন্ম-কালিক মঘানক্ষত্র অগ্রে উক্ত আছে, তখন মহাপদ্ম নন্দ-কালিক পূর্ব্বাষাঢ়া তৎপশ্চাতে গণিত হইবে; কিন্তু পুরাণের সকল বিবরণই যখন ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে ব্যক্ত আছে, তখন অগ্রে বা পশ্চাতে যাহারই উল্লেখ থাকুক, মর্ম্মানুযায়ী ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। মর্ম্মের ব্যত্যয় হইলে, পশ্চাতে বা অগ্রেই গণিত হইবে কেন? বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩২ শ্লোকেও পরীক্ষিতের নাম অগ্রে আছে এবং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের * রাজত্বের ব্যবধান ১০১৫ বর্ষ উক্ত আছে, কিন্তু বায়ু ও মৎস্য-পুরাণে ১০৫০ বর্ষ আছে। যদিচ ইঁহাদের মধ্যে কে অগ্রে কে পশ্চাতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত নাই; বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩৩।৩৪ শ্লোকানুযায়ী গণনার দ্বারা পরীক্ষিতেরইত পশ্চাদ্বর্ত্তিতা অবধারিত হইতেছে; তথাচ পরীক্ষিত যে নন্দদিগের অগ্রে ছিলেন না, উল্লিখিত বায়ু ও মৎস্য এবং অপর পুরাণ-উক্তির দ্বারাই সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

নন্দদিগের অগ্রে মঘার সপ্তর্ষি-সমস্বত্রেস্থিতি মধ্যে পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের ১৪ বর্ষ ৮ মাস থাকিতে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়া থাকিলে,—

একাদশ নক্ষত্র পূর্ব্ব-ফল্গুনী অংশের ১৪ বর্ষ ৮ মাস সহ একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া অংশের ২১ বর্ষ ৪ মাস লইয়া (৬ দেড়া ৯) ৬৩৬ বর্ষ মাত্র হয়; ইহা ১০১৫ বর্ষের প্রায় ৪০০ বর্ষ কম। মঘা অংশের আদি (পুরাণের মর্ম্ম যদিও তাহা নয়) হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া অংশের শেষ পর্য্যন্ত ধরিলেও ৭৩৪ বর্ষের অধিক হয় না। আবার বিষ্ণু-পুরাণের ৪।২৪।৩৯ এবং ভাগবতের ১২।২।৩২ শ্লোকে ব্যবহৃত 'নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ' শব্দের আভাসে বিষ্ণুপুরাণের ৪.২৪.৩২ শ্লোকোক্ত 'নন্দাভিষেচনের' অর্থ নন্দদিগের 'রাজত্ব'ই বিবেচনা হয়; কিন্তু সে অর্থ পরীক্ষিত নন্দদিগের পশ্চাতে হইলেই খাটে, তথাচ নন্দদিগের (বিঃ পুঃ ৪।২৪ দেখুন) ১০০ বর্ষ রাজত্ব ঐ ৭৩৪ বর্ষসহ যোগ করিলেও নন্দদিগের রাজত্ব শেষ হইতে মঘা নক্ষত্রাংশের আদি অবধি ৮৩৪ বর্ষ হয়;

* বিষ্ণুপুরাণে 'নন্দাভিষেচনম্' শব্দের প্রয়োগ আছে। অমরকোষে 'অভিষেক' শব্দ নাই; 'অভিষব' ও 'অভিষেণন' আছে। 'অভিষেক' হইতে উৎপন্ন 'অভিষেচন' অর্থে এখানে 'রাজত্ব' হওয়াই সম্ভব।

তৎসহ সৌর ও চান্দ্র-অব্দের পার্থক্য ১৩ বর্ষ যোগ করিলেও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৮৪৭ বর্ষ হয়। ইহাও বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১০১৫ বর্ষের এবং বায়ু ও মৎস্যপুরাণোক্ত ১০৫০ বর্ষের অনেক ন্যূন।

বাস্তবিক পরীক্ষিত যে নন্দের পূর্ব্বে ছিলেন তাহার পৌরাণিক প্রমাণ কিছুই নাই বলা যাইতে পারে; যেহেতু তাহা হইলে কলির অন্যূন ১৯০০ বর্ষ গতে, অন্তর্দ্বাপরের প্রথম ভাগে, কেবল পরীক্ষিতের জন্ম কেন, শ্রীকৃষ্ণের,—যুধিষ্ঠিরের ও বেদব্যাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা পুরাণের বিরুদ্ধে স্বীকার করিতে হয়; নন্দের অভিষেক হইতে পরীক্ষিতের ব্যবধানও পুরাণানুযায়ী 'সহস্রাধিক' বর্ষ হয় না; শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে বা পরীক্ষিতের অভিষেকে কলির বা অন্তঃকলির আরম্ভও সপ্রমাণ হয় না। চ-প্রদর্শনীতে উদ্ধৃত পুরাণোক্ত বিবিধ বংশাবলীর দ্বারাও পরীক্ষিত যে নন্দের অগ্রের নন, তাহা বিশিষ্ট-রূপে প্রতিপন্ন হয়। সার কথা,-পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাস; তৎপ্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন রামায়ণ মহাভারত আদিতে ব্যক্ত আছে। এই শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিচত্বারিংশ পূর্ব্বপুরুষ প্রসেনজিৎ যখন মহাপদ্ম নন্দের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ অজাতশত্রু-কালিক ছিলেন এবং মহাপদ্ম নন্দের পুত্রদিগের সমকালিক পরশুরামও যখন ঐ শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষরূপে পদ্ম রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছেন তখন বেদব্যাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পরীক্ষিত—নন্দদিগের সহস্রাধিক বর্ষ পশ্চাতে ভিন্ন অগ্রে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না।

আবার খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর নন্দদিগের পশ্চাৎ-কালীন মৌর্য্য-শুঙ্গ-কণ্ব ও অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজগণের (দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণিত) ধারাবাহিক সজ্জিপ্ত জীবনী যখন পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাস কৃত পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে, তখন পরীক্ষিতের জন্ম নন্দদিগের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন পুরাণকার ঋষি মগধের ভবিষ্য রাজাদিগের বৃত্তান্তসকল যোগবলে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা ভারত পুরাণ অনুযায়ী নয়। চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের তদ্রূপ সঠিক বিবরণইবা পুরাণে নাই কেন? যাহা হউক সর্ব্বপ্রথম যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলিই যে খৃঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর কপিলদেবের পশ্চাৎ-কালিক ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত। অতএব পুরাণকার যোগবলে বলীয়ান হইলেও, তাঁহার এবং পরীক্ষিতের প্রাদুর্ভাব পতঞ্জলির ও নন্দদিগের পূর্ব্বে হওয়া যারপর নাই অসম্ভব।

পরীক্ষিত যে নন্দদিগের পশ্চাতেই ছিলেন তাহার প্রচুর প্রমাণ অগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কলির ... ... ২৬৮৮ বর্ষে
ও বিষ্ণুপুরাণানুসারে নন্দদিগের ১০০ বর্ষ রাজত্ব কলির ... ২৭৮৮ বর্ষ পর্য্যন্ত
এবং পরীক্ষিতের জন্ম ... ... ৩৮৫১ কলের্গতাব্দে
হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে।

অতএব নন্দদিগের রাজত্বের ও পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান ১০৬৩ বর্ষ হইতেছে;
তাহা হইতে সৌর ও চান্দ্র অব্দের প্রভেদ $\left(\frac{৪১৪ \times ৭}{১৯ \times ১২}\right)$ ১৩ বর্ষ
পরিত্যাগ করিলে বায়ু ও মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী ঠিক ১০৫০ বর্ষ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে '১০১৫ বর্ষ' আছে বটে, কিন্তু যখন অপর দুই পুরাণে '১০৫০ বর্ষ' রহিয়াছে এবং তাহাই যখন সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে তখন 'নন্দাভিষেচনের' অর্থ যে 'নন্দদিগের রাজত্ব' তাহাও প্রকাশ পাইতেছে; নচেৎ পুরাণকার আর ১০০ বর্ষ অধিক লিখিতেনই লিখিতেন। 'মঘাস্বাসনের' অর্থ মঘার দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশসহ পূর্ব্বফল্গুনীর সম্পূর্ণ অংশই ব্যাপ্ত হইতেছে; জ প্রদর্শনী দেখুন।

পুরাণাদি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে এবং পরীক্ষিতের অভিষেকে অর্থাৎ কলির ৩৮৮৮ বর্ষ পরে 'কলি' আরম্ভ। পুরাণকার কলিযুগের মধ্যে আবার 'কলি' প্রবেশের কথা লিখিলেন কেন? এ কলি অর্থে অন্তঃকলি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান কলিযুগ যেমন দৈবযুগান্তঃকলি, তদ্রূপ এ কলিরও অন্তর্যুগ-চতুষ্টয় আছে, তাহা ৮ম ৯ম ১০ম পরিচ্ছেদ আদিতে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে,

কলির অন্তঃসত্য ... ... ১৭২৮ বর্ষ
" অন্তর্দ্বাপর ... ... ৮৬৪ বর্ষ
" দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা ১২৯৬ বর্ষ।

অন্তর্দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, কলির ৩৮৮৮ বর্ষে

শেষ; তৎপরে অন্তঃকলি আরম্ভ। ইহার ৩৬ বর্ষ অগ্রে অর্থাৎ দ্বা-পরের শেষে (৩৮৮৮ বিযুক্ত ৩৬) ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে বা (৩৮৫৩ বিযুক্ত ৩১০২) ৭৫১ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সমাপ্ত। ইহার ১০৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ (১১৫০ বিযুক্ত ৭৫০ বা ৪০০ সৌরবর্ষ) খৃঃপূঃ ৪১৪ চান্দ্র অব্দে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব আরম্ভ, এবং তাহার ১০০ চান্দ্রবর্ষ পরে খৃঃ-পূঃ ৩১৪।১৫ তে চন্দ্রগুপ্তের মগধসিংহাসনারোহণ। ইতিহাসের সহিত এ গণনার সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে; অতএব কলির অন্তর্যুগ-চতুষ্টয় যে পুরাণসঙ্গত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদে লিখিয়া গিয়াছেন :—

'সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।'

'ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে,-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।'

পুরাণকার এমন কথা বলেন নাই যে 'সপ্তর্ষি মণ্ডলে মঘা নক্ষত্র থাকে,' 'সপ্তর্ষির সমসূত্রেই' থাকে বলিয়াছেন। 'মঘানক্ষত্রের সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি' সম্পূর্ণরূপে ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। পুরাণোক্ত এ দ্বাপর যে দৈবযুগান্তর্দ্বাপর নয়, কলির অন্তর্দ্বা-পর তাহাও বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। উত্তরায়ণ কখনই চৈত্রমাসে আরম্ভ হয় না; বিঃ পুঃ ২৮ ও জ্য প্রদর্শনী দেখুন। ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারী পুরাণ-সমালোচক মহোদয়দিগের অনুবর্ত্তী হইয়া ভ্রমবশতঃ পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া, পণ্ডিতবর কৃষ্ণচরিত্র-লেখক মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ (ঐতিহাসিক) দ্বাপরের শেষে হয় নাই। এই পরিচ্ছেদ পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে পুরাণের কোন কথাই অমূলক নয়। কলির ৩৮৮৮ বর্ষে যে, কলির অন্তর্দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতার শেষ ও তাহার ৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও তৎপরে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল, এবং পরীক্ষিতের অভিষেকে অর্থাৎ দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা অন্তে ৩৮৮৯ কল্যের্গতাব্দে যে অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পৌরাণিক জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহ সংস্থাপিত হইয়াছে, সকলেই অবিবাদে স্বীকার করিবেন ভরসা হয়।

৩৮৫২ কল্যের্গতাব্দের (সৌর) মাঘে উত্তরায়ণের প্রথম শুক্লা-অষ্টমীতে যে ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ হইয়াছিল, তাহাও (ইউরোপীয় নয়) ভারতীয় জ্যোতিষের সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতবর কাশীরাম দাসের* পদ্য মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

'ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে। রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর। সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন। পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল। রথের উপর হইতে পড়েন ভূতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর। আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর। হেন মতে শরশয্যা নিল বীরবর॥

*   *   *   *

মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর। কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন। ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি। শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন। জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন॥
রবির উত্তরায়ণ নাহি হয়ত যাবৎ। শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ॥'

(ভীষ্মপর্ব্ব, ভীষ্মের শরশয্যা।)

---

* এ পদ্য মহাভারত যে অমৌলিক নয়, মূলেরই ভাবানুবাদ, তাহা গ্রন্থকার নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতী নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর প্রবন্ধ কিম্বা 'ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী' ১ম খণ্ড দেখুন।

ভীষ্ম প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

['সৌরমাঘে সুন্দর চান্দ্র মাস (অর্থ-শুক্লপক্ষ) প্রবৃষ্ট হইলে' ইত্যাদি]

পরে,—

"মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি শুভ দিনে। ত্যজিলেন ভীষ্মতনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির। রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন। অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ বৈশ্য আদি যত নগরের প্রজা। রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল। প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার। হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার॥
কোথা গেলে পিতামহ ছাড়িয়া আমারে। তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ। তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল। শোকসিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল॥
* * * * *
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর। বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির"॥

(শান্তি-পর্ব্ব, ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।)

এই মহাভারতোক্ত বিবরণে প্রকাশ পাইতেছে যে ভীষ্ম মহারথী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ১০ম দিবসে যখন শরশয্যায় শয়ন করেন, তখন সৌর-পৌষ কিন্তু 'দক্ষিণ-অয়ন' অতীত প্রায়। যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রাজ্য-লাভ করিলে পর, সৌর মাঘের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব স্বর্গারোহণ করেন। বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে সম্বৎ-অব্দ কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, এ অব্দে চান্দ্রমাসেরই গণনা; শুক্লা প্রতিপদে মাস, এবং চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে বর্ষ আরম্ভ হয়; কিন্তু য়ু-দিগের মত ১৩মাসে বর্ষ কখনই গণিত হয়না; ত্রয়োদশ মাসের পৃথক্ নামও সংস্কৃতে নাই, কিম্বা মুসলমানদিগের হিজরী আদি অব্দে যেরূপ ১২ চান্দ্রমাসে বর্ষ গণিত হয়, তদ্রূপও নয়; অতিরিক্ত পক্ষদ্বয় সম্বৎ-অব্দের কোন এক মাসের 'অধি-বা ক্ষয়' মাস (অর্থাৎ মল মাস) রূপে বর্জ্জিত হইয়া সৌর অব্দের সহিত এক-প্রকার ঐক্য রহিয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ যে সৌর মাঘের অষ্টম দিবসে হইয়াছিল তাহা নয়, মাঘের প্রথম শুক্লাষ্টমীতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; নচেৎ "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির" পুরাণ-কার কদাচ লিখিতেন না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সৌর পৌষ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। সম্বৎ-পূর্ব্বে যে সৌর মাসের গণনা চলিত ছিল না তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে কেহ যদি বলেন যে, ভীষ্মদেবের প্রাণত্যাগ সৌরমাঘের 'অষ্টম দিবসেই' হইয়াছিল; তাহা হইলে অন্ততঃ ৭ই মাঘে উত্তর-অয়ন পড়িয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন, জ্যোতির্ব্বিদ্ক্ত বিষুবৎ-প্রবর্ত্তন-সঙ্কেত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে কলির ৩৬০০ বর্ষ পর্য্যন্ত সৌর বৈশাখে বিষুবৎ হওয়ায়, সৌর মাঘমাসে উত্তর-অয়ন আরম্ভ হইত। এক্ষণে নন্দের কত পূর্ব্বে বা কত পশ্চাতে ৭ই মাঘের অগ্রে উত্তরায়ণ পড়িত তাহা সহজেই নিরূপণ করা যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জ প্রদর্শনী।

সম দিবারাত্রি বা বিষুবৎসহ অয়নাংশ প্রবর্ত্তন ও উত্তরায়ণ আরম্ভ গণনা।

কোন্ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	সম দিবা রাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তন কোন্ তারিখে	কল্যেব্দাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্বে কোন্ তারিখে	
৮ম	পুষ্যা	২৬৮৮ পূর্ব্বে	১লা বৈশাখ	(কলি আরম্ভ)	৩০৪৫ পূর্ব্বে	৩১০২ পূর্ব্বে	৩১৮০ পূর্ব্বে	১লা মাঘ	
৯ম	অশ্লেষা	২৬২১	২রা	৬৭	২৯৭৮	৩০৩৫	৩১১৩	২রা	
১০ম	মঘা	২৫৫৪	৩রা	১৩৪	২৯১১	২৯৬৮	৩০৪৬	৩রা	
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	২৪৮৭	৪ঠা	২০১	২৮৪৪	২৯০১	২৯৭৯	৪ঠা	কলির ১ম 'মন্বন্তর' মঘা নক্ষত্রাংশের শেষার্দ্ধ ও পূর্ব্বফল্গুনী অংশ,—১৬৭ হইতে ২৬৭ অব্দ অবধি।
১২শ	উত্তরফল্গুনী	২৪২১	৫ই	২৬৭	২৭৭৮	২৮৩৫	২৯১৩	৫ই	
১৩শ	হস্তা	২৩৫৪	৬ই	৩৩৪	২৭১১	২৭৬৮	২৮৪৬	৬ই	
১৪শ	চিত্রা	২২৮৭	৭ই	৪০১	২৬৪৪	২৭০১	২৭৭৯	৭ই	
১৫শ	স্বাতী	২২২১	৮ই	৪৬৭	২৫৭৮	২৬৩৫	২৭১৩	৮ই	
১৬শ	বিশাখা	২১৫৪	৯ই	৫৩৪	২৫১১	২৫৬৮	২৬৪৬	৯ই	

জ প্রদর্শনী চলিতেছে।

১৭শ	অনুরাধা	২০৮৭ পূর্ব্বে	১০ই বৈশাখ	৬০১	২৪৪৪ পূর্ব্বে	২৫০১ পূর্ব্বে	২৫৭৯ পূর্ব্বে	১০ই মাঘ	রাজতরঙ্গিণী মতে যুধিষ্ঠির কলির ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা পুরাণানুযায়ী নয়, প্রমাণিতও হয় না।
			——	——	——	——	——		
৫ম	মৃগশিরা	১০৮৭	২৫শে বৈশাখ	১৬০১	১৪৪৪	১৫০১	১৫৭৯	২৫শে মাঘ	
৬ষ্ঠ	আর্দ্রা	১০২৫	২৬শে	১৬৬৭	১৩৭৭	১৪৩৪	১৫১২	২৬শে	কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব্দ ৺বঙ্কিম চন্দ্রের মতে খৃঃপূঃ ১৪৩০, পণ্ডিতবর উইলফোর্ডসাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ১৩৭০, পণ্ডিতবর কোলব্রুক উইলসন ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব-দিগের মতেও ঐ চতুর্দ্দশ শতাব্দী এবং পণ্ডিতবর বুকানন সাহেবের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দী। এ সকল অব্দে উত্তরায়ণ পৌষের শেষে আরম্ভ হইত না। 'মুঘাম্বাসনও' ছিল না, অপরাপর পুরাণ-বাক্যও প্রমাণিত হয় না।
৮ম	পুষ্যা	৮৮৭	২৭শে	১৮০১	১২৪৪	১৩০১	১৩৭৯	২৭শে	
৯ম	অশ্লেষা	৮২০	২৬শে	১৮৬৭	১১৭৭	১২৩৪	১৩১২	২৬শে	

জ প্রদর্শনী চলিতেছে।

কোন্ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	মহা দিবারাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তন কোন্ তারিখে	কলের্গতাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্ব কোন্ তারিখে	
১০ম	মঘা	৭৫৪ পূর্ব্বে	২৫শে বৈশাখ	১৯৩৪	১১১১ পূর্ব্বে	১১৬৮ পূর্ব্বে	১২৪৬ পূর্ব্বে	২৫শে মাঘ	কলির ২য় "মঘাময়" এই মঘানক্ষত্রাংশের শেষার্দ্ধ ও পূর্ব্ব ফল্গুনী অংশ,—১৯৩৭ হইতে ২০৬৭ অব্দ অবধি।
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	৬৮৭	২৪শে	২০০১	১০৪৪	১১০১	১১৭৯	২৪শে	পণ্ডিতবর প্রাট্ সাহেব মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে হইয়াছিল। এ মতও পুরাণসঙ্গত নয়।
১২শ *	উত্তরফল্গুনী	৬২৩	২৩শে	২০৬৫ *	৯৮০	১০৩৭	১১১৫	২৩শে *	
২০শ	পূর্ব্বাষাঢ়া	৮৭	১৫ই	২৬০১	৪৪৪	৫০১	৫৭৯	১৫ই	বুদ্ধ গৌতম অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৭ বা ৬২০ হইতে ৫৫০ বা ৫৪৩ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের (দ্বিঃ পুঃ ৪২) ৪২শ পূর্ব্বপুরুষ প্রসেনজিৎকে যে স্বপ্নে দীক্ষিত করেন।
২১শ	উত্তরাষাঢ়া	২১	১৪ই	২৬৬৫	৩৭৮	৪৩৫	৫১৩	১৪ই	
		নন্দের অভিষেকের সময়	১৩ই বৈশাখেছিল	২৬৮৮	৩৫৭	৪১৪	৪৯১	১৩ইমাঘ হইতে	উত্তরাষাঢ়া অংশের ২২শ বর্ষে নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভ।

জ প্রদর্শনী চলিতেছে।

	*		*	*		*		*	
২৫শ	পূর্ব ভাদ্রপদ	২৪৬ পরে	১০ই বৈশাখ	২৯৩৫	১১১ পূর্ব্বে	১৬৮ পূর্ব্বে	২৪৫ পূর্ব্বে	১০ই মাঘ	পরশুরাম মহাপদ্ম নন্দের পুত্রদিগের সমকালিক ছিলেন।
২৬শ	উত্তর ভাদ্রপদ	৩১২	৯ই	৩০০১	৪৫	১০২	১৭৯	৯ই	
২৭শ	রেবতী	৩৭৯	৮ই	৩০৬৭	২৩ সম্বতে	৩৪	১১২	৮ই	
১ম	অশ্বিনী	৪৩৫	৭ই	৩১৩৩	৮৯	৩২ খৃষ্টাব্দে	৪৬	৭ই	
২য়	ভরণী	৫১২	৬ই	৩২০১	১৫৬	৯৯	২১ শকে	৬ই	
৩য়	কৃত্তিকা	৫৭৯	৫ই	৩২৬৭	২২৩	১৬৬	৮৮	৫ই	
৪র্থ	রোহিণী	৬৪৫	৪ঠা	৩৩৩৩	২৮৯	২৩২	১৫৪	৪ঠা	
৫ম	মৃগশিরা	৭১২	৩রা	৩৪০১	৩৫৬	২৯৯	২২১	৩রা	
৬ষ্ঠ	আর্দ্রা	৭৭৯	২রা	৩৪৬৭	৪২৩	৩৬৬	২৮৮	২রা	
৭ম	পুনর্ব্বসু	৮৪৫	১লা	৩৫৩৩	৪৮৯	৪৩২	৩৫৪	১লা মাঘ	
৮ম	পুষ্যা	৯১২	৩০শে চৈত্র	৩৬০১	৫৫৬	৪৯৯	৪২১	৩০শে পৌষ	
৯ম	অশ্লেষা	৯৭৯	২৯শে	৩৬৬৭	৬২৩	৫৬৬	৪৮৮	২৯শে	মিহির কুলের সহিত বিক্রমাদিত্যের কোরুর-যুদ্ধ (৫৩৩ খৃঃ অব্দে) পুষ্যানক্ষত্রাংশ মধ্যে হইয়াছিল; মঘাস্থানে নয়।

ঞ প্রদর্শনী চলিতেছে।

কোন্ নক্ষত্রাংশে বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	সম দিবা রাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তণ কোন তারিখে	কলের্গতাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্বে কোন্ তারিখে	
১০ম	মঘা	১০৩৫ পরে	২৮শে চৈত্র	৩৭৩৩	৬৮৯ পূর্ব্বে	৬৩২ পূর্ব্বে	৫৫৪ পূর্ব্বে	২৮শে প	
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	১১১২	২৭শে	৩৮০১	৭৫৬	৬৯৯	৬২১	২৭শে	কলির ৩য় মঘাশাসনের অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী অংশের ১৪ বর্ষ থাকিতে ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল।
১২শ	উত্তরফল্গুনী	১১৭৯	২৬শে	৩৮৬৭	৮২৩	৭৬৫	৬৮৮	২৬শে	উত্তর-ফল্গুনী অংশের দ্বাবিংশ বর্ষে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল।
১৩শ	হস্তা	১২৪৫	২৫শে	৩৯৩৩	৮৮৯	৮৩২	৭৫৫	২৫শে	
১৪শ	চিত্রা	১৩১২	২৪শে	৪০০১	৯৫৫	৮৯৯	৮২১	২৪শে	
	*		*	*		*		*	
১৭শ	অনুরাধা	১৫১২	২১শে	৪২০১	১১৫৬ —	১০৯৯	১০২১	২১শে	
	*		*	*		*		*	
২৩শ	ধনিষ্ঠা	১৯১২	১৫ই	৪৬০১	১৫৫৬	১৪৯৯	১৪২১	১৫ই	
*			*	*		*		*	
২৭শ	ভরণী	২৩১২ পরে	৯ই চৈত্র	৫০০১	১৯৫৬ সম্বতে	১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে	১৮২১ শকে	৯ই পৌষ	এক্ষণে বিষুবৎ ৯ই চৈত্র হইতেছে, বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুন।

এই তালিকার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কলিযুগ আরম্ভের ৩৭ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ দৈব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে, পৌষসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণের প্রবর্ত্তন হইত বটে, কিন্তু তৎকালে মঘাশ্বাসন ছিল না এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধও যে নন্দদিগের ২১২৪ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মহাভারত পুরাণাদিতে নাই, নানা দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা একমতে স্থির করিয়া গিয়াছেন। নন্দের প্রায় ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বে মাঘের ১ম দিবসে উত্তরায়ণ আরম্ভ কালে, এই (দৈব) কলিযুগের অন্যূন ৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখনও দৈব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ নয়, এবং মঘাশ্বাসনও ছিল না, এ সময়ে পরীক্ষিতের জন্ম ও ভীষ্মদেবের দেহাবসান হইয়াছিল বলা মহাভারত-পুরাণাদি সঙ্গত নয়। নন্দের ২৪০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে,—'মঘাশ্বাসন' মধ্যে ৪ঠা বা ৫ই মাঘে উত্তরায়ণের প্রবর্ত্তন হইলেও তৎকালে মহাভারত পুরাণানুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম হয় নাই; অবিবাদে বলা যাইতে পারে। কিন্তু নন্দের অভিষেকের ১১১২ বৎসর পরে পরীক্ষিতের জন্মের ও ভীষ্মদেবের শরশয্যা-কালের কএক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে অন্তর্দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে, ২৭শে পৌষে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ইতিমধ্যে ৩৮৫২ কলের্গতাব্দের বা ৬৭২ শকের মাঘের প্রথম শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, এবং যদিও উত্তরায়ণ-প্রবর্ত্তন গণনা দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হইতেছে; তথাচ উক্ত ৬৭২ শকের মাঘের ৮ম দিবসের মধ্যে শুক্লাষ্টমী ছিল কিনা তাহা জ্যোতিষের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হইল।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পরে ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের সম্ভব্য তারিখ নির্ণয়।

কলি আরম্ভ শক পূর্ব্ব ৩১৭৯ সৌরবর্ষ ৩ মাস অর্থাৎ মাঘের প্রথম দিবসে, শুক্রবারে, পূর্ণিমা তিথিতে।

	দি	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
(সৌরবর্ষ	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০)

কলির পূর্ব্ব দিবসে অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতিবার ও পূর্ণিমার কিয়দংশ

অর্থাৎ বার ৫ এবং

চান্দ্রমাসের অর্দ্ধমাস ১৪ দি ০ দ ০ প গত.

সৌরবর্ষ	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৩০০০ =	১০৯৫৭৭৫	১৮	৪৫	০	০
১০০ =	৩৬৫২৫	৫০	৩১	৩০	০
৭৯ =	২৮৮৫৫	২৪	৫৯	৩৭	৩০
শেষ ৩মাস =	৮৯	৩৯	৩০	০	০
৩১৭৯। ৩মাস	১১৬১২৪৬	১৩	৫২	৭	৩০ বার ২

বার ৭; শাক রবিবারে আরম্ভ

জ্যোতিষগ্রন্থে প্রকাশ আছে।

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
শাক (সৌরবর্ষ	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০)

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৬০০ বৎসর =	২১৯১৫৫	৩	৪৫	০	০
৭০ =	২৫৫৬৮	৫	২৬	১৫	০
১ =	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০
৯ মাস =	২৭৫	৩৬	০	০	০
৬৭১ বৎসর ৯ মাস	২৪৫৩৬৪	০	৪১	৩৭	৩০

কলির ১৪০৬৬১০ দিনে, ৬৭২ শাকের পৌষ শেষ;

এবং কলির ৩৮৫১ বৎসর পূর্ণ।

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের তারিখ নির্ণয় চলিতেছে।

কলির পূর্ব্ব দিবসে চান্দ্রমাসের অনুমান ... ... দি--দ--প ১৪-০ ০ গত

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
সূক্ষ্ম পরিমাণ,—চান্দ্রমাস	২৯	৩১	৪৯	২৩	৭
চান্দ্রবর্ষ	৩৫৪	২১	৫২	৩৭	২৪

শক পূর্ব্ব, চান্দ্রবর্ষ

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৩০০০=	১০৬৩০৯৩	৫১	১০	০	০
২০০=	৭০৮৭২	৫৫	২৪	৪০	০
৭০=	২৪৮০৫	৩১	২৩	৩৮	০
৬=	২১২৬	১১	১৫	৪৪	২৪
১১চান্দ্রমাস	৩২৪	৫০	৩	১৪	১৭
৩২৭৬। ১১চান্দ্রমাস	১১৬১২২৩	১৯	১৭	১৬	৪১

৩১৮০ কল্যেগতাব্দের চৈত্রসংক্রান্তিতে শকপূর্ব্ব৩২৭৬-চান্দ্রবর্ষ ১১ চান্দ্রমাস এবং দি--দ--প ২২--৪০--৪৩ গত

শক চান্দ্রবর্ষ	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৬০০=	২১২৫১৮	৪৬	১৪	০	০
৯০=	৩১৮৯২	৪৮	৫৬	৬	০
২=	৭০৮	৪৩	৪৫	১৪	৪৮
৪মাস=	১১৮	৭	১৭	৩২	২৮
৬৯২। ৪ মাস	২৪৫৩৩৮	২৬	১২	৫৩	১৬

শক ৬৭১ বৎসর ৯ মাসে ৬৯২ চান্দ্রবর্ষ ও ৪ চান্দ্রমাস এবং ... ... ২৫--১৩--৪৭ / ৬২--১৪--৩০ গত

বিযুক্তে২চান্দ্রমাস ৩০--৩--৩৯

কলির ৩৮৫১ বৎসরে ৩৯৬৯ চান্দ্রবর্ষ ৫ চান্দ্রমাস এবং ... ... ৩ ১০--৫১ গত

অতএব ৩৮৫২ কল্যেগতাব্দের বা ৬৭২ শকের ৫ই মাঘে শুক্লাষ্টমী সন্ধ্যার পর, ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত ছিল। অতীত শকের তিথি নিরূপণের সঙ্কেত দ্বারা গণনায়ও জানা যাইতেছে যে ৬৭২ শকের ৬ই মাঘে শুক্লাষ্টমীতে সূর্য্যোদয় * হইয়াছিল।

---

* ৬৭২ কে ১৯ দিয়া ভাগ করিলে ৭ অবশিষ্ট থাকে, ঐ ৭ কে ১১ দিয়া পূরণ করতঃ তাহাতে তারিখের ৬ ও মাঘ মাসের নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক ৯ এবং অতিরিক্ত ৬ যোগে (৭৭+৬+৯+৬=) ৯৮ হয়; তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৮ থাকে; ইহাই ৬ই মাঘের তিথি সংখ্যা। (বরাহ মিহির ও খনা)

এ তিথি গণনার দ্বারা ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের তারিখ পূর্ব্বাবধারিত ৬৭২ শকের ও ৩৮৫২ কলেগতাব্দের ৫ই বা ৬ই মাঘ হইতেছে। পরীক্ষিতের জন্মের অব্দও ঐ; তৎপ্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে 'নন্দাভিষেচন' অর্থে 'নন্দদিগের রাজত্ব নয়',—যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান যে বিষ্ণুপুরাণে ১০১৫ বর্ষ উক্ত আছে, তৎস্থলে এ সকল গণনায় ১১৫০ বর্ষ হইতেছে। পরন্তু যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের ও পরীক্ষিতের জন্মের অব্দ পুরাণোক্ত (ঐতিহাসিক বা কলির মধ্যের) দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে হইতেছে, এবং পুরাণানুযায়ী পরীক্ষিতের অভিষেকে এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে (ঐতিহাসিক বা) অন্তঃকলির আরম্ভ, সপ্রমাণ হইতেছে; পরীক্ষিতের ও নন্দের অভিষেকের পুরাণোক্ত ব্যবধান সংখ্যারও যখন অন্যথা হইতেছে না, এবং মহাভারত পুরাণাদির অপরাপর বাক্য-সকলের ও তদুক্ত বংশাবলীর সহিতও যখন সম্পূর্ণ ঐক্য রহিতেছে, তখন বিষ্ণুপুরাণের ৪,২৪।৩২ শ্লোক মূলের অশুদ্ধ প্রতিলিপিই বলিতে হইবে, নচেৎ এ অঙ্ক মাত্রের পার্থক্যের অন্য কোন কারণ অনুভব হয়না। শ্লোকের কোন এক অক্ষর বা শব্দ প্রতিলিপিতে অপবর্জ্জিত হইলে অর্থের বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য নিশ্চয়ই হইয়া যায়। আর যদি এই পুরাণোক্ত অঙ্কই অশুদ্ধ নয় বলা হয়, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ ৬১৫ (১০১৫ * বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ৪০০) অব্দে ধরিতে হয়, এবং এ সম্বন্ধে পুরাণের প্রায় সমুদয় বাক্যের ব্যতিক্রম হইয়া যায়; যথা,--

(১) পরীক্ষিতের পুরাণোক্ত ৩৬ বর্ষ স্থলে ১৭১ বর্ষ বয়সে অভিষেক হয়।

(২) কুরুক্ষেত্র--যুদ্ধের পুরাণোক্ত ৩৬ বর্ষ স্থলে ১৭১ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ হয়।

(৩) পরীক্ষিতের জন্ম পুরাণানুযায়ী মঘাস্বাসন মধ্যে হয় না।

(৪) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ পুরাণানুযায়ী মাঘের প্রথমাংশে অষ্টম দিবসের মধ্যে হয় না। তখন (৫৩৭ শকে) ২৯শে পৌষে উত্তরায়ণ আরম্ভ হওত, সে তারিখে জ্যোতিষ-গ্রন্থ মতে শুক্লা-নবমী (ক) ছিল, তাহার অনুমান ১৪ দিন পশ্চাতে অর্থাৎ ১২ই ১৩ই মাঘে কৃষ্ণাষ্টমী ছিল।

---

* নন্দদিগের রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ৩০০ ও খৃঃ ৭১৫) ১০১৫ বর্ষ পরে ৭১৫ খৃষ্টাব্দে এক ঘোরতর যুদ্ধ চৌগাছে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নয়, তাহা ইতিহাসে ব্যক্ত আছে; 'রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর' শেষ টীকা দেখুন।

* (ক) $\frac{৫৩৭}{১৯}$ = ২৮, অবশিষ্ট ৫ থাকে; ৫ × ১১ = ৫৫ + তারিখ সংখ্যা ২৯ + ৬ + পৌষ মাসের নির্দিষ্ট অঙ্ক ৯ = ৯৯; ৯৯ কে ৩০ দিয়া হরণ করিলে ৯ অবশিষ্ট থাকে। অতএব ৫৩৭ শকের ২৯ শে পৌষে শুক্লা-নবমী তিথি ছিল।

এমতাবস্থায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত অব্দ শুদ্ধ কখনই বলা যাইতে পারে না। অন্য প্রকারেও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ৭৫০ খৃঃ অব্দের বা ৬৭২ শকের ১৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

সকল পুরাণেই ব্যক্ত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ১০০ (চান্দ্র হইলেও ৯৭ সৌর) বর্ষ বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে, পরীক্ষিতের অভিষেক ও অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল, এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অতএব অনুমান (৩৮৮৮ বিযুক্ত ৯৭) ৩৭৯১ কলেগতাব্দে বা ৬৮৯ খৃঃ অব্দে বা ৬১১ শকে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৩৭৮৯ কলেগতাব্দে বা ৬৮৭ খৃঃ অব্দে বা ৬০৯ শকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব, ও তাঁহার অনধিক ৬৬ চান্দ্রবর্ষ বয়সে এবং ৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ৫৭ চান্দ্রবর্ষ বয়সে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সমাপ্ত ও পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল।

পরীক্ষিতের ৭ম পিতৃপুরুষ বশিষ্ঠদেব। ইনি দেবীভাগবত মতে মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশী-সন্তান এবং অগস্ত্যের সহোদর ভ্রাতা। পরমাসুন্দরী উর্ব্বশী অপ্সরা ছিলেন। অপ্সরাগণ আয়ুর্ব্বেদকার ধন্বন্তরি সহ সাগর–মন্থনে উঠিয়াছিলেন পুরাণে বর্ণিত আছে। মহাকবি কালিদাস কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে যখন চন্দ্রবংশীয় ভূপতি পুরূরবা ও উর্ব্বশীর সহবাসের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, তখন এই নাটকের নাম গ্রন্থকার 'পুরূরবা-উর্ব্বশী' না দিয়া বিক্রমোর্ব্বশী রাখিলেন কেন? ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে উদ্ধৃত বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্ন সম্বন্ধীয় শ্লোকে 'বিক্রম' শব্দ বিক্রমাদিত্য অর্থে প্রযুক্ত আছে। ঐ সভার প্রথম রত্ন ধন্বন্তরি; উক্ত নাটক-লেখক কালিদাসও এক রত্ন ছিলেন। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম যশোধর্ম্মদেব। ইনি "৫৩৩ খৃঃ অব্দে মুলতান ও লূনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুর * নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধ মধ্য-এসিয়ার হূন জাতীয় তোরামন-পুত্র মিহির কুলকে পরাজিত করিয়া ভারতে হূনগণের প্রাধান্য লোপকরেন"। ৫৬ খৃঃ পূঃ হইতে প্রচলিত 'মালব-সম্বৎ' ঐ অবধি 'বিক্রম-সম্বৎ' নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে 'বিক্রমাদিত্য' অর্থে 'বিক্রম' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব উর্ব্বশী এবং মিত্রাবরুণ যে বিক্রমাদিত্য-কালিক তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

"বিক্রমাদিত্য অনুমান ৫১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৫৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁহার একজন অমাত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের রাজা করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন যে এই মাতৃগুপ্ত কবিপ্রধান কালিদাস।" অপ্সরাগণ যখন ধন্বন্তরি সহ সাগরমন্থনে উঠিয়াছিলেন,-পুরাণে ব্যক্ত আছে, তখন ধন্বন্তরির পূর্ব্বে যে অপ্সরাগণ ভারতে ছিলেন না এবং উর্ব্বশীও যে ধন্বন্তরির পূর্ব্বকালিক হইতে পারেন না, তাহা পুরাণজ্ঞ মহোদয়েরা অস্বীকার করিতে পারেন না। অমরকোষে মিত্রাবরুণ নাই; কিন্তু 'মিত্র' অর্থে ("বিষয়ানন্তরো রাজা শত্রুর্মিত্রমতঃ পরং") 'স্বরাজ্য হইতে ব্যবহিত

* বলা বাহুল্য এ কুরুক্ষেত্র নয়।

'রাজা' এবং 'বরুণ' অর্থে 'পশ্চিমাধিপতি বা পশ্চিমদিক্‌পাল'—আছে। ইহার দ্বারা বিবেচনা হয়, বিক্রমাদিত্যকালীন ভারতের পশ্চিমস্থ (স্বরাজ্য হইতে ব্যবহিত) কোন নৃপতি পুরাণে 'মিত্রাবরুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশী-পুত্র অগস্ত্যের নাম 'কুম্ভসম্ভব, মৈত্রাবরুণি, [কুম্ভযোনী, কলসীসুত ও অগস্তি]' অমরকোষে আছে, কিন্তু বশিষ্ঠের নাম নাই; সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রাকৃতিবাদ অভিধানানুসারে কুম্ভ অর্থে 'বেশ্যাপুত্র বা বেশ্যার উপপতি'। অতএব মিত্রাবরুণ যিনিই হউন অগস্ত্য বা অগস্তি এবং বশিষ্ঠ যে বিক্রমাদিত্য-কালিক উর্ব্বশী-গর্ভজাত তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই। অগস্ত্যমুনি একজন প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ লেখক। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত এক খানি প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ মধ্যএসিয়ায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সুশ্রুত অগস্ত্য প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থকারগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি পুরুষ বিক্রমাদিত্য-কালিক ধন্বন্তরির অর্থাৎ খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না; থাকাও সম্ভব নয়। সুশ্রুত-পিতা বিশ্বামিত্র ধন্বন্তরি-কালিক জহ্নুর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র; পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ ও চিত্রপ্রদর্শনী দেখুন। বশিষ্ঠভ্রাতা-অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা ধন্বন্তরি-বংশীয় দিবোদাস-প্রপৌত্র কাশীরাজ অলর্ক বা অনর্থের বাল্যকালে যে জীবিত ছিলেন তাহার আভাস মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায়, এবং মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্বেও প্রকাশ আছে। মহাভারতের বনপর্ব্ব দেখুন, লোপামুদ্রা—বিদর্ভরাজনন্দিনী ছিলেন; তাঁহার আর এক নাম বৈদর্ভী; (অমরকোষ ৮৮-৩য় শ্লোক)। সৌরাষ্ট্র নগরস্থ সোমনাথদেবের মন্দিরগাত্রের শিলালিপি অনুসারে এই বিদর্ভনগর * ও বল্লভীপুর স্থাপয়িতা (কনকসেনের প্রপৌত্র) বিজয়সেন যে 'বল্লভীসম্বৎ' নামক অব্দ প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহাই ৩৭৫ সম্বতে বা ৩১৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ; শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় কৃত রাজস্থানের ইতিহাস দেখুন। বশিষ্ঠদেব যে জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন তাহা রামায়ণে প্রকাশ আছে। অনুমান হয় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পঞ্চসিদ্ধান্তিকান্তর্গত বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত ইঁহারই দ্বারা প্রণীত (ক)। অতএব বশিষ্ঠ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অগস্ত্য খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের কখনই হইতে পারেন না।

* "মহারাজ বিজয়সেন বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে দুইটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" (রাজস্থান)। দর্ভ অর্থে 'কুশ'। কথিত আছে "কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে যেন কুশ না জন্মে।" এই উপাখ্যান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিজয়সেনই 'কুশক্ষেত্রে' এই নগর নির্ম্মাণ করেন। "কেহ বলেন—বিদর্ভ দেশের নাম বিরার, বিদর বিরারের অন্তর্গত, বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়া সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে।" অমরকোষে বিদর অর্থে ("বিদরঃ স্ফুটনং ভিদা") 'স্ফুটন, ভিদা' আছে; অতএব এ কথার দ্বারাও এমত প্রকাশ পায় না যে বিদর্ভ নগর বিজয়সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই।

নিষধরাজ-মহিষী দময়ন্তী বিদর্ভরাজনন্দিনী ছিলেন। তিনিও খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরের ভিন্ন পূর্ব্বের হইতে পারেন না।

(ক) গর্গমুনিও একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। 'বেণ্টলি সাহেব বলেন ইঁহার সংহিতা ৫৪৮ পূঃ খৃঃ অব্দে রচিত' (প্রঃ অঃ)। ইহা নিতান্ত অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ গৌতম-বুদ্ধের সমকালিক ভ্রমে, গর্গমুনিকে গৌতম-কালিক অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ গুলিতে বিশিষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কালের ২য় অন্তর্যুগের অর্থাৎ অন্তর্দ্বাপরের শেষে গৌতম-বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং কালের ৩য় অন্তর্যুগের অর্থাৎ অন্তস্ত্রেতার বা অন্তর্দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ হইয়াছিল, পুরাণে ব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব গর্গমুনি খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কখনই হইতে পারেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে জনকরাজ-পুরোহিত রূপে যে শতানন্দ পাত্রী-পক্ষের আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার সহিত বশিষ্ঠদেবের কথোপকথন হইয়াছিল, রামায়ণে ব্যক্ত আছে। ভীষ্ম-পিতা শান্তনুর দ্বারা পালিত,—এই শতানন্দের পৌত্র 'কৃপ' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বিবরণে কৃপাচার্য্য নামে ভারত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন এবং ঐ কৃপাচার্য্যের যমজভগ্নী কৃপী, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন-পক্ষের সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। শতানন্দের বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরে যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল তাহারও প্রচুর অব্যর্থ প্রমাণ পুরাণে পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন, সাংখ্যসপ্ততি নামক একখানি কারিকা গ্রন্থে ৺ কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং "বলিয়াছেন মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাংখ্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে।" ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে খৃঃ ৫ম শতাব্দীর কপিলমুনির বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ যে শ্রীকৃষ্ণের নিজ উক্তি, তাহা অনেকে স্বীকার না করিতে পারেন; কিন্তু পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণ (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র) বেদব্যাসের পৌত্র যুধিষ্ঠিরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার জন্ম খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষে ভিন্ন, তৎপূর্ব্বে হওয়া কখনই সম্ভব বলিতে পারেন না।

পণ্ডিত মহোদয়েরা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক কাল যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম-অব্দ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। যথা,—

ঝ প্রদর্শনী

বশিষ্ঠদেব, শ্রীরামচন্দ্র, পাণ্ডবদিগের ও শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল গণনা।

পরীক্ষিত ও পাণ্ডবদিগের এবং বেদব্যাস ও বশিষ্ঠদেবের বংশপরিচয় ও তাঁহাদের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল গণনা।	ধন্বন্তরিবংশীয় কতিপয় কাশীরাজের পুরাণোক্ত সম্ভাব্য রাজত্ব-কালদ্বারা পাণ্ডবও বশিষ্ঠদেব প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাল সপ্রমাণ।	পাণ্ডব বশিষ্ঠ-দেব প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে রামায়ণ পুরাণাদির একতা।
বশিষ্ঠ-দেবের জন্ম বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরেই হইয়া থাকিলে ইতিহাসমতে অনুমান ৩৬৫৩ কলের্গতাব্দে বা ৫৫২ খৃঃ অব্দে বা ৪৭৩ শকে হয়।	কাশীরাজ ধন্বন্তরি। আয়ুর্বেদপ্রণেতা। ইহাঁর মৃত্যু অনুমান ৩৬৩৫ কলের্গতাব্দে বা ৫৩৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৫৫ শকে হইয়াছিল ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন। কেতুমান। ইনি অনুমান ৩৬৩৫ কলের্গতাব্দে বা ৫৩৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৫৫ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অধিক বয়সে ইহাঁর রাজত্ব আরম্ভ হওয়ায় অল্পকালমধ্যে শেষ হইয়াছিল। ভীমরথ। ইনি অনুমান ৩৬৪৫ কলের্গতাব্দে বা ৫৪৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৬৫ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন।	মহাভারত ও পুরাণ মতে (কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের গদ্যানুবাদ ও চ প্রদর্শনীর ২য় ও ৩য় খণ্ড দেখুন) ভীষ্মপিতা শান্তনুর ৯ম পিতৃপুরুষ অজমীঢ়; ইনি শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর রামায়ণোক্ত জনকরাজার পুরোহিত শতানন্দের মাতার ৭ম পিতৃপুরুষ ছিলেন। উক্ত শতানন্দের বংশজ পৌত্র ও পৌত্রী কৃপ এবং কৃপী শান্তনু-দ্বারা যখন পালিত তখন পাণ্ডুর অন্ততঃ ৩ বর্ষ পূর্ব্বে ৩৭৬৫ কলের্গতাব্দে বা ৬৬৩ খৃঃ অব্দে বা ৫৮৫ শকে ইহাঁরা (কৃপ ও কৃপী) ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকিলে ইহাঁদের অনুমান ৭৮ বর্ষ পূর্ব্বে ৩৬৮৭ কলের্গতাব্দে বা ৫৮৫ খৃঃ অব্দে

শক্তি । মহাভারত পুরাণাদিমতে ইনি বশিষ্ঠের প্রথম পুত্র কিন্তু ইহাব অগ্রজাভগ্নী ছিল কিনা প্রকাশ নাই । যাহা হউক বশিষ্ঠের উনত্রিংশ বর্ষ বয়সে ইঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে অনুমান ৩৬৮২ কলের্গতাব্দে বা ৫৮০ খৃঃ অব্দে বা ৫০২ শকে হয় ।

পরাশর । ইনি শক্তির প্রথম পুত্র । ইঁহার জন্ম শক্তির উনবিংশ বর্ষ বয়সে ধরিলে অনু-মান ৩৭১১ কলের্গতাব্দে বা ৬০৯ খৃঃ অব্দে বা ৫৩১ শকে হয় ।

বেদব্যাস । যখন সত্যবতীর গর্ভে পরাশর সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ণযৌবনাবস্থা,—৩০।৩১ বর্ষের অধিক বয়স ছিল না, এবং সত্যবতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী ছিলেন, সুতরাং

দিবোদাস । ইনি অনুমান ৩৬৫৭ কলের্গতাব্দে বা ৫৫৫ খৃঃ অব্দে বা ৪৭৭ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন । ইঁহার রাজত্বকালে মহে-শ্বরের মূর্ত্তি সর্ব্ব প্রথমে কাশীর প্রান্তভাগে স্থাপিত হইয়াছিল এই মূর্ত্তি মহারাজ দিবোদাস স্থানভ্রষ্ট করিয়াছিলেন । (মহা-ভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব উনত্রিংশ অধ্যায়)।

প্রতর্দ্দন । ইনি অনুমান ৩৬৮০ কলের্গতাব্দে বা ৫৭৮ খৃঃ অব্দে বা ৫০০ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন ।

বৎস । ইনি অনুমান ৩৭০১ কলের্গতাব্দে বা ৫৯৯ খৃঃ অব্দে বা ৫২১ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন ।

অলর্কবাঅনর্থ । ইনি অনুমান ৩৭১৯ কলের্গতাব্দে বা ৬১৭ খৃঃ অব্দে বা ৫৩৯ শকে কাশী-রাজ হইয়াছিলেন । অগস্ত্য-পত্নী লোপা-মুদ্রার বরে ইনি দীর্ঘায়ু হয়েন ও ৬৬ বর্ষ রাজত্ব করেন; বিঃ পুঃ ৪।৮ ও হরিবংশ পর্ব্ব উনত্রিংশ অধ্যায় এবং চ প্রদর্শনী

বা ৫০৭ শকে ইঁহাদের পিতামহ শতানন্দের জন্ম হওয়া অসম্ভব নয় । রামায়ণে প্রকাশ আছে ইনি ও বশিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ।

শ্রীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক ছিলেন না; শতানন্দ অপেক্ষা ৮ বর্ষ বয়ঃ-কনিষ্ঠ থাকিলে তাঁহার জন্ম অনুমান ৩৭৯৫ কলের্গতাব্দে বা ৫৯৩ খৃঃ অব্দে বা ৫১৫ শকে হয় ।

ইহাঁর জন্ম অনুমান ৩৭৪৩ কলেগতাব্দে বা ৬৪১ খৃঃ অব্দে বা ৫৬৩ শকে হইয়া থাকিবে; বশিষ্ঠদেবের আবির্ভাবের ৯০বর্ষ পরে তাঁহার প্রপৌত্র বেদব্যাসের জন্ম হওয়া অপ্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে না।

ভীষ্মদেব সম্ভবতঃ ব্যাসদেব সত্যবতীর কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জন্ম অনুমান ৩৭৩২ কলেগতাব্দের বা ৬৩০ খৃঃ অব্দের বা ৫৫২ শকের পরে হওয়া সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু এ গণনায় তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সেনাপতিত্ব কালে (কলির মানবের পূর্ণ পরমায়ু) ১২০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন দেখা যাইতেছে। ভীষ্মদেব সম্বন্ধীয় ভারত পুরাণাদি-উক্ত বিবরণ (যথা ইনি গঙ্গাপুত্র ইহাঁর ইচ্ছাধীন মৃত্যু ইত্যাদি) সকলের মর্ম্মার্থ এখানে অনুসন্ধানের আবশ্যকতা নাই।

পাণ্ডু। সত্যবতীকে যখন শান্তনু বিবাহ করেন তখন ব্যাস শিশু ছিলেন। পাণ্ডু ব্যাস দ্বারা উৎপন্ন; ইহাঁর জন্মকালে ব্যাসের ২৫ বর্ষ বয়স থাকাই সম্ভব, অতএব ইহাঁর জন্ম অনুমান ৩৭৬৮ কলেগতাব্দে বা ৬৬৬ খৃঃ অব্দে বা ৫৮৮ শকে হইয়া থাকিবে।

ঝ প্রদর্শনী চলিতেছে।

দেখুন। অনুমান ৩৭৭৫ কলেগতাব্দে বা ৬৭৩ খৃঃ অব্দে বা ৫৯৫ শকে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে কাশীপুরী পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। '৬২৭ খৃঃ অব্দে চীন দেশীয় সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধধর্ম্মের শাস্ত্র সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন।' তিনি ৬৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ দেশে ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তখন "বারাণসী রাজ্য বহু লোকাকীর্ণ পল্লিগ্রামে পরিপূর্ণ, এবং এই অসংখ্য লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; বৌদ্ধ অতিঅল্প। ত্রিশটি মঠে তিনসহস্র বৌদ্ধ বাস করিত, একশত দেবালয়ে দশ সহস্র হিন্দু মহেশ্বরের পূজা করিত। কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ মস্তকের উপরে কেবল একটি শিখা রাখে ও উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে, অন্যান্ত লোক পুনরায় জন্ম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য; গাত্রে ভস্ম-

শ্রীরামচন্দ্র ১৭ বৎসর বয়সে রাজ্যাভিষেক-কালে পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে বনে গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভরত তাঁহার প্রতি-নিধি স্বরূপ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ১৪।১৫ বর্ষ পরে অনুমান ৩২শ বর্ষ বয়সে যখন প্রত্যাগমন করেন, পুরাণানুসারে বশিষ্ঠদেব তখন চীন দেশে ছিলেন। সেখানে ঐ সময়ে তিনি তারা-দেবীর এক কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেবের ভ্রাতা অগস্ত্যমুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল রামায়ণে ব্যক্ত আছে।

যুধিষ্ঠির। পুরাণোক্তি মতে ইহাঁর জন্ম সম্ভবতঃ (পাণ্ডুর একবিংশ বর্ষ বয়সে) ৩৭৮ কলেগতাব্দে বা ৬৮৭ খৃঃ অব্দে বা ৬০৯ শকে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অনুমান ৩৭৯১ কলেগতাব্দে বা ৬৮৯ খৃঃ অব্দে বা ৬১১ শকে হইয়াছিল।

তৃ পাণ্ডব অর্জ্জুন,— তাঁহার প্রথম অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের অনুমান ১০ম বর্ষ বয়সে ৩৭৯৮ কলেগতাব্দে বা ৬৯৬ খৃঃ অব্দে বা ৬১৮ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

অভিমন্যু। অর্জ্জুনের অন্যূন ত্রিংশ বর্ষ বয়সে অনুমান ৩৮২৮ কলেগতাব্দে বা ৭২৬ খৃঃ অব্দে বা ৬৪৮ শকে ইঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

পরীক্ষিত। অভিমন্যুর অনধিক চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে ৩৮৫২ কলেগতাব্দ বা ৭৫১ খৃঃ অব্দে বা ৬৭২ শকে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।

মাঘে ও কঠোর তপস্যা করে। বারাণসী নগরে বিংশতিটী অতি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত ও সুরঞ্জিত কাষ্ঠবিভূষিত মন্দির ছিল, তাহার চারিদিকে পত্রপূর্ণবৃক্ষ ছায়া দান করিত ও পরিষ্কার জল বহিয়া যাইত। ষষ্টি হস্ত* দীর্ঘ পিত্তল-নির্ম্মিত মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। হুয়েনসাঙ, বারাণসীর নিকটে সারনাথের হরিণ-উদ্যান সন্দর্শন করিয়াছিলেন; তথাকার বৌদ্ধমঠে পঞ্চদশশত বৌদ্ধ বাস করিত।"

---

* সম্ভবতঃ বট্ হস্ত।
'হিন্দ্' শব্দ হুয়েন সাঙ মহোদয় ব্যবহার করিয়াছেন কিনা—সন্দেহ।

মহাভারত রামায়ণ পুরাণ ইতিহাস ও জ্যোতিষের সম্পূর্ণ ঐক্য সহযোগে কলির অন্তর্যুগ-চতুষ্টয়ের সঙ্কেত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্মের ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের যে অব্দ এখানে নির্ণীত হইল, তাহা নিঃসন্দেহ প্রতিবাদযোগ্য নয়; তবে এ নির্দ্ধারণ অবশ্য বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কারের বিরুদ্ধ, তজ্জন্য পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকে অন্তর্যুগসঙ্কেত-প্রকাশক এ বৃদ্ধের প্রতি অযথা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং কত কটূক্তিও প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু যাথার্থ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যা কিছু বলিবেন, তাহা শিরোধার্য্য হইবে।

পণ্ডিত মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই পুরাণ-উক্তি সকলের রূপক-ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ ঘটনা পুরাণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নির্ণীত হয় নাই; সেই জন্যই ইহার ঐতিহাসিককাল সম্বন্ধে এত মতভেদ রহিয়াছে। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের * প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে, এবং রোম-সাম্রাজ্য পতনের প্রাক্কালে মহাপরাক্রমশালী চিরস্মরণীয় বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রকৃত নাম যদিও এতদিনে এক-প্রকার স্থির হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণে কি নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা অদ্যাবধি অবধারিত হয় নাই। তদ্রূপ কোন্ দেবানুরূপ মহাত্মাদের পুরাণ-কল্পিত নাম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, তাহারও মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচনা পশ্চাতে হইবে। এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে কোরুরের যুদ্ধই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধরূপে মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না।

(১) বিক্রমাদিত্যকালিক ধন্বন্তরি-সদৃশ কুরুরাজও সগর-সন্তাননিধনকারী সাঙ্খ্যকার কপিলের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র ছিলেন। এই কুরুরাজ বর্ত্তমান থাকিতেই যে কোরুরের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পুরাণানুসারে স্বীকার করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উক্ত কুরুরাজের ১০ম অধস্তন পুরুষ (চণ্ডাদর্শনী ২য় খণ্ড দেখুন) পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন। অতএব ৫৩৩ খৃঃ অব্দের কোরুরের যুদ্ধের প্রায় ১০ পুরুষ কাল অর্থাৎ ২১৭ বর্ষ পরে, ৭৫০ খৃঃ অব্দে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। এই দুই যুদ্ধ কখনই এক হইতে পারে না।

(২) গণনার দ্বারা জানা যাইতেছে যে কোরুরের যুদ্ধের সময় (৫৩৩ খৃঃ অব্দে) বশিষ্ঠ-দেবেরই জন্ম হয় নাই; হইয়া থাকিলেও তাঁহার প্রপৌত্র বেদব্যাসের দ্বারা উৎপন্ন পাণ্ডবগণের ঐ যুদ্ধে উপস্থিত থাকা কোন প্রকারে সম্ভব হয়না।

---

* জগতের সর্ব্ব-প্রথম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধ, ২য় যীশুখৃষ্ট, ৩য় মহম্মদ; ইঁহার জন্ম ৫৬৯ খৃঃ অব্দে এবং স্বর্গারোহণ ৬৩২ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল ইহুদীয় মহাত্মা মোশি ধর্ম্মপ্রচারক রূপে খ্যাত ছিলেন না। পারসীকদিগের অবস্তা নামক ধর্ম্মগ্রন্থ মহাত্মা জোরোয়াষ্টরের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচীন ইরাণিক (জেন্দ্) ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কালীন অক্ষরে লিখিত, খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছে। জেন্দ্ ভাষা বৈদিক-সংস্কৃত সদৃশ। জোরোয়াষ্টর যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। চৈন কন্‌ফিউসিয়স্ দার্শনিক ছিলেন। "Confucius the Chinese Philosopher (55—479 B.C.)"

(৩) শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দও যখন বশিষ্ঠদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন তাঁহার পৌত্র কৃপাচার্য্যেরও কোরুরের যুদ্ধকালে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব নয়।

(৪) রামায়ণ পুরাণাদি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ও যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র দেহধারণ করিয়াছিলেন; সেই শ্রীরামচন্দ্রই যখন বশিষ্ঠদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন কোরুরের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত থাকা অসম্ভব।

(৫) এ কোরুরের যুদ্ধ ৫০০ খৃঃ অব্দ পরে, পুষ্যানক্ষত্রাংশে হইয়াছিল (জ্ঞ প্রদর্শনী দেখুন), মঘাশাসনে হয় নাই। অতএব 'কোরুরের যুদ্ধ' পুরাণানুসারে 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ' হইতে পারে না।

(৬) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সৌর পৌষমাসের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল পুরাণে প্রকাশ রহিয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ ফাল্গুনের অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ ৫৮৯ সম্বতের শেষ দিনে কিম্বা ৫৯০ সম্বতের প্রথম দিবসে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মধ্য-আসিয়াস্থ অসুরদিগকে এই কোরুরের যুদ্ধে পরাস্ত না করিলে, সেই বর্ষ হইতে এ অব্দ বিক্রম-সম্বৎ নামে প্রচলিত হইবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ অভাবেও কেহ বলেন যে কোরুরের যুদ্ধ মাঘমাসের পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে মাঘের ৫ই তারিখে শুক্লাষ্টমী ছিল বটে, কিন্তু পাণ্ডব-পিতামহ ভীষ্মদেব, ব্যাসমাতা সত্যবতী যাঁহার বিমাতা এবং যিনি সম্ভবতঃ সত্যবতী অপেক্ষা অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না, সেই ভীষ্মদেব অন্যূন ১০৭।৮ বর্ষ বেদ-ব্যাসের জন্মের পূর্ব্বে, এ যুদ্ধে অতি বৃদ্ধবয়স্ক এবং প্রধান সেনাপতি হওয়া কখনই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

(৭) ৫৩৩ খৃঃ অব্দের কোরুরের যুদ্ধই যদি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বলা যায়, তাহা হইলে নন্দদিগের রাজত্ব (৩১৪-৩০০ খৃঃ পূঃ) হইতে ঐ যুদ্ধের ব্যবধান ৮১৭-৮৩৩ বর্ষ না হইয়া পুরাণানুযায়ী ১০৫০ বর্ষ হইত।

কোরুরের যুদ্ধ নিশ্চিতই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নয়। তবে ইহা পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ?

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত
ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"মধ্য-এসিয়াবাসী বর্ব্বরজাতিগণের মধ্যে হূনগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও পরাক্রমশালী ছিল। চতুর্থশতাব্দীর শেষ ভাগে উহারা ইউরোপে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করে, এবং পঞ্চমশতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ শাকলনগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করতঃ গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত ৪৬৮ সাল* পর্য্যন্ত রাজত্ব

* খৃঃ অব্দ স্থলে শাল উক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নাম আর পাওয়া যায় না। বুধগুপ্ত নামক একজন গুপ্তনরপতি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু হূনাধিপতি তোরামন তাঁহার হস্ত হইতে মালবদেশের পূর্ব্বার্দ্ধ-পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। বুধগুপ্তের পর ভানুগুপ্ত ৫১০ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অবশিষ্ট—অংশটুকুতে রাজত্ব করেন। ৫১০ অব্দের পর গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত সনদাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তোরামন যে মালবদেশের পূর্ব্বসীমা পার হইয়া গিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পারস্য জয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কাশ্মীরও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তোরামনের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনিও পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতাপে ভারতবাসিগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মালব গুপ্তরাজগণের অধীন থাকিলেও উহা তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না; একজন করদ রাজার অধীন ছিল। তোরামন উক্তদেশ অধিকার করিলে তথায় ঘোরতর হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। এই সময়ে যশোধর্ম্মদেব মালব হইতে মিহিরকুলকে দূরীকৃত করেন; কেহ কেহ বলেন যে মুলতান ও লূনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে যশোধর্ম্মদেব মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন (৫৩৩ খৃঃ অব্দ)। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র (পূর্ব্বঘাট) পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজগণ এবং হূনগণ যেসকল দেশ জয় করিতে পারেন "নাই, তাহাও যশোধর্ম্মদেবের অধীন হইয়াছিল। মিহিরকুল স্বয়ং তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ভটগ্রন্থ শিলালিপি বৈদেশিক পুরাবৃত্ত আদির বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা ভারতের ইতিহাস সংগঠিত হইয়াছে। এই ইতিহাস দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে,—

মধ্য-আসিয়াস্থ হূনগণ 'রোমক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন' করিয়াছিলেন। হূনাধিপতি তোরামন পারস্যে ও ভারতে আধিপত্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিহিরকুলও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন; 'তাহার প্রতাপে ভারতবাসিগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন'। সেই দুর্দ্দমনীয় হূনগণকে বিক্রমাদিত্য কোরুরের ঘোরতর যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্য লোপ করেন।

এই কোরুরের যুদ্ধই সমুদ্র-মন্থনের পর দেবাসুরের সংগ্রাম রূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিষ্ণু পুরাণের পদ্যানুবাদ দেখুন:—

প্রথম অংশ ৯ম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

"তার পর অসুরেরা ধন্বন্তরি-করে। অমৃতের কমণ্ডলু নয়নে নেহারে॥
সবলে কাড়িয়া তাহা করিল গ্রহণ। তাহা দেখি ভগবান্ দেবনারায়ণ॥
মোহিনী আকার ধরি তখনি অচিরে। করিলেন বিমোহিত দানব-নিকরে॥
সুধাকুম্ভ নিজে হরি করিয়া গ্রহণ। কৌশলে অমরগণে করেন অর্পণ॥ *
দেবগণ সবে সেই সুধা করি পান। অমরত্ব পেয়ে করে চরিতার্থ জ্ঞান॥
তাহা দেখি রোষাবিষ্ট হয়ে দৈত্যগণ। অসি চর্ম্ম ক্রমে সবে করিল ধারণ॥
ধাবিত হইল সবে দেবগণোপরে। কিন্তু এবে কিবা সাধ্য জিনিবারে পারে॥
সুধাপানে দেবগণ হয়েছে অমর। হয়েছে বলিষ্ঠ তাহে সর্ব্ব-কলেবর॥
কাজে কাজে পরাজিত হয়ে দৈত্যগণ। দ্রুতগতি চারিদিকে করে পলায়ন॥
সগণে সকলে গেল পাতাল নগরে। তাহা দেখি দেবগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
নারায়ণ-পদে সবে করিয়া প্রণাম। নিজ নিজ অধিকারে করিল পয়াণ॥
গ্রহণ করিল পুনঃ নিজ অধিকার। কাহারো হৃদয়ে শঙ্কা না থাকিল আর॥"

এই পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনায় কেবল ধন্বন্তরির নাম আছে। এ ধন্বন্তরি যে বিক্রমাদিত্য-কালিক, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। এখন ধন্বন্তরি ও বিক্রমাদিত্য দুইই পাওয়া গেল। 'হূনগণেরও' উল্লেখ আছে কিনা দেখা যাউক।

পুরাণকার এখানে লিখিয়াছেন ধন্বন্তরি হইতে দেবগণ অমরত্ব পাইয়াছেন। শিষ্ট প্রয়োগও ঐ,—

"অয়ং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্।"

অমরকোষ ২য় ৩য় ৪র্থ শ্লোক দেখুন, 'দেব' বাচক শব্দ—'অমর' 'নির্জ্জর' 'অমর্ত্ত্য' 'দেবতা (স্ত্রীং)' ইত্যাদি। দেবগণ ত অমরই।

'অমরত্ব' অর্থে—"দেবত্ব; অমরের ধর্ম্ম, মৃত্যু অয়; চিরস্মরণীয়তা।"

নির্জ্জর অর্থে—বৃদ্ধত্ব নাই যাঁহার, কিম্বা জরা রহিত যিনি।

অমর্ত্ত্য অর্থে—"যাঁহারা মনুষ্য বা মরণার্হ নহেন"।

অতএব এ পুরাণোক্তির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মরণার্হ মনুষ্যকেই ধন্বন্তরি অমরতুল্য করিয়াছিলেন; অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

ধন্বন্তরি বহুবিধ বনৌষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে এমত দ্রব্য আছে, যাহা গাত্রের স্থানে স্থানে মাংসমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে সমস্ত শরীর অমরসদৃশ অস্ত্রের অভেদ্য হয়।

এমত দ্রব্যও আছে যাহা ব্যবস্থানুযায়ী সেবন করিলে মনুষ্য দেবসদৃশ 'নির্জ্জর' বলিষ্ঠ ও অতি দীর্ঘজীবী হন।

অস্ত্রের গদার বা অন্য কিছুর আঘাতে মাংস ক্ষত বা অস্থিচূর্ণ হইলে বস্তু বিশেষের প্রলেপ দ্বারা রক্ত-নিঃসরণ অবিলম্বে নিবারিত এবং ক্ষতমাংস ও ভগ্নঅস্থি সংলগ্ন হইয়া যায়।

বাতব্যাধি প্রভৃতি অনেক উৎকট-রোগও সামান্য বনৌষধ দ্বারা দুই তিন দিবসের মধ্যে নিঃশেষে দূরীভূত হয়।

প্রাণনাশক সর্পদংশন ও বিষাক্ত বাণাঘাত হইতে আশু পরিত্রাণের মহৌষধও আছে।

যে সর্পবিষ দেহে প্রবেশ করিবা মাত্র জীব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সেই বিষ দ্রব্যগুণে এরূপ শোধিত হয় যে, তাহা দ্বারা সাংঘাতিক জর-বিকার হইতে জীবন রক্ষা হয়।

এবম্বিধ আবিষ্কার মর্ত্ত্যলোকাতীত না ? এ ধন্বন্তরিকে 'অমরত্বপ্রদানকর্ত্তা' পুরাণকার অযথা বলেন নাই।

পুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে কপিলের ভ্রাতৃবংশীয়েরা "পরে ব্রাহ্মণত্ব পান"। অমরকোষানুসারে 'ভূদেব' (পৃথিবীর দেব) অর্থে ব্রাহ্মণ। 'রাজা' বাচক শব্দ, নৃপ, নৃপতি, নরপতি, নরদেব, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল ইত্যাদি; অর্থাৎ মনুষ্যপতি, মনুষ্যকে যে পালন করে বা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ।

'দেব' শব্দ শ্রেষ্ঠবাচকও হয়; ব্রাহ্মণজাতির উপাধি 'দেব' ব্রাহ্মণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগেরেও 'দেবী' কহা যায়। ধন্বন্তরি ও বিক্রমাদিত্যের পরে রাজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ 'দেব' নামে অভিধেয় হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। এমতাবস্থায় চিরস্মরণীয় (অর্থে অমর) * সম্রাট বিক্রমাদিত্য 'দেব' প্রতিপাদ্য না হইবেন কেন ?

প্রমাণ

পুরাণকার বেদব্যাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহী 'উর্ব্বশী' পুরাণে 'দেববেশ্যা' আখ্যাত হইয়াছেন।

• ধন্বন্তরি,' যাহার প্রপৌত্র দিবোদাসের নিকট সম্ভবতঃ পুরাণকারের জ্যেষ্ঠপ্রপিতামহ অগস্ত্যমুনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসকরূপে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভার প্রথম রত্ন ছিলেন, সেই ধন্বন্তরিও পুরাণে 'দেব-বৈদ্য' আখ্যাত হইয়াছেন।

গৌতমবুদ্ধের সময়ে বারাণসী 'নগরী' ছিল। ধন্বন্তরির পিতামহ কাশী বা কাশ্য এখানে রাজ্যস্থাপন করায় এ ধামের নাম 'কাশী' † (অনুমান খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর মধ্যে) হইয়াছে। ধন্বন্তরি ও তদ্বংশীয়েরা বারাণসী বা কাশীর রাজা ছিলেন। অবন্তী বা উজ্জয়িনী (অনুমান খৃঃ ৫১৫ হইতে ৫৫০) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। সে "সময়ে উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল"। পুরাণের উৎকলখণ্ডেও লিখিত আছে,-"দ্বিতীয় অমরাবতী-সদৃশ অতি প্রসিদ্ধ অবন্তী নামে এক নগরী ছিল"। পুরাণানুসারে উক্ত কাশী বা বারাণসী ও অবন্তী নগরীতে মৃত্যু হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়।

---

* চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনং যৌবনং।
চলাচল মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতী॥

† ধন্বন্তরির ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ অলর্কের রাজত্ব কালে এ পুরী পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল (চ প্রদর্শনী দেখুন)।

পুরাণের বচন।

" অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ "॥

এই সাতটী পুরীর মধ্যে কাশী ও অবন্তী ভিন্ন অপর পাঁচটীর
সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক
বিবরণ।

---

(১) প্রাচীন ইতিহাসে 'অযোধ্যা' নাম দৃষ্টি গোচর হয় না; কেবল রামায়ণে ও মহাভারতে আছে।

(২) প্রাচীন ইতিহাসানুসারে খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শকজাতি ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন। " মথুরা ও মহারাষ্ট্রেও ইঁহাদের রাজত্বের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।" খৃঃ ২য় শতাব্দীর টলেমি (Ptolemy) ও প্লিনি (Pliny) মহোদয়েরা এ নগরীর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর চৈন পরিব্রাজক ফাহিয়ান দ্বারা এ ধাম 'বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের কাশীখণ্ডে মথুরা সপ্ত তীর্থ মধ্যে উক্ত নাই, এমত বুঝা যায়। যথাঃ—

" মথুরা নিবাসী শিবশর্ম্মা দ্বিজবর।
শাস্ত্র অধ্যয়ন তেঁহ করেন বিস্তর॥
.. ——— .. ———
অবশেষে চিন্তি দ্বিজ করিল বিচার।
সপ্তপুরী তীর্থ দরশন মম সার॥
.. ——— .. ———
প্রথমে মথুরা হৈতে অযোধ্যা গমন।
সেই যে অযোধ্যা পুরী ত্রিতাপ নাশন॥"
(২য় সর্গ)

(৩) 'মায়া'—কেহ 'বৃন্দাবন' কহেন কেহ হরিদ্বার, কিন্তু কাশী-খণ্ড মতে,—১ম অযোধ্যা, ২য় প্রয়াগ, ৩য় কাশী, ৪র্থ অবন্তী, ৫ম কাঞ্চী, ৬ষ্ঠ দ্বারাবতী বা দ্বারকা, ৭ম হরিদ্বার। এই সপ্ত-পুরী তীর্থ-মধ্যে বৃন্দাবন গণ্য নাই। যাহা হউক বৃন্দাবন নাম প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না; কেবল মহাভারত পুরাণাদিতে আছে।

প্রয়াগ-গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম স্থান। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীক-পণ্ডিত মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, এ স্থান ('the Capital of the Prasii') 'প্রাসী'-দিগের রাজধানী ছিল। প্রয়াগ শব্দের (" প্র প্রকৃষ্ট—যাগ যজ্ঞ ") ব্যুৎপত্তি

দ্বারা বিবেচনা হয়,—'Prasii' অর্থে প্রাচীন প্যারস্যদেশীয় বা পারসী অগ্নি উপাসক।
" সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর (খৃ: ৪র্থ শতাব্দীর শেষে) প্রয়াগে তাঁহার ভারতবিজয়-কীর্ত্তি
চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক জয়স্তম্ভ উত্তোলিত হয়। উক্ত স্তম্ভে লিখিত আছে যে
সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-কোশল (গণ্ডোয়ানা), কেরল (মালাবার উপকূল), কাঞ্চী প্রভৃতি
দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন "।

হরিদ্বার—হিমালয় পর্ব্বততলস্থ নগর। ঐস্থানে গঙ্গা পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশ হইতে নামিয়াছে।

["স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যথা পৃথ্বী আগমনে।
হরিদ্বার বলি স্থান জগতে বাখানে॥"]

(৫) কাঞ্চী—" খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই নগরের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এরূপ সমৃদ্ধ নগর তৎকালে আর ছিল না।" ইহাও খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপিত হয় নাই, ইতিহাসে প্রকাশ আছে।

(৭) দ্বারাবতী বা দ্বারকা—" (দ্বার [মুক্তির] পথ + কণ্ — প্রং। অথবা কৈ দীপ্তি পাওয়া + অ (ড) — ক, আপ্) সং, কৃষ্ণের পুরী। " সর্ব্বতীর্থ পরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহু পুণ্যদা। যস্যাঃ প্রবেশ মাত্রেণ নরাণাং জন্ম খণ্ডনম্।" প্রাচীন ইতিহাসে এ পুরীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদ্দ্বারা এমত প্রকাশ পাইতেছে না যে, এ কয়েকটী ধামের মধ্যে কোনটীও প্রাচীনকালে,-এমনকি-খৃষ্টাব্দের অনতি পূর্ব্বেও—পবিত্র ক্ষেত্র বা প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত হইত। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ধন্বন্তরি কুম্ভ বিশ্বা বিক্রমাদিত্যের অনেক পশ্চাতেই যে, 'মোক্ষধাম' * নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* " পাঠান সাম্রাজ্য লোপকালে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইতে হইল ও দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইল। যেথানে মোল্লারা প্রবল, সেথানে অনেক দেশীয় লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই আপন ধর্ম্মে রহিল। হিন্দুরা আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য কঠিনতর সমাজশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাঁহাদের স্মৃতিগ্রন্থ-গুলি অধিকাংশই এই সময়ে সঙ্কলিত হয়। মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্যচূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, ও রঘুনন্দন এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া যান। রাজহীন হিন্দুগণ এই সকল বিধিব্যবস্থার বলেই আজও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর উপপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে নূতন নূতন ধর্ম্মগত প্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারা হিন্দুসমাজে থাকিয়াই লোকসমূহকে বৈরাগ্যপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন; অনেক গৃহস্থ, বৈরাগীর চেলা হইত। খৃঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যেরূপ হইয়াছিল, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও তাহাই হইল।" খৃঃ ১৪৮৫ অব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। ঐ সময়ে (কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে) গুরু নানক কবীর তুখারাম প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রাদুর্ভূত হন। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র অযোধ্যা বৃন্দাবন প্রভাস আদি তীর্থ সকল ভক্তদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এ সকল প্রমাণ দ্বারা পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধে 'বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সৈন্যসামন্ত' অর্থে 'দেবগণ' ও 'হূনগণ' অর্থে দেবারি বা অসুর * এবং 'হূনদিগের রাজধানী' অর্থে (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন) 'পাতাল নগর' প্রযুক্ত হইয়াছে,-নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে। হূনদিগের আধিপত্য ভারতে অনেকদিন স্থাপিত হইয়াছিল। ধন্বন্তরির ব্যবস্থায় ভারতবাসিরা অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সৈন্যসামন্তগণ বলিষ্ঠ ও (অমরসদৃশ) অসুর দলনে সমর্থ হওয়ার পরে, তাঁহারা কোরুরের ঘোরতর যুদ্ধে তোরামন-পুত্র "মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া ভারতে হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন"। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে যে ধন্বন্তরি—

'অষ্টভাগ আয়ুর্ব্বেদ করি যতনে। উপদেশদান দিলা যত শিষ্যগণে'।

ভরসা হয়, এক্ষণে বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয়েরা অস্বীকার করিবেন না যে কোরুরের যুদ্ধই পুরাণে 'দেবাসুরের সংগ্রাম' রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণমুক্তিদায়ক সপ্তধাম † সম্বন্ধীয় পুরাণ-বচন ও তদ্ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাও প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(১) অন্তঃকলির পূর্ব্ব দ্বা-পরের শেষের (কলির সপ্তত্রিংশ শতাব্দীর বা খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পরে বেদবিভাগকর্ত্তা-বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক [পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ] বেদব্যাস ও তৎসহযোগী ঋষিগণ এবং মহাভারত-প্রকাশক লোমহর্ষণ-পুত্র-সৌতি প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ও অপর পৌরাণিক প্রমাণ।

[ক] পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর আদি ধর্ম্ম,—'আর্য্যধর্ম্ম'। সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নির্ব্বাণতত্ত্বসাধনকর্ত্তা ভারতের গৌরবচূড়ামণি 'গৌতমবুদ্ধ'—পুরাণোক্ত [ঐতিহাসিক দ্বাপরের] কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার। একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, ইনি খৃঃ

---

* ভারতের (উত্তর ও পশ্চিমদিকস্থ) বৈদেশিক বৈরিগণকে যে অসুর কহা যাইত তাহার প্রচুর প্রমাণ রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যথা,—

"উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই খোরাসানপতি পরাভূত হইলে, অবশেষে কাফেরের রাজ্যে ইসলাম-ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য রুমরাজ তাহার সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন অসুরগণ এইপ্রকারে আত্মবল দৃঢ়ীভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন রাজ আপন অমাত্যবর্গের সহিত আত্মরক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।"

† তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে যিনি সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অপরের মুক্তির কি উপায় নাই? পুরাণকার পরম জ্ঞানী, তিনি সকলের সমান হিতৈষী। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,-সংসার হইতে নির্লিপ্ত অর্থাৎ হিংসা কামনা বা সকাম কর্ম্মাদি বর্জ্জিত হইয়া, সাকার ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহার দেহাবসান হইবে তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম হইবে না। মোক্ষধাম নির্দ্দেশের এই উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

খৃঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, এবং কলির অন্তস্ত্রেতার শেষের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সপ্তচত্বারিংশ পিতৃপুরুষ প্রসেনজিতকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর মিথিলাধিপতি জনকরাজার অতি উর্দ্ধতম পিতৃপুরুষেরও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

[ঐতিহাসিক ত্রেতার] কলির অন্তস্ত্রেতার আদ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার পরশুরাম [দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন] খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর ছিলেন। রামায়ণের কোন কোন প্রাচীন প্রতিলিপিতে ইনি শ্রীরামচন্দ্রের অতি উর্দ্ধতম পিতৃপুরুষরূপে উক্ত আছেন।

ভাগবত পুরাণোক্ত অবতার সাঙ্খ্যকার কপিল অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের উর্দ্ধ পিতৃপুরুষ সগর-সন্তানদিগের সমকালিক ছিলেন। তিনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভার তৃতীয় রত্ন অমরসিংহ ৫০০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অমরকোষ অভিধান নিশ্চয়ই (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে) বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের অগ্রে সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত সভার সপ্তম রত্ন মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ-কাব্যের ১ম সর্গে বশিষ্ঠদেবকে "অথর্ব্ববেদপ্রণেতা" এবং "মন্ত্রের স্থষ্টিকর্ত্তা" বলিয়াছেন। এ কথা কি মিথ্যা? কখনই নয়। অমরকোষে কেবল তিন বেদের নাম আছে, অথর্ব্ব (৪র্থ) বেদের উল্লেখ নাই। ইহার দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'বৈদিক-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক'-'অথর্ব্ববেদপ্রণেতা' (বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব বিক্রমাদিত্যের পরে খৃঃ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর মধ্যে-অন্তস্ত্রেতার শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রামায়ণ পুরাণ আদি হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা বা প্রদর্শনীতে যে কোন সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারও সম্পূর্ণ সমীচীনতা সংস্থাপিত হইতেছে। আবার বশিষ্ঠদেব মন্ত্রের স্থষ্টিকর্ত্তা; ইঁহা হইতে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ। ইঁহার পূর্ব্বে যে অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ ছিল না তাহা অমরকোষ ও ইতিহাস আলোচনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত এবং ঋগ্বেদের উপবেদরূপেও গণ্য হয়। অথর্ব্ববেদ-প্রকাশক (বিঃ পুঃ ৩। ৪) বেদবিভাগকর্ত্তা-বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক বেদব্যাসের আবির্ভাব ধন্বন্তরির ও অমরসিংহের এবং কুরুর পরে [ঋ প্রদর্শনী দেখুন] খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যেই হইয়াছিল; তৎপূর্ব্বে নয় *।

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার কৃত সাংখ্যদর্শন প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন,—(কপিল কৃত) "সাংখ্যদর্শনই আদিম, পাতঞ্জল (যোগশাস্ত্র) উহার সমসাময়িক, (গোতম-কৃত) ন্যায় তৎপরভবিক, তৎপরে (কণাদকৃত) বৈশেষিক, তৎপশ্চাৎ (জৈমিনিকৃত) পূর্ব্ব-মীমাংসা, (ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা বা) বেদান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।"
এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের অন্যমত নাই।

বেদব্যাসের পিতা পরাশরের নাম বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে উক্ত আছে। পরাশর মুনির [পরাশরসংহিতা নামক] ১ খানি ফলিত জ্যোতিষগ্রন্থ আছে, তাঁহার জন্ম খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য বা কুরুকালিক আদি ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা বরাহমিহিরের পরে, [ঝ প্রদর্শনী দেখুন] খৃঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমাংশেই হইয়াছিল; তাহার পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হয় নাই।

[খ] পণ্ডিত মহোদয়েরা ভূউগ্রন্থ শিলালিপি ইতিহাস ইত্যাদির পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধি-উক্ত ধর্ম্মপ্রযোজক হারীত খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃপাচার্য্য পাণ্ডবদিগের সমকালিক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ [শতানন্দের পিতা] ন্যায়-শাস্ত্রকার গোতমের নামও বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে উক্ত আছে। ইনি [চ ও ব্য প্রদর্শনী দেখুন] ধন্বন্তরি-বংশীয় [খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরার্দ্ধের] কাশীরাজ-দিবোদাসের সমকালিক ছিলেন।

[গ] পুরাণ অনুসারে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাশীরাজ ধন্বন্তরির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কাশীরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভীষ্মদেব ব্যাস-মাতা সত্যবতীর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে হরণ করতঃ নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ব্যাস-পৌত্র যুধিষ্ঠিরের বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনি ধন্বন্তরিবংশীয়দিগের রাজধানী কাশীতে এবং বিক্রমাদিত্যের রাজধানী অবন্তীনগরীতে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে ভিন্ন পূর্ব্বে হওয়া অসম্ভব।

[ঘ] পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ ... ... খৃঃ ৭৮৬

দেবীভাগবত অনুসারে পরীক্ষিতের ৯৬তম বর্ষ বয়সে তাঁহার রাজত্ব শেষ;

অতএব তাঁহার রাজত্ব ... ... ৬০ বর্ষ

এবং জন্মেজয়ের রাজত্ব আরম্ভ ... ... খৃঃ ৮৪৬

অতএব খৃঃ ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে মহাভারত প্রকাশ হইয়াছিল। ৺ কাশীরাম দাসকৃত পদ্য মহাভারতের চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশের [ক্ষ] চিহ্নিত পংক্তি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।—

" জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর। পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি। কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥
মুনি বলে যদু হইতে জন্মিল যাদব। তুর্ব্বসুর বংশ হইতে যবন উদ্ভব॥
[ক্ষ] দ্রুহ্য হইতে বর্দ্ধিত হইল* ভোজবংশ। অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব। যার বংশে আপনার হইয়াছে উদ্ভব॥ "

[*৩য় পরিচ্ছেদের ১ম উদাহরণ-' পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশপরিচয় ' দেখুন]

মহাভারতে যখন উক্ত রহিয়াছে 'দ্রুহ্য হইতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ' তখন এ গ্রন্থ কি ভোজরাজের পূর্ব্বে সঙ্কলিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে? কখনই না। ইতিহাস অনুসারে "মালব [উজ্জয়িনী]:-বিক্রমাদিত্যের সময়ে, উজ্জয়িনী ভারত-বর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খ্রীষ্টের ১০ম শতাব্দীতে ভোজরাজা এখানে প্রাদুর্ভূত হন। ধারাবার [ধার] নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।" ৮ কাশীদাসের পদ্য মহাভারত অমৌলিক নয়, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক গদ্য মহাভারতে 'ভোজবংশের' উল্লেখ না থাকিলেও পদ্যমহাভারত হইতে উদ্ধৃত-পংক্তির মৌলিকতা অস্বীকার করিবার লেশমাত্র কারণ নাই।

ভোজরাজা সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা (Canuto the Dane) দিনেমার (Denmark দেশীয়) কন্যুটের সমকালিক ছিলেন। ইংলণ্ডে নরমানদিগের আধিপত্য পশ্চাতে (১০৬৬ খৃঃ অব্দে) আরম্ভ হইয়াছিল।

সভ্য জগতের প্রধান প্রধান স্থানে আদৃত যোগশাস্ত্রের * আদিপুরুষ পতঞ্জলি। সেই শাস্ত্রের অতি প্রাচীন ভাষ্যকার বেদব্যাস; তৎপরবর্ত্তী এই ভোজরাজ-কৃত ভাষ্যই প্রচলিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। 'ভোজবিদ্যা' বা 'ভোজবাজী' নামে খ্যাত অতি মনোহর ঐন্দ্রজালিকবিদ্যার উদ্ভাবন কর্ত্তাও ইনি।

বাস্তবিক—বিক্রমাদিত্যের অন্ততঃ ৩-৪ শতাধিক বৎসর পরে ভিন্ন, তৎপূর্ব্বে মহাভারত পুরাণাদি প্রচারিত হয় নাই।

---

*"In the Sankhya philosophy there is no speculation about I'svara, or the supreme soul; and so a new system of Philosophy, based on the Sankhya method, attempts to supply this deficiency. It is called Yoga, because it gives detailed rules for the concentration of mind, or Patanjala, from the name of the auther. There is a collection of aphorisms of this school, on which various commentaries have been written. The oldest of these is written by Vyāsa, and the most popular is attributed to Rājā Bhoj"

(PANDIT H. P. SASTRI'S SCHOOL HISTORY OF INDIA.)

সাঙ্খ্যকার কপিল মুনির ও বেদব্যাসের মধ্যবর্ত্তীকালে অনুমান খৃঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যোগশাস্ত্রকার আর্য্যকুলতিলক পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিবেচনা হয়, ইনি জগতের তৃতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

(২) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নিশ্চয়ই খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই। কলির ঐতিহাসিক দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশ-মধ্যে ৩৮৫২ কল্যেগতাব্দে বা ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দে এ যুদ্ধ হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ও অপর পৌরাণিক
প্রমাণ।

(ক) অনেক ইতিহাসলেখক এবং পুরাণসমালোচক ইউরোপীয় মহোদয়েরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়াছিল বলেন কেহবা ত্রয়োদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে,-কহেন; কিন্তু এ সকল কথা পুরাণ ও প্রমাণ সম্মত নয়। যথাঃ—

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে (ক্ষ প্রদর্শনী দেখুন) মঘা-অয়নাংশ বা মঘার সপ্তর্ষিসংস্রবাংশ ছিল না; উত্তরায়ণ পৌষমাসের শেষে আরম্ভ হইত না; তখন কলির পূর্ব্ব দ্বাপরের শেষ, কিম্বা অন্তঃকলির পূর্ব্ব দ্বা-পরের শেষ নয়, এবং নন্দদিগের রাজত্বের সহস্রাধিক বর্ষ অন্তরও নয়।

খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঘা-অয়নাংশ থাকিলেও—'মঘাস্বাসন' ছিল না, এবং অপরাপর পুরাণবাক্য সকল প্রমাণিত হয় না।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রণালী অবলম্বন করতঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাব্দ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অশুদ্ধ; * তজ্জন্ত তিনি পুরাণের এই অশুদ্ধ ব্যাখ্যা-জনিত গণনাও সংশোধন করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও যে এ যুদ্ধের অব্দ (খৃঃ পূঃ ১৪৩০) স্থির করিয়াছেন তাহা পুরাণ-ও প্রমাণ-অনুযায়ী নয় (ক্ষ প্রদর্শনী দেখুন)।

'রাজতরঙ্গিনী' নামক রাজপুতদিগের ইতিহাসগ্রন্থ আধুনিক। শ্রীযুক্ত টড্ সাহেব মহোদয় কৃত 'রাজস্থান' অনুসারে উহা ১৬৬২ শকে বা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে যে কাশ্মীরের রাজা গোনর্দ্দ প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের সমকালিক ছিলেন। "কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন" এবং ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; অতএব 'রাজতরঙ্গিনী' মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কলির ৭ম শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের ব্যবধান পুরাণানুযায়ী সহস্রাধিক বর্ষ কি প্রকারে হয়? এবং পরীক্ষিতের অভিষেকেইবা 'কলির' আরম্ভ, পুরাণকার লিখিলেন কেন? ঝ প্রদর্শনী দেখুন, 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 'শক' স্থলে ভুল-ক্রমে 'কলি' লিখিয়াছেন। যাহা হউক, 'রাজতরঙ্গিনীর' এ উক্তির দ্বারা ইহাই

* পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নন্দদিগের পশ্চাতেই হইয়াছিল, অগ্রে হয় নাই, এবং ভারতীয় মতে বার্ষিক অয়ন গতি যে '৫০ বিকলা' সে 'বিকলা'-১ কলার ষষ্টিতম অংশ নয়;—'১ অয়নাংশের ৩৬০০তম ভাগ মাত্র'।

সাব্যস্ত হইতেছে যে, পুরাণোক্ত ‘কলি’ অর্থে ‘অন্তঃকলি,’ এবং পরীক্ষিতের জন্ম ও কৃষ্ণ-
[illegible] পুরাণাদি সংকলন-কলিযুগের পরেই [illegible] ৬৭২ শাকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই
[illegible] যাছেন; খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিশ্চিত হয় নাই।

অনুমান হয়, দশম পরিচ্ছেদের চ প্রদর্শনীর ১০ম খণ্ডায় বর্ণিত পুরাণের অশুদ্ধ ব্যাখ্যার অনুরোধে,-‘রাজস্থান’-গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় জরাসন্ধ পাণ্ডপাণ্ডব শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকে মগধের পুরাণোক্ত আদি-রাজা প্রদ্যোতের পূর্ব্বকালিক অনুভব করতঃ পুরাণের বিরুদ্ধে খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দের লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রমাণিত হয় না। ‘রাজস্থানের’ ‘যশলমীর অধ্যায়ে’ উক্ত আছে যে, ‘যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে’ শ্রীকৃষ্ণের ৯ম অধস্তনপুরুষ গজ-‘গজনী’ নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠিরের জন্ম-বা মৃত্যুর অব্দ পুরাণে কিম্বা অন্যত্র উক্ত নাই। কেবল-যুধিষ্ঠির যে কলি আরম্ভে-তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যার্পণ করেন, পুরাণে তাহারই উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পরেই অব্দ; [illegible] যে দৈবযুগান্তঃকলি নয়, তাহার প্রচুর অব্যর্থ প্রমাণ অগ্রে দর্শিত হইয়াছে। টড্ সাহেব মহোদয়ের মতেও এ কলিযুগ (খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ) যুধিষ্ঠির-বা শ্রীকৃষ্ণাব্দ কিম্বা পরীক্ষিতের অভিষেকাব্দ নয়।

যুধিষ্ঠিরাব্দ পরীক্ষিতাব্দ ও শ্রীকৃষ্ণাব্দ যখন একই, তখন টড্ সাহেব মহোদয়ের মতে উহা ... খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে আরম্ভ।

‘রাজস্থানের যশলমীর প্রথম অধ্যায়’ অনুসারে, যদুকুল নির্ম্মূল হইলে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (প্রদ্যুম্নের পুত্র) “বজ্র সেই সময় পিতার পাদপদ্ম দর্শনার্থ মথুরা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিংশতি ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইবা মাত্র তিনি শুনিলেন, যদুকুল সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র;— নব ও ক্ষীর। পিতার মৃত্যুর পর নব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মথুরানগরে প্রত্যাগমন করিলেন”। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র নব যুধিষ্ঠির-অব্দ আরম্ভেই “রাজপদে প্রতিষ্ঠিত” হন। গজ শ্রীকৃষ্ণের ৯ম অধস্তন বংশধর। গজের পূর্ব্ব নবসহ ৫ বা ৬ পুরুষের মধ্যে দুই নৃপতির অপঘাত মৃত্যু হয়; এক জন দ্বাদশ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন এবং এক ভূপতি যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে “যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে বৈশাখমাসের তৃতীয় দিবসে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুভতিথিতে যদুপতি গজ গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন”। শ্রীযুক্ত টড্ সাহেবের মতানুযায়ী গণনায়,-এ ঘটনা

(৩০০৮ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ১১০০) খৃঃ ১৯০৮ অব্দে বা

কলির ... ৫০০৯ অব্দের বা ১৯৬৫ সম্বতের বা গত

১৮৩০ শকের ও ১৩১৫ সালের ৩রা বৈশাখ তারিখে হয়।

এ সিদ্ধান্ত কি কেহ গ্রাহ্য করিবেন? কখনও না। আবার গজের পিতা-সহ ৬ পূর্ব্ব পুরুষের রাজত্ব অন্যূন ৩০০০ বর্ষ হইলে পুরুষ প্রতি (কলির মানবপরমায়ুর চতুর্গুণ অপেক্ষাও অধিক) অন্যূন ৫০০ বর্ষ পরে; ইহাও যার পর নাই অসম্ভব। তবে কুরু ও যদুকুল ধ্বংস হইলে পর,-যাদবরাজ্যে, একদিকে অসুরদিগের প্রচণ্ড উপদ্রব, অপর দিকে,—

["ধনিনো যায়তে বান্ধব ভাবো নির্ধনে সহজ বন্ধুরবন্ধুরেব।

নীরসে সরসি সরোজবন্ধোঃ সরোজান্তপি দহন্তি ময়ূখাঃ॥"]

স্বদেশীয় বৈরী রাজগণের প্রজ্বলিত আক্রোশ; সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের সময় ধ্বংসাবশিষ্ট যাদব-নৃপতিদিগের রাজত্ব যে অল্পকালমাত্র হইয়াছিল,-শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিবরণে ব্যক্ত আছে, তাহা সন্দেহের বিষয় নয়। এমত অবস্থায়,-ন্যূনকল্পে গজের পূর্ব্ব ৬ বা ৭ যাদবভূপতির রাজত্বকাল সাকল্য ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২০০ বৎসর ধরিলেও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও তাঁহার প্রপৌত্র নাভের মথুরার সিংহাসনারোহণ ... ... এবং পরীক্ষিতের অভিষেক (১৯০৮ বিযুক্ত ২০০) অনুমান ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হয়। পুরাণানুসারে ইহার ৩৬ বর্ষ অগ্রে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল; অতএব যশলমীরের ভট্টিগণের ইতিবৃত্তানুযায়ী গণনায় সে যুদ্ধ-অনুমান ... ... ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে

অর্থাৎ কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যার কেবল মাত্র ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, অবধারিত হয়।

ইহা নিশ্চিতই গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে যে খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়।

'রাজস্থান' হইতে সঙ্কলিত শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। "ইঁহার দুইটী পুত্র ও অন্যান্য সন্তান সন্ততিগণ ভারতভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধু নদের পরপারে গমন করেন।"

(জ্যেষ্ঠাপত্নী রুক্মিণীগর্ভে)

১ প্রদ্যুম্ন

(বিদর্ভরাজকন্যার গর্ভে)

২ অনিরুদ্ধ ও বজ্র। "বজ্র হইতে যশলমীরের-ভট্টিগণের উৎপত্তি। ... পাদপদ্ম দর্শনার্থে বজ্র দ্বারকায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে

যদুকুলধ্বংসের সংবাদ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন "।

৩ নব ও ক্ষীর। "পিতার মৃত্যুর পর নব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। ক্ষীর দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অন্যান্য রাজগণ নবকে আক্রমণ করিলেন, তিনি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পশ্চিমদেশীয় মরুস্থলীতে গিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন"।

৪ পৃথীবাহু। বারিজা, যাদভান "নবের পুত্র পৃথীবাহু মরুস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের ছত্র আদি প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ক্ষীরের পুত্র যাদভান পার্ব্বত্য প্রদেশে পুত্রহীন রাজার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; তদবধি ঐ স্থান 'যাদুকাডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইল। যাদভান অনেকগুলি সন্তান সন্ততির পিতা ছিলেন।" নবের রাজত্ব অতি অল্পকাল হইয়াছিল প্রকাশ পাইতেছে।

৫ বাহুবল। "মালবপতি বিজয়সিংহের কন্যা কমলাবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়"।

৬ বাহু। "অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া ইঁহার মৃত্যু হয়।"

৭ সুবাহু। "পত্নীর হস্তে বিষপ্রয়োগে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়"।

৮ রিবন্। "ইনি দ্বাদশ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মালবপতি বীরসিংহের কন্যা সুভগাকে ইনি বিবাহ করেন"।

রিঝ। "সাগরতীর নিকটবর্ত্তী-মরুস্থলীর দিকে সমাগত ম্লেচ্ছশত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। খোরাসানের ফরিদ খাঁ শত্রুদলের সেনাপতি ছিলেন"।

৯ গজ। "তাঁহার রাজ্যের উত্তর-দিগ্বর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে গজনী নামে একটী দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে তথায় "সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন," অর্থাৎ সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অনতিবিলম্বে কাশ্মীরপতি কন্দর্পকেলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহারই গর্ভে শালিবাহনের জন্ম হয়।" শালিবাহনের বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ তখন মুসলমানদিগের হস্তে গজের প্রাণবিয়োগ হয়।

১০ × শালিবাহন। "বিক্রম-সংবতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে ভাদ্রমাসের অষ্টম দিবসে রবিবারে ইনি শালিবাহনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। ইনি ৩৩ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন"।

১১ বলন্দ প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র। "ইঁহাদের মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম পাওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর তোমরপতি জয়পালের কন্যার সহিত বলন্দের বিবাহ হইল।"

১২ ভট্টি, ভূপতি প্রভৃতি ৭ পুত্র।

১৩ মঙ্গলরাও, মসূরাও চাক্কিতো।

১৪ মজমরাও অভয়রাও, সারণরাও, এবং কল্লবরাও প্রভৃতি ৬ পুত্র। "কল্লর রায়ের বংশধরেরা কল্লরিয়া-ভাট, মুণ্ডরাজের পুত্রগণ মুণ্ড এবং শিবরাজের বংশধরেরা শিবরাজ্জাট নামে অভিহিত হইল। শিশু, ফুল এবং কেবল কুম্ভকার-বংশে পতিত হইল।"

১৫ কেহড়, মুলরাজ ও গোগলি। "৭৮৭ সংবতে মাঘমাসে পূর্ণিমা তিথিতে বুধবারে তনোট দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। কেহড়ের পুত্রগণ হইতে এক একটী গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহড় মৃগয়ার্থ গমন করিলে রাজ্যচ্যুত রাজপুতগণ তাঁহাকে সংহার করিল।"

১৬ তন্নু প্রভৃতি ৫ পুত্র। "তন্নু অশীতি বর্ষ রাজ্যশাসনের পর প্রাণত্যাগ করেন।"

১৭ বিজয়রায়, মকুব আদি ৫ পুত্র। "৮৭০ সংবতে বিজয়রায় পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন"।

১৮ দেবরাজ মৈপা "৮৯২ সংবতে দেবরাজের জন্ম হয়। বারাহা ও লঙ্গহাগণ বারাহাপতির কন্যার সহিত কুমার দেবরাজের বিবাহ স্থির করিল। ভট্টিগণ বর ও বরযাত্রীসহ যেমন বারাহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিশ্বাসঘাতকেরা বিজয়রায় এবং তদীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সৈন্য সামন্তদিগকে সংহার করিল"।

১৯ মুণ্ড ও চেহু মহলা, দিকাও। "দিকাও-সরোবর দিকাও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার বংশধরেরা

মুণ্ড — সুবেদার হইয়াছিল। দেবরাজের মৃত্যুর পর মুণ্ড তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।"

২০ বাছেরা। "ইনি ১০৩৫ সংবতে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন"।

২১ দুশাজ, সিংহ, বাপ্পিরাও প্রভৃতি ৫ পুত্র। "১১০০ সংবতের আষাঢ়মাসে দুশাজ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।"

২২ যশল, বিজয় ও লঞ্জ বিজয়রাজ। বিজয়রাজ রাজা হইলেন।

২৩ ভোজদেব। লোদ্রবার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে যশলের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশৎ ও বিজয়রাজের দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ। ইঁহার পিতৃব্য যশল যবনসেনার সাহায্যে ইঁহাকে নিহত করিয়া লোদ্রবার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই যশল দ্বারা ১২১২ সংবতের শ্রাবণমাসে যশলমীরদুর্গের ভিত্তি স্থাপন হয়। লোদ্রবার দশ ক্রোশ দূরে পর্ব্বতমালার মধ্যে যশলমীর স্থাপিত হয়।

২৩। কৈলুন ও শালিবাহন। যশল লীলাসম্বরণ করিলে ১২২৪ সংবতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন যশলমীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মন্ত্রীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া জ্যেষ্ঠ কৈলুন রাজ্য হইতে [illegible] নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য [illegible] সংযুক্ত হইয়া আসিলে; তাহাতে [illegible] রাজধানী স্থাপন (খৃঃ পূঃ ৩১০২ বিযুক্ত ৩০০৮) খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে অর্থাৎ [illegible] ২০ বৎসর পশ্চাতে হয়।

ঐ [illegible] ও যাদব-[illegible] ২০০ বৎসর [illegible] আর [illegible] শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ [illegible] অব্দে গণিত হয়।

তাহার ৩৬ বৎসর পরে অর্থাৎ .. ... , ... খৃঃ পূঃ ৩০৭০ অব্দে [illegible] অভিষেকের ৩৬ বৎসর মাত্র পশ্চাতে [illegible] সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল, এ গণনা দ্বারা অবধারিত হয়।

---

* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের [illegible] প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কৃত (১৮১০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) রাজাবলী ৭ম পৃষ্ঠা দেখ।

ইহা পুরাণ ও জ্যোতিষের বিরুদ্ধ হইলেও, ইহার দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কলির ও নন্দদিগের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হয় নাই; কলির মধ্যেই নন্দদিগের পশ্চাতে হইয়াছিল। অতএব খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণে উক্ত আছে যে, যুদ্ধে রাজা রিমের প্রাণবিয়োগ হইল; কিন্তু "উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই খোরাসানপতি পরাভূত হইলেন; অবশেষে কাফেরের রাজ্যে ইসলামধর্ম্ম * স্থাপন করিবার জন্য রুমরাজ তাঁহার সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন"। ৬২২ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম্মাব্দ 'হিজিরার' পূর্ব্বে ইসলাম-ধর্ম্মের সূত্রপাতই হয় নাই। ভট্টিগণের ইতিহাসে ইহাও ব্যক্ত আছে যে, গজ-দ্বারা গজনীদুর্গে রাজধানী স্থাপনের অনুমান ১৫ বৎসর পরে খোরাসানপতি গজনী নগরী অধিকার করেন। ইতিহাসে প্রকাশ আছে,—৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়;

> "তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফাগণ দুইতিন শত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে খোরাসান রাজ্য একটী। উহার রাজধানী নিশাপুর। তথায় সামানিগণ রাজত্ব করিতেন। নাসীর-উদ্দীন নামক একজন সামানি-বংশীয় নরপতির আলপ্তগীন নামক একজন ক্রীতদাস ছিল। আলপ্তগীন ক্রমে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী নগরী অধিকার করতঃ স্বাধীন হন। তাঁহার ক্রীতদাস সবক্তগীন, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সবক্তগীন চারিদিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং ক্রমে হিন্দুরাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন।" ভারতে তাঁহার রাজ্যবিস্তারপ্রতিরোধার্থে গজের পৌত্র বলন্দের (ভট্টগ্রন্থোক্ত) শ্বশুর দিল্লীর তোমরপতি ১ম জয়পাল সবক্তগীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সবক্তগীন ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজনীর অধীশ্বর ছিলেন। খৃঃ একাদশ-বা কলির দ্বিচত্বারিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সবক্তগীন-পুত্র মামুদ ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী দেশ সহ গজ দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ অধিকার করেন।

অতএব গজের পৌত্র যখন খৃঃ একাদশ বা কলির দ্বিচত্বারিংশ শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, কলির ৩০০৮ অব্দে গজ দ্বারা রাজধানী স্থাপিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ কলিযুগাব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ হওয়াও যার পর নাই অসম্ভব।

ঝ প্রদর্শনী দেখুন, পুরাণানুসারে অন্তঃকলির ১০২ চান্দ্র অর্থাৎ ৯৯ বৎসর পূর্ব্বে কলির অনুমান ৩৭৮৯ বা খৃঃ ৬৮৭ অব্দে বা ৬০৯ শকে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল; তাহার ৩০৮ বৎসর পরে কলির ৪০৯৭ বা খৃঃ ৯৯৫ অব্দে বা ১০৫১ সম্বতে গজনি বা গজনী-দুর্গে গজের রাজধানী স্থাপিত হইয়া-

---

* "Islam,—the proper name of Mohammedan religion (Arabic islam-Salama,—to Submit to God)" Chambers's Twentieth century Dictionery. "Islamite,—মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী"

ছিল, তাহাই ভট্টিগণের গ্রন্থে অপরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত থাকিতে পারে; কেবল যুধিষ্ঠিরের (অঙ্কের) '৩০৮ অব্দ' স্থলে (এক শূন্যের ভুলে) '৩০০৮ অব্দ' লিখিত আছে। ভট্টিগ্রন্থে এরূপ অঙ্কের অশুদ্ধি থাকা বিচিত্র নয়। হয়ত মূল গ্রন্থে অক্ষরে—'তিনশতাধিক আট' ছিল, প্রতিলিপিকার তৎস্থলে অঙ্কে ('৩০৮' অর্থে) '৩০০,৮' লিখিয়া থাকিতে পারেন।

(খ) ইতিহাসে ব্যক্ত আছে,—খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্বৎ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাপ্পাদিত্য ম্লেচ্ছরাজ "সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সূর্য্যবংশীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন"। "৯৬১ খৃঃষ্টাব্দে (১০১৭ সম্বতে) আলপ্তগীন গজনীতে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন"।

শ্রীকৃষ্ণবংশীয় গজ "তাঁহার (মরুস্থলী) রাজ্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে একটী দৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিয়া" তাহার নাম গজনী রাখেন। 'রাজস্থানের-মিবার ৩য় অধ্যায়ে'ও উক্ত আছে,—"৭৫ সম্বতে যদুবংশীয় একজন ভট্টিরাজ শালপুর নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন, ফরিদ নামক শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাঁহাকে শতদ্রুপারে মরুপ্রান্তরে গমন করিতে হয়"। এ স্থানে "হিমাদ্রির গজনিবন্দ নামক অরণ্য প্রদেশের" উল্লেখ আছে। গজের রাজধানীর নাম 'গজনি' থাকাই সম্ভব। উল্লিখিত "ফরিদ নামক শত্রু"ই যে 'গজের মরুস্থলীরাজ্য-আক্রমণকারী—ফরিদ খাঁ,'—তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকা দেখুন, "বিক্রমসংবতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে,"—"৭৫ বিক্রম-সম্বতে" বা কলির ৩১১০ অব্দে বা ৬০৮ খৃষ্টাব্দে (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ) * যদুবংশীয়" এক নৃপতি শালিবাহনপুর (যাহার অপভ্রংশ বা চলিত নাম শালপুর) স্থাপন করেন। তাহার প্রায় ১০০ বর্ষ অগ্রে—কলির একত্রিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে—'ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ফরিদ খাঁর দ্বারা ঐ শালিবাহনপুর বা শালপুর নগর হইতে শ্রীকৃষ্ণবংশীয় গজ বিদূরিত হইয়াছিলেন;' এমত অগ্রাহ্য কথা ভট্টিদিগের গ্রন্থে থাকা যার পর নাই অসম্ভব। বাস্তবিক গজনি বা গজনীদুর্গ "৩০০৮ যুধিষ্ঠির অব্দে" নির্ম্মিত হওয়া নিঃসন্দেহ ভুল।

"Abul Fazl mentions Joga as prince of Gusnien and Cashmeer, who was slain by Ogur Khan, the Patriarch of the Tatar tribes." (Tod's Rajasthan, Annals of Jessulmeer chapter I)

---

* "যদু-সং, পুং, দেবযানির গর্ভজাত যযাতি রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র।
পুং, বহুং, যদুবংশ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ"।

'ভট্টিরাজ' শব্দের দ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অধস্তন বংশধর ভট্টি বা ভট্টিকুলোদ্ভব নৃপতি'ই বুঝায়। 'যদুবংশীয় ভট্টিরাজ' অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন বংশধর ভট্টি কিম্বা ভট্টিবংশীয় রাজা' হয় না; শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্ব্বপুরুষ'ই হয়।

ইহার মর্ম্ম এই যে, 'আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—গজ্নিন ও কাশ্মীরের রাজা জগ তাঁহার-দিগের গোষ্ঠীপতি ওগজ খাঁর হস্তে নিহত হন'। ভট্টিগ্রন্থের প্রতিলিপিতে বা অনুবাদে 'জগ' নাম অপবর্ত্তিত হইয়া 'গজ' লিখিত থাকা বিচিত্র নয়। 'রাজস্থানের' ইতিহাসানুসারে অনুমান খৃঃ ৮৩৬ বা কলির ৩৯৩৮ অব্দে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের এবং অন্তঃকলির পঞ্চাশৎ বৎসরে,—৮৬ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাব্দে, জগ পিতা-কর্ত্তৃক সৌরাষ্ট্ররাজ্যচ্যুত হইয়া মরুস্থলীর উত্তরপ্রান্তে গজলি বা গজনী নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়া থাকিবেন। ভট্টিগ্রন্থে কলির ৩৯৩৮ অব্দ স্থলে ৩০০৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ লিখিত থাকাও অপ্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে না।

এবম্বিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ কলিযুগই যুধিষ্ঠিরাব্দ বলেন তাহা হইলে,— গজলি বা গজনী দুর্গে রাজধানী স্থাপন ও

গজের রাজত্ব আরম্ভ ... ... সম্বৎ পূঃ ৩৮ বা খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে হয়।

পরে গজের ৬ষ্ঠ অধস্তন নৃপতি কেহড়দ্বারা

তনোটদুর্গ নির্ম্মাণ,—ভট্টিগ্রন্থানুসারে সম্বৎ ৭৮৭ বা খৃঃ ৭৩১ অব্দে হইলে

গজসহ এই ৬ পুরুষের রাজত্ব, অনধিক ... ... ৮২৫ বর্ষ, এবং

ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যভোগ গড়ে ... ... ১৩৭—৩৮ বর্ষ হয়। ইহা

কলির মানব-পরমায়ুর উর্দ্ধসংখ্যা ১২০ বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহা কি সম্ভব এবং গ্রহণযোগ্য হইতে পারে?

আবার উক্ত গ্রন্থানুসারে কেহড়ের ৬ষ্ঠ অধস্তন নৃপতি দুশজ তাঁহার

পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন ... সম্বৎ ১১০০ বা খৃঃ ১০৪৪ অব্দে।

অতএব কেহড়সহ এই ৭ পুরুষের রাজত্ব ৩১৩ বর্ষ এবং গজ ও তন্নিম্নস্থ ১১ নৃপতির অর্থাৎ ১২ পুরুষের রাজত্ব ১১৩৮ বর্ষ হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের গড়ে প্রায় ৯৫ বর্ষ রাজ্য ভোগ হয়।

১২ পুরুষের ক্রমান্বয় প্রত্যেকের ৯৫ বৎসর বা তদধিক রাজ্যভোগ কি প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়? কখনই না। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিস্তারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত পঙক্তিদ্বয় দেখুন—

"ছয়ষট্টী বরষ রাজ্য সে অনর্থ করে।
কোন রাজা সেইরূপ করিবারে নারে" ॥ বিঃ পুঃ ৪। ৮

কলিযুগ নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়।

আবার যদি 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থোক্ত কলির সপ্তম শতাব্দীর কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দ ও যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িকতা পুরাণের বিরুদ্ধে স্বীকার করা যায়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের অধস্তনবংশীয়

গঞ্জের রাজত্ব আরম্ভ কলির (অনুমান ৬০০* + ৩০০৮) ৩৬০৮অব্দ হয়। ভট্টিগ্রন্থে বা তাহার প্রতিলিপিতে অথবা অনুবাদে এই ৩৬০৮ অব্দের স্থলে ৩০০৮ লিখিত থাকাও আশ্চার্য্যের বিষয় নয়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ গঞ্জের রাজত্বের ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২৩৬ বৎসর অগ্রে পূর্ব্ববৎ ধরিলে ঐ যুদ্ধ কলির ৩৩৭২ বা খৃঃ ২৭০ অব্দে হইয়াছিল বলিতে হয়। এ গণনার সমীচীনতার কোন প্রমাণ নাই। অতএব কলির ৩৮৮৮ বা খৃঃ ৭৮৬ অব্দ অর্থাৎ অন্তঃকলিই যে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান-শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও পরীক্ষিতের অভিষেক-অব্দ তাহা ভট্টিগণের গ্রন্থোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণ দ্বারাও অখণ্ডনীয়রূপে সংস্থাপিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকা দেখুন, ভট্টির দশম অধস্তন-বংশীয় যশলদ্বারা ১২১২ সম্বতে বা ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে যশল্মীর নির্ম্মিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুমান দ্বাদশ অধস্তন-বংশীয়-ভট্টি অন্ততঃ খৃঃ দশম শতাব্দীর পরার্দ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতব্দীর পরে ভিন্ন অগ্রে ভট্টিবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত-সকল একব্যক্তি দ্বারা একসময়ে সঙ্কলিত হয় নাই। সঙ্কলন কর্ত্তার ভ্রমেই হউক কিম্বা প্রতিলিপিকারের অনবধানতাতে অথবা অন্য কারণেই হউক, ভট্টিগণের গ্রন্থে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন অব্দ (যথা মালব-সম্বৎ, বিক্রম-সম্বৎ, গুপ্ত-সম্বৎ, বল্লভী-সম্বৎ, শক ইত্যাদি) অর্থে (কেবল এক স্থান ব্যতিরেকে প্রায় অপর সকল স্থানে) সম্বৎ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, বিবেচনা হয়। কোন কোন বিবরণও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, পরিত্যক্তও হইয়া থাকিবে। এবম্প্রকারে অনেক অশুদ্ধি এ গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

দৃষ্টান্ত—

শালিবাহনের দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পর "বিক্রম-সম্বতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে" শালিবাহনপুর স্থাপিত হয়; ভট্টিগ্রন্থে উক্ত আছে। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৯০ সম্বতে বিক্রম-সম্বৎ আরম্ভ; অতএব ৬০ বিক্রম-সম্বতে অর্থাৎ ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫১৫ শকাব্দে শালিবাহনের জন্ম হয়। ঐ অবধি শাল † (সাল) নামক অব্দের গণনা চলিতেছে। এই সালই যে শালিবাহনের জন্মাব্দ তাহা ঙ ও চ প্রদর্শনী এবং বঙ্গীয় পঞ্জিকা পরীক্ষা-দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইবে। এমতাবস্থায় কলির একচত্বারিংশ বা খৃঃ দশম শতাব্দীর গঞ্জ কলির সপ্তত্রিংশ বা খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর এই শালিবাহনের পিতা কখনই হইতে পারেন না। যদি যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান

---

* 'রাজতরঙ্গিনী'-মতে কলির ৬৫৩ অব্দে গোনর্দ্দের রাজত্ব আরম্ভ। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরের জন্ম কলির ৬০০ অব্দে, তাঁহার রাজসিংহাসনাধিকার ৬৬৪ অব্দে, এবং তাহার ৩৬ বৎসর পরে কলির ৭০০ অব্দে তাঁহার মহাপ্রস্থান ধরিতে হয়। তবে পরীক্ষিতের পিতামহ অর্জ্জুনের জন্মের প্রায় ৬০০ বর্ষ অগ্রে (কলির ১ অব্দে)-কি অর্জ্জুনের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল? এ সিদ্ধান্ত কি গ্রহণযোগ্য?

† "শাল, সাল (শল্ গমন করা কিম্বা শাল্ প্রশংসা করা + অ (কর্ত্তৃ)—ক) সং; পুং; নৃপবিশেষ, শালিবাহন রাজা"। এই জন্য শালিবাহনপুরের অপর নাম 'শালপুর' এবং শালিবাহন-অব্দের নাম 'শাল' হইয়াছে।

ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণাব্দ ভট্টিগ্রন্থোক্ত যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরা যায়, তাহা হইলে কলিযুগের ৩০০৮ অব্দে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে গজ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ঐ গজ হইতে এই শালিবাহন কি তাহার ৬৮৭ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আবার কলির ১০২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২০০ অব্দ যুধিষ্ঠিরের জন্মাব্দ ধরিলে গজের রাজত্ব আরম্ভ খৃঃ পূঃ ১৯২ অব্দে হয়; তাঁহার ৭৮৫ বৎসর পরে কি তাঁহার পুত্র শালিবাহনের জন্ম হইয়াছিল? ভট্টিগ্রন্থের শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ব্যাখ্যানুযায়ী গণনা-দ্বারা এ শালিবাহনকে গজ—পুত্র সপ্রমাণ করা যার পর নাই অসম্ভব। ষষ্ঠ শতাব্দীর এ শালিবাহন কলির চত্বারিংশ বা খৃঃ নবম শতাব্দীর জগেরও 'ঊর্দ্ধপিতৃপুরুষ' ভিন্ন পুত্র কথনই হইতে পারেন না।

এক্ষণে আর এক কথা উপস্থিত হইতে পারে যে নবসহ গজের ৬ ৭ পিতৃ-পুরুষের রাজত্ব, (গজের গজনী সিংহাসনারোহণাব্দ খৃঃ ৯৯৫ বিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণাব্দ খৃঃ ৭৮৬) ২০৮ বা ২০৬ বৎসর হওয়া কি সম্ভব? তাহা অধিকই বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু কয়েক নৃপতির নাম ও পরিচয় যে ভট্টিগ্রন্থে অশুদ্ধ আছে, তাহার আভাস 'রাজস্থানের—যশল্মীর-অধ্যায়ে'ই পাওয়া যায়। যথা:—

ঐ অধ্যায়ে আছে,—"সুবাহুর পুত্রের নাম রিবন্। ইনি দ্বাদশ বর্ষ রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ '১২ বৎসর রাজত্বের পর রিবনের মৃত্যু হয়'। "মালবপতি বীরসিংহের কন্যা সুভগাকে ইনি * বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁহার গর্ভে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র জন্মে। সেই পুত্র গজ নামে প্রসিদ্ধ।"

[* এ 'ইনি' কে? ইনি রিবন্ হইলে, ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বিবাহের কথা কেন? ভট্টিগ্রন্থের কোন স্থানেও 'গজ' রিবন্‌পুত্ররূপে কিম্বা 'রিবন্' গজপিতা-ভাবে, উক্ত নাই কেন?]

তৎপশ্চাতে লিখিত আছে,—"হঠাৎ সংবাদ আসিল, যে সমস্ত ম্লেচ্ছ ইতিপূর্ব্বে সুবাহুকে আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় চারিলক্ষ সেনাসহ তাহারা সাগরতীর হইতে পুনরায় মরুস্থলীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। খোরাসানের ফরিদ খাঁ তাঁহাদের সেনানী। সংবাদ পাইবামাত্র রাজা রিঝ ** গোপনে চর প্রেরণ করিলেন"। "ম্লেচ্ছগণ পরাজিত হইয়াও আবার নববল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সসৈন্যে হিন্দুগণের § সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধেই রিঝের প্রাণ-বিয়োগ হইল। এই সময়েই রাজকুমার গজ যাদভানকুমারী হংসবতীকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন"।

[** এ 'রাজা রিঝ' কে? ইহার পরিচয় ভট্টিগণের ইতিহাসে ব্যক্ত নাই।]

---

§ যে সময়ে 'মুসলমান' বা 'মুসলেম' ও কাফর বা কাফের শব্দ তুরুষ্ক আরবী পারস্যাদি ভাষাভুক্ত হইয়াছে, তাহার পরে ভিন্ন পুর্ব্বে 'হিন্দু' শব্দ এ দেশীয় ভাষায় প্রচলিত হয় নাই। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে এই শব্দের ব্যবহার এদেশে ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

"শালিবাহনের পঞ্চদশ পুত্র;—তন্মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়. ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইহারা যথাক্রমে বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাগদ, বাচারূপ, সুন্দর, লেখ, যশকর্ণ, নৈম, মাযুত, নিপক, গাঙ্গু ও যগু নামে অভিহিত।

দিল্লীর তোমরপতি জয়পালের কন্যার সহিত বলন্দের বিবাহ হইল। রাজকুমার বলন্দ নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী-সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে শালিবাহন গজনীউদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের আয়োজন হইল। আটক পার হইয়া তিনি জিল্লালকে * আক্রমণ করিলেন; অচিরেই যবন-নরপতি পরাস্ত হইলেন। পৈতৃক রাজধানী গজনী শালিবাহনের অধিকৃত হইল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বলন্দকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পঞ্জাবে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষ নয় মাস রাজ্যশাসনের পর রাজা শালিবাহন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

'রাজস্থান' হইতে উপরোদ্ধৃত দুই অণুচ্ছেদ দেখুন। শালিবাহন দ্বারা গজনী-উদ্ধার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দকে তত্রত্য সিংহাসনার্পণের এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে "শালিবাহনের পঞ্চদশ পুত্র,—তন্মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা যথাক্রমে" অর্থাৎ 'পর্য্যায়ক্রমে বা পর পর' ইত্যাদি লিখিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে, নামের সৌসাদৃশ্য-হেতু দুই নৃপতির বিবরণ এখানে অভিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। বলন্দ-পিতা যিনি গজনি বা গজনী উদ্ধার করেন, তিনি শালবাহন, শালিবাহন নন। ইতিপূর্ব্বে-বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে,-*শালিবাহন খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি খৃঃ দশম শতাব্দীর গজের* পুত্র হইতে পারেন না; শাল পঞ্চম বা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর বলন্দেরও পিতা হইতে পারেন না। পরন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া ভট্টিগ্রন্থের এই স্থান পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে নবম শতাব্দীর জগই গজনি বা গজনী নির্ম্মাতা। গজনী ও গজমী দুই পৃথক্ স্থান। জগ সৌরাষ্ট্ররাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া যাদভান-কুমারীকে বিবাহ করেন এবং খোরাসানের শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া (নবের মথুরা সিংহাসনারোহণের ৫০ বৎসর পরে) অব্দঃকলির ৫০ বা খৃঃ ৮৩৬ অব্দে গজনিদুর্গে রাজধানী স্থাপন করেন। অতএব জগের পূর্ব্ব—নব পর্য্যন্ত ৩ পুরুষের রাজত্ব ৫০ বৎসর হয় শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণানুসারে এ সংখ্যা অমূলক বলা যাইতে পারে না; বরং ইহার দ্বারাও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাব্দ (খৃঃ ৭৫০) এবং যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানাব্দ আদি যাহা অবধারিত হইয়াছে তাহারই সমীচীনতা সাব্যস্ত হইতেছে।"

ভট্টগ্রন্থোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র নবের ঊনবিংশ অধস্তন নৃপতি ভূশঙ্ক '১১০০ সম্বতে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন;' তাহা হইলে ভূশঙ্কের ১৮

* 'জিল্লাল' নাম দ্বারাই বুঝা যায়, ইনি হিন্দুকুলোদ্ভব ছিলেন. পরে ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

পূর্ব্ব পুরুষের রাজত্ব (খৃ: ১০৪৪ বিযুক্ত ৭৮৬) ২৫৮ বৎসর হয়। উঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যভোগ—গড়ে ১৫ বৎসরেরও * ন্যূন হয় বটে, কিন্তু ভটিগ্রন্থে 'শক' অর্থে 'সম্বৎ' লিখিত থাকিতেও পারে, তাহাতে ঐ ১৮ পুরুষের রাজত্ব (শক ১১০০ বা খৃ: ১১৭৮ বিযুক্ত ৭৮৬)[১] অনুমান ৩৯২ বৎসর হয়, এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের ন্যূনাধিক ২২ বৎসর রাজ্যভোগ হইয়াছিল অবগত হওয়া যায়। এ সংখ্যা কখনই অল্প বা অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। ইতিহাসে অন্যত্রও ব্যক্ত আছে,—

" যাদবগণ কৃষ্ণের বংশজাত। ইঁহারা মনে করিতেন যে মথুরা ইঁহাদের প্রথম রাজধানী, দ্বারকা দ্বিতীয়। এই বংশীয় দৃঢ়প্রহার নামক রাজার সময়ে যাদবেরা দক্ষিণাপথে একটী সামন্তরাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা রাষ্ট্রকূট ও দ্বিতীয় চালুক্য রাজগণের অধীন ছিলেন। অধীন ভাবেই ১৮ পুরুষ অতীত হয়। ঊনবিংশ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃ: অব্দে চালুক্য ও বল্লালগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার করেন এবং দেবগিরি নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন "।

ভটিগ্রন্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন; তৎপৌত্র নব। উপরোক্ত দৃঢ়প্রহার নবের ভ্রাতুষ্পুত্র যাদভানবংশীয় হইতে পারেন; ইনি শ্রীকৃষ্ণের ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ হওয়া অসম্ভব নয়; তাহা হইলে দৃঢ়প্রহারের পিতামহ কিম্বা প্রপিতামহসহ ২০ বা ২১ পুরুষ ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের বা অন্ত:কলির ৪০৩ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ন্যূনাধিক ১৯-২০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, প্রকাশ পায়। দৃঢ় প্রহারের নাম রাজস্থানোক্ত শ্রীকৃষ্ণবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণে দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু ঐ বিবরণ দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ খৃষ্টাব্দের কেন বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বে হয় নাই। পুরাণানুযায়ী নন্দদিগের ১০৫০ বর্ষ পশ্চাতে কলির ৩৮৫২ বা খৃ: ৭৫০ বা শাল ১৫৭ অব্দেই ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল; অণুমাত্র সংশয় নাই।

(গ) ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে,—

" কৃতে তু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥ "

অর্থাৎ,—" মনুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টধর্ম্ম সত্যযুগের; গৌতমকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের; শঙ্খ ও লিখিত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বাপরের এবং পরাশর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম কলির "[১]।

* ক্রমান্বয় ১৮ বা ২০ ভূপতির এতাদৃশ অল্প রাজ্যভোগের পৌরাণিক প্রমাণও আছে। বিষ্ণু-পুরাণের ৪র্থ অংশ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় এবং চ প্রদর্শনীর ৯ম পৃষ্ঠা দেখুন। নন্দ-দিগের পরে (১০ মৌর্য্য এবং ১০ শুঙ্গ-বংশীয়) ২০ মগধ নৃপতির রাজত্ব (১৩৭+১১২) ২৪৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল 'তাঁহাদের প্রত্যেকের গড়ে ১২½ বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ হয় নাই

এ মনু-যে 'বৈবস্বত মনু' নয়, 'সর্ব্বপ্রথম বা অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক' তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। সেই ভাবে ইঁহাকে 'কলির অন্তঃসত্যের' বলা হইয়াছে। এ গোতম অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বুদ্ধ হইলে তাঁহার ধর্ম্ম কলির তৃতীয় অন্তর্যুগে প্রচলিত ছিল; ন্যায়শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক গোতম লক্ষিত হইলে, ইনি অন্তস্ত্রেতায় বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্লোকোক্ত ত্রেতা কলির পূর্ব্বের নয়। শঙ্খ ও লিখিত,-গোতম বা গোতমের পরবর্ত্তীই ছিলেন, শ্লোকে প্রকাশ রহিয়াছে। ব্যাসপিতা পরাশরও কলির মধ্যেরই। এ দ্বাপর 'কলিরই দ্বা-পর'। অতএব 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি' যে 'কলিরই অন্তর্যুগ'-রূপে এখানে উক্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকারযোগ্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ব্যক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রথমে ওঙ্কারই বেদ ছিল"। "ত্রেতার প্রারম্ভে ত্রয়ী বিদ্যা [ত্রিবেদ] প্রাদুর্ভূত হয়," এবং 'বেদব্যাস চতুর্ব্বেদ প্রকাশক'।

রঘুবংশকারও লিখিয়া গিয়াছেন "ওঁ শব্দ সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ" এবং মহর্ষি বশিষ্ঠদেব "অথর্ব্ববেদ প্রণেতা"। অমরকোষে যখন চতুর্থ বেদের নাম নাই, তখন শ্রীমদ্ভাগবতকার যিনিই হউন, বেদব্যাসপিতা 'পরাশর' বিক্রমাদিত্য ও অমরসিংহের পূর্ব্ব যে দেহধারণ করেন নাই তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানেও 'ত্রেতা'—কলির তৃতীয় অন্তর্যুগ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই "ত্রেতার প্রারম্ভে" মগধরাজ মহাপদ্ম, অবতার পরশুরাম, মহাপদ্মের প্রপৌত্র-বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক অশোকবর্দ্ধন, প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন:—চ প্রদর্শনী দেখুন।

বঙ্গদেশ-এক্ষণকার 'বাঙ্গালা' * [যাহা হইতে Bengal নামের উৎপত্তি]-ইতি-পূর্ব্বে গৌড় আখ্যাত ছিল।

"গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ" [শক্তিসঙ্গমতন্ত্র]।

"বঙ্গদেশো ময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ"।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ-কৃত বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুন:—

'সত্য' (বা 'কৃত' অর্থ 'রচিত') যুগে "অবতারশ্চত্বার:—

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাঃ" [স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদ্য সন্ধ্যাংশ সত্যযুগ-কাল মধ্যের; ৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন।]

---

*"যবন রাজাদিগের আধিপত্যসময়ে বাঙ্গালা নামের প্রথম প্রচার হয়। যৎকালে সমসুদ্দীন দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক বঙ্গের রাজা হন, তৎকালে ঐ বঙ্গদেশই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তথাকার যবনাধিপেরা ক্রমে ক্রমে পরাস্ত হইলে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। সেই সময়ে ঐ প্রদেশের নাম বাঙ্গালা হইল। অনন্তর ১৫৭৬ খৃঃ সম্রাট আকবর সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া সুবাবিভাগকালে ঐ প্রদেশের বাঙ্গালা নামেই প্রচলিত রাখেন। আইন আকবরি বলেন পূর্ব্বকালের রাজারা নিম্নদেশের অনেক স্থানে দশ হস্ত উর্দ্ধ, বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটী বাঁধ বা আল্ দিয়াছিলেন, এক্কারণ- বঙ্গ আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল এবং ঐ বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা নাম হইয়াছে"।

"ষট্‌চক্রবর্ত্তিনোগতাঃ"।

("বলিবেণমান্ধাতৃপুরোরবোধুন্ধুমার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাঃ")

(১) 'বলি',—সর্ব্বপ্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ৪র্থ অবতার নৃসিংহদ্বারা বিনষ্ট দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র প্রহ্লাদের পৌত্র। (বিঃ পুঃ ২। ২। ২১)

(২) 'বেণ,'—চাক্ষুষ (৬ষ্ঠ) মনুর প্রপৌত্র।

(৩) 'পুরুরবা,'—"ক্ষীরোদার্ণব সম্ভব" বা "সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত" চন্দ্রের পৌত্র-বুধের পুত্র। [এই রাজচক্রবর্ত্তিত্রয় যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের তাহা পুরাণেই প্রকাশ আছে]

(৪) 'মান্ধাতা,'—বিষ্ণুপুরাণানুসারে ইনি অন্তর্দ্বাপরের শেষের ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের দ্বিতীয় অধস্তন বংশিক।

(৫) 'ধুন্ধুমার,'—পুরাণানুসারে ইনি উক্ত প্রসেনজিতের ৭ম ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ। [উক্ত ৪র্থ ৫ম রাজচক্রবর্ত্তী অন্তর্দ্বাপরের,—বা পুরাণোক্ত ত্রেতার-অর্থাৎ কলির ১৭২৯ হইতে ২৫৯২ অব্দ মধ্যের।]

(৬) 'কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন,'—সম্ভবতঃ ইনি অন্তস্ত্রেতার আদ্য-সন্ধ্যাংশের অবতার পরশুরামের সমকালিক।

'ত্রেতাযুগে' "অবতারাস্ত্রয়"

("বামন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রাঃ")

(১) 'বামন,'—মহাভারত পুরাণানুসারে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রহ্লাদপৌত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যগণকে ইনি বিনাশ করেন।

(২) 'পরশুরাম,'—অন্তস্ত্রেতার আদ্যসন্ধ্যাংশ (কলির ২৫৯৩ হইতে ২৮৯৩ অব্দ) মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল; ১২শ পরিচ্ছেদ দেখুন।

(৩) 'শ্রীরামচন্দ্র,'—অন্তস্ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ (কলির ৩৫৮৮ হইতে ৩৮৮৮ অব্দ) মধ্যই বিদ্যমান ছিলেন।

"সূর্য্যবংশীয় রাজানঃ"।

'ব্রহ্মা'—{"(ব্রহ্মন্, বৃন্হ্ [মনুষ্যজাতি] বৃদ্ধি পাওয়া বা করা+মন্—ক সং, পুং, ব্রহ্মা; বিধাতা; পরমেশ্বর; ব্রহ্মতেজঃ"। এই ব্রহ্মতেজপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম তেজস্বী নৃপতিকুলের পিতা এবং ব্যোমরূপী বিশ্বপতি পরম পুরুষকে-রূপকভাবে সূর্য্যবংশীয় আদিরাজা এখানে বলা হইয়াছে। এ ত্রেতা যে ঐতিহাসিক ত্রেতা নয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদ্যসন্ধ্যাংশের পর সৃষ্টিকালিক ত্রেতা, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে।}

'মরীচি,'—{"(মৃ [অন্ধকার] এখানে নাশ করা+ঈচি—প্) সং, পুং,—স্ত্রীং, কিরণ, রশ্মি। পুং, ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্ত্তা মুনিবিশেষ"। 'অন্ধকার' ব্যোমের

'প্রকৃতি'-স্বরূপ, ইত্যর্থে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপী সহযোগী সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বপতিভাবে সূর্য্যবংশীয় রাজা। }

'কশ্যপ.'— { "(কশ্য মদ্য-প [পা পান করা+অ (ড)—ক]। ইনি কশ্য অর্থাৎ মদ্য পান করিতেন বলিয়া ইঁহার কশ্যপ নাম হইল) ইনি মরীচির পুত্র, ব্রহ্মার পৌত্র ও দেব দৈত্য প্রভৃতির পিতা"। 'অন্ধকার-ব্যোম' হইতে 'মরুৎ,' মরুৎ হইতে 'তেজ,' তেজ হইতে 'জল,' জল হইতে 'ক্ষিতি'; এই রূপে 'পঞ্চভূত' দ্বারা ভূলোক আদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে। এখন দেখুন,—

ব্যোমরূপী অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম—পরমপুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা—বিশ্বপতি।

অন্ধকার বা প্রকৃতি রূপী মরীচি—'সহযোগী সৃষ্টিকর্ত্তা'-ভাবে বিশ্বপতির মানসপুত্র।

মরুৎ স্থানীয় কশ্যপ হইতে উৎপন্ন তেজরূপী সূর্য্য-যাঁহা হইতে সূর্য্যবংশ।

অর্ণ অর্থে 'জল' অর্ণব-জলধি বা "সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত" চন্দ্র হইতে চন্দ্রবংশ।

অদিতি (অর্থ 'পৃথিবী') ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের মাতা। ইলা (অর্থ 'ভূমি বা পৃথিবী') হইতে চন্দ্রবংশ উদ্ভব। }

[এ সকল বিবরণে 'সৃষ্টিপ্রকরণ'ই না রূপকভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে? পুরাণানুসারে এ বৈবস্বত মন্বন্তরের সর্ব্বপ্রথম 'ত্রেতার' কথা।]

সাবর্ণিকমনু,— { অমরকোষে 'মনু' বা 'স্বায়ম্ভুব' 'বৈবস্বত' কিম্বা 'সাবর্ণি' শব্দ নাই। পুরাণানুসারে চলিত (৭ম) বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ হইলে, অর্থাৎ (১৮৭৯১৪৯৯০) আঠার কোটি উনাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার-নয় শত-নব্বই বৎসর পরে,-(৮ম) সাবর্ণিক মনুর অধিকার পড়িবে। সেই আগামী মন্বন্তরের প্রথম ত্রেতায় ইঁহার আবির্ভাব হইবে; এই পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী। }

[পঞ্জিকাকার পণ্ডিত মহোদয়েরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরের যুগ বা অন্তর্যুগের কথা একভাবে একস্থানে লিখিয়াছেন, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।]

"ধর্ম্ম, সুষেণ, হরিদাস, যৌবনাশ্ব, মুচুকুন্দ, শতবাহু, বেণু, পৃথু, ইক্ষ্বাকু, দ্যোতকর, কংসর্প, শ্রেষ্ঠধর, ককুৎস্থ, শতগ্রীব, দণ্ড, হরিৎ, বিজয়, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব, মৃত্যুঞ্জয়, (কলির অষ্টাবিংশ শতাব্দীর) মহাপদ্ম, * ত্রিশঙ্কু, উচ্চাপদ, মরুৎ,

---

*" ইত্থং চ মহাপদ্মস্তান্ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়োভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি॥" [বিঃ পুঃ ৪।২৪।৬] প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে,- 'মহাপদ্ম' — "নৃপবিশেষ" 'নন্দ'-"চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ; [কৌটিল্য বা] চাণক্য এই নন্দ বংশের উচ্ছেদ করেন। পুরাণানুযায়ী গণনায় 'ত্রেতার আত্মাংশের অবতার পরশুরাম' ও 'মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দ'. খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু মহাপদ্ম নন্দের প্রায় এক (দ্বা-পর) অন্তর্যুগ-কাল পশ্চাতে যে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের অভিষেক ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণ ও বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে।

অনরণ্য, বিকর্ণবাহু, সগর, অংশুমান, অসমঞ্জা, ভগীরথ, অম্বরীষ, মণি, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, (কলির সপ্তবিংশ শতাব্দীর প্রসেনজিতের অন্যূন দ্বিচত্বারিংশ অধস্তন বংশিক) শ্রীরামলবকুশাদয়ঃ" ।

[চ প্রদর্শনী দেখুন, রামায়ণ পুরাণাদিতে এ সকল নাম কলির দ্বিতীয় অন্তর্যুগ ('ত্রেতা'-স্থানীয়) অন্তর্দ্বাপরে, এবং অন্তস্ত্রেতা বা দ্বা-পরে,—অর্থাৎ ১৭২৮ হইতে ৩৮৮৮ কল্যেগত বর্ষ মধ্যে-পাওয়া যায়; অতএব এ 'ত্রেতা' কলিরই ২য় ও ৩য় অন্তর্যুগ-(৮৬৪+১২৯৬)-১৬০ বৎসর। মহাপদ্ম নন্দের নামও এখানে ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অনেক অগ্রে উক্ত আছে।]

'দ্বাপরযুগে'—" রাজানঃ"—

" শাম্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, (খৃঃ ৪র্থ বা কলির পঞ্চত্রিংশ শতাব্দীর সগররাজার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) রুক্মাঙ্গদ, দুর্য্যোধন, (রাজতরঙ্গিণীমতে কলির ৭ম শতাব্দীর) যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জন্মেজয়, বিষ্বক্‌সেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন, কংসাঃ" ।

[এ 'দ্বাপর' যে পূর্ব্বব্যাখ্যাত পুরাণোক্ত—'ত্রেতার' শেষাংশ, বা পশ্চাদ্ভাগ মাত্র, এবং ঐ ত্রেতাবৎ পুরাণোক্ত দ্বাপরও যে কলিরই 'দ্বাপরদ্বয়' ('অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর'), তাহা পঞ্জিকায় স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। সেই হেতু ("তত্রাবতার দ্বৌ শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধৌ") অন্তর্দ্বাপরের 'অবতার বুদ্ধ' এবং দ্বা-পরের শ্রীকৃষ্ণ ঐ দ্বাপরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পঞ্জিকাকার পণ্ডিত মহোদয়েরা লিখিয়াছেন; পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-ভাবে 'বুদ্ধের নাম' শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে উল্লেখও দূষণীয় নয়। মহাপদ্ম নন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বহুকাল অগ্রে গত হইয়াছেন, তাহাও পঞ্জিকায় প্রদর্শিত রহিয়াছে।

পঞ্জিকার ব্যাখ্যায় পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক 'দ্বাপর' ও 'ত্রেতা' একই হয়। কেন? ইব্রীয় ভাষায় (Adam) আদম (যাহা হইতে হিন্দী 'আদমী') অর্থে "মানব, পৃথিবী, লাল মৃত্তিকা;" Eve অর্থে "জীবন বা পরমায়ু"। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকানুসারে (৯ম পরিচ্ছেদ দেখুন), 'ভূ ও মানব সৃষ্টি' ৯০০ বর্ষ কলির পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৪০০৪)—৬ দিবসে হইয়াছে। পুরাণ মতে ৬ মন্বন্তর অতীত, ৭ম মন্বন্তর চলিতেছে। রাত্রির উষান্তে সূর্য্যোদয়ে যেমন দিবসারম্ভ,-

তদ্রূপ মন্বন্তরের আদ্যসন্ধ্যাংশ কাল পরে 'সৃষ্টি' *। কলিযুগের ঐ আদ্যসন্ধ্যাংশে ১ম অন্তর্যুগ ধরিলে, 'অন্তঃসত্য' ২য় হয়; 'অন্ত-র্দ্বাপর' (যন্মধ্যে অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব) ও 'দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা' (যাহার শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান) 'ত্রি-কৃত' অর্থে '৩য় বা ত্রেতা' † অভিধেয় হইয়াছে; রামচন্দ্রের লীলাসম্বরণের পর শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত এই তৃতীয় অন্তর্যুগের অবশিষ্ট ভাগ 'দ্বাপর' নামেই পুরাণে উক্ত হইয়াছে। মহাপদ্মের ত্রিশতাধিক বর্ষ অগ্রে বুদ্ধ এবং একাদশশতাধিক বর্ষ পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ,-ইঁহারা যখন একই, 'দ্বাপরের,' তখন 'এ দ্বাপর কলির মধ্যের নয়,'—বলিতে পারেন কি? কখনই না। }

"কলৌ রাজানঃ—

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরঃ, হরিশ্চন্দ্র, মণিশ্চন্দ্র, তেজশেখর, (কলির সপ্তত্রিংশ শতাব্দীর) বিক্রমাদিত্য, বিক্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেপাল, ভূপাল, মহীপাল এতে রাজচক্রবর্ত্তিনঃ।"

---

* এক্ষণকার প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহোদয়েরা যে বলেন, 'সম্প্রসারণে' (by Evolution) 'সৃষ্টি', এবং সঙ্কোচনে (by involution) 'সৃষ্টি লয়' হয়। পুরাণোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ—('অন্ধকার ব্যোম' বা "ঘোর শূন্য" হইতে মরুৎ তেজ-আদি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি) সে মতের বিরুদ্ধ নয়। অঙ্ক গণনায়-'শূন্য ০' অঙ্কের অনস্তিত্ববোধক; কিন্তু 'দশমিক শূন্য' ('০০০০০) যতই হউক, তৎপশ্চাতে '১' সংযোগে (যথা দশমিক ০০০০০০০০০০০০০১)-যেমন অঙ্কের অস্তিত্ব আরম্ভ হয়, এবং উক্ত অঙ্কের 'দশমিক' শূন্যগুলি ক্রমশঃ কমাইয়া একেবারে লোপ করতঃ, '১' পরে শূন্য যত যোগ করা হয়, ততই অঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে (পৌনঃপুনিক দশমিক-যাহা ০ শূন্যে আরম্ভ ও শূন্যে শেষ,-তৎসদৃশ) অন্তিম-সীমায় যাইলে পুনরায় ক্রমে শূন্য সকল-'১' পর্য্যন্ত-নিঃশেষে কমাইলে-যেমন অংকের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া কেবল শূন্য মাত্র থাকে; তদ্রূপ 'শূন্য বা ব্যোম' হইতে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা 'সম্প্রসারণে' মরুৎ তেজ আদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পালিত হওতঃ মন্বন্তরশেষে 'সংকোচনে,'—

("ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্। সাকারশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি"॥)

দেহবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে মহাপ্রলয়কালে একেবারে লয় হইয়া, 'শূন্যে বা ব্যোমে' পরিণত হয়। এই অনন্ত অব্যক্ত শূন্যে কেবল সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই নিত্য রহিয়াছেন।

† এখানে বলা হইল, মন্বন্তর-সদৃশ,-কলির আদ্য সন্ধ্যাংশ—১ম যুগ; ভূ মানব আদি সৃষ্টির পর—যখন মানব পাপ-দ্বারা আক্রান্ত হন নাই, তখন (২য়) সত্যযুগ; অক্ষর বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্ম আদি সমুদ্ভূত হইবার সময় (৩য়) 'ত্রেতাযুগ' আরম্ভ। সেই মর্ম্মে শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—"প্রথমে ওঁকারই বেদ ছিল" ও "ত্রেতার আরম্ভে ত্রয়ী বিদ্যা [ত্রিবেদ] প্রাদুর্ভূত হয়"।

[যুধিষ্ঠির ও তাঁহার প্রপৌত্র জন্মেজয়ের নাম 'দ্বাপর' মধ্যে আছে। এখানে পুনরায় যুধিষ্ঠির এবং তৎপূর্ব্বের বিক্রমাদিত্যেরও নাম রহিয়াছে। দেপাল ভূপাল বল্লাল প্রভৃতির নাম পুরাণে নাই; ইঁহারা পুরাণপ্রকাশের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।]

এই সকল রাজচক্রবর্ত্তিদিগের নামের পর্য্যালোচনা করিলে, ধীমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতীতি হইবে যে,—'সূর্য্য' ও 'চন্দ্র'বংশে প্রভেদ নাই; 'কলির অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর'ই পুরাণোক্ত 'দ্বাপর'; 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরীক্ষিতের জন্মও' মহাপদ্ম নন্দের পশ্চাতে ভিন্ন, অগ্রে নিশ্চিতই হয় নাই।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের পুরাণোক্ত জন্মবিবরণ এই,—

'চন্দ্র মঙ্গল বুধ শনি ইঁহারা উচ্চস্থানস্থ হইলে বৃষ লগ্নে বৃহস্পতি একাদশস্থ, রবি সিংহ শুক্র তুলারাশি গত হইলে, রোহিণীনক্ষত্রে বুধবারে অষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রিতে পূর্ণব্রহ্মাবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।'

শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম-পত্রিকা 'জ্যোতিষরত্নাকর' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"
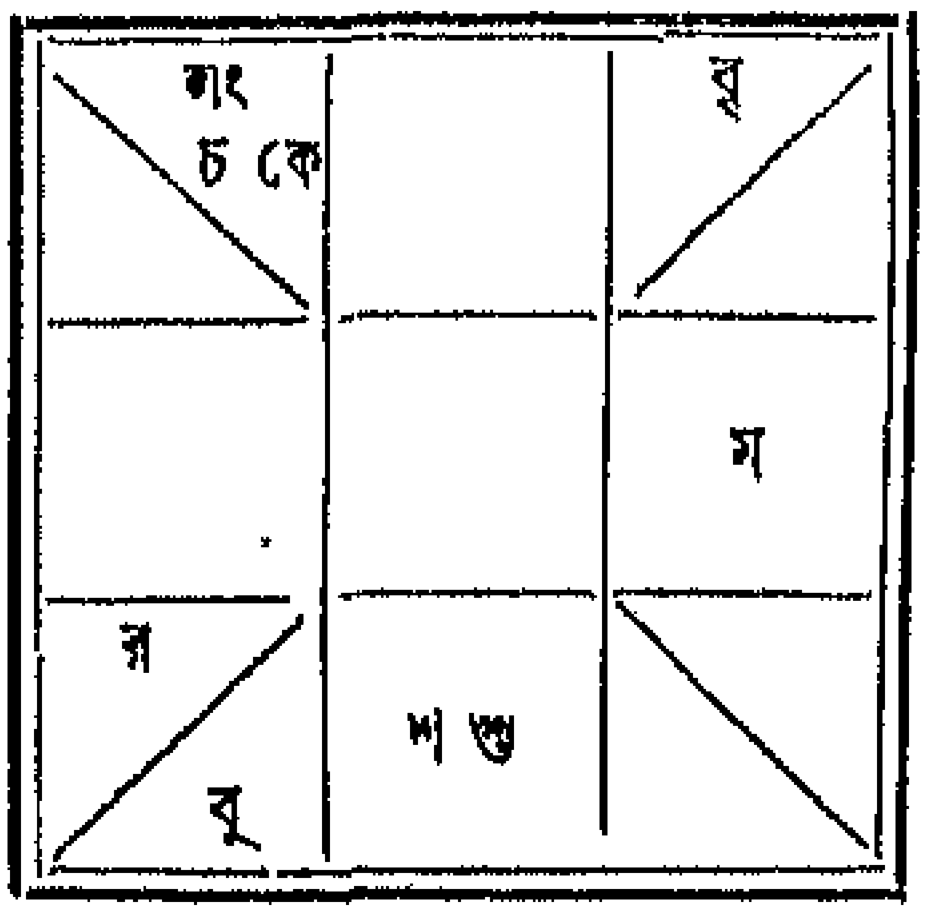

উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনো রাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্রক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥

জন্মকালে তিনগ্রহ তুঙ্গী এবং চারিটীগ্রহ নক্ষত্রগত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতাররূপে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

উক্ত জ্যোতিষ-গ্রন্থের ৪৩৯তম পৃষ্ঠা দেখুন,

"জন্ম পত্রিকা লিখিবার আরম্ভে 'মঙ্গলাচরণ' লিখিতে হয়; তাহার পর শুভমস্তু 'শাক

নয়পক্তেরতীত বৎসরাদয়ঃ'—এই রূপে জন্ম-শক, মাস, তারিখ, দণ্ড পলাদি, দিবা বা রাত্রি-কালে জন্ম হইলে দিবা বা নিশার্দ্ধ পরিমাণ, যাম, যামার্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও দণ্ড লিখিয়া তাহার পরে রাশিচক্র একটী লিখিয়া পঞ্জিকা দৃষ্টে জাতকের রাশিচক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিতে হয়।"

বলা বাহুল্য জন্মপত্রিকোপযোগী লগ্ন, গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগ ইত্যাদি সৌর-চান্দ্র-বর্ষাব্দ 'শকের' অর্থাৎ ১৩৫ সম্বতের পূর্ব্বে অবধারিত হওয়া নিশ্চিত অসম্ভব। ভীষ্ম-দেবের শরশয্যা ও স্বর্গারোহণসম্বন্ধীয় পুরাণ-বিবরণের দ্বারাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিঃসন্দেহ নন্দদিগের পূর্ব্বে হয় নাই; অয়নাংশ- সঙ্কেত* নিরূপণের-অর্থাৎ ৪২১ শকের পরেই হইয়াছিল। অতএব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নিশ্চয় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের পশ্চাতে,—পুরাণানুযায়ী কলির দ্বা-পরের শেষে ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই হইয়াছিল।

স্থানেশ্বর বা থানেশ্বরের নিকটস্থ প্রান্তর 'কুরুক্ষেত্র' নামে খ্যাত। ইতিহাস অনুসারে 'কুরুক্ষেত্র' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। কুরু (যাঁহা হইতে কুরু-ক্ষেত্র), এবং এ কুরুক্ষেত্রে যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ভারতের কোন প্রদেশের পুরাবৃত্তে কিম্বা শিলালিপিতে বা ভট্টগ্রন্থে নাই; কেবল পুরাণে ও মহাভারতে আছে; কিন্তু ধন্বন্তরির ও কুরুর পুরাণপরিচয় যখন একই, তখন ধন্বন্তরির বিক্রমাদিত্যের বা কুরুর সমসাময়িকতা পুরাণে স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে। আবার যখন কুরুর ১০ পুরুষকাল পরে পাণ্ডবেরা বিদ্যমান ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য বা কুরু যে কোরুরের যুদ্ধে হুনজাতীয় অসুরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের যখন ১০ পুরুষকাল পরে বিক্রমাদিত্যাধিকৃত কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন বিক্রমাদিত্যই 'কুরু' নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্তঃকলির পূর্ব্বে অন্তর্দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশমধ্যে ৩৮৫২ কলেগতাব্দে বা ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই হইয়াছিল; খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিশ্চিতই হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে 'বুদ্ধের ও নন্দের পরেই হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই;' তাহার এতাদৃশ ভূরি ভূরি অব্যর্থ প্রমাণ সত্ত্বেও ধীমান্ ব্যক্তি মহোদয়-দিগের মধ্যে যদি কেহ স্বীকার না করেন, তবে তিনি-এ বৃদ্ধের-পরিচিত একটী বালকের ন্যায় 'হি'-ই 'হি' আর ছাড়িবেন না, 'এচ্'-ই 'হি' (h-o ho) আর বলিবেন না। তাঁহার অশুদ্ধ সংস্কার দূর করা দুঃসাধ্য। অনর্থক প্রবন্ধ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

---

* খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত অমরকোষ অভিধানে 'অয়নাংশ' শব্দ এবং 'দণ্ডের ষষ্টিতম ভাগ-বাচক-পল'ও নাই। ৪২১ শকের বা ৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে যে অয়নাংশকালের সঙ্কেত অবধারিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পুরাণে বা জ্যোতিষগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

জন্মপত্রিকার 'পতাকীচক্র' দ্বারা জন্ম-অব্দ নির্ণয় করা কঠিন নয়। উৎকল দেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কেবল পতাকীচক্র দেখিয়াই বিনা অঙ্কপাতে মনে মনে অল্পক্ষণ মাত্র গণনা করিয়া এ যুদ্ধের পুত্রদিগের জন্মাব্দ,-যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, জন্মপত্রিকার সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছিল, অন্যথা হয় নাই। সেই সহজ সঙ্কেত কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে নাই; উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ মহোদয় নিজেই উহার উদ্ভাবনকর্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অব্দ জন্মতিথি-নক্ষত্র-মাস-বার আদি এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্দ পর্য্যন্ত যখন পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন কোন্ নরশ্রেষ্ঠ পূর্ণব্রহ্মরূপে 'শ্রীকৃষ্ণ নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর নয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ৭৫০ খৃঃ অব্দের মহাযুদ্ধের উল্লেখ কি ইতিহাসে নাই? না থাকিবে কেন? শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন।

"পারস্য অধিকার হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উপর মুসলমানদিগের লোভদৃষ্টি পতিত হইল। খলিফা ওয়ালিদ্ আপন সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। কাসিম অচিরকাল মধ্যে বেলুচিস্থানের ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোরনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজবংশ ধ্বংস করতঃ আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিলেন (খৃঃ৭১৫)। এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান-জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

কিন্তু শক ও হূনগণের ন্যায়, মুসলমানগণও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে পারিল না। সিন্ধুদেশীয় সৌবীররাজপুতগণ মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন (খৃঃ ৭৫০)। এই যুদ্ধে চিতোররাজবংশের স্থাপয়িতা বাপ্পারাওল অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত দুই যুদ্ধের মধ্যে প্রথমটীতে সৌবীররাজবংশ বিধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সজ্ঞিপ্ত বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টীতে সৌবীররাজপুতগণ যদিও সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাচ যোদ্ধাদিগের ও যুদ্ধক্ষেত্রের নাম ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। ইহার কারণ কি? ভারতের এই দুই যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে নন্দদিগের ১০১৫ বৎসর অন্তরে,—অর্থাৎ ৭০৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে 'হিন্দুরা' (ভারতবাসিরা) জয়ী হয়েন নাই; অতএব তাহা-'কুরুক্ষেত্র'-যুদ্ধ নয়। তাহার ৩৫ বৎসর পরে (বায়ু ও মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী নন্দদিগের ১০৫০ বৎসর অন্তরে) ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারতবাসী 'হিন্দুরা' * অলৌকিক জয়লাভ করিয়াছিলেন। এ পরিচ্ছেদে অখণ্ডনীয়

* ৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইস্লামধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ করে নাই। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে অনেক ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী—অথবা ইস্লামধর্ম্মানুরাগী সিন্ধুপ্রদেশবাসিরা হিন্দুগণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিবেন, বিবেচনা হয়।

প্রমাণদ্বারা সংস্থাপিত হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃঃ ৭৫০ অব্দে হইয়াছিল; অতএব এই যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সন্দেহ নাই। ইহার বিবরণ পুরাণে ও মহাভারতে আছে, ইতিহাসে নাই। এ যুদ্ধের জয়ীপক্ষ-সেনাপতি ভিন্ন অপর কেহই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন নাই। মরুস্থলীর যাদবনৃপতিগণ ও যশল্মীরের ভট্টিরাজগণ ইঁহারই বংশজাত। ভট্টিগ্রন্থ ও পুরাণ অনুসারে ইনি শততম বর্ষ বয়সে লীলাসম্বরণ করেন। ইঁহারই স্বর্গারোহণে (৭৮৬ খৃষ্টাব্দে) অন্তঃকলি আরম্ভ। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্মযুদ্ধের জয়ী সেনাপতিরই পৌরাণিক নাম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত তাঁহার-সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়দিগের সম্পূর্ণ প্রতীতি হইবে, ভরসা হয়।

[*** এ বৃদ্ধের আর সামর্থ্য নাই। পুস্তকের শেষ ভাগ (অনুমান ৭০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইল না, রহিয়া গেল।]

IMPERIAL LIBRARY

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত রাজস্থানের মিবার-২য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

বাপ্পাদিত্যের জীবনী।

১ম অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্যের পরিচয়।

"গোহের পর সেই বংশের আট পুরুষ ঐ গিরিকাননপূর্ণ ইদরপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ এতদিন রাজপুতচরণে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া পরাধীনতা সহ্য করিয়াছিল। আটপুরুষের পর ভীলেরা আর তাহা পারিল না। অধস্তন অষ্টমপুরুষে নাগাদিত্য * নামে এক রাজপুত্র রাজা হন। তিনি একদা বনমধ্যে মৃগয়া করিতেছিলেন, ভীলেরা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া আপনাদের পৈতৃকরাজ্য আপনারা গ্রহণ করিল।"

২য় অণুচ্ছেদ।

মিবারস্থ ইদরপ্রদেশের ভীলরাজের ভয়ে শিশু বাপ্পাদিত্যকে প্রথমে ভাণ্ডীর দুর্গে, তৎপরে নগেন্দ্রনগরে রক্ষা।

"নাগাদিত্যনিধনের পর তাঁহার পরিবার মধ্যে হাহাকার পড়িল। চারিদিকে ভীল, চারিদিকে বিপদ, চারিদিকে বিভীষিকা, চারিদিকেই ভীলগণের ক্রোধমূর্ত্তি। তাহাদের কবল হইতে রাজপুতমহিলাগণকে রক্ষা করিবে কে? রাজপুতেরা এই চিন্তায় আকুল হইল। নাগাদিত্যের তখন তিনবর্ষবয়স্ক একটী শিশুপুত্র ছিল; তাহার নাম বাপ্পাদিত্য। বাপ্পার নিমিত্তই অধিক ভাবনা। কে রক্ষা করিবেন? বিধাতাই রক্ষাকর্ত্তা। বিধাতা কখনও সূর্য্যবংশ ধ্বংস করিবেন না, ইহাই সূচিত হইল। সেই বীরনগরবাসিনী ব্রাহ্মণকুমারী কমলাবতী, যিনি অসহায় অবস্থায় পুষ্পবতীকুমার গুহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরেরা এই সঙ্কটকালে বাপ্পাদিত্যকে বাঁচাইলেন। তাঁহারা গিহ্লোট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত। নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পাকে লইয়া তাঁহারা ভাণ্ডীরদুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যদুবংশীয় একজন ভীল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। সে স্থানও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইল না। সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বাপ্পাকে তথা হইতে পরাশরারণ্যে লইয়া গেলেন। সেই স্থানেই ত্রিকূট পর্ব্বত; ত্রিকূটতলে নগেন্দ্র নামে একটী সামান্য নগর। সেই নগরের ব্রাহ্মণেরা সকলেই শান্তিপ্রিয় এবং ভগবান্ শঙ্করের উপাসক। বাপ্পাদিত্য সেই শান্তশীল বিপ্রগণের রক্ষণাধীনে অর্পিত হইল।"

৩য় অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের ধেনুচারণ।

"পঞ্চ-ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাপ্পাদিত্য সেই সকল আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের ধেনুচারণ করিত। সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারের বনে বনে গো-চারণ বিস্ময়কর ব্যাপার, ইহা কেহই ভাবিত না। বাপ্পাদিত্য

* শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয়ের মতে বাপ্পার পিতা নাগাদিত্য-শিলাদিত্যের পৌত্র।

পরিণামে কি হইবেন, তাহাও কেহ ভাবিত না। ভট্টকবিগণ সেই সময়ের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন।"

৪র্থ অনুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের বাল্যলীলা।

"ঝুলনপূর্ণিমা রাজপুতগণের একটী সুপ্রসিদ্ধ আনন্দোৎসব। সেই উৎসবকাল উপস্থিত হইলে বালক বালিকাগণ মহানন্দে মত্ত হয়। নাগেন্দ্রনগরে শোলান্‌কীবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ঝুলনপর্ব্ব সমাগত হইলে সেই রাজার একটী কন্যা সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুকার্থ কুঞ্জ-কাননে গমন করেন। ঝুলনমঞ্চে ঝুলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু দোলারজ্জুর অভাবে তাঁহারা চিন্তিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় বাপ্পা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। বালককে দেখিবামাত্র বালিকাগণ তাঁহাকে বলিল, "তুমি একগাছ রজ্জু আনিয়া দাও।" বাপ্পা অতি চঞ্চল স্বভাব, অথচ কৌতুকপ্রিয়; বালিকাগণের কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি রজ্জু দিতে পারি।" বালিকাগণ তাহাতেই সম্মত হইল। ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুকবিবাহ সেই স্থলেই সুসম্পন্ন হইল। রাজকুমারীর ওড়নার সহিত বাপ্পার পরিহিত বসনাগ্র একত্র সম্বদ্ধ হইল। সমস্ত বালিকাগণ পরস্পর পরস্পরের করধারণ পূর্ব্বক বাপ্পার সহিত একত্রে একটী প্রকাণ্ড সহকার তরুর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিল। কি হইল, বাপ্পা তখন কিছুই বুঝিলেন না; পরিণামে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও পারিলেন না।"

৫ম অনুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের লীলাবিবাহের ফল। ২টী রাখালবালক সখাসহ নাগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ ও বিজনস্থানে আশ্রয় গ্রহণ।

"শীঘ্রই বিচ্ছেদ হইল। বাপ্পা আর অধিকদিন নাগেন্দ্রনগরে থাকিতে পারিলেন না; অচিরে তাঁহাকে নাগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই রাজপুত-বালিকাগণ তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়িল। সেই মহিলাগণের গর্ভে যে সকল পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহাদের বংশাবলী এখন পর্য্যন্তও রাজপুতনায় আছে। পূর্ব্বকথিত লীলাপরিণয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহারা আপনা-দিগকে বাপ্পাকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে দিন সেই লীলাবিবাহ, রাজপুত-বালিকাগণ স্বস্বগৃহে প্রতিগমন করিয়া সে দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই শোলান্‌কি-রাজকুমারী বিবাহের উপযুক্তা হইলেন। তাঁহার পিতা একটী সুপাত্র স্থির করিলেন। বিবাহের অগ্রে পাত্রগৃহ হইতে একজন সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ সেই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার করপত্রিকা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া কন্যাটীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কন্যার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া আগ্রহসহকারে ব্রাহ্মণ তাহার পাণিতল পরীক্ষা করিলেন;—বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি! পূর্ব্বেই ইহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

রাজা মহাবিস্ময়াপন্ন হইলেন। পুরীশুদ্ধ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন। "কোথায় কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, কন্যা তাহা কিছুই বলিতে পারিলেন না"। বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য রাজা অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। ঘটনাক্রমে বাপ্পাও ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, ছদ্মাংশেও সে কথা প্রকাশ পাইলে তিনি বিপদে পড়িবেন; অতএব কোন গতিকে কিছু প্রকাশ না হয়, তদর্থে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রহিলেন। বাপ্পার সহিত যে সকল রাখালবালক ক্রীড়া করিত তাহাদিগকেও তিনি সাবধান করিয়া দিলেন। বালকেরা তাঁহার যেরূপ অনুগত, তাঁহার প্রতি তাহাদের যে প্রকার ভক্তি, তাহাতে আদেশলঙ্ঘনের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিল না, তথাপি বাপ্পা তাহাদিগকে এক কঠোর অঙ্গীকার পাশে আবদ্ধ করিলেন। স্বহস্তে একটী সংকীর্ণ কূপখনন করিয়া হস্তে এক শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বালকগণকে তিনি কহিলেন, "আইস, শপথ কর, সম্পদে বিপদে তোমরা আমার চিরানুগত থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; আমার নামে যেখানে যাহা শুনিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমাকে আসিয়া জানাইবে। এই অঙ্গীকার যদি পালন করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমস্ত সৎকার্য্য এই শিলাখণ্ডের ন্যায় রজককূপে নিক্ষিপ্ত হইবে।" রাজপুত-বিশ্বাসে রজককূপ অতি অপবিত্র স্থান। বালকগণকে ঐ রূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত বাপ্পা সেই প্রস্তরখণ্ডটী পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রকূপে নিক্ষেপ করিলেন। বালকেরা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে সেইরূপ শপথ গ্রহণ করিল। এত সতর্কতা স্বত্ত্বেও বাপ্পা সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অল্পদিন মধ্যেই গুপ্তবিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোলাঙ্কিরাজ বিশেষ প্রমাণে বুঝিতে পারিলেন, লীলাবিবাহে বাপ্পাই প্রধান নায়ক।

রাখালবালকেরা জনশ্রুতিতে এই বিষয় জানিতে পারিয়া বাপ্পার নিকটে সমাচার দিল, বাপ্পা তচ্ছ্রবণে বিপদাশঙ্কা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। অধিকদূরে গমন করিতে হইল না, সেই পর্ব্বতমালার এক নিভৃততম বিজনস্থলে সঙ্গোপনে তিনি আশ্রয় লইলেন। দুটী ভীলবালক তাঁহার সঙ্গে রহিল। তাহাদের নাম বালীয় এবং দেব। উহারা বন্য ভীলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু হৃদয় পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। গৃহবাস, আত্মীয়স্বজন এবং শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বাপ্পার সহিত বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। কতবার কত বিপদে পতিত হইয়াছে, কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় দিবা-যামিনী যাপন করিয়াছে, তথাপি অঙ্গীকার পালনে তাহারা পরাঙমুখ হয় নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও বাপ্পাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বাপ্পার জীবন-সহচর। বাপ্পা যদি সেরূপ বন্ধু না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে অনেক দুর্গতি হইত; তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত হয়ত মিবারের রাজকুলের কুলপঞ্জী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

সেই ভীলবন্ধু যুগলের সহবাসে বাপ্পা অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কালচক্রের অসংখ্য পরিবর্ত্তনেও বাপ্পার পরবর্ত্তী বংশধরগণ অভিষেককালে অদ্যাপি সেই ভীলদিগের পুত্রপৌত্রাদির প্রদত্ত রক্ততিলক সাদরে ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন।"

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক হারীত বাপ্পাদিত্যের উপদেষ্টা হন, এবং তাঁহাকে শিবলিঙ্গ-উপাসনায় দীক্ষিত করেন।

"বাপ্পার পলায়ন এবং পলায়নের প্রকৃত কারণ যুক্তিপথে সুসঙ্গত বোধ হয়; কিন্তু ভট্টকবিগণ ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ যে, দৈবনির্দ্দেশবশতঃই বাপ্পা তখন নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভট্টকবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পার জীবনী নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে শিবাবরাসিগণের এতদূর দৃঢ় অনুরাগ যে, সে সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাদের মতে দেবগণের অপমান করা হয়। কবিরা বলেন, সূর্য্যবংশীয় শিলাদিত্যের বংশধর বাপ্পাদিত্য বনমধ্যে ব্রাহ্মণগণের গরু চরাইয়া বেড়াইতেন; সেই গাভীগণের মধ্যে একটী পয়স্বিনী গাভী ছিল। দিনান্তে সেই গাভী আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে তাহার স্তন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও দুগ্ধ নির্গত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণদের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইত। তাঁহারা ভাবিতেন, বাপ্পা বিজনে গাভীস্তনের সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া আইসে; এই সন্দেহে তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্কভাবে বাপ্পার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। বাপ্পা তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করিবেন, যতদিন তাঁহাদের সেই সন্দেহ নিরাকৃত করিবার প্রকৃত উপায় অবধারিত না হয়, ততদিন মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া মৌন থাকিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহার মনেও একটী সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, সেই সন্দেহবশেই তিনি উক্ত পয়স্বিনী গাভীর গতিক্রিয়ার প্রতি সর্ব্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গাভী যেদিকে যায়, বাপ্পাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে গমন করেন। গাভী একদিন একটী নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও গুপ্তভাবে তথায় গমন করিলেন। অদ্ভুত দৃশ্য। বাপ্পা দেখিলেন, এক নিবিড় লতাগুল্মের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া পয়স্বিনী বর্ষাধারার ন্যায় পয়োরাশি বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, লতামণ্ডপ সমীপে গমন করিয়া তিনি দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সেই শিবলিঙ্গের মস্তকেই দুগ্ধধারা সিঞ্চিত হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যতীত আর একটী দৃশ্য সেই সময় বাপ্পার নেত্রগোচর হইল। সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে এক বেতস-বন; তাহার অভ্যন্তরে একজন যোগী নেত্র নিমীলন করিয়া সমাসীন;—ধ্যানমগ্ন। বাপ্পা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল।

অসময়ে যোগিগণের ধ্যানভঙ্গ হইলে ক্রোধের উদয় হয়, কিন্তু এই যোগিবর উন্মীলিত নয়নে বাপ্পাকে দেখিলেন, ধ্যানবিঘ্নকারী জানিলেন, তথাপি কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। বাপ্পা কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সম্মুখে করপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই গিরিকন্দর নির্জ্জন, কান্তারভাগ চিরশান্তির নিলয়, যোগী ও তপস্বী ভিন্ন অপরে সেই পবিত্রস্থল কখন দেখিতে পায় না; পুণ্যবলে বাপ্পা তাহা দেখিলেন। শিবলিঙ্গের মস্তকে পয়স্বিনীর যে পয়োধারা বর্ষিত হইত, যোগিবর তাহা পান করিতেন। ইতিহাস প্রমাণে সেই যোগীর নাম হারীত।

রাজকুমার বাপ্পা হারীতের পদতলে প্রণিপাত করিলেন। হারীত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বপরিচয় বাপ্পার পরিজ্ঞাত ছিল না, যতদূর জানা ছিল, অকপটে তাহাই তিনি যোগিবরকে কহিলেন। সে দিন আর অন্য প্রসঙ্গ কিছুই উপস্থিত হইল না, যথাসময়ে বাপ্পা ধেনুপাল লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে দিন গিরিগুহামধ্যে হারীতের সহিত বাপ্পার প্রথম সাক্ষাৎ, তাহার পরদিন হইতে বাপ্পা প্রতিদিন তাঁহার নিকট গমন করিতেন, প্রতিদিনই ভক্তি সহকারে তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া পানার্থ দুগ্ধ উপহার দিতেন। যোগিবর হারীত ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বরের উপাসক; কানন-মধ্যস্থ সেই শিবলিঙ্গের পূজা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। বাপ্পা প্রতিদিন শিবপূজার উপযোগ্য কুসুমচয়ন করিয়া আনিতেন। বাপ্পার অকপট ভক্তি দর্শনে হারীত নিত্য নিত্য পরমপ্রীতি লাভ করিতেন; অবকাশক্রমে তাঁহাকে নানারূপ নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন, তাঁহার কৌতুক হইতে।

কিছুদিন অতিক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে বাপ্পার প্রতি হারীত এতদূর প্রসন্ন হইলেন যে, তাঁহাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিলেন। তদবধি বাপ্পার উপাধি হইল "একলিঙ্গকা দেওয়ান"।"

৭ম অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের দৈবঅস্ত্র প্রাপ্তি।

"বাপ্পার অকপট ভক্তিতে ভগবতী পার্ব্বতীও প্রীত হইয়াছিলেন। একদা তিনি শূন্যমার্গ হইতে কেশরী আরোহণে বাপ্পার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শূল, খড়্গ, ধনুঃশর, তূণীর এবং অসিচর্ম্ম প্রভৃতি বহুতর দিব্যাস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভূতনাথের কৃপায় ভবানীপ্রদত্ত দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাপ্পা শত্রুকুলের অজেয় হইয়া উঠিলেন।"

৮ম অণুচ্ছেদ।

বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক হারীতের স্বর্গারোহণ ও তাঁহার প্রসাদে বাপ্পাদিত্যের 'দেহ সর্ব্বপ্রকারে অস্ত্রের অভেদ্য' হয়।

"যোগিবর হারীতের মহাপ্রস্থানের দিন সমাগত হইল। যে দিন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, সেই দিন অতি প্রত্যূষে বাপ্পাকে ঐ গিরিগুহায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্পা সে দিবস ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে বাপ্পা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, যোগিবর হারীত এক দীপ্তিময় রথে আরোহণপূর্ব্বক শূন্যপথে কিয়দ্দূর উপস্থিত হইয়াছেন। প্রিয়-শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত যোগিবর ইচ্ছানুসারে রথের গতিরোধ করিলেন, এবং বাপ্পাকে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। অকস্মাৎ বাপ্পার দেহ বিংশতিহস্ত বাড়িয়া উঠিল: তাহাতেও তিনি গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যোগিবর তাঁহাকে মুখব্যাদান করিতে কহিলেন। বাপ্পা আদেশপালনে বিরত হইলেন না। হারীত তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেন। ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বাপ্পা মুখ অবনত করাতে সেই নিষ্ঠীবন তদীয় চরণতলে নিপতিত

হইল। যদি তিনি ঘৃণা না করিতেন, তাহা হইলে অমরত্বলাভ করিতে পারিতেন। যদিও অমর হইতে পারিলেন না, কিন্তু যোগিনগণের প্রসাদে তাঁহার দেহ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের অভেদ্য হইবে, এইরূপ বরলাভ হইল। হারীতের রথ অচিরকালমধ্যে সুনীল নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পার সম্বন্ধে অনেকপ্রকার অদ্ভুত কথা বর্ণিত আছে। তাঁহার পরিধেয় বসন অর্দ্ধসহস্র হস্ত দীর্ঘ ছিল এবং ভগবতী ভবানীর নিকটে যে তরবারিখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ বত্রিশ সের।"

৯ম অনুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের আরণ্যবাস পরিত্যাগ ও লোকালয়ে গমন এবং মহাপুরুষ গোরক্ষনাথদত্ত দুর্ভেদ্য-গিরিগাত্রবিদারণোপযোগী তরবারি প্রাপণ।

"বাপ্পা যেদিন ঐরূপে গুরুদত্ত বরে অনুগৃহীত হইলেন, সেইদিন হইতে তিনি মূলমন্ত্রের সাধনায় কঠোরব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বরদায়িনী মূর্ত্তিতে সিদ্ধি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। বাপ্পা একদা জননীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি চিতোরের তদানীন্তন মৌর্য্যনৃপতির ভাগিনেয়। সেই সম্বন্ধ-সূত্রের বিষয় স্মরণ করিয়া বাপ্পা ইষ্টমন্ত্রসাধনে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইলেন। তদবধি কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে তিনি সেই আরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকালয়ে দর্শন দিলেন। লোকালয় দর্শন তাঁহার সেই প্রথম। লোকালয়ের জীবন্তভাব অবলোকন করিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বননিবাস হইতে বহির্গত হইবার সময় প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ নামক সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে একখানি সুদীর্ঘ তরবারি প্রদান করিলেন। সেই মন্ত্রের উচ্চারণে সুশাণিত। মন্ত্রপূত করিয়া সেই প্রচণ্ড তরবারি-সাহায্যে দুর্ভেদ্য গিরিগাত্র বিদারণ করা যায়। যাঁহার প্রদত্ত সেই তরবারি, সেই সিদ্ধপুরুষ ব্যাঘ্র-মেরুপর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। উদয়পুরের পূর্ব্বদিকের গিরিপথের সাত মাইল দূরে ব্যাঘ্রমেরুপর্ব্বত। সিদ্ধপুরুষপ্রদত্ত সেই পবিত্র তরবারি আজিও উদয়পুরে আছে। রাণা আপন সামন্তদলের সহিত প্রতিবর্ষে ভক্তিসহকারে সেই তরবারির পূজা করিয়া থাকেন। খড়্গশুদ্ধির মন্ত্র এইরূপ;—"গুরু গোরক্ষনাথ, দেবদেব একলিঙ্গ তক্ষক, মহর্ষি হারীত এবং ভগবতী ভবানীর আজ্ঞাক্রমে আঘাত কর"।"

১০ম অনুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের মাতুল মিবারাধিপতি* মানসিংহের সহিত বাপ্পাদিত্যের চিতোরে সাক্ষাৎ ও পরে সমর বিভাগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রাপ্তি।

"প্রমারবংশের একটী শাখা মৌর্য্যবংশ। সেই বংশের নরপতিগণ ইতিপূর্ব্বে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি। বাপ্পা যে সময় চিতোরে উপস্থিত হন, তৎকালে চিতোরে যে মৌর্য্যনরপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম

* "মিবার (মেওয়ার)-প্রথমে চিতোর পরে উদয়পুর ইহার রাজধানী হয়।"।

মান। বাপ্পার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মানরাজ তাঁহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আপন অধীনস্থ সামন্ত-সমিতির নায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মানসিংহের শাসনসংক্রান্ত যে প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়, রাজস্থানে তৎকালে সামন্তপ্রথা বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। রাজপুত-সামন্তগণ বিপুল ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া রাজার সাহায্যার্থ বিপক্ষসমরে অবতীর্ণ হইতেন। বাপ্পার আগমনের পর হইতে সামন্তগণের প্রতি রাজার অনুরাগ ও যত্ন হ্রাস হইতে লাগিল। বাপ্পাই সমর-বিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। সামন্তেরা বাপ্পাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া হিংসাবশে তাঁহার অনিষ্ট সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।"

একাদশ অণুচ্ছেদ।

চিতোর আক্রমণকারী প্রবল বৈরিগণ বাপ্পাদিত্য কর্ত্তৃক মহাযুদ্ধে পরাজিত, গজনীপতি সেলিম্ নিহত ও তাঁহার রাজ্য সূর্য্যবংশীয় এক সামন্তকে অর্পিত।

"এই সময় এক মহাবল বৈদেশিক বৈরী কর্ত্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হয়। রাজা মান-সিংহ আপন অধীনস্থ সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করেন। সামন্তেরা সগর্ব্বে আপনাদের বৃত্তিমূল সনন্দপত্রগুলি তাচ্ছিল্যভাবে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা কোন কার্য্যের নহি; আমাদিগকে আহ্বান কেন? আপনার প্রিয়সেনানী বাপ্পাকেই সমররঙ্গে বরণ করুন।" রাজা মানসিংহ সামন্তগণের এইরূপ উক্তিতে ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাঁহার অন্তরে কিছু ভীতি সঞ্চারও হইল; কিন্তু বীরবর বাপ্পা সামন্তগণের সদর্পবাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বয়ং সুদৃঢ়-বর্ম্মাবৃতশরীরে সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন। গর্ব্বিত সামন্তগণ রাজবৃত্তি পরিহার করিলেও সুসজ্জিত সেনাপতির অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেন। বাপ্পার বিপুলপরাক্রমে বিপক্ষদল পরাজিত হইল। সামন্তগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। রাজা মানসিংহের বিজয়নিনাদে নগরডঙ্কা বাদিত হইতে লাগিল। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাপ্পা সেই রণজয়ীবেশে চিতোর নগরে মাতুলসমীপে গমন না করিয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনীনগরে * গমন করিলেন। একজন ম্লেচ্ছরাজ তৎকালে গজনীর অধিপতি ছিলেন; তাঁহার নাম সেলিম্। বাপ্পা সেই সেলিম্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া

* শ্রীবাপ্পাদিত্যের পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে শালিবাহন বা অপর কাহারও রাজধানী যে এ নগরী ছিল তাহা ইতিহাসে প্রকাশ নাই। যাহা হউক, শালিবাহনের জন্মের সার্দ্ধশতাধিক বর্ষ পরে (১৫৮ সালে), এবং শালবাহন দ্বারা গজনী উদ্ধারের দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে,-৭৫১ খৃষ্টাব্দে যে, শ্রীবাপ্পাদিত্য গজনীর ম্লেচ্ছরাজ "সেলিম্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সূর্য্যবংশীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন" তাহা এখানে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। প্রবাদও আছে যে শ্রীবাপ্পাদিত্য "পরিণত বয়সে (৮২০ সম্বতের-পর) খোরাসান, ইস্পাহাণ, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় নানা প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করেন"। অতএব শ্রীবাপ্পাদিত্যই গজনীর সর্ব্বপ্রথম হিন্দুরাজাধিরাজ হন, এবং জগ বা গজ ও শালবাহন শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীবাপ্পাদিত্যেরই বংশোদ্ভব; ইংরেজী 'রাজস্থানের দ্বিতীয় ৪র্থ অধ্যায়' দেখুন।

সূর্য্যবংশীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেনাদল সমভিব্যাহারে সগৌরবে চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। কিম্বদন্তী, এইরূপ যে, সেলিমকে পরাজিত করিয়া সেলিমের একটী কন্যাকে বাপ্পা স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন।"

দ্বাদশ অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের বীরত্বে ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়া সামন্তগণের চিতোর পরিত্যাগ।

"বাপ্পার বীরত্বে ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়া চিতোরের পুরাতন সর্দ্দারগণ চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ তাহাতে সুখী হইলেন না। সর্দ্দারগণকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি বারম্বার দূত প্রেরণ করিলেন, সমস্তই বিফল হইল। সামন্তগণ কিছুতেই বিষমবিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অধিক কি, গুরুর অনুরোধ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল। একজন রাজদূতকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমরা মানসিংহের নিমক খাইয়াছি, বহুদিন তাঁহার অধীনে সসম্মানে দিনপাত করিয়াছি, এক বৎসর বিশ্বাস নষ্ট করিব না, এক বৎসরকাল প্রতিশোধ লইতে নিবৃত্ত থাকিব"।"

ত্রয়োদশ অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্য স্বীয় মাতুল মানসিংহকে নিধন করতঃ স্বয়ং চিতোররাজ্যেশ্বর হয়েন এবং 'হিন্দু-মুকুট' 'হিন্দু-সূর্য্য' 'রাজগুরু' ও 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করেন।

"চিতোরের গৌরব নষ্ট করা চিতোরের সামন্তগণের ব্রত হইয়া উঠিল। তাঁহারা একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি না হইলে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না. ইহাই তাঁহাদের ঘোষণাবাক্য। প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া তাঁহারা এক অনার্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন বাপ্পাকে পাইয়া রাজা আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই বাপ্পাকেই আমরা বৈরনির্য্যাতনের সহায় করিয়া লইব, সেই সঙ্কল্পই স্থির হইল। অবশেষে বাপ্পার অসীম শৌর্য্য ও গুণগৌরবের বশীভূত হইয়া তাঁহারা সম্মান সহকারে বাপ্পাকেই আপনাদের সেনাপতি নির্ব্বাচন করিলেন। অহো! রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ঙ্করী! ইহার মোহিনীমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মনুষ্যেরা হিতাহিতবিবেক পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয়, পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে দমন করিয়া চিরউপকারী সুহৃজ্জনের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সামন্তেরা রাজ্যলিপ্সায় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয় নাই, কিন্তু বীরবর বাপ্পা রাজ্যলোভেই দুরাকাঙ্ক্ষ সামন্তগণের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। মানরাজ তাঁহার মাতুল, তাঁহার অনুগ্রহই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান হেতু। তিনি তাঁহার জন্য আপন সামন্তগণের বিষনয়নে পতিত, অথচ বাপ্পা তৎসমস্ত বিস্মৃত হইয়া, তৎকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনচ্যুত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মাতুলকে বিনাশ করিয়া বিদ্রোহী সামন্তগণের সহায়তায় চিতোরের সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল। বাপ্পা তখন দৈববলে বলীয়ান, দেবদত্ত অসি তাঁহার সহায়, ধর্ম্মবিরোধী হইলেও তাঁহার

সেই সঙ্কল্পসাধনে বিলম্ব হইল না। বাহুবলে মানসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি চিতোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে "হিন্দু-মুকুট" "হিন্দুসূর্য্য" "রাজগুরু" "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন"।

চতুর্দ্দশ অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্য-বংশীয়দিগের পরিচয়।

"সৌভাগ্যের সময় অনেক প্রকার সহায় লাভ হয়। বাপ্পাসিংহ চিতোরাধিপতি হওয়াতে চিতোরের সামন্তগণ তাঁহার অনুবল হইয়া রহিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; তদতিরিক্ত রাজস্থানে অপরাপর রাজ্য হইতেও অনেক বীরপুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অপর কোন বলবান্ রাজা কিছুদিন চিতোর আক্রমণে সাহসী হইলেন না। বাপ্পা নিরুদ্বেগে-নিরুপদ্রবে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কতকগুলি পুত্র তাঁহাদের পৈতৃকরাজ্য সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিল। তাহাদের সন্তানগণ পর্য্যায়ক্রমে ঘোরতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আইন আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাপ্পাবংশের পঞ্চাশৎ সহস্র বীর আকবর শাহের সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া নানাস্থলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। বাপ্পার পাঁচটী পুত্র মারবাররাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় গোহিল নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকদিন তাঁহারা মারবারে থাকিতে পারেন নাই; শীঘ্রই বিপক্ষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা বল্লভীপুরের ধ্বংসশেষ পুরীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। তথায় তাঁহারা দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন। আপনাদিগের পবিত্র কুলগৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা এখন আরবদিগের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।"

পঞ্চদশ অণুচ্ছেদ।

পরিণত-বয়সে বাপ্পাদিত্যের মাতৃভূমি ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ; খোরাসানে রাজ্যস্থাপন, বহু ম্লেচ্ছকন্যা বিবাহ এবং বহু পুত্রকন্যা উৎপাদন।

"পরিণতবয়সে বাপ্পারাজ আপন মাতৃভূমি, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতীচ্য খোরাসানরাজ্যে উপস্থিত হন। খোরাসান জয় করিয়া তিনি তত্রত্য অনেকগুলি ম্লেচ্ছকামিনীকে বিবাহ করেন। সেই সকল কামিনীর গর্ভে বাপ্পার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।"

ষোড়শ অণুচ্ছেদ।

'শতবর্ষ বয়ঃক্রমে বাপ্পাদিত্যের লীলা-সম্বরণ।'

ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি বহু দেশ জয় ও তত্রত্য রাজদুহিতৃগণকে বিবাহ করতঃ বহু পুত্র উৎপাদন।

"শতবর্ষ বয়ঃক্রমে বীরকেশরী বাপ্পা মানবলীলা সম্বরণ করেন। কৈলবারার বারুনিকে-তনে একখানি প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহার নির্ঘণ্টমধ্যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া

যায়। ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরাণ ও কাফিরিস্তান প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশীয় নানা প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া বাপ্পা তাঁহাদিগের দুহিতাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সকল রাণীর গর্ভে বাপ্পার ঔরসে একশত ত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সকল পুত্র "নৌসেরা* পাঠান" নামে বিখ্যাত। তাহারা আপনাদের জননীর নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হিন্দুমহিষীগণের গর্ভে বাপ্পার অষ্টনবতিটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় অগ্নি-উপাসক।"

সপ্তম অনুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্যের স্বর্গারোহণের ভট্টগ্রন্থোক্ত বিবরণ।

"ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে বাপ্পার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দেহের সৎকারসম্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও ম্লেচ্ছ সন্তানগণের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুপুত্রেরা দাহ করিতে অনুরাগী, মুসলমান পুত্রেরা ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য ব্যগ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিয়াছিল, কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারেন নাই; দাহ কি সমাধি এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসাও হয় নাই। দ্বন্দ্ব-কালে পুত্রেরা পিতার দেহাবরণ উত্তোলন করিয়া দেখিয়াছিল, পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বিরাজ করিতেছে। সেই সকল পদ্ম তথা হইতে মৃণালসহ উৎপাটন করিয়া মানসসরোবরে স্থাপন করা হইয়াছিল। একজন কবি লিখিয়াছেন, যবনকন্যাগণকে বিবাহ করিবার পর বাপ্পা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুমেরু-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন।"

---

*'নৌসেরা'-নৌসেরয়াঁ শব্দ হইতে উৎপন্ন। শ্রীযুক্ত কেম্পসন (M. Kampson Esqr. M. A.) সাহেব মহোদয় নৌসেরয়াঁ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'Naushirvan (Greek title) or Khusro I., ascended the throne of Persia in A. D. 531, and reigned till his death, in A. D. 579. He was the contemporary of the Greek Emperor Justinian, with whom he was constantly at war, and the famous Belisarius, whom he out-lived fourteen years. Khusro is known to have invaded Arabia about the year of the birth of Muhammad, but it is improbable that he ever came to India in person. E. D.

নৌসেরয়াঁ ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইরাণের (পারস্য দেশের) বাদসাহ ছিলেন। পারস্য রাজ্যে ইসলামধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের অন্যূন ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অগ্নি-উপাসক ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, আর্য্যবংশীয় সেই ইরাণরাজ-নৌসেরয়াঁ বাপ্পাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এই কারণেই বাপ্পা-দিত্যের "হিন্দু মহিষীগণের গর্ভে যে অষ্টনবতিটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় অগ্নি-উপাসক" ছিলেন, এবং "ইরাণ, তুরাণ, কাফিরিস্তান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় রাণীদিগের গর্ভে যে তাঁহার একশতত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহারা 'নৌসেরা পাঠান' নামে বিখ্যাত।" আফগানিস্থানবাসীরা 'পাঠান' নামে অভিধেয় ছিলেন।

অষ্টাদশ অণুচ্ছেদ।

বাপ্পাদিত্য বা বাপ্পারাওয়ের জন্মের ও চিতোর [illegible] চেষ্টা এবং বিন কাসিমের দ্বারা [illegible] ধ্বংস।

"পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শিলাদিত্যের [illegible] ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুরী উৎসন্ন হয়। বাপ্পারাও শিলাদিত্যের অধস্তন নবম পুরুষ। রাণার প্রাসাদে যে সকল ভট্টগ্রন্থ রক্ষিত আছে, তাহার সহিত এ বর্ণনার মিল নাই। সে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, ১৯১ সম্বতে * বাপ্পা-রাওয়ের জন্ম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতুল কর্ত্তৃক সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া সামন্তগণের আনুকূল্যে মাতুলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই সকল বিরোধিগতের মধ্যে কোন্‌টী পরিশুদ্ধ, ইতিহাস দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। উদ্যমশীল টড্‌ সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল বিরোধিগতের যথাসম্ভব সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত স্তম্ভ প্রভৃতি নিদর্শনে মিবাররাজ্যের যতদূর সত্যপরিচয় পাওয়া যায়, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে টড্‌ সাহেব সেই সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

"বহু অনুসন্ধানের পর টড্‌ সাহেব সৌরাষ্ট্র নগরে সোমনাথদেবের মন্দিরগাত্রে একখানি শিলালিপি দর্শন করেন। সেই লিপিখানির সাহায্যে তিনি নানাপ্রকার সত্য সামঞ্জস্য স্থির করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেই শিলালিপিতে "বল্লভী সম্বৎ" নামে একটী বর্ষগণনার উল্লেখ আছে। বিক্রমাদিত্য-সম্বতের তিনশত পঁচাত্তর বৎসর পরে তাহা প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুরী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই সম্বৎ বিক্রমাদিত্য-সম্বৎ নহে, বল্লভী-সম্বৎ।"

"বাপ্পা যৎকালে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র। মিবাররাজ্যের মধ্যে আইতপুর নামে একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সে নগর এক্ষণে অসভ্য ভীল ও বন্য পশুকুলের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। আইতপুরের ধ্বংসরাশির মধ্যেও একখানি স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ শক্তিকুমার পর্য্যন্ত মিবারের চতুর্দ্দশ নৃপতির বংশবিবরণ সেই লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাপ্পার নামও তাহাতে আছে। সে লিপিতে তিনি শৈল নামে বর্ণিত। রাজপরিবারের কোষ্ঠীপত্রিকার সহিত উক্ত শিলালিপির প্রায় সকল বিষয়েই ঐক্য আছে, কেবল একটীমাত্র নাম শিলালিপিতে অধিক; ভট্টগ্রন্থেও ঐ রূপ।"

---

* শ্রদ্ধাস্পদ টড্‌সাহেব মহোদয় বলিয়াছেন,—এ 'সম্বৎ' (খৃঃ ৫৮০) 'বল্লভীপুরী ধ্বংসাব্দ;' তাহা নয়, ইহা 'বিক্রমসম্বৎ অর্থাৎ ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ'। 'জন্ম' শব্দটী এখানে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ভট্টগ্রন্থোক্তির প্রকৃত মর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইয়া গিয়াছে। ভট্টগ্রন্থের যথার্থ পাঠ এই,—

"১৯১ বিক্রম-সম্বতে (৭৮০ সম্বতে বা ৭২৪ খৃষ্টাব্দে) বাপ্পারাওয়ের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতুল কর্ত্তৃক সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া সামন্তগণের আনুকূল্যে মাতুলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন"।

রাজস্থানের 'মিবার তৃতীয় অধ্যায়ে' এ কথাই স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। ১৯১ বিক্রমসম্বৎ-শ্রীবাপ্পাদিত্যের জন্মাব্দ নয়, তাঁহার রাজসিংহাসনারোহণাব্দ।

"হিউম সাহেব বলিয়াছেন, ভট্টকবিরা যদিও আপনাদের কল্পনাবলে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেন, যদিও তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সত্যঘটনার অঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার জড়িত করিয়া দেন, তথাপি তাঁহারাই প্রাচীন জগতের একমাত্র ইতিহাসবেত্তা। তাঁহাদের অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরেও প্রকৃত সত্য সর্ব্বদা বিরাজ করে। কবিকল্পনার মহিমাকে যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা পণ্ডিতবর হিউম সাহেবের ঐ সারকথাগুলি স্মরণ করিবেন। আদিত্যপুরীর ধ্বংসরাশির সহিত যে নৃপনামাবলী লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইতেছিল, কবিকল্পনার মহিমার নিবিড় আবরণেও সেই সকল নাম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।"

"বাপ্পারাওয়ের সময়েই মুসলমানেরা সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতভূমি আক্রমণ করিয়াছিল। পঞ্চনবতিতম হিজিরা-শকে খলিফা ওয়ালীদের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভাগীরথীর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।"

"আরবগ্রন্থকারেরা এই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে লিখিয়াছেন। আজমীঢ়াধিপতি মাণিকরায়ের রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে একদল বৈরি কর্ত্তৃক উৎসন্ন হইয়াছিল। সেই বৈরিদল সমুদ্রপথে পোতারোহণে আগমন করিয়া আজ্জর নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়। অনেকে অনুমান করেন, সেই আক্রমণকারী বৈরি দুর্দ্ধর্ষ বীরকেশরী বিন কাসিম। আবুলফজল লিখিয়াছেন, হিজিরা ৯৫ অব্দে * কাসিম সদর্পে সিন্ধুরাজ দাহিরকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য নষ্ট করেন। দাহিরের পুত্র চিতোরে পলায়ন করিয়া মৌর্য্যনৃপতির নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন।"

শ্রীবাপ্পাদিত্য তাঁহার দীর্ঘজীবন মধ্যে যে যে যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিম্বা অলৌকিক ধীশক্তি-প্রভাবে যে সকল কার্য্য ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা মানবাগ্রগণ্যরূপে 'রাজগুরু', 'সার্ব্বভৌম', 'হিন্দুমুকুট', 'হিন্দুসূর্য্য' আদি উপাধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ, এ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসভুক্ত জীবনীতে নাই; কিন্তু যা কিছু আছে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের সহিত তাহার

---

* "মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে তিনি পলাইয়া মদিনা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন" (১৫ই জুলাই ৬২২ খৃঃ অব্দ)। এই তারিখ হইতে হিজিরা (চান্দ্র) অব্দের গণনা আরম্ভ। ৯৫ হিজিরা (চান্দ্র) বর্ষে '৯২ সৌরবর্ষ ১১ মাস' হয়। ৯৫ হিজিরা অব্দ '৭১৫ খৃঃ অব্দে' শেষ হইয়াছিল।

নন্দদিগের রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ৩০০ এবং খৃঃ ৭১৫) ১০১৫ বর্ষ পরে এই বিখ্যাত যুদ্ধ হইয়াছিল। অনুমান হয়, বিঃপুঃ ৪।২৪।৩২ শ্লোকে ইহাই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-রূপে লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যে 'কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ' নয়, তাহা এখানে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। ঐ (খৃঃ ৭১৫ অব্দের) যুদ্ধের ৩৫ বর্ষ পরে খৃঃ ৭৫০ বা শক ৬৭২ অব্দের পৌষমাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং মাঘমাসে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। তাহার ৩৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ পরীক্ষিতের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ বয়সে (খৃঃ ৭৮৬) শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও পরীক্ষিতের অভিষেক এবং অন্তঃকলি আরম্ভ। ঐ যুদ্ধদ্বয় এবং পরীক্ষিতের অভিষেক, এই তিন ঘটনার পর পর ব্যবধান ৩৫ বর্ষ হওয়াই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অশুদ্ধির কারণ অর্থাৎ ১০৫০ স্থলে ১০১৫ বর্ষ উক্ত হইয়াছে।

এতদূর ঐক্য রহিয়াছে যে, সহৃদয় পণ্ডিত মহোদয় মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে 'শ্রীকৃষ্ণচরিত' 'শ্রীবাপ্পাদিত্যেরই চরিত'। যাথার্থ্যের বিরোধী হইয়াও যাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে চাহেন না; কেবল তাঁহারাই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন।

শ্রীবাপ্পাদিত্য ও শ্রীকৃষ্ণ যে একই তাহার পরিচয়।

(১) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর

৪র্থ অনুচ্ছেদ ('বাল্যলীলা') দেখুন।

"ঝুলনপূর্ণিমা রাজপুত্রগণের একটী সুপ্রসিদ্ধ আনন্দোৎসব"। শ্রীবাপ্পাদিত্যের লীলার পূর্ব্বে যে এ উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় নাই, তাহা ইহার বিবরণেই স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এ উৎসব প্রচলিত থাকিলে, 'রাজার একটীমাত্র কন্যা কেবল তাঁহারই সহচরীগণ' সহ 'কুঞ্জকাননে' গমন করিবেন কেন? রাজপুরীর ও নগরের অপর কাহারও কি উৎসবের দিন ছিল না? তাহা হইলে রেসমের রজ্জু আদি প্রস্তুত থাকিত না কি? বাজারও কি বসিত না?

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার বচন।

"শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু একাদশ্যাদি পঞ্চকে।
হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গমভীপ্সুনা॥
ইয়ং লীলা ভগবতঃ পিতামহমুখেরিতা।
রাজর্ষিণেন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতা পূর্ব্বমেবহি॥
শ্রাবণে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমং।
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ॥
হিন্দোলনং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহাণি বা।

ইতি বচনাৎ শ্রাবণস্য শুক্লপক্ষে একাদশ্যাস্তিথ্যাবারভ্য দিনপঞ্চকং দিনত্রয়ং বা শ্রীকৃষ্ণস্য হিন্দোলনং কার্য্যম॥"

স্কন্দপুরাণভুক্ত উৎকল খণ্ডে উক্ত আছে যে "এই লোকমণ্ডলে দ্বিতীয় অমরাবতী সদৃশ অতি প্রসিদ্ধ অবন্তীনামে এক নগরী ছিল"। সেই নগরে "সূর্য্যবংশে প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ" ইন্দ্রদ্যুম্ন ("ইন্দ্র-দ্যুম্ন ধন। ইন্দ্রের ন্যায় ধন যাহার") নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি "দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী (উৎকল) দেশে পুরুষোত্তমের দারুময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন"।

অবন্তীর আর একটী নাম উজ্জয়িনী; "বর্ত্তমান নগরীর অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রাচীন নগরী ছিল"। ইতিবৃত্ত অনুসারে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে অবন্তী যখন সম্রাট বা প্রজাপতি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল, তখন উহা "ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল"। বিক্রমাদিত্যের পরে "শালিবাহন (অবন্তী প্রদেশ) মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত অনেক স্থান অধিকার

করিয়াছিলেন"। তৎপরে খৃঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীবাপ্পাদিত্য "চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'রাজগুরু' 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করতঃ" (এ অঞ্চলে) সৌরাষ্ট্রে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। "খৃঃ দশম শতাব্দীতে ভোজরাজ এখানে প্রাদুর্ভূত হন। ধারাবার নগর তাঁহার রাজধানী ছিল"। তৎপশ্চাতে 'অমরাবতীতুল্য অবন্তী নগরের' কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে।

"মহারাষ্ট্রদেশের দক্ষিণ অংশে বহুকালাবধি গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের অধিকার অল্প ছিল। অনেক সময় ইঁহাদিগকে প্রতিবেশবাসী পরাক্রান্ত রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে এই বংশের এক শাখা কলিঙ্গ দেশে আসিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এই বংশীয় রাজরাজ, দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলদেবের কন্যা রাজ্যসুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব ১০৮১ হইতে ১১১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকলদেশ জয় করেন। তিনিই উৎকলে জয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন।"

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ১১৯৮ খৃঃ অব্দে (এই উৎকলখণ্ডোক্ত) জগন্নাথের মন্দির স্থাপিত হয়।" খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা প্রথমভাগেই হউক অন্তঃকলির মধ্যেই এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যিনি ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা সেই গঙ্গবংশীয় নৃপতিই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' * নামে পুরাণে অভিহিত হইয়া থাকিবেন।

"হিন্দী ভাষায় ঝুলন শব্দকে হিণ্ডোল বলে" (প্রঃ অভিঃ)। 'হিন্দোল' বা 'হিণ্ডোল' শব্দ খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অমরসিংহ কৃত অমরকোষে নাই। উদ্ধৃত বচনেই রহিয়াছে ("ইয়ং লীলা ভগবতঃ" †) এ লীলা শ্রীকৃষ্ণের।

এবম্প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে যে অবন্তী নগরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা ভারতে হিন্দি ভাষা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে, অথবা খৃঃ ৮ম শতাব্দীর 'রাজগুরু' 'সার্ব্বভৌম' মানবাগ্রগণ্য শ্রীবাপ্পাদিত্যের বাল্যলীলার (বা স্বর্গারোহণের অর্থাৎ অন্তঃকলির) অগ্রে, ঝুলন-উৎসবের নাম গন্ধও রাজস্থানে বা ভারতে অন্যত্র নিশ্চয় ছিল না। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্ন যিনিই হউন, শ্রীবাপ্পাদিত্যের লীলা হইতেই যে ঝুলন-উৎসবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীবাপ্পাদিত্যের লীলাই শ্রীকৃষ্ণের, অর্থাৎ শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।

(২) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ২য় অনুচ্ছেদ দেখুন।

শ্রীবাপ্পাদিত্য শৈশবকালে পিত্রালয় হইতে ভাণ্ডীল [বনে (ক) বা] দুর্গে এক যদুবংশীয় ভীলের আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নন্দগোপালয়ে তদ্রূপ পালিত হইয়াছিলেন।

শ্রীবাপ্পাদিত্যই না শ্রীকৃষ্ণ ?

[(ক) ভাণ্ডীরবন ভাগবতপুরাণেও উক্ত আছে।]

---

* পুরাণকার ইঁহাকেই সম্ভবতঃ সূর্য্যবংশীয় ৫ম প্রজাপতি রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† অমরকোষ অনুসারে ভগবৎ বা 'ভগবান্' বুদ্ধবাচক শব্দ।

ভট্টিগ্রন্থে ও ভাগবতে ইহার আনুষঙ্গিক বিবরণের বিভিন্নতা দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নয় এবং এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা হয়। বস্তুতঃ মূল বৃত্তান্ত অর্থাৎ 'শৈশবকালে অন্যত্র পালিত হওয়া'-দুই গ্রন্থে একই।

(৩) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ৩য় অণুচ্ছেদ দেখুন। 'শ্রীবাপ্পাদিত্যের (আশ্রয়দাতা যদুবংশীয় ভীল বা ব্রাহ্মণের) ধেনুচারণ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণের (আশ্রয়দাতা নন্দগোপের) গো-চারণ' একই না ?

ভাগবতোক্ত 'গোপ' স্থলে ভট্টিগ্রন্থে 'ভীল' 'ব্রাহ্মণ' আদি শব্দের ব্যবহার আছে দেখা যাইতেছে; কিন্তু এবম্বিধ শব্দ প্রভেদে মূল ঘটনা—'আশ্রয়দাতার গো-চারণ' সম্বন্ধে একতা বিনষ্ট হয় নাই। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে নিম্নোদ্ধৃত 'আভীর' (অর্থ 'গোপ') এবং 'অম্বষ্ঠ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন :—

"আভীর (আ-অভি-ঈর প্রেরণ করা + অ (অন্)-ক, সংজ্ঞার্থে অথবা আ-ভী ভয় + র [রা দান করা + অ (ড)-ক] যে দান করে) সং, পুং, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে উৎপন্ন জাতিবিশেষ, আহির, গোপ। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহারা বাস করিত। খ্রীষ্টজন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে * মগধে এই নামে এক রাজবংশ ছিল। শিং—১ "তথাহি বৈশ্য ভেদ এবাভীরো গবাদ্যুপজীবী।" ২। দেশবিশেষ। "শ্রীকোঙ্কণাদধোভাগে তাপীতঃ পশ্চিমে পরে। আভীরদেশো দেবেশি! বিন্ধ্যশৈল ব্যবস্থিতঃ।" ৩। আভীরদেশবাসী জন। শিং—১ "তে বৈরামাঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ।" ৪। ক্লীং, মাত্রাবিশেষ। স্ত্রী—স্ত্রীং, আভীরপত্নী, আহিরিণী, গোপী, গোয়ালিনী।"

"অম্বষ্ঠ (অম্ব পিতা—ষ্ঠ [স্থা থাকা + অ (ড)—ক, সংজ্ঞার্থে] যে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ অধিকারী বলিয়া যিনি রোগ সময়ে পিতার ন্যায় থাকেন অথবা অম্বা মাতা। যিনি মাতার ন্যায় থাকেন অর্থাৎ পালন করেন কিম্বা অম্ব্ শব্দ করা-স্থা থাকা + অ (ড)—ক) সং, পুং, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, বৈদ্য। ২। দেশবিশেষ; ইহা পঞ্জাবের অন্তঃপাতী। ৩। জাতিবিশেষ; বোধ হয় গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকে অম্বাষ্ঠা নামে যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা এই জাতি হইবে। ভবিষ্যপুরাণে-অম্ব্বাহিনীনদীর তটে এই জাতি বাস করিত। বরাহসংহিতায়—ইহারা ভারতবর্ষের মধ্য দেশবাসী ছিল। মহাভারতে-উহারা-উত্তর দেশবাসী। ৪। হস্তিপক, মাহুত। (অম্বা মাতা। প্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার ন্যায় থাকেন) ষ্ঠা-স্ত্রীং, যূঁইগাছ। ২। নিমুইগাছ। ৩। আমরুলশাক। ৪। আমড়া।"

আভীরদেশীয়-বাচক 'আভীর' শব্দের অপভ্রংশ 'আহীর বা আহির'; 'ভীল বা ভিল্ল'ও "জাতি-

---

* বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে আভীর জাতির মগধাধিকার পুলোমাবীর পরে (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে) হয়, খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নয় (চ প্রদর্শনী দেখুন)।

বিশেষের" নাম। আভীর অম্বষ্ঠ ভীল বা ভিল্লদিগের বৃত্তি-বাণিজ্য গো-পালন যুদ্ধ ইত্যাদি ছিল। আর্য্যগণের সহিত যে ইঁহাদের আহার ব্যবহার বিবাহ আদি সকলই চলিত, তাহা 'যদুবংশীয় ভীল' শব্দ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। ধ্বন্বন্তরি সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠ জাতীয় ছিলেন।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শতাধিক বর্ষ পরে অর্থাৎ সম্বৎ ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপশ্চাতেই যে বর্ণভেদ বংশগত রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে যে এ প্রকার জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে; যথা,—কপিলের ভ্রাতৃবংশীয়েরা "পরে ব্রাহ্মণত্ব পান;" দেববেশ্যা উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে ত্রিবেদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের জন্ম; "ধীবরকন্যা সত্যবতীর" গর্ভে বেদবিভাগকর্ত্তা বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মহর্ষি বেদব্যাসের উৎপত্তি; ব্যাসমাতা সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর ঔরসে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজবংশীয় চিত্রাঙ্গদের ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম; ক্ষত্রিয়া বিধবা * অম্বালিকার গর্ভে বেদব্যাসের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডুর উৎপত্তি; ধ্বন্বন্তরির সমকালিক জহ্নুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বামিত্র "ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন,"—রাজর্ষি খ্যাতও ছিলেন; ইত্যাদি। ইতিহাসেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

* প্রাচীন কালে বিধবারা যে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহার নিদর্শন অমরকোষে পাওয়া যায়;—৫৫৫ তম ও ৫৫৬ তম শ্লোক দেখুন।—

"পুনর্ভূর্দিধিষূরূঢ়া দ্বিস্তস্যা দিধিষুঃ পতিঃ।
স তু দ্বিজোঽগ্রেদিধিষূঃ সৈব যস্য কুটুম্বিনী॥
কানীনঃ কন্যকাজাতঃ সুতোঽথ সুভগা সুতঃ।
সৌভাগিনেয়ঃ স্যাৎ পারস্ত্রৈণেয়স্তু পরস্ত্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ "দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী বাচক শব্দ পুনর্ভূ, দিধিষূ, (পুং), দ্বিরূঢ়া;
দ্বিরূঢ়া স্ত্রীর পতিকে দিধিষূ পতি (পুং) এবং দ্বিরূঢ়া স্ত্রী যাহার গৃহিণী সেই দ্বিজকে 'অগ্রে দিধিষূ' (পুং) কহে।
অনূঢ়া কন্যার গর্ভজাত সন্তান বাচক শব্দ কানীন। কন্যকা জাত (পুং)।
সুভগা (স্বামীসোহাগিনী) স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বাচক শব্দ সুভগাসুত সৌভাগিনেয় (পুং)।
পরস্ত্রীতে জাত সন্তানকে—পারস্ত্রৈণেয় (পুং) কহে।
কলির প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র 'পরাশর সংহিতায়' আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

অর্থাৎ—"পতি নিরুদ্দেশ হইলে, লোকান্তর গত হইলে, পতিত হইলে, প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলে, ক্লীব হইলে, এই পঞ্চপ্রকার আপদেই স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।"

[এখানে শ্রেষ্ঠবর্ণের বিধবাদিগের পক্ষেও পুনঃ পতিগ্রহণ নিষিদ্ধ নাই।]

পৌরাণিক উদাহরণ।

বিধবার গর্ভজাত পুত্র—পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর। অনূঢ়ার গর্ভজাত পুত্র,—ব্যাস, কর্ণ, ইত্যাদি।

ইঁহারা কেহই 'বর্ণশঙ্কর' বা নীচবর্ণ রূপে পুরাণে বর্ণিত হন নাই। পুরাণ প্রচারের পূর্ব্বে যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বা দূষণীয় ছিল না পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার প্রবল প্রমাণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন:—

"গ্রীকগণ সাতটি জাতির কথা লিখিয়াছেন। যথা,—

[১] ধর্ম্ম ও বিদ্যা-ব্যবসায়ী।

[২] রাজ-পারিষদ ও কর্ম্মচারী।

[৩] চর বা দূত।

[৪] যোদ্ধা।

[৫] গো-মেষ-রক্ষক।

[৬] কৃষক।

[৭] নানাবিধ শিল্প-ব্যবসায়ী লোক"।

"কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উপরি উক্ত সাতটি জাতি শাস্ত্রবর্ণিত চারি জাতির রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম ও বিদ্যা-ব্যবসায়ী, রাজ-পারিষদ ও কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহেন; তবে কতক ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম ও বিদ্যা অনুশীলন করিতেন, কেহ কেহ রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন; সুতরাং বিদেশীয় দর্শক দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যোদ্ধৃ-গণ ক্ষত্রিয়। গো-মেষ-রক্ষক, কৃষক ও শিল্পব্যবসায়িগণ বৈশ্য ও শূদ্র হইবে। গুপ্তচর ও দূতদিগকে গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত গ্রীকবিবরণে দাসের নামোল্লেখ মাত্র নাই, এবং আরীয়ান্ স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিধবাবিবাহ একপ্রকার (সাধারণবর্গ মধ্যে) প্রচলিত আছে, বলিতে হইবে। আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মণের বিধবারও অভিপ্রায় জানিয়া তৎপিতা বা তদভিভাবক তাঁহার অন্য পতি মনোনীত করিয়া দেন।

"অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে ঘোরতর পাতকজনক"। কাশ্যপ যম জৈমিনি ব্যাস আদি মহর্ষিগণ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহু-বিবাহ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। স্ত্রীর ঋতুরক্ষণ অবহেলনেও যে গুরুতর পাপ তাহা শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। বিধবার পতিগ্রহণ প্রতিরোধাচরণ যে তদ্রূপ অতিশয় পাপ, তাহা ধীমান্ নিরপেক্ষ সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহাও লিখিয়াছেন, "যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায়, সে পরিবার ত্বরায় উৎসন্ন হয়; আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায়, সে পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোক, অনাদৃত হইয়া, যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রস্তের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকারে উৎসন্ন হয়"। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা এ মূঢ় বৃদ্ধ আর অধিক কি বলিবে।

মৃতপত্নিক ও অপর যে পুরুষের বিবাহ সামাজিক নিয়মানুসারে যথাসময়ে হওয়া কঠিন, কেবল তাঁহারাই যদি বিধবানারীর পাণিগ্রহণ করিবার অধিকারী হয়েন; তাহা হইলে শাস্ত্রীয় বিধিমতে কুমারী কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করার পক্ষে কোন বিশেষ ব্যাঘাতের সম্ভাবনা থাকে না।

হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিন শতাব্দী পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না; তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত"।

কোন কোন ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন গ্রীকগ্রন্থকারদের মতে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে 'ব্রাহ্মণ' নামক বর্ণ ভারতে ছিল। এ কথা অপ্রামাণিক। উপরোদ্ধৃত ইতিহাসাংশেও তাহা প্রকাশ রহিয়াছে। ভারত হইতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে একটী কৌপীনধারী (সম্ভবতঃ 'বৌদ্ধ') সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া পারস্যদেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যে সন্ন্যাসী তথায় পীড়ায় কাতর হইয়া প্রজ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে গ্রীকেরা ব্রাহ্মণ বলেন নাই, (Gymnosophist) 'জিমোসফিষ্ট' রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নন্দমহাপদ্মের পুত্রদিগের সমকালিক পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশপ্রণেতা চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্তকে তৎপশ্চাতের দেশীয় পণ্ডিতেরা 'শর্ম্মা' উপাধির দ্বারা 'ব্রাহ্মণ' রূপে বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' কিম্বা 'শর্ম্মা' উপাধির ব্যবহার যে তৎকালে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অমরকোষ অনুসারে 'শর্ম্ম' (বা শর্ম্মন্) অর্থে "সুখ [ক্লীং]"। ব্রাহ্মণের উপনাম 'শর্ম্মা' মহাভারত-পুরাণাদি-প্রকাশের পরে হইয়াছে; যথা,— শিষ্টপ্রয়োগ,—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য ধর্ম্ম ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

মিবাররাজ্য সম্বন্ধীয় ভট্টগ্রন্থে উক্ত আছে যে মহর্ষি হারীত (সম্বৎ ৮ম শতাব্দীতে) "স্বহস্তে বাপ্পার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত * পরাইয়া দিলেন"।

প্রবাদ আছে যে বঙ্গদেশাধিপতি আদিশূর (খৃঃ ১০ম শতাব্দীর পরার্দ্ধে) পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নার্থে কয়েকটী কৃষক বা শিল্পোপজীবী নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে উপবীত পরাইয়া কৃত্রিম ব্রাহ্মণ সাজাইয়া কান্যকুব্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদিগকে রাজা যখন উপবীত ত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন তাঁহারা অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! উপবীত আমাদিগকে প্রদান করিয়া, কি অপরাধে পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করেন?' রাজা তাঁহাদের কোন দোষ নাই বুঝিয়া, পৈতা ত্যাগ করাইতে পারিলেন না, এই রূপে তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া

* অমরকোষে 'উপনয়ন' শব্দ নাই। ভট্টগ্রন্থ হইতে উপরোদ্ধৃত পংক্তি দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে সম্বৎ ৮ম শতাব্দীতেও উপবীত ধারণার্থে হোম যজ্ঞাদি হইত না। 'উপবীত' অর্থাৎ বামস্কন্ধস্থিত যজ্ঞসূত্র, (দক্ষিণস্কন্ধস্থ)-'প্রাচীনাবীত' ও (কণ্ঠলম্বিত)-'নিবীত,' এই ৩ প্রকার সূত্রবাচক শব্দ অমরকোষে আছে বটে, কিন্তু ভারতবাসী পারসীরা চর্ম্মপ্রাচীনাবীত ধারণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলনের (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর) পূর্ব্বে এ প্রথা কখনই আরম্ভ হয় নাই; সম্ভবতঃ পারস্যদেশে মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচারের (খৃঃ ৭ম শতাব্দীর) পরে হইয়া থাকিবে। 'উপবীত' ধারণের রীতি যে তৎপূর্ব্বে ছিল না, তাহা অমরকোষোক্ত 'প্রাচীনাবীত' শব্দের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। বৈদিক উপনয়নেও প্রথমে 'কালসার চর্ম্মসহ-মেখলাপবীত' তৎপরে 'যজ্ঞসূত্র' ধারণ করার বিধি আছে।

পশ্চাতে রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে 'শ্রোত্রিয়' গণ্য হইয়াছেন। এ ঘটনা অমূলক নয়; এ প্রবাদ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের (রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র) শ্রেণীসদৃশ বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিভাগ সাময়িক বাসস্থানানুসারে যে কয়েকটী প্রধান শ্রেণী আছে তাহা এই,—

("সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলি কোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তর বাসিনঃ।"),

সারস্বত—অর্থাৎ সরস্বতী নদী তীরবর্ত্তী দিল্লীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-বাসী।

কান্যকুব্জ—(অপভ্রংশ 'কনোজিয়া' 'সরযুপারী' বা 'সর্ব্বরিয়া' ইহারই ভেদ) অর্থাৎ কান্যকুব্জ প্রদেশ-বাসী।

গৌড়—অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব, প্রাচীন বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-বাসী যাঁহারা উত্তর পশ্চিম ভারতে ('দিল্লী খাস দেশে') দিল্লী * নগরীতে ও তাহার চতুর্দিকস্থ স্থানে বাস করিয়াছেন। তাঁহারা 'দিল্লীওয়ালগড়' নামে খ্যাত।

মৈথিলা—অর্থাৎ মিথিলা দেশবাসী।

উৎকল—অর্থাৎ উড়-উৎকল বা উড়িষ্যা দেশবাসী।

এই পাঁচ শ্রেণীর 'পঞ্চগৌড়' সংজ্ঞা।

["পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র যে দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন ঐ দেশের নাম গৌড় হইয়াছে"। বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড় দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ॥ (শক্তিসঙ্গম তন্ত্র)

বঙ্গ,—"শিং—১ 'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ'। সোমবংশজ বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চজন ক্ষেত্রজপুত্র জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করেন, তাহার নাম বঙ্গ।" "ভাগলপুর ও সন্নিহিত প্রদেশের নাম পূর্ব্বে অঙ্গ ছিল। চম্পানগর অঙ্গরাজ কর্ণের (খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) রাজধানী ছিল, এই নগরী ভাগলপুরের নিকটস্থ।"

ইতিহাস অনুসারে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে,—এক্ষণকার মুরশিদাবাদের নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণ নামক নগর বঙ্গরাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। "শশাঙ্ক অত্যন্ত বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া অধিকার করতঃ তথাকার বটবৃক্ষ কর্ত্তন করেন এবং তাহাতেও উহা আর জন্মাইতে না পারে, তজ্জন্য উহার মূলে গর্ত্ত করিয়া মধু ঢালিয়া দেন"। বৌদ্ধসম্রাট শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে, শশাঙ্ক বৌদ্ধসম্রাটের সহিত সন্ধি করতঃ ছলনা পূর্ব্বক

---

* দিলীপ (দিল্লী [বোধ হয় হস্তিনাপুরের নামান্তর দিল্লী, ইদানীন্তন লোকেরা যাহাকে দিল্লী বলে]) সং, পুং, রঘুরাজের পিতা। অংশুমানের পুত্র খট্টাঙ্গভূপতিও দিলীপ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁহাকে "আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বধ সাধন করেন"। সম্রাটের সহিত যখন শশাঙ্ক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন তিনি স্বাধীন ছিলেন, সন্দেহ নাই। শশাঙ্কের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা ইতিহাসে ব্যক্ত নাই; কিন্তু তাঁহার শিবির গয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে আপন রাজ্যপ্রান্তেই ছিল বুঝা যায়,-পররাজ্য মধ্যে থাকা কখনই সম্ভব নয়। আবার বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন, 'দরভাঙ্গা', 'দ্বারবঙ্গ' নামের অপভ্রংশ।

এই দরভাঙ্গা যে খৃঃ ৭ম শতাব্দীর বঙ্গরাজ্যের 'দ্বার' স্বরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমায় ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বঙ্গরাজ শশাঙ্কের নাম চৈন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শশাঙ্কের পর,—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—

> "অনুমান ৮৪০ খৃষ্টাব্দে *'পাল' নামধারী-বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী (পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়দিগের মতে 'হিন্দু') একটি পরাক্রান্তবংশ বঙ্গদেশের রাজা হয়েন। ভূপাল বা লোকপাল এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার পৌত্র দেবপাল অনেক রাজ্য জয় করিয়া সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি অনেক স্থলে পালবংশীয় রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তি এখনও দেখা যায়; দিনাজপুরের বিখ্যাত মহীপাল-দীঘি মহীপাল রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে"।

বঙ্গীয় পঞ্জিকায় কলির হিন্দুবংশোদ্ভব রাজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সহ গৌড়াধিপতি দেপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতির নাম আছে। গৌড়নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ইঁহাদের সময়েই বঙ্গরাজ্য গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা' স্থলে পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়ভাষা' লিখা যাইত। বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয়ভাষার ব্যাকরণ।' গৌড়নগর হইতে ভুবনেশ (ভুবনেশ্বর) পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত গৌড়দেশে বঙ্গভাষা প্রচলিত আছে। দিনাজপুরের নিকটে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ স্থান এক্ষণে বনাকীর্ণ এবং বিখ্যাত বঙ্গীয় (Bengal royal tiger) বৃহৎ ব্যাঘ্র সকল এখানে অবস্থিতি করে। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শশাঙ্ক রাজের সময়ে এ অঞ্চল বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রকাশ পাইতেছে। তখন গৌড়নগর স্থাপিত

---

* "THE HINDU KINGS OF BENGAL.—It is said that, from the times of the MAHABHARATA to the period of the Mahammadan invasion in A. D. 1203, four dynasties of Kings reigned in Bengal. Of these, the last but one was a series of princes whose name was Pal, who reigned from the eighth to the latter part of the tenth century. They are thought to have been Buddhists. Of one Raja of this family, Deva Pal Deva, it is stated that he reigned over the whole of India, and that he had even conquered Tibbat. This statement probably simply means that this Raja was acknowledged as Maharaja Adhiraj. The capital of the dynasty was at Gour;————————."

(HISTORY OF INDIA BY SIR ROPER LETHBRIDGE, K. C. I. E. M. A.)

হয় নাই। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পল্লিতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবচূড়ামণি-বৃন্দাবন আবিষ্কারক-শ্রীরূপ-গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীসনাতন বাস করিতেন। ইঁহারা অনুমান খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে দেহধারণ করিয়াছিলেন।]

উক্ত পঞ্চগৌড় ভিন্ন আরও তিনটী শ্রেণী ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আছে। যথা—

শাকলদ্বীপী বা মাগধী,-অর্থাৎ মধ্যআর্য্যাবর্ত্ত বা মগধবাসী যাঁহাদের আদি বাসস্থান মধ্য-এসিয়া বা শকদ্বীপ ছিল।

মাথুরী,—অর্থাৎ মথুরা প্রদেশ-বাসী।

মালবী,—অর্থাৎ মালব প্রদেশ-বাসী।

"গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি গাঢ়া পুরী"।

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশের রঘু দিগ্বিজয় নামক সর্গে-'গৌড়-পুরী' বা 'গৌড়-রাজ্যের' নাম দৃষ্ট হয় না; "বঙ্গবাসী নৃপতিগণেরই" (একত্রিত ও স্বাধীনভাবে) উল্লেখ আছে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণিবিভাগ গৌড়াধিপতি "ভারতসম্রাট" দেবপালের সময়েই না হউক, তাঁহার (খৃঃ ১০ম শতাব্দীর) পূর্ব্বে যে হয় নাই, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ দেশের অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও 'পঞ্চগৌড়'সদৃশ 'পঞ্চ দ্রাবিড়' নামক ৫টী প্রধান শ্রেণী আছে। তাহা এই,—

("কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্র বাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥")

(১) তৈলঙ্গ,—অর্থাৎ দ্রাবিড়ের পূর্ব্বোত্তরস্থিত দেশবাসী।

("আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতিখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥")

(২) আন্ধ্র,—কলিঙ্গের পশ্চিমস্থিত দেশবাসী।

(৩) কার্ণাট,—কর্ণাট অর্থাৎ দ্রাবিড়ের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশবাসী।

(৪) গুর্জ্জর,—বা গুজরাটী অর্থাৎ গুর্জ্জর প্রদেশবাসী।

(৫) দ্রাবিড়,—দ্রবিড় অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব কলিঙ্গের দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দেশবাসী। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের রঘু-দিগ্বিজয় নামক সর্গে 'দ্রবিড়' বা দ্রাবিড় রাজ্যেরও নাম নাই। ইতিহাসানুসারে কাঞ্চীপুরী * চোলবংশীয় রাজগণের সময়ে দ্রাবিড়ের রাজধানী ছিল।

---

* "The extreme southern corner of the Peninsula (now Travancore) was called Ma.kuta; and north of this was a large territory called

"চোল,—(ব্যক্তি বিশেষের নাম, এই রাজার নামে এ দেশের নাম হইয়াছে) তাঞ্জোর, পাণ্ড্যমণ্ডলের উত্তর পিনাকিনী নদী পর্য্যন্ত এই দেশের সীমা।"

"সূর্য্যবংশীয় চোল রাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহাদের রাজধানী চোলমণ্ডল। বোধ হয় পল্লববংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ গোদাবরী প্রদেশেই চালুক্য রাজগণের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করেন। তাঁহাদেরই মধ্যে রাজেন্দ্র চোল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন।" খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগেরও শ্রেণিবিভাগ হয় নাই দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত গৌড় শাকলদ্বীপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সপ্ত-অষ্ট প্রকার প্রধান পদবী বা উপাধি আছে। যথা,—

১। শুকুল,—শুক্লশব্দের অপভ্রংশ অর্থ শ্বেত বর্ণ বা শুদ্ধ। ইঁহারা সকলেই গর্গ গোত্রীয়।

২। মিশ্র,—যাঁহারা সাম ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা গৌতম গোত্রীয়।

৩। ত্রিপাঠী,—ত্রিবেদী বা তেওয়ারী অর্থ যাঁহারা ত্রিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সাণ্ডিল্য গোত্রীয়।

৪। পাণ্ডে,—অর্থাৎ পণ্ডা শব্দজ অর্থ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান। ইঁহারা সকলেই কাশ্যপ গোত্রীয়।

৫। দোবে,—দ্বিবেদীয় শব্দের অপভ্রংশ। ইঁহারা বশিষ্ঠ গোত্রীয়।

৬। চৌবে,—চতুর্ব্বেদী শব্দের অপভ্রংশ।

৭। উপাধ্যায়—অর্থ অধ্যাপক।

৮। পাঠক—বেদ-পুরাণ পাঠী ব্রাহ্মণ।

এ সকল উপাধি যে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ও গোত্রপতি বশিষ্ঠ গৌতম প্রভৃতির এবং মহাভারত প্রকাশের পশ্চাতেই হইয়াছে, তাহার ভুল নাই। পঞ্চ গৌড় পঞ্চ দ্রাবিড় ও শাকলদ্বীপী আদি সংজ্ঞাও তাহার এক প্রবল প্রমাণ। যদি বলেন, মহাভারত প্রকাশের পূর্ব্বেই 'বর্ণভেদ' ও

Dravida (whence the term 'Dravidian languages') with its capital at Conjeveram (Kanchipuram)".

"THE KINGS OF THE DAKHIN.—Far away in the south of India several powerful kingdoms existed during this period, of which the only ones we need mention are the Pandya dynasty of Madura and the Chola dynasty, first at Kanchipuram (Conjeveram), and afterwards at Tanjor; and the Chera dynasty, in the extreme south and, on the Western or Malabar coast."

উপাধি-নির্দ্দেশ হইয়াছিল, তাহা হইলে, (রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ষোড়শ অনুচ্ছেদ দেখুন),-" হিন্দুমহিষীগণের গর্ভে বাপ্পার অষ্টনবতিটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় অগ্নিউপাসক;" ক্ষত্রিয় না থাকিলেন কেন? মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশ কাব্যেও উক্ত আছে,—" বিপদ হইতে উদ্ধার করে বলিয়াই উন্নত ক্ষত্রিয় * শব্দ ভূমণ্ডলে এত প্রথিত হইয়াছে"। বেদব্যাস, বেদ ৪ ভাগে বিভক্ত করা হেতু চৌবেদী খ্যাত হইলেন না কেন? বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের কিম্বা তাঁহার পিতা পরাশরের নামেই বা 'দোবেদী' 'ত্রিবেদী' সদৃশ কোন উপাধি সংযুক্ত নাই কেন? বেদব্যাসেরও পূর্ব্বে যদি বর্ণবিভাগ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে বেদব্যাস 'ব্রাহ্মণ' বা 'মহর্ষি' রূপে সমাজে গৃহীত হইতেন কিনা, সন্দেহ। হিন্দুসমাজ এখন যেমন আত্মাভিমানী, তৎকালে এরূপ থাকিলে, ইঁহার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত এবং তদ্বংশীয়েরা বা গোত্রীয়েরা কখনই ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইতে পারিতেন না।

বঙ্গদেশের যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ † হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বঙ্গে গমনকালে কোন উপাধিধারী ছিলেন না। তাঁহাদের বংশজ যাঁহারা বারেন্দ্রভূমে গ্রাম বৃত্তি পাইয়া বারেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল স্ব স্ব গ্রাম নামে পরিচিত আছেন, এবং যাঁহারা রাঢ় দেশে বাস করতঃ রাঢ়ীয়শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা আপন আপন রাজদত্ত গ্রামসংযুক্ত 'উপাধ্যায়' উপাধি পাইয়াছেন; যথা,—গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণিবিভাগ ও রাজদত্ত উপাধি নির্দ্দেশের পর উৎকল বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল বশিষ্ঠ-গৌতম-প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে বসতি করিয়াছেন, তাঁহারা বৈদিক-ক্রিয়ার আচার্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করা হেতু বৈদিক নামে খ্যাত। তাঁহাদেরও কোন উপাধি নাই। বঙ্গে আগমন-কালে 'পাঁড়ে' 'দোবে' আদি সদৃশ তাঁহাদের কোন উপাধি ছিল না। উৎকল ‡ তৈলঙ্গ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের অন্তবিধ উপাধি আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু ইহার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতের কোন স্থানেই ব্রাহ্মণদিগের উপাধি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বংশ-বিবরণে উক্ত আছে—'দেবরাজকে নিরুপায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছায় তাহাদের সম্মুখে, তাঁহার সহিত একপাত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন'। শ্রীকৃষ্ণের বংশ তালিকা দেখুন, দেবরাজ—ভূশজের প্রপিতামহ। ভূশজ অনুমান খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

---

* "অরাজক জনিত উপদ্রবাদি হইতে ত্রাণ করে এই অর্থে ক্ষত্রিয়" (প্রঃ অভিঃ)

† শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন ঘটকের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে আদিশূর কোলাঞ্চ দেশ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।" এ কোলাঞ্চ কলিঙ্গ নয়, কান্যকুব্জ প্রদেশস্থ এক নগর ("Kolanch in Kanauj")।

‡ উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের উপাধি মহাপাত্র, ত্রিপাঠী পাণিগ্রাহী মিশ্র, রথ, কর, শতপতি, উদ্গাতা, দাস, ইত্যাদি।

" চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ "

অর্থাৎ,—" আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি * [সত্য বটে কিন্তু] তাহার কর্ত্তা হইলেও (বস্তুতঃ) আমারে অব্যয় এবং [আসক্তিশূন্যতাবশতঃ] অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও।"

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থঅংশ-অষ্টম অধ্যায়-নবম শ্লোক এবং মহাভারতীয় হরিবংশ—পর্ব্ব উনত্রিংশ অধ্যায়-শেষ শ্লোক দেখুন, কাশীরাজ অলর্কের দ্বাদশ অধস্তন বংশীয় " ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয় "। এই অলর্কের খুল্লতাত-বংশে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি অঙ্গিরা জন্মগ্রহণ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পূর্ব্ব দূরে থাকুক, খৃঃ ১০ম শতাব্দীর মধ্যেও বর্ণবিভাগ বংশগত হয় নাই, প্রকাশ পাইতেছে। এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখা অনাবশ্যক; ইহার দ্বারাই ধীমান্ মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও ভট্টগ্রন্থে কেবল বর্ণনার কিম্বা অলঙ্কারেরই পার্থক্য আছে, মূল বৃত্তান্তের কোন প্রভেদ নাই।

(৪) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ৫ম অণুচ্ছেদ দেখুন। শ্রীবাপ্পাদিত্যের বাল্যসখা বালীয় ও দেব, এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা শ্রীদাম ও সুবল, একই না?

(৫) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম অণুচ্ছেদ দেখুন। শ্রীবাপ্পাদিত্যের বা শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা এবং নীতিশিক্ষা অতি অল্পদিন মধ্যেই হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষাগুরু (উজ্জয়িনী বা কাশীনিবাসী) বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক হারীত বা অপর কেহ হউন, তাঁহার অলৌকিক বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় সেই অতুলনীয়-অদ্বিতীয় জগতের শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ ভগবদ্গীতায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাঁহার বদনবিনির্গত এ অমর গ্রন্থ, তিনি যে 'হিন্দুসূর্য্য'-'হিন্দুমুকুট' (বা শ্রদ্ধায় অভিভূত ভক্তের দ্বারা পূর্ণব্রহ্ম) আখ্যাত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

বিদেশীয় 'হনূদ্' বা 'হিনূদ্' শব্দ হইতে উৎপন্ন 'হিন্দি' ও 'হিন্দু' শব্দ খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (পরে পরিবর্দ্ধিত) বৃহৎ অমরকোষে নাই; তৎপূর্ব্বে যে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, থাকাও সম্ভব নয়। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশীতে (" ওঁকারং প্রথমং লিঙ্গং দ্বিতীয়ন্তু ত্রিলোচনং ") শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয় নাই। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে মিবারস্থ

---

* শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনী দেখুন:—

" শতবর্ষবয়ঃক্রমে (অনুমান খৃঃ ৭৮৬) বীরকেশরী বাপ্পা মানবলীলা সম্বরণ করেন। ...... হিন্দু-মহিষীগণের গর্ভে বাপ্পার অষ্টনবতিটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল; তাহারা সকলই 'সূর্য্যবংশীয় অগ্নিউপাসক'।" এক " বেদবিদ ব্রাহ্মণের কন্যার গর্ভে শিলাদিত্যের জন্ম। শিলাদিত্যকুলোদ্ভব বাপ্পা—'মৌর্য্য' বংশের দৌহিত্র। খৃঃ ৯ম শতাব্দীর আকালে 'ব্রাহ্মণ' 'মৌর্য্য' "সূর্য্যবংশী অগ্নি উপাসক" "চন্দ্রবংশীয় ভীল" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি গণ্য হইত না। বর্ণপ্রভেদ তখন ছিল না। (কাশী প্রেস)

ত্রিকূট পর্ব্বতকন্দরে সর্ব্বপ্রথম শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাসে প্রকাশ রহিয়াছে। এই শতাব্দীর পরার্দ্ধে যে শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' 'হিন্দুসূর্য্য' আদি উপাধি পাইয়াছিলেন, এবং সেই 'হিন্দুসূর্য্য' হইতেই যে হিন্দুধর্ম্মের উদয় অর্থাৎ শ্রীবাপ্পাদিত্য হইতেই যে হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি তাহার ভুল নাই। এই সময়েই 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়েরা লিখিয়া আসিতেছেন:—

"কলৌ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ঃ বিংশত্যধিকশতসংখ্যক হিন্দুবংশোদ্ভবারাজানঃ"।

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে-'যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান' ও 'পরীক্ষিতের অভিষেক' হইয়াছিল। তৎপরে জন্মেজয়ের রাজত্বকালে মহাভারত প্রকাশিত হয়, কিন্তু (অনুমান খৃঃ ১০ম শতাব্দীর*) এই জন্মেজয়ও পঞ্জিকায় বা পুরাণে হিন্দুবংশীয়-রূপে বর্ণিত হন নাই। মহাভারত পুরাণাদি প্রচারের পরে ভিন্ন,—পূর্ব্বে হিন্দুবংশের উৎপত্তি হওয়া সপ্রমাণ হয় না। অতএব 'হিন্দুসূর্য্য' শ্রীবাপ্পাদিত্য হইতেই যে 'হিন্দুধর্ম্মের' উদয়,-তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"সাঙ্খ্যকার কপিলের শিষ্য আসুরি ও বঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য-তৎশিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ।" ঈশ্বরকৃষ্ণের একখানি সাঙ্খ্যসপ্ততি নামক কারিকাগ্রন্থও আছে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে। যথা,—

"এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"কেহ বলেন, ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন।" এ কথা যে অমূলক, তাহা পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাই। ঐ রূপ অনেকে ইহাও বলিতে পারেন যে,—

'৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নয়; ঐ যুদ্ধের সেনাপতি শ্রীবাপ্পাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ নন; খৃঃ ৫ম শতাব্দীর সাঙ্খ্যকার কপিলদেবের অনেক পরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা

---

* "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্"॥

নবম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত এই শ্লোকের-'উত্তরম্' শব্দের দ্বারাও ব্যক্ত রহিয়াছে যে, পরীক্ষিত নন্দদিগের "পশ্চাতে"ই ছিলেন; নচেৎ পুরাণকার পরীক্ষিতের (জন্মস্থলে) অভিষেক বা 'মৃত্যু' হইতে নন্দের ('অভিষেক' না বলিয়া) জন্মের ব্যবধান কত,-তাহাই লিখিতেন। আর পরীক্ষিতের পুত্র-জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে,-অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্মের ঊর্দ্ধ-সংখ্যা ১৫০ বৎসরের মধ্যে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। যদি পরীক্ষিতের পরে নন্দের জন্ম বলেন, তাহাতে সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে মহাভারত প্রকাশের অন্যূন ৯০০ বৎসর পশ্চাতে নন্দের অভিষেক ধরিতে হয়। পরীক্ষিত নিশ্চিতই নন্দদিগের পশ্চাতে-ভুল নাই।

সাংখ্যসপ্ততি গ্রন্থরচিত হইলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের সেনাপতি শ্রীবাপ্পাদিত্যের উক্তি নয়'।

এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি পৌরাণিক ঐতিহাসিক এবং অব্যর্থ জ্যোতিষিক প্রমাণ-যাহা ইতিপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে,—

খৃঃ ৫ম শতাব্দীর সাংখ্যকার কপিলদেবের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কুরু হইতেই যখন কুরুক্ষেত্র এবং ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধই যখন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, তখন ঐ যুদ্ধের সেনাপতি শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ নন কেন ?

আবার ঐ যুদ্ধের সেনাপতিই যখন 'সাংখ্যসপ্ততি'-গ্রন্থকার তখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই সেনাপতি 'হিন্দুমুকুট' 'হিন্দুসূর্য্য' 'রাজগুরু' শ্রীবাপ্পাদিত্যের উক্তি নয় কেন ?

হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ, ও অবতার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব,-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইয়া থাকিলে, গ্রীস-দেশীয় পণ্ডিতেরা দূরে থাকুন, খৃঃ ৭ম শতাব্দীর চৈন পরিব্রাজক হুয়েঙ্ সাঙও কি কাশীধামের লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরের মন্দির বা শ্রীক্ষেত্রের দারুরূপী জগন্নাথের মন্দির ইত্যাদির উল্লেখ করিতেন না ? হুয়েঙ্ সাঙের পূর্ব্বকালীন বিদেশীয় ভারতপরিভ্রমণকারিদিগের মধ্যে কেহ না কেহ এতাদৃশ অভাবনীয় (বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি ও জগন্নাথের কাষ্ঠনির্ম্মিত চিত্রিত মূর্ত্তি) দর্শন, কিম্বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের না হউক, কুরুক্ষেত্র আদি তীর্থের অথবা প্রসঙ্গক্রমে অবতার শ্রীকৃষ্ণের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেনই করিতেন। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহর্ষি হারীত ত্রিকূট পর্ব্বত-কন্দরে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহার নাম 'এক লিঙ্গ'। এই নামের দ্বারা বুঝায় যে, ইহাই সর্ব্বপ্রথম 'লিঙ্গ'। কাশীধামের ওঁকারলিঙ্গ সম্ভবতঃ তৎপশ্চাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরন্তু খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের রাজধানী সম্বন্ধে পুরাণের উৎকলখণ্ডে উক্ত আছে, "অতি প্রসিদ্ধ অবন্তী নামে এক নগরী ছিল"। ইহার দ্বারাও না প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহুকাল পরে পুরাণের এই খণ্ড রচিত হইয়াছে ?

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও গৌতম-বুদ্ধই কেবল (অমরকোষ ৮ম শ্লোক দেখুন) 'ভগবান্' নামে অভিধেয় ছিলেন। পশ্চাতে পুরাণকার দ্বারা 'অবতার' শব্দ রচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অবতার' ও 'ভগবান' আখ্যাত হইয়াছেন; বুদ্ধদেবও 'অবতার' বাচ্য হইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বাগ্রগণ্য হিন্দুধর্ম্মানুরাগী-এক পরমেশ্বরবাদী-সকল মানবে সমদর্শী বা আত্মদর্শী-মহাত্মা গুরু নানকই খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বের নন। ফল কথা, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং হিন্দুধর্ম্মের উদয় বুদ্ধদেবের-কিম্বা নন্দদিগের অগ্রে দূরে থাকুক, নিশ্চিতই খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ; সেই যুদ্ধের সেনাপতি শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ, এবং হিন্দুসূর্য্য শ্রীবাপ্পাদিত্যের পূর্ব্বে * হিন্দুধর্ম্মের উদয় হয় নাই।

* বেদ পুরাণে সংস্কৃত অভিধানে কিম্বা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদি গ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দ নাই; অতএব হিন্দুসূর্য্য বাপ্পাদিত্যের পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের উদয় কথনই সম্ভব নয়।

হিন্দুধর্ম্ম,—পৃথিবীর আদিম ধর্ম্ম 'আর্য্য বা বৌদ্ধধর্ম্মের' (নানা অলঙ্কারে রঞ্জিত) রূপান্তর বা প্রসারণ মাত্র। যদি তা না হইত, তবে বুদ্ধকে 'অবতার' এবং বুদ্ধ-গৌতমকে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তঋষির মধ্যে ৪র্থ,—অর্থাৎ বর্ত্তমান কলির 'সর্ব্ব-প্রথম' ঋষি বলিয়া পুরাণকার কখনই স্বীকার করিতেন না; ১০ম পরিচ্ছেদ ও হরিবংশ পর্ব্ব ৭ম অধ্যায় দেখুন।

(৬) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ত্রয়োদশ অণুচ্ছেদ দেখুন।

শ্রীবাপ্পাদিত্যের বা শ্রীকৃষ্ণের মাতুল বধ। বাপ্পাদিত্যের মাতুল নিঃসহায় সঙ্কটাপন্ন শিশু ভাগিনেয়-কে আশ্রয়দান ও উপযুক্তরূপে প্রতিপালন না করার কারণ কি? ধন্য ভারতসন্তান! খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে ফলিত জ্যোতিষের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে-হইতে পারে, শ্রীবাপ্পাদিত্যের 'মাতুল',—আপন ভাগিনেয় হস্তে নিহত হইবেন নিজ জন্মপত্রিকার দ্বারা জানিতে পারিয়া ভীলদিগের সাহায্যে শিশুর পিতাকে সংহার করিয়া তৎপরে বালকের প্রাণনাশ সাধনের ফাঁদ পাতিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, কারণ যিনি যা বলুন, ৮বাপ্পাদিত্যের বা শ্রীকৃষ্ণের মাতুলবধ একই।

পুরাণানুসারে যৌবনারম্ভে অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাতুলের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাকে বধ (এবং মাতুলরাজ্য মাতামহকে অর্পণ) করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে উক্ত আছে; শ্রীবাপ্পাদিত্য পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সামন্তশ্রেণীভুক্ত হন, পরে প্রধান সামন্তরূপে সমর-বিভাগের ভার পাইয়া পশ্চাতে ("পঞ্চদশ" নিশ্চিতই লিপিকারের ভুল) পঞ্চত্রিংশ * বর্ষ বয়সে রাজা হন। কেহ বলিতে পারেন না যে এখানে 'পুরাণে ও ভট্টগ্রন্থে ঐক্য নাই'। অশুদ্ধ মূলের প্রতিলিপি যদি ঠিক তদ্রূপ (True Copy) হয়, তাহা হইলেই না মূলে ও প্রতিলিপিতে লেশমাত্র প্রভেদ নাই বলা যায়? পুরাণে ও ভট্টগ্রন্থে একই ভুল; 'পঞ্চত্রিংশ' স্থলে 'পঞ্চদশ' পাওয়া যায়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে যে 'মাতুলবধ' হইয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু সিন্ধুরাজ দাহিরের পুত্র যখন (৭১৫ খৃঃ অব্দে) চিতোরের "মৌর্য্যনৃপতির" শরণাগত হইয়াছিলেন তখন শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ (ঝ প্রদর্শনী দেখুন) অনুমান সপ্তবিংশ (চান্দ্র) বর্ষ বয়স্ক ছিলেন অথচ 'রাজা' ছিলেন না। ইহার ৩৫ সৌরবর্ষ পরে (৭৫০ খৃঃ অব্দে) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে তাঁহার বয়স যে ৬৩ (চান্দ্র) বর্ষ ছিল এবং ঐ যুদ্ধের ৩৬ সৌরবর্ষ

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। গীতা ১৮।৬৬

অর্থাৎ "সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (পরমাত্মার) আশ্রয় লও"। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অপর ধর্ম্ম প্রচলিত না থাকিলে তিনি 'সর্ব্বধর্ম্ম'-শব্দ প্রয়োগ করিবেন কেন? 'বৌদ্ধ' 'খৃষ্টান' ও 'মহম্মদীয়' ধর্ম্মের 'পরে' ভিন্ন 'অগ্রে' হিন্দুধর্ম্মের উদয় হয় নাই।

* "বাপ্পা ৭৮০ সম্বতে (৭২৩ খৃঃ অব্দে অনুমান পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয়সে) চিতোর-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ৩৬ বৎসর রাজ্যশাসনের পর ৮২০ সম্বতে (৭৬৩ খৃঃ অব্দে) পারস্যরাজ্যে গমন করেন"। ('রাজস্থান')

পশ্চাতে শততম (চান্দ্র) বর্ষ বয়সের পর যে তাঁহার স্বর্গারোহণ হইয়াছিল, তাহাই মহাভারত পুরাণ রামায়ণ ও ইতিহাসের সহযোগে সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইতেছে। শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ, ভুল নাই।

(৭) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর একাদশ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭৫০ খৃঃ অব্দ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ সেনাপতিত্ব স্বীকার করতঃ প্রবল-পরাক্রান্ত বৈরিগণকে সমূলে বিনাশ দ্বারা তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিকৌশল ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাৎকালিক চেদি-বংশীয় নৃপতি দম ঘোষের পুত্র শিশুপালবধ, (তাঁহার মাতুলের শ্বশুর) মগধরাজ জরাসন্ধ-বধ, কালযবন (অনুমান হয় সেলিম) বধ, ইত্যাদি তাঁহারই কার্য্য। এবম্প্রকারে তিনি 'রাজগুরু' ও 'সার্ব্বভৌম' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, সৌরাষ্ট্র-মিবার-বা-চিতোররাজ্যের সামন্তগণের মধ্যে প্রধান ৫ জন মহাভারত পুরাণে যে 'পাণ্ডব' নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্মবিবরণেই তাহা প্রকাশ আছে। প্রমাণ।

"কনোজ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনোজের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোবর্ম্মদেব কনোজের রাজা হইয়াছিলেন। মহাকবি ভবভূতি ইঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেন। কথিত আছে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যশোবর্ম্মকে পরাজয় করতঃ ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান।" (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত)

রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকার এই যশোবর্ম্মদেবকেই * 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া থাকিবেন। ইনি ৮৯৩ সম্বতের অর্থাৎ ৭৫০ খৃঃ অব্দের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরেই, কান্যকুব্জের (অর্থাৎ হস্তিনাপুর স্থাণ্বীশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের) রাজা হন, এবং ৩৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়া 'পরীক্ষিতকে' রাজ্য অর্পণ করেন। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থকার 'শক'স্থলে কেবল 'কলি' লিখিয়াছেন মাত্র। শকগণ বিদেশীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে 'কুরুবংশীয়,' এবং 'কুরুক্ষেত্রে 'কুরুপাণ্ডবের' যুদ্ধ হইয়াছিল'; পুরাণকার বলিলেন কেন? যদুবংশীয় 'ভীল' শব্দের দ্বারাই তাহার উত্তর পাইবেন। পুরাণে যখন উক্ত আছে আয়ুর পুত্রদ্বয় নহুষ ও অনেনা হইতে উৎপন্ন চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ; আয়ুর প্রপৌত্র 'পুরু' হইতে 'পৌরব,' 'কুরু' হইতে 'কুরুবংশ', 'যদু' হইতে 'যাদব বা যদুবংশ,' 'তুর্ব্বসুর' বংশ হইতে 'যবন,' 'দ্রুহ্য' হইতে 'ভোজবংশ' বর্দ্ধিত, 'অনু' হইতে 'ম্লেচ্ছ,' ইত্যাদি; তখন শক হুন পারসীক তাতার তুরাণীয় প্রভৃতি সকল জাতিই।

* বিবেচনা হয়, ইনিই সিন্ধুরাজ দাহিরের পুত্র, যিনি চিতোরের মৌর্য্যনৃপতি (বাপ্পাদিত্যের মাতুল) মানসিংহের (৭১৫ খৃঃ অব্দে) শরণাগত হইয়াছিলেন।

এই তালিকাভুক্ত আছে। যেমন ' সৌরাষ্ট্রের প্রধান সামন্তগণ ' অর্থে ' ধর্ম্ম-পবন-ইন্দ্র-আদির দ্বারা কুন্তী-বা-মাদ্রী-গর্ভে উৎপাদিত পঞ্চপাণ্ডব ' পুরাণে প্রযুক্ত হইয়াছে; তদ্রূপ মৃত বা অনুপস্থিত বিদেশীয় সৌরাষ্ট্রগ্রাস-বা-আক্রমণ-কারীর ' প্রধান সেনাপতি বা পুত্র অর্থে ' অন্ধ ' (চক্ষু মুদিত যাঁহার,—কিম্বা দৃষ্টিপথের অতীত যাঁহার) ' ধৃতরাষ্ট্রপুত্র '-দুর্য্যোধন * ব্যবহৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদি 'তা নয়' বলেন, তবে নিয়োদ্ধৃত কয়েক পঙক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করুন।

"মিবার ইতিবৃত্তে লিখিত আছে মুসলমানেরা যে সময় সর্ব্বপ্রথম (৭৫০ খৃঃ অব্দে) চিতোর আক্রমণ করে, চিতোররক্ষক রাজপুতগণের সঙ্গে সেই সময় হূনরাজা অঙ্গুট-সিংহও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তলেখক ডিগায়নি বলেন, একশ্রেণী চৈন সম্প্রদায় এই নামে অভিহিত; অঙ্গুটশব্দ জাতিবাচক। যে বংশে তাতার ও মোগলদিগের উৎপত্তি, হূনগণও সেই বংশ সম্ভূত।" ('রাজস্থান')

"টীকা। "চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চচীনান্ হূনান্ সকেরলান্।
সসর্জ্জ ফেনতঃ সা গৌম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি" ॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ বশিষ্ঠাশ্রমে অতিথিরূপে অভ্যাগত হইয়া বিশ্বামিত্রঋষি নন্দিনী গাভীর অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের তুমুল সংগ্রাম ঘটে। বশিষ্ঠঋষির সাহায্যার্থ নন্দিনী সেই সময় স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ ও কেরল ইত্যাদি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতির সৃষ্টি করিলেন" †। ('রাজস্থান')

"ভেদাঃ কিরাত-শবর-পুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ"। (অর্থাৎ কিরাত পুলিন্দ আদি—' ম্লেচ্ছজাতি ')।
"প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃ" (অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তীদেশ—('ম্লেচ্ছদেশ')। (অমরকোষ)

হূনগণের ভারতে প্রাধান্যলোপকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর প্রায় শত বর্ষ পরে, যে মহাভারত-কারের (ঋ প্রদর্শনী দেখুন) জন্ম হইয়াছিল এবং মহাভারতের পূর্ব্বে যে শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, সম্ভবতঃ কিরাতার্জ্জুন আদি নাটক ও কাব্যসকল রচিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি সন্দেহ দূর না হইলে অর্জ্জুন আদি নামগুলি যে কল্পিত কিম্বা নাটকাদি হইতে গৃহীত তাহা স্বীকার না করিতেও পারেন; কিন্তু শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ যে ৭৫০ খৃঃ অব্দের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন, তাহা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন না, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও অপর প্রমাণ প্রচুর।

* "দুর্য্যোধন (দুর নিন্দিত – যোধন যে যুদ্ধ করে। যে রণ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অথবা দুর্ দুঃখে – যুধ যুদ্ধ করা + অন্ – ম্ম') সং, পুং, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ২। বিং, ত্রিং, দুঃখে যোধনীয়; যাহার সহিত অতি কষ্টে যুদ্ধ করিতে পারা যায়"। (প্রঃ অভিঃ)

† পূর্ব্বোদ্ধৃত ইতিহাসানুসারে "খৃঃ ৫ম শতাব্দীর" শেষে হূনগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই প্রাধান্য লোপের পরে ভিন্ন কি এ বিদ্রূপ-উক্তি সম্ভব?

"আবুলফজল লিখিয়াছেন, হিজিরা ৯৫ অব্দে (খৃঃ ৭১৫) কাশিম সদর্পে সিন্ধুরাজ দাহিরকে নিহত করিয়া তাহার রাজ্য নষ্ট করেন। দাহিরের পুত্র চিতোরে পলায়ন করিয়া মৌর্য্যনৃপতির নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয়কৃত ইতিহাসেও আছে:—"অচিরে কাসিম সমগ্র মুলতান এবং দাহির রাজার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন।"

"এই সময়ে সহসা কাসিমের গতিরোধ হইল। কথিত আছে যে, তিনি রাজা দাহিরের দুই কন্যাকে অতিশয় লাবণ্যময়ী দেখিয়া উপঢৌকন স্বরূপ কালীফের নিকট পাঠাইয়া দেন। জ্যেষ্ঠা কালীফের নিকট আনীতা হইয়া সাশ্রুনয়নে জানাইলেন যে, তিনি কালীফের প্রণয়ের অযোগ্যা; কেন না, কাসিম পূর্ব্বেই তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। কালীফ ক্রোধে সত্য-মিথ্যাবিচার-শক্তি-রহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কাসিমের মৃত্যুর আদেশ প্রচার করিলেন। অচিরে কালীফের আদেশানুসারে কাসিমের মৃতদেহ সেই রাজকন্যার সমীপে আনীত হইল। তখন রাজকন্যা আনন্দে হাস্য করিয়া কহিলেন, কাসিম নির্দ্দোষ; কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু ও বংশ-ধ্বংসের অন্ত প্রতিশোধ হইল।"

"এ গল্প সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ভারতবর্ষে মুসলমানবিজয় আপাততঃ ক্ষান্ত হইল। প্রায় ৪০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দুগণ পুনরায় মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ কাড়িয়া লইলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার একেবারে লোপ পাইল।"

"ইহার পর দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণ ভারত-বিজয়ে কোন উদ্যম করেন নাই।"

ইতিহাসে আরও কি বাক্য আছে, দেখুন:—

"অস্ত্রবলে ধর্ম্মপ্রচার বিধেয়, এই যে মহামন্ত্র মহম্মদ শিখাইলেন, আরবেরা তাহা ভুলিল না। ধর্ম্মবিপ্লবে যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া আরবের লোক আরবদেশ উত্তীর্ণ হইয়া চারি-দিকে খড়্গহস্তে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিল। সিরিয়া, পারস্য, তাতার, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্সের একাংশ, সমস্তই অচিরে মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগে মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত হইল।"

এমতাবস্থায় চিতোর বা রাষ্ট্রআক্রমণকারী এই বৈরিগণ বিদেশীয় থাকিলেও তাঁহাদিগকে পৃথক্ বংশোদ্ভূতরূপে বর্ণন না করায়, কিম্বা তাঁহাদিগের সঠিক পরিচয় না দেওয়ায়, পুরাণকারের লেশমাত্র অন্যথা আচরণ প্রকাশ পায় না। মূল কথা, শ্রীবাপ্পাদিত্য যে ৭৫০ খৃঃ অব্দের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন, এবং ঐ যুদ্ধে মহাপ্রবলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী দুর্দ্দমনীয় বৈরীর গ্রাস হইতে যে ভারতের সম্পূর্ণ উদ্ধার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণ এত প্রচুর যে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বৈরিগণকে শ্রীবাপ্পাদিত্য এত নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছিলেন,—

তাঁহাদের গৌরব এতদূর ধ্বংস করিয়াছিলেন যে, বৈরিকুল লজ্জার ডঙ্কার ভয়ে তাঁহাদের ইতিহাসে ঐ যুদ্ধের বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই। ভারতে হুনগণের প্রাধান্য লোপ করিয়া যশোধর্ম্মদেব যখন 'বিক্রমাদিত্য' (বিক্রমসূর্য্য) আখ্যাত হইয়াছিলেন, তখন, স্বর্গলাভের আশায় উত্তেজিত জগদ্বিজয়ী মুসলমানদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া শ্রীবাপ্পাদিত্য যে 'হিন্দুমুকুট' 'হিন্দুসূর্য্য' 'রাজগুরু' 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং 'পূর্ণব্রহ্ম' বা 'পূর্ণাবতার' রূপে ভারতে পূজিত হইয়াছেন, তাহা প্রতিবাদযোগ্য নয়। শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ; ভুল নাই।

(৮) 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর ষষ্ঠ একাদশ পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ অনুচ্ছেদ দেখুন। বাপ্পাদিত্যের দেবত্ব।

বাপ্পাদিত্যের দেবত্বের যথেষ্ট উপযুক্ত পরিচয়, ভট্ট কবিগণের কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা,—

"বাপ্পার জীবনী নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মিবারবাসিগণের এতদূর দৃঢ় অনুরাগ যে, সে সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাদের মতে দেবগণের অপমান করা হয়।" "বাপ্পার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহের সৎকার সম্বন্ধে তদীয় সন্তানগণের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। দ্বন্দ্বকালে পুত্রেরা পিতার দেহাবরণ উত্তোলন করিয়া দেখিয়াছিল, পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বিরাজ করিতেছে। সেই সকল পদ্ম তলা হইতে মৃণালসহ উৎপাটন করিয়া মানস-সরোবরে স্থাপন করা হইয়াছিল।" ইত্যাদি—

ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে,—খৃঃ ৭৫০ অব্দের (কুরুক্ষেত্র) "মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাপ্পা সেই রণজয়ীবেশে চিতোর নগরে মাতুল সমীপে গমন না করিয়া গজনী নগরে গমন করিলেন।" ঐ 'মহাযুদ্ধক্ষেত্রের' নাম এবং ঐ 'মহাযুদ্ধের বর্ণনা' যে ভট্টগ্রন্থে নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ঐ যুদ্ধ কেবল মহাযুদ্ধ নামে বাচ্য হইতে পারে না, ইহা অতুলনীয় ভীষণ 'ধর্ম্ম যুদ্ধ' *।

---

* শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রথমেই উক্ত আছে:—

'ধৃতরাষ্ট্র' উবাচ—

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥"

অর্থাৎ—"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন" ॥ ১ ॥

ইতিপূর্ব্বে বিবিধ অব্যর্থ প্রমাণ দ্বারা দর্শিত হইয়াছে যে, ৭৫০ খৃষ্টাব্দের 'মহাযুদ্ধই' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধ-সম কস্মিনকালে যে অপর কোন ধর্ম্মযুদ্ধ ভারতে ঘটিয়াছিল তাহার নিদর্শন পুরাণে কিম্বা দেশীয় বা বিদেশীয় পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় না; অতএব ইহাই যে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্ম মহাযুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

সেই যুদ্ধে শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল না হইলে এ দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' বা 'হিন্দুস্থান' হইতই না। সমগ্র মধ্য-এসিয়ায় যেমন ইস্‌লামধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়াছে, তদ্রূপ ভারতের পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে সাগরতীর অবধি, সমস্ত ভূভাগে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারিত ও সংস্থাপিত হইত; রক্ষা ছিল না। বাপ্পাদিত্য হিন্দুদিগের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়া ইসলামধর্ম্মের প্রচণ্ড গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম-মহাযুদ্ধ কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপে যখন মহাভারত মহাকাব্যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, তখন ভট্টকবিগণের সামান্য কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে ঐ যুদ্ধ বিবৃত হইলে, শিবারবাসিগণের মতে দেবগণের অপমান করা হইত *। আবার বাপ্পাদিত্যেরই বংশোৎ-পন্ন ভট্টকবিগণ, তাঁহাদের পরম পূজনীয় পিতৃপুরুষ-সেই নরদেবের অক্ষয় কীর্ত্তিগরিমা-লাঘব-সম্ভবা কোন্ রচনা জনসমাজের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেন কি? তাহা কখনই সম্ভব নয়। যাহা হউক, সেই অনুপম রণবিজয়ী ভারতউদ্ধার কর্ত্তা বাপ্পাদিত্যই বা দেবতুল্য ভক্তিভাজন না হইবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুকালে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত দ্বারা যদুকুল ধ্বংসের বিবরণ যাহা মহাভারত ও পুরাণে আছে, সম্ভবতঃ "বাপ্পার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দেহের সৎকার সম্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও ম্লেচ্ছ সন্তানগণের মধ্যে" যে "ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল". তাহারই রূপান্তর বর্ণনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ—"হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তি সংরক্ষার জন্য দুষ্কর্ম্ম নাশের জন্য এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হইতে পারি"।

যদি যথার্থই কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর প্রপৌত্রে প্রপৌত্রে রাজত্ব লইয়া ('কৌরবদিগের আপন অধিকৃত স্থানে' অর্থে) কুরুক্ষেত্রেযুদ্ধ হইয়াছিল, তবে ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ আখ্যাত হইল কেন? 'কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই' বা ইহাকে কহা যায় কেন? ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – উন্মত্ত প্রায় – দুর্দ্দান্ত ('রাষ্ট্র আক্রমণ-কারী' অর্থে) ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়েরা যে কুরুনামে, এবং প্রপীড়িত হিন্দু (অর্থাৎ হিন্দ্ বা ভারতের) প্রধান সামন্ত নৃপতিরা 'পাণ্ডুপুত্র-পাণ্ডব'-নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন; তাহাই বুঝা যায়।

* বলা বাহুল্য সাধারণের হিতসাধনোদ্দেশে, এ বৃদ্ধ লেখক, বিবিধ অব্যর্থ প্রমাণ দ্বারা মহাভারত পুরাণাদির সম্পূর্ণ সমীচীনতা, এবং শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব ভরসা হয়, সহৃদয় ব্যক্তি সকলেই বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ বিষয়ে সহায়তা দান করিবেন।

কেহ কেহ বলেন 'কত শ্রীকৃষ্ণের, কত যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া গিয়াছে'। এ কথাও পুরাণে নাই। ইহার দ্বারা কি বুঝিতে হইবে যে, 'বহু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কলির পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে'। তবে নন্দদিগের ১০৫০ বৎসর অন্তরে 'পরীক্ষিতের জন্ম', অর্থাৎ 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল' পুরাণকার বলিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণই বা "সম্ভবামি যুগে যুগে"—বলিয়াছেন কেন? প্রোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ক্রমিক সংখ্যা (৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, বিংশ বা অষ্টাবিংশ) পুরাণকার লিখেন নাই কেন? আর কোন্ কোন্ যুগে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনি নিজেই বলেন নাই কেন? কোন্ যুগের বেদব্যাস কে ছিলেন, যেমন পুরাণকার লিখিয়া গিয়াছেন, অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তদ্রূপ না লিখিয়া কেবল বলিয়াছেন যে, ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্র দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণেরই পরিচয় বিবরণ ও জন্মতিথি নক্ষত্র আদি পুরাণে আছে; অন্য প্রকার অপরে যা বলেন, তাহা অমূলক বলিতেই হইবে।

ভট্টগ্রন্থ শিলালিপি আদি হইতে সঙ্কলিত রাজস্থানের 'ইতিহাসে' উক্ত আছে,—

> "বাপ্পার রাজসিংহাসন পরিত্যাগের পর সমরসিংহের রাজত্ব পর্য্যন্ত চারি শতাব্দীকাল মিবার ইতিবৃত্তগ্রন্থে একটী প্রধান যুগস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাপ্পা ৭৮০ সম্বতে (৭২৪ খৃষ্টাব্দে) চিতোর-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসনের পর ৮২০ সম্বতে (৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ১৪ বৎসর পরে) পারস্যরাজ্যে গমন করেন। সেই সময় হইতে সমরসিংহের রাজত্বকাল ১২৪৯ সম্বৎ (খৃঃ ১১৯৩ অর্থাৎ অঙ্কঃকলির ৪১৩ অব্দ) পর্য্যন্ত চারি শতাব্দীর মধ্যে অষ্টাদশজন নৃপতি চিতোর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ নৃপতির কীর্ত্তিগরিমা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই অক্ষয়বর্ণে সুরক্ষিত রহিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভট্টকবিগণ ইতিবৃত্তগ্রন্থে ইঁহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ বর্ণন করেন নাই"।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ১৪ বৎসর পরে বাপ্পাদিত্য "পারস্য রাজ্যে গমন করেন"। "একজন কবি লিখিয়াছেন, যবন কন্যাগণকে বিবাহ করিবার পর বাপ্পা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুমেরু-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন"। বাপ্পাদিত্য যে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমত কথা ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যেও কেহ বলিয়াছেন কি না, স্পষ্ট প্রকাশ নাই। তিনি নানা দেশীয় যবনকন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, পরিণতবয়সে স্বদেশ পরিত্যাগও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যিনি 'সার্ব্বভৌম' 'হিন্দুসূর্য্য' 'রাজগুরু' ছিলেন, তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান ও এক পরমেশ্বর-বাদিত্ব সেই অতুলনীয় অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাতে কি যবনকন্যা-হিন্দুকন্যা-খৃষ্টানকন্যা,—ইত্যাকার প্রভেদভাব-রূপ অজ্ঞানতা আরোপিত হইতে পারে? কখনই নয়। গীতাপ্রযোক্তা বাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ যে কোরাণ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৃদ্ধবয়সে বৈরাগ্যবশতঃ রাজ্যশাসনের

ঝণ্ডাটসহ মরুভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি যথার্থই ইস্‌লামরাজ্যে বাস ও তত্রত্য ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকিলেও, দুর্দ্দমনীয় বৈরীর গ্রাস হইতে তাঁহার স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষণরূপ কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় নাই,- সজীবই রহিয়াছে। সেই ভারত উদ্ধারকর্ত্তাকেই মুক্তিদাতা অবতার শ্রীকৃষ্ণ নামে পুরাণকার বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয়েরা অবশ্যই বুঝিতে পারেন।

বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭।১৬, ১৭, ১৮, ১৯ দেখুন,—

"দেবতারা পাঠায়েছেন তোমারগোচর। নিবেদন করি সব শুন চক্রধর ॥
ভূভার হরিতে তুমি আসিয়া ধরায়। দুর্ব্বৃত্ত দানব বধ করিলে হেলায় ॥
শতবর্ষ সমতীত হয়েছে এখন। ধরাধামে তুমি প্রভু কৈলে আগমন ॥
এখন চলহ পুনঃ অমর নগরে। দেবেরা সনাথ হোক হেরিয়া তোমারে ॥"

ভট্টগ্রন্থ পুরাণ জ্যোতিষ ও ইতিহাসের সহযোগে বাপ্পাদিত্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা নিঃসন্দেহ সংস্থাপিত হইতেছে। যথা—

বাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ অনুমান সম্বৎ ৭৪৬ বা খৃঃ ৬৮৭ বা কলির ৩৭৯১ অব্দে (ঋ প্রদর্শনী দেখুন) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয়সে ("৭৮০ সম্বতে") মাতুল বধ করিয়া সৌরাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম হন। সম্ভবতঃ সম্বৎ ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করেন। সম্বৎ ৮০৭ বা খৃঃ ৭৫০ বা কলির ৩৮৫২ অব্দে কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মমহাযুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় বৈরিগণকে সমূলে বিনাশ করতঃ তিনি ভারত উদ্ধার করেন এবং গজনীতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে সম্বৎ ৮৪৩ বা খৃঃ ৭৮৬ বা কলির ৩৮৮৮ অব্দে শতবর্ষ বয়সের পর তিনি স্বর্গারোহণ করিলে ভারত অন্ধকারার্ণবে নিমগ্ন হয়। সেই তমসাচ্ছন্ন কালকে পুরাণকার ঘোরকলিরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

কৈলোয়ারের রাজনিকেতনে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাস বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট উপযুক্ত প্রমাণ আছে; তথাচ ইহা স্বীকার না করিতেও পারেন যে, শ্রীবাপ্পাদিত্য কান্দাহার (গান্ধার) খোরাসান ইস্পাহান ইরাণ কাশ্মীর তুরাণ কাফ্রিস্থান প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দুহিতৃদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্থূলকথা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্যক্ষয়ের পর সেই সার্ব্বভৌম রাজগুরু ভারতমুকুট নরদেব খোরাসান আভীর অম্বষ্ঠ ভীল প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ বহুসন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন *। তিনি

* বহু বিবাহের এবং ক্ষেত্রজপুত্রগ্রহণের প্রথা যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ পুরাণে বা পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভারতের কেন, সমস্ত জগতের ইষ্ট-সাধনের নিমিত্তই যে যবনাদি নানা জাতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন- তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। আবুলফজল লিখিয়া গিয়াছেন, আকবর বাদসাহের সময়েও এই বংশীয় পঞ্চাশত সহস্র প্রধান যোদ্ধা সৌরাষ্ট্রে ছিলেন।

লোকাতীত বল বিক্রম বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে মানবাগ্রগণ্যরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ শততম (চান্দ্র) বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'স্বর্গারোহণের অলৌকিক বর্ণনা' ও তাঁহার 'জীবনবৃত্তান্ত' এবং 'কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাব্দনির্ণয়ের' দ্বারা তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ যে একই-ভিন্ন নয়,—তাহা যার পর নাই নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেই 'হিন্দুমুকুট' অন্তর্হিত হইলে, সেই 'হিন্দুসূর্য্য' অস্তমিত হইলে, ভারতে যে আলোকবিহীন রজনীসদৃশ অন্তঃকলির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা এবং অপর পুরাণ-উক্তি সকলের সম্পূর্ণ যথার্থতা সপ্রমাণ হইতেছে। ৺বাপ্পাদিত্যই ৺কৃষ্ণ; ভুল নাই। ইনি (ঘ প্রদর্শনী দেখুন) অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়া দ্বা-পর অন্তে অন্তঃকলির প্রারম্ভে লীলাসম্বরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'বাপ্পাদিত্যের নাম কৃষ্ণ হইল কেন'? তদুত্তরে প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কৃষ্ণ (কৃষ্ আকর্ষণ করা + ন (নক্)-ক। যিনি মনুষ্যের মন বা নামোচ্চারণ মাত্র মনুষ্যের পাপ আকর্ষণ করেন। কিম্বা কৃষি সংসার—ণ মুক্তি। যাঁহা হইতে সংসার থেকে মুক্তি হয়, স্ত্রী-য। অথবা কৃষ্ উৎকৃষ্ট—ণ সুখ, নিষ্পত্তি। যাহা হইতে উৎকৃষ্ট সুখ বা নিষ্পত্তি হয়, স্ত্রী—য। কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নাম হইল) সং, পুং, বিষ্ণুর অবতার বিশেষ; ভাগবতমতে—ভগবানের বিংশ অবতার। মতান্তরে অথবা এই কল্পে—ইঁহাকে দশাবতারের অষ্টম অবতার বলা যায়, কিন্তু বলরাম-দেবেই অষ্টম অবতার বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বাসুদেবের ঔরসে দেবকীর অষ্টম-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরযুগের শেষে ভাদ্র রোহিণী-নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হন। শিং-১ "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ, তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগশ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ"।"

অমরকোষ অনুসারে 'কৃষ্ণ' বিষ্ণুবাচক শব্দ।

পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে, যে চন্দ্র বা যদু ও সূর্য্যবংশ একই;—পৃথক্ নয়। মহাভারতীয় হরিবংশ-পর্ব্বমতে ইনি সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। সূর্য্য বা যদুবংশীয়ই হউন,-ইনি রাজপুত্র ছিলেন, কিন্তু গোচারকদিগের সংসর্গে ইঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; ইনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। বাল্যকালে যে ইনি 'বাপ্পা' অভিধেয় ছিলেন, অর্থাৎ ইঁহার 'ডাকনাম' যে 'বাপ্পা' ছিল, তাহার সংশয় নাই। সেই নামই ভট্টগ্রন্থে ও ইতিহাসে পাওয়া যায়; অতএব ইঁহার দ্বিতীয় নাম ছিল না, বুঝা যায়। তবে কি 'কৃষ্ণ' ইঁহার রাশিনাম ছিল? 'তাও নয়;' কারণ বৃষরাশিস্থ রোহিণী ইঁহার জন্মনক্ষত্র, তাহাতে রাশিনামের আগুক্ষর প্রচলিত জ্যোতিষগ্রন্থ মতে 'ক' বা 'কৃ' হয় না; আর রাশিনাম নামকরণের বা অন্নপ্রাশনের সময়ই রাখা হয়, কিন্তু সম্বৎ ৮ম শতাব্দীতে যে উপনয়ন অন্নপ্রাশন আদির পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, তাহা একপ্রকার সপ্রমাণিতই আছে। আবার শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে গর্গমুনি ইঁহার অন্নপ্রাশন-

সংস্কার উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইয়া জানিয়াছিলেন, যে ইনি বিষ্ণুর অবতার এবং তদর্থে ইঁহার 'কৃষ্ণ' নাম রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত-ইহার জন্মপত্রিকায়ও ঐ 'পূর্ণব্রহ্ম' অর্থে কৃষ্ণ নাম লিখিত আছে। যথা—

"নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষ মত্রক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ।"

গর্গমুনির জ্যোতিষগ্রন্থানুসারে এ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; সেই জন্যই গর্গমুনির দ্বারা কৃষ্ণ নাম রাখার কথাটা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়কৃত কৃষ্ণের শতনামের বাঙ্গালা ছড়ার মধ্যে আছে,—

"কৃষ্ণ নাম রাখিলেন, গর্গমুনি ধ্যানেতে জানিয়া।"

শ্রীচৈতন্যের পূর্ণব্রহ্মত্ব সম্বন্ধেও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' * এতাদৃশ বর্ণনা আছে। যাহা হউক, এই সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের দ্বারা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবেন যে, কৃষ্ণ নাম বাণাদিত্যের জীবিতাবস্থায় ছিল না; তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে 'বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার' অর্থে তিনি কৃষ্ণ নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন।

কোন এক পণ্ডিত মহোদয় বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ দশাবতারের মধ্যে এক অবতার নহেন। তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ। স্বয়ং ব্রহ্মসনাতন অনাদি অনন্ত।" মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব-একচত্বারিংশ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ এবং বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকল দেখুন,—ইনি ও শ্রীরামচন্দ্র. অবতার মধ্যে গণ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি নক্ষত্র-বার-লগ্ন ও অব্দ পর্য্যন্ত এবং মৃত্যু-বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। যাঁহার জন্ম মৃত্যু আছে,—তিনি কি অনাদি অনন্ত? শ্রীকৃষ্ণ "স্বয়ং অবতীর্ণ স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতন অনাদি অনন্ত,"—এমন কথা কি মহর্ষি-প্রণীত পুরাণে আছে? তবে ইঁহাকে পুরাণকার 'বাসুদেব' বা 'দেবকীনন্দন' কি অযথা বলিয়াছেন? আবার 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব শ্রীরামচন্দ্রের পরে—দ্বা-পরের শেষে,'-পুরাণকার বলিলেন কেন? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—বলিলেন কেন? মহাপদ্ম নন্দের ২০১৫ বা ১০৫০ বৎসর পূর্ব্বে-কোন্ ধর্ম্মযুদ্ধ ভারতে হইয়াছিল? তখন (খৃঃ পূঃ ১৪১৫ বা ১৪৫০ অব্দে) 'বৌদ্ধ' 'খৃষ্টীয়ান' কিম্বা 'মুসলমান'-কি জগতে ছিল? তখন পৌষমাসে কি উত্তরায়ণ হইত? তখন ("মঘাম্বু+আসন"—'মঘাম্বাসন') মঘা নক্ষত্র কি সপ্তর্ষির সমসূত্রে ছিল? সগরসন্তানহন্তা-কপিলদেবের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র-কুরু তাঁহার অতি ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ—নহুষ ও অনেনারও পূর্ব্বে কি দেহধারণ করিয়াছিলেন? আর তখন কুরুর জন্ম না হইতেই কি 'কুরুক্ষেত্র' অর্থাৎ কুরুর দ্বারা অধিকৃত কোন স্থান ছিল? বৃহৎ অমরার্থ চন্দ্রিকায় বিষ্ণুর নাম মধ্যে 'কৃষ্ণ' 'বাসুদেব' বা

* এ গ্রন্থ অবশ্য চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু তাৎকালিক পণ্ডিতেরা চৈতন্যদেবকে 'পূর্ণব্রহ্ম' স্বীকার করা দূরে থাকুক, "নচ পূর্ণ নচাংশিক" বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতর্ক হইয়াছিল, প্রকাশ আছে।

'দৈবকীনন্দন' থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কিন্তু 'ভগবৎ' কিম্বা 'হরি' নাই কেন? 'ধৃতরাষ্ট্র' (অর্থ রাষ্ট্র-আক্রমণকারী) নাম দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে যে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রের 'ধর্ম্মযুদ্ধ'। যিনি যাহাই বলুন, শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ অভিধেয় হইয়াছেন; ভুল নাই।

ভট্টগ্রন্থ আদি হইতে সংগৃহীত শ্রীবাপ্পাদিত্যের বা শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সারাংশ মাত্র যাহা ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে, সে টুকুর অভাব পুরাণে নাই; কিন্তু পুরাণ কত রচিত উপন্যাসে ও অলঙ্কারে রঞ্জিত, এবং তদ্ধেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্মের আদিগুরু পরম পূজনীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষের আদর্শ চরিত্রের চিত্র কতদূর বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণভক্ত পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্রকৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠে বিদিত হইবেন। ঐ গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

> "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি—অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?"

"ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে; সনাতনধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখন কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথায় নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।"

পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় পুরাণোক্ত রূপক সকলেরও প্রকৃত মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটী করেন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

"তবদা কবি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।"

এ আক্ষেপ উক্তির সম্পূর্ণ মীমাংসা এ পরিচ্ছেদে হইয়া গেল। ধীমান্ মহোদয়েরা এক্ষণে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে পুরাণোক্তিসকল মিথ্যা নয়। শ্রীবাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীরামচন্দ্র।

রামায়ণ যে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রূপক, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে; বাল্মীকি-রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ অদ্ভুত-রামায়ণ যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণপ্রভৃতিও তাহার নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির আদি সদৃশ 'শ্রীরামচন্দ্র'ও যে প্রকৃত নাম নয়-'কল্পিত', তাহা বলা বাহুল্য। অন্তর্দ্বাপরের শেষের (খৃঃ পূঃ ৭ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর) গৌতম-বুদ্ধের সহস্রাধিক বৎসর পরে যে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণোক্ত অহল্যার উপাখ্যানে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর সাঙ্খ্যকার কপিলদেবও ইঁহার ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ সগর-সন্তানদিগের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা পুরাণানুযায়ী সংস্থাপিতই আছে। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বা ৬৭২ শকে যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বাপ্পাদিত্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও বিশিষ্ট প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। পুরাণ ও রামায়ণের ঐক্যমতে ইহাও সংস্থাপিত হইয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পিতার সমকালিক বশিষ্ঠদেব; তৎপ্রপৌত্র বেদব্যাস,—শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পিতার জন্মদাতা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সমকালিক গৌতমপুত্র শতানন্দ, তাঁহার পৌত্র কৃপাচার্য্য যে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাও পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং পুরাণোক্ত বংশাবলির দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বা বাপ্পাদিত্য শ্রীরামচন্দ্রের ৪র্থ বা ৫ম অধস্তন পুরুষবালিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অনুমান ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বা ৬১১ শকে হইয়াছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ইহার ৪ পুরুষকাল (১০৪ বৎসর) পূর্ব্বে অনুমান ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫১৫ শকে হইয়াছিল; তাহাও বা প্রদর্শনীতে প্রকৃষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মসম্বন্ধীয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ কেন্দ্রে নবম্যাস্তিথৌ লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুদিনে মেষংগতে পূষণি নির্দ্দগ্ধা নিখিলা পলাশসমিধা মধ্যাদয়োধ্যারণে রাবির্ভূত মভূতমেক বিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥

উক্ত শ্লোকানুযায়ী যে জন্ম-পত্রিকা জ্যোতিষ গ্রন্থ আদিতে প্রকাশিত আছে তাহা এই,—

"শ্রীরামচন্দ্রের জন্মপত্রিকা।

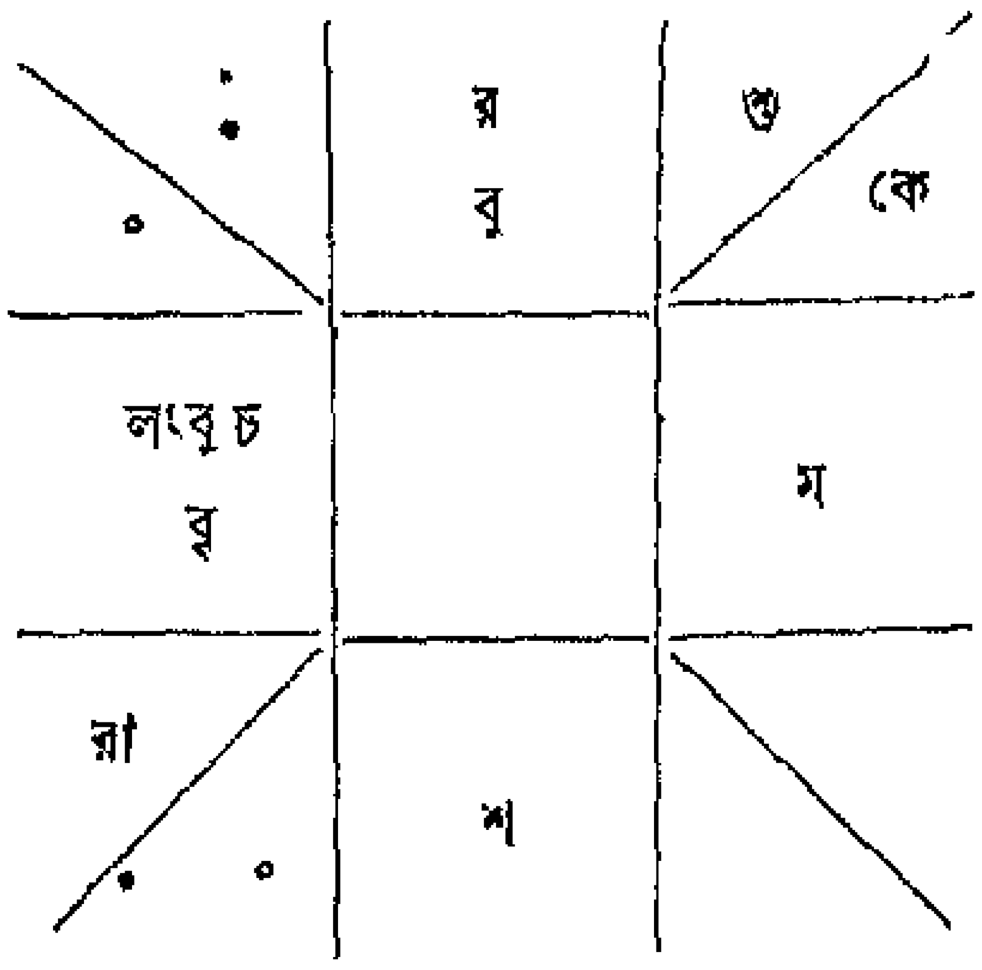

'পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী থাকায় রামচন্দ্র অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকায় স্ত্রী-সুখ ঘটে নাই এবং রাহুকর্ত্তৃক বন গমন ঘটিয়াছিল। এরূপ অসাধারণ গ্রহসন্নিবেশ ভগবানেরই সম্ভব, মানবের নহে'।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক ও জন্ম-পত্রিকা অনুসারে, চৈত্রমাসের সংক্রান্তিদিন—দিবাকর মেষরাশিতে প্রবেশ করিলে—মধ্যাহ্নের পর ৫ দণ্ড মধ্যে—শুক্লানবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। বাল্মীকি-রামায়ণে তাহাই আছে, কেবল চৈত্রমাসের কোন্ দিনে * তাহা ব্যক্ত নাই।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাব্দ সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে কেবল এইমাত্র যেন কেহ বিস্মৃত না হয়েন যে, শকাব্দার পূর্ব্বে লগ্নাদি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত ও লিপিবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। জ্যোতির্ব্বিদ মহোদয়েরা এই জন্মপত্রিকার দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-অব্দ সঠিকরূপে নিরূপণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু রামায়ণ পুরাণ ও ইতিহাসের ঐক্যানুযায়ী শ্রীরামচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্মাব্দ যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার তারিখ ও তিথি এই জন্ম-পত্রিকার সহিত একই হয় কি না, স্থূল গণনার দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে যথা,—

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-অব্দ ও তারিখ গণনা।

শক পূর্ব্ব কলির সৌরবর্ষ	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৩১৭৯। ৩ মাস =	১১৬১২৪৬	১০	৫২	৭	৩০

দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ	
৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০	গণিত

* 'মধু চৈত্র শুক্ল শ্রীরাম নবমী। শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইল জগৎ স্বামী'॥
(৺কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণ,-আদি কাণ্ড)

শাক

৫০০	১৮২৬২৯	১৩	৭	৩০	০
১৫	৫৪৭৮	৫২	৩৫	৩৭	৩০
৫১৫	১৮৮১০৮	৫	৪৩	৭	৩০
শাক পূর্ব্ব	১১৬১২৪৬	...	...	...	...
	১৩৪৯৩৫৪	৫	৪৩	৭	৩০

৫১৫ শাকের শেষদিন প্রাতে ৫দঃ ৪০ পঃ ৭ বিঃ ৩০ অনুপল গতে মেষসংক্রমণ হইয়াছিল।

চান্দ্রবর্ষ

৩২৭৬।১১ মাস =	১১৬১২২৩	১৯	১৭	১৬	৪১

দিঃ দঃ পঃ বিঃ অঃ
৩৫৪।২১।৫২।৩৭।২৪ গণিত চান্দ্রবর্ষ

৫০০	১৭৭১৮২	১৮	৩১	৪০	০
৩০	১০৬৩০	৫৬	১৮	৪২	০
	১৮৭৮১৩	১৪	৫০	২২	০
১০ মাস =	২৯৫	১৮	১৩	৫১	০
৫৩০। ১০ মাস	১৮৮১০৮	৩৩	৪	১৩	০
যোগ	১১৬১২২৩	১৯	১৭	১৬	৪১
	১৩৪৯৩৩১	৫২	২১	২৯	৪১

	দিঃ	দঃ	পঃ	
কলির পূর্ব্ব চান্দ্রমাসের অনুমান	১৪	০	০	গত
শাক পূর্ব্ব ৩১৭৯ বৎসর ৩ মাসে ৩২৭৬ চান্দ্রবর্ষ ১১ চান্দ্রমাস এবং	২২	৪০	৪৩	গত
শাক ৫১৫ সৌরবর্ষে ৫৩০ চান্দ্রবর্ষ ১০ চান্দ্রমাস এবং	০	২৬	৫৬	গত
	৩৭	৭	৩৯	গত
বিযুক্ত এক চান্দ্রমাস	২৯	৩১	৪৯	
কলির ৩৬৯৪ বৎসর ৩ মাসে ৩৮০৭ চান্দ্রবর্ষ ও ৯ চান্দ্রমাস এবং ...	৭	৩৫	৫০	গত

অতএব ৩৬৯৫ কলের্গতাব্দের বা ৫১৫ শাকের চৈত্রমাসের শেষদিন প্রাতে শুক্লাষ্টমী এবং তাহার পর শুক্লা নবমীতিথি ছিল। জ্যোতিষগ্রন্থোক্ত সঙ্কেত দ্বারা গণনায়ও ৫১৫ শাকের শেষদিনে প্রথমে শুক্লাষ্টমী পশ্চাতে নবমীতিথি ছিল, দেখা যাইতেছে।

বঙ্গে যে অব্দ প্রচলিত আছে, তাহা এই ৫১৫ শাকের পরে ১লা বৈশাখ তারিখে আরম্ভ। বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুন, ১৮৩০ শাক ও ১৩১৫ বঙ্গাব্দ একই। ১৮৩০ বিযুক্ত ১৩১৫, ৫১৫ হয়, অতএব ৫১৫ শাকের পর ৫১৬ শাক হইতে এ অব্দ চলিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ বঙ্গবাসীগণ যাঁহারা

জীবিত আছেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই যে, বঙ্গে যে অব্দ প্রচলিত আছে তাহা 'শাল বা সাল' অভিধেয় ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগের ছাড়ে বা সনদে, সকল পাট্টা কবুলিয়তে, দলীল দস্তাবেজে, সাধারণ চিঠি পত্রেও সাল তারিখ লিখা যাইত। এ 'শাল বা সাল' অর্থে প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে "নৃপতিবিশেষ, শালিবাহন." কিন্তু কেবল তা নয়; 'শালিবাহন হইতে প্রচলিত অব্দ বিশেষ;' প্রকৃতিবাদ অভিধানকার তাহা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বতন ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে অনেকে ভ্রমবশতঃ— শকাব্দ শালিবাহন রাজা হইতে চলিয়া আসিতেছে,' লিখিয়াছেন। যথা,

শ্রীযুক্ত হারালাল চক্রবর্ত্তী কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"শালিবাহন— বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসরপরে শালিবাহন (শকাদিত্য *) মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত অনেক স্থান অধিকার করেন। ৭৭ খৃঃ অব্দে ইঁহার প্রচলিত শাকে শকাব্দার গণনা আরম্ভ হয়"।

এ ভ্রম যদিও ইদানীন্তন পণ্ডিত মহোদয়দিগের দ্বারা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে; তথাচ সম্প্রতি এক বিখ্যাত পত্রিকাকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

"বিক্রমাদিত্য নামে একজন বলবান্ পরাক্রমশালী এবং বিদ্যানুরাগী হিন্দু নরপতি পশ্চিমদেশে বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন, উজ্জয়িনী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল, তিনি যে সন প্রচলিত করিয়া যান, সেই সনের নাম সংবৎ।"

"সাবাহাট্টা বা বর্গীয়বংশীয় শালিবাহন নামীয় একটী গুণধর হিন্দু রাজা এই ভারতবর্ষে ছিলেন, তিনি শক নামে একটী প্রবল জাতিকে সমরে জয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি 'শকারি' নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রচলিত সনের নাম শকাব্দ, কিন্তু এদেশে বৈষয়িক কার্য্যে ঐ সনের ব্যবহার নাই।"

শিলালিপি ভট্টগ্রন্থ ইতিহাস আদির আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতমহোদয়েরা "স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনের সময়েই † অনেকগুলি প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ ও কালিদাস এই সময়েই বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতবর্ষের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনেকের মতে এই যশোধর্ম্মদেবই ভারতের গৌরবরবি বিক্রমাদিত্য। ইনিই মালবসম্বৎকে (৫৩৩ খৃঃ অব্দে) বিক্রমসম্বৎ নামে প্রচলিত করেন, এবং ইঁহারই সভায় কালিদাসাদি নবরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এবং ইনিই হূনদিগেকে পরাভূত করায় 'শকারি' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।"

---

* ইনি শক জাতীয় ছিলেন না, 'শকাদিত্য' ইঁহাকে কেন কহা যাইবে? ইহা ভুল। কেহ বা ইঁহাকে 'শকারি' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভুল।

† অর্থাৎ 'খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পরার্দ্ধ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে' (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথমভাগ দশম অধ্যায়)।

এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রায় পঞ্চশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৫৭) হইতে মালব প্রদেশে 'সম্বৎ' নামক অব্দ চলিয়া আসিতেছে। বিক্রমাদিত্যের পরে ৭ম শতাব্দীতে শালিবাহন পরাক্রান্ত রাজা হন। ইনি শকাদিত্য বা 'শকারি' আখ্যাতছিলেন না। শালিবাহন দ্বারা প্রচলিত অব্দের নামও 'শাল বা সাল' ভিন্ন 'শক' হইতে পারে না।

'শক,'—শকনৃপতি 'শকাদিত্য' হইতে; 'শালিবাহন' হইতে নয়। জ্যোতিষ গ্রন্থেই উক্ত আছে, 'জন্ম-পত্রিকায়' 'শকনরপতেরতীত বৎসরাদয়ঃ' অর্থাৎ 'জন্মশক-মাস-ইত্যাদি' লিখিতে হয়। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত অংশও দেখুন।

" মধ্য-এসিয়ার সাধারণ নাম শকদ্বীপ; গ্রীকেরা উহাকে সিথিয়া বলিতেন। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থান হইতেই যাযাবর সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইয়া সভ্যদেশ-সমূহ অধিকার করিত। ইহারা প্রায়ই পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউরোপ বিহতবিধ্বস্ত করিয়া তুলিত, এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে ভারতবর্ষেও উপনীত হইত। ইহাদেরই মধ্যে একদল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীকগণের প্রতাপরাজ্য বাহ্লীক অধিকার করতঃ উহাদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। পরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়ার, কাশ্মীর ও পঞ্জাব অধিকার করে মথুরা ও মহারাষ্ট্রেও ইহাদের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।"

"এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে পেশোয়ার বা পুরুষ-পুরে ইঁহার অভিষেক হয়। ইঁহার অভিষেক দিবস হইতে এক অব্দ গণনা আরম্ভ হয়; উহার নাম শকাব্দ।"

এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে, কেহ আর বলিবেন না, শকাব্দ 'শালিবাহনের অভিষেক-অব্দ,' কিম্বা বিক্রম সম্বৎ 'বিক্রমাদিত্যের জন্ম অব্দ'। বিক্রমাদিত্য ৫৯০ সম্বতে (খৃঃ ৫৩৩) হূন দিগকে পরাভূত করিয়া ভারতে তাঁহাদের আধিপত্য লোপ করায়, তদবধি ঐ সম্বৎ 'বিক্রম সম্বৎ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

মুসলমানদিগের (পাগম্বর) ধর্ম্মোপদেষ্টা মহম্মদ যে দিন শত্রুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া-ছিলেন, সেই দিন (৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই) হইতে যে মুসলমানীয় অব্দ চলিতেছে, তাহার নাম হিজরী (বা হিজরা)। কেহ কেহ বলেন বঙ্গাব্দ 'সাল'—এই হিজরীর (সৌরবর্ষাব্দে পরিবর্ত্তিত) রূপান্তর মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন, যথা—

আধুনিক এক পঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত।

"বাঙ্গালা বা এলাহি সন।"

যখন ভারতবর্ষে মুসলমান বাদসাহ ছিলেন, তখন সর্ব্বত্রই হিজরী সন প্রচলিত ছিল, এবং ঐ হিজরী সন ধরিয়াই যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু যখন সুলতান জালালু-দ্দিন, যিনি আকবর বাদসাহ বলিয়া পরিচিত, তাঁহার নিকট হিন্দুগণ আপত্তি করিল যে,

ধর্ম্মাবতার! আমরা হিন্দু, সুতরাং চান্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমাদের জন্য একটী সন প্রচলিত করিয়া দিউন, আমরা সেই সন ধরিয়া গণনা করিব। আকবর বাদসাহ তাঁহাদের প্রর্থনা মঞ্জুর করিয়া হিজরীর ১০ বৎসর পর হইতে সন জারী করিয়া ছিলেন।”

আবার কোন কোন লেখকের মতে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর দ্বারা বঙ্গ বিজিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হিজরী চান্দ্র-বর্ষাব্দ সৌর-বর্ষাব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া, তদবধি বঙ্গাব্দ নাম ধারণ করিয়াছে। ‘এলাহি সন’ বা ‘বঙ্গাব্দ’ নাম কখন আরম্ভ হইয়াছে? নিশ্চয়ই অধিক কাল পূর্ব্বে নয়। যাহা হউক এ সকল কথা রচিত বা আনুমানিকই বলিতে হইবে, নচেৎ এক কথারি এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবরণ কেন? এ অব্দের পুরাতন নাম যে ‘সাল’ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বঙ্গাব্দ যে ইলাহি সন, কিম্বা হিজরী অব্দের রূপান্তর মাত্র, তাহা সপ্রমাণ হয় না। যথা—

হিজরী ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে আরম্ভ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরীর ১২৮৪ সৌরবর্ষ অতীত হইয়া ছিল, কিন্তু ১৩১৩ সালের পঞ্জিকা মতে ঐ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১৩২৪ হিজরী ছিল, অর্থাৎ ১২৮৪ সৌরবর্ষ $\left(\frac{১২৮৪ \times ৭}{১৯ \times ১২} = \frac{৮৯৮৮}{২২৮}\right)$ ৪০ চান্দ্রবর্ষ অধিক হইয়া ছিল; অতএব বঙ্গাব্দ সৌরবর্ষে পরিবর্ত্তিত হিজরীঅব্দ হইলে ১৩১৩ সালে ১৩১৩ না হইয়া (১৯০৬ বিযুক্ত ৬২২) ১২৮৪ সন হইত। ১১ হিজরী অব্দ হইতে ‘বাঙ্গালা বা এলাহি সনের’ গণনা চলিয়া থাকিলে, ১৩১৩ সালে (১৯০৬ বিযুক্ত ৬৩২) ১২৭৪ সন হইত। পূর্ব্বতন ইতিহাস লেখকদিগের মতে ১২০৩ (আধুনিক মতে ১১৯৯) খৃষ্টাব্দে বা (১২০৩ বিযুক্ত ৬২২ খৃষ্টাব্দ ৫৮১ সৌরবর্ষ হয়, অতএব $\frac{৫৮১ \times ৭}{১২ \times ১৯} = \frac{৪০৬৭}{২২৮} = ১৮$ বর্ষ অধিক) ৫৯৯ (আধুনিক মতে ৫৯৫) হিজরীতে বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, সেই সনে ‘বঙ্গাব্দ’ আরম্ভ হইলে ১৩১৩ সালে প্রাচীন মতে (১৯০৬ বিযুক্ত ১২০৩) ৭০৩,-আধুনিক মতে (১৯০৬ বিযুক্ত ১১৯৯) ৭০৭ সন হইত।

সুলতান জালালুদ্দিন বা আকবর বাদসাহ যে হিজরী সনে হিন্দুদিগের ‘প্রার্থনা মঞ্জুর’ করিলেন সেই সন হইতে এ অব্দ প্রচালিত না করিয়া, হিজরী ১১ সন হইতে উহার প্রচলন করিলেন কেন? বৈষয়িক কার্য্যের নিমিত্তই ‘অব্দের’ প্রয়োজন, ‘সম্বৎ’ ও ‘শাক’ এই দুই অব্দ আকবর বাদসাহের সময়ে ভারতে প্রচলিত ছিল, এখনও উহার সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিয়াছে, তথাচ আর এক অব্দের আবশ্যকতা কি ছিল? ‘এলাহি সন’ নামই বা কেন হইল? যদি ‘এলাহি’ অর্থে ‘মহম্মদীয়’ হয়, তবে বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলে কোন কালে এ নাম ব্যবহৃত হয় নাই কেন? এবং ভারতের সর্ব্বত্র এ অব্দ প্রচলিত নাই কেন?

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি হইবে যে বঙ্গাব্দ হিজরী বা এলাহি ৮ নয়, ইহা শালিবাহনেরই অব্দ; ইহার পুরাতন ও প্রকৃত নাম ‘শাল বা সাল’। ভারতের অধী. ইংরেজদিগের প্রসাদে এক্ষণে বঙ্গভাষার এতদূর উন্নতি হইয়াছে, যে সংস্কৃত-সদৃশ ইহা জ

উৎকৃষ্ট ভাষা মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ৭০-৮০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে, গ্রামে, নগরের পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ছিলবটে, কিন্তু তখন ভাষা বা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী উত্তম ও প্রশংসনীয় ছিল না; বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষোপযোগী ব্যাকরণ তখন প্রণীত হয় নাই। বর্ণবিন্যাসের শুদ্ধাশুদ্ধেরও বিচার ছিল না। সচরাচর তখন 'সাল' লিখা যাইত; এখনও লিখা যায়; কিন্তু অভিধানানুসারে যখন 'শাল' ও 'সাল' শব্দের কোন প্রভেদ নাই এবং যখন এই 'সাল' কোন মুসলমান বাদসাহের দ্বারা প্রচালিত অব্দ নয়,—প্রতিপন্ন হইতেছে; তখন ইহা শালিবাহনেরই অব্দ, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে ইহা চলিত থাকার কারণ পশ্চাত্ত অনুসন্ধান করা যাইবে। রাজস্থানের যশল্মীর অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণেও স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, ৬০ বিক্রমসম্বতে বা ৫:৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫১৫ শকাব্দে শালিবাহনের জন্ম হইয়াছিল। এই শালিবাহনাব্দ যখন শ্রীরামচন্দ্রেরই জন্মাব্দ হইতেছে এবং যখন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি ও তারিখের সহিত ইহার কিছু মাত্র অনৈক্য নাই, তখন শালিবাহন কে ছিলেন, তাঁহারই অবধারণ আবশ্যক। তাঁহার পরিচয় যাহা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'রাজস্থানে' আছে, তাহা এই—

শিলাদিত্য বা শালিবাহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১ম অণুচ্ছেদ।

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দুহিতা দুর্ভগা সুভগার গর্ভে সূর্য্যদেব কর্তৃক উৎপন্ন যমজ পুত্র-কন্যার (শিলাদিত্য ও তাঁহার ভগীর) বল্লভীপুরে জন্ম।

"কনকসেনের অধস্তন অষ্টমপুরুষে শিলাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তিনিই বল্লভীপুরের শেষ রাজা। শিলাদিত্যের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে তাহা অতি চমৎকার। গুর্জ্জর রাজ্যের কৈয়র নগরে দেবাদিত্য নামে একজন বেদবিদ্ * ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটী কন্যা

* এখানে ব্রাহ্মণের বিশেষণ 'বেদবিদ্' কেন? খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে বঙ্গের রাজা যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহুকাল পরে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য কএক জন ব্রাহ্মণ যাঁহারা বঙ্গে আসিয়া বাস করেন তাঁহারাই বা 'বৈদিক' খ্যাত হইলেন কেন? শক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বর্ণের "গুণ ও কর্ম্ম" যদি চিহ্নিতরূপে নির্দ্দিষ্টই হইয়াছিল, ভিন্ন বর্ণের সহিত আহার ব্যবহার যদি চলিতই না, তবে সুভগাদেবীর বিবাহ স্ববর্ণে হয় নাই কেন? খৃঃ ৮ম শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণই বা "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং" বলিলেন কেন? আবার শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম ও তন্মাতা রোহিণীদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণও আভীর বা আহীর জাতির আলয়ে পালিত হইয়াছিলেন কেন?

দেব যক্ষ অসুর ইত্যাদির, কপিল বোঢ়ু পঞ্চশিখাচার্য্য আদি সাংখ্যদর্শন শাস্ত্রকারগণের, শান্তনুপুত্র-ভীষ্ম (বিশেষণে অর্থ "ভয়ানক ভয়ঙ্কর") প্রভৃতির তর্পণ করিবার বিধি আছে। ইহাদের মধ্যে কেবল ভীষ্মদেবেরই গোত্র 'বৈয়াঘ্রপদ্য' [অর্থ—"ব্যাঘ্রপদ-নাম (ঋ)-প্রং"] এবং প্রবর 'সাংকৃতি' উক্ত আছে। সাংখ্যদর্শনশাস্ত্রকর্তাদিগের গোত্র ব্যক্ত নাই কেন? ভীষ্মদেবের পিতা শান্তনুর কি 'বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্র' ছিল? ভীষ্মদেবের বৈমাত্রভ্রাতা বেদব্যাস হইতে যখন শান্তনুবংশের উৎপত্তি, তখন ভীষ্মদেবের 'ব্যাঘ্র

ছিল; কন্যার নাম সুভগা। যথাকালেই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু বিবাহ রজনীতেই সুভগা দুর্ভগা হন। সুভগার গুরুদেব তাহাকে সূর্য্যদেবের বীজমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুভগা একদা অসাবধানে বিসদৃশভাবে সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করাতে দিবাকর মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। পাণ্ডবজননী-কুন্তীদেবীর ন্যায় * সূর্য্যের কৃপায় গর্ভবতী হইয়া সুভগা যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করেন। সুভগার পিতা সুভগাকে গর্ভাবস্থায় একজন দাসীর সহিত বল্লভীপুরে পাঠাইয়াছিলেন; সেই স্থানেই পুত্রকন্যার জন্ম হয়।"

২য় অণুচ্ছেদ।

পাঠশালার বালকেরা সুভগার পুত্রকে 'গয়বী' নামে অভিহিত করিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করিত।

"সুভগার পুত্রের নাম গয়বী। গূঢ়জ বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। গয়বী শব্দের অর্থ গুপ্ত এ নামটী মাতৃদত্ত নহে, পাঠশালার বালকেরা তাহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করিত; মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত। গয়বী তাহাতে কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত; মনের দুঃখ মনেই গোপন করিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইত; রোদন করিতে করিতে সেই সকল উপহাসের কথা জননীকে শুনাইয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহসহকারে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত। সুভগা কিছুই উত্তর দিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হয়, ক্রমে ক্রমে গয়বীর জ্ঞানোদয় হইল।"

৩য় অণুচ্ছেদ।

সুভগাপুত্রের সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ড প্রাপ্তি।

"সহপাঠিগণের দুরাচরণে বারম্বার নিপীড়িত হইয়া গয়বী একদা কর্কশস্বরে জননীকে কহিল, "তুমি যদি আমার পিতার নাম আমাকে না বল, এখনই আমি তোমার প্রাণসংহার করিব।"—এই কথা শেষ হইতে না হইতে সূর্য্যদেব তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণন করিয়া তাহার হস্তে একখানি শিলাখণ্ড অর্পণ করিলেন;—কহিলেন, "এই শিলাখণ্ড দ্বারা যাহার গাত্রস্পর্শ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে"।"

বশিষ্ঠ গোত্রী' হইল না কেন? গোত্রপতি বশিষ্ঠের পিতার কি 'গোত্র' ছিল? বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ "কলৌ যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ঃ বিংশত্যধিকশতসংখ্যক হিন্দুবংশোদ্ভবারাজানঃ" লিখিয়া আসিতেছেন কেন? অন্ততঃ কলির (খৃঃ ১৮৬) পূর্ব্বে 'হিন্দুবংশ'ই ছিল কি? তবে 'অগোত্র ও প্রবর' থাকিবে কি? 'ধৃতরাষ্ট্র' 'পাণ্ডু' প্রভৃতি পুরাণকারের কপোল-কল্পিত হওয়া যেমন অসম্ভব নয়, 'গঙ্গাপুত্র'-ভীষ্মদেব' ও তদ্রূপ অমর-বংশীয় অর্থে-'রচিত ব্যক্তি' হওয়া বিচিত্র কি?

* খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সুভগাদেবীর সহিত খৃঃ ১ম শতাব্দীর কুন্তীদেবীর উপমা মূলগ্রন্থে থাকিলেও, তাহার অযুক্ত কারণ এ পরিচ্ছেদে যথেষ্ট দর্শিত হইয়াছে।

৪র্থ অনুচ্ছেদ।

সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ডের দ্বারা বল্লভীপুরের রাজাকে বিনাশ করতঃ শিলাদিত্য স্বয়ং বল্লভীপুরের রাজা হন। সেই অবধি ইঁহার 'শিলাদিত্য' নাম।

"সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ড প্রভাবে গয়বী ক্রমে ক্রমে উপহাসকারী সহাধ্যায়িগণকে বিনাশ করিল। দেশের রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া গয়বীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া সেই শিলাখণ্ড পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলেন। গয়বী তৎপরিবর্ত্তে সেই শিলাখণ্ডস্পর্শে রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিল। তদবধি গয়বীর নাম শিলাদিত্য হইল।"

৫ম অনুচ্ছেদ।

সূর্য্যকুণ্ডোত্থিত দেবরথে আরোহণে, যে যুদ্ধে শিলাদিত্য বা শালিবাহন যাইতেন সেই যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হইত।

"বল্লভীপুরে তৎকালে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী পবিত্র কুণ্ড ছিল। রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হইলে রাজা শিলাদিত্য সেই পূতকুণ্ড-সমীপে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের কৃপায় সেই কুণ্ড হইতে সপ্তাননবিশিষ্ট সপ্তাশ্ব নামে একটী প্রকাণ্ড তুরঙ্গম একখানি দেবরথ লইয়া সমুত্থিত হইত। সেই রথে আরোহণ করিয়া শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন; সমস্ত সংগ্রামেই তাঁহার জয়লাভ হইত।"

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

সূর্য্যকুণ্ড হইতে অশ্বসহ দেবরথ না উঠায় শালিবাহনের রণে মৃত্যু।

"একজন দুরাশয়, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর কুচক্রে শিলাদিত্যের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। একদল প্রবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছ * যখন বল্লভীপুরী আক্রমণ করিতে আসিল, সেই মন্ত্রী সেই সময় আপন দুষ্ট বুদ্ধি প্রসূত দুষ্টাভিসন্ধি সফল করিয়া তুলিল। সূর্য্যকুণ্ড হইতে দেবতুরঙ্গ সমুত্থিত হয়, মন্ত্রী তাহা জানিত; ম্লেচ্ছ-বৈরিদলকে তাহা বলিয়া দিল। ঐ কুণ্ডে গো-রক্ত নিক্ষেপ করিলে কুণ্ড হইতে আর অশ্ব উঠিবে না, অক্লেশেই শিলাদিত্যকে নিপাত করিতে পারা যাইবে। ম্লেচ্ছেরা তাহাই করিল, দেবকুণ্ড অপবিত্র হইল। শিলাদিত্য কুণ্ডসমীপে সকাতরে করুণকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেন, কুণ্ড হইতে সপ্তাশ্ব উঠিল না, রথও আসিল না। তিনি

---

* এ মুসলমান সৈন্য নয়। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়। "তাহার ৩২ বৎসর পরে (৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানদিগের প্রথম ভারত আক্রমণ।"

"কোন্ ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক বল্লভীপুরী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিম্বদন্তী এইরূপ যে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে সিন্ধুতটবর্ত্তী গ্রামনগরে পারদনামক অসভ্যজাতি বাস করিত; তাহারাই বল্লভীপুরীর আক্রমণকারী।"

হতাশ হইয়া সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, বীরত্ব-প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু ম্লেচ্ছবীরগণের মহাপরাক্রমের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাভূত হইলেন। সেই যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণ গেল। তাঁহার জীবনের সহিত সেই বংশ নির্ম্মূল হইল।"

এ উদ্ধৃত অংশে শিলাদিত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়; শালিবাহন নামের উল্লেখ নাই কেন? যিনি 'শিলাদিত্য',—তিনিই 'শালিবাহন'। যদি কেহ বলেন, শিলাদিত্যের অপর নাম শালিবাহন কেন? তাহার উত্তর,—'শালিবাহন' অর্থে—"শালি-সিংহরূপী যক্ষ যাঁহার বাহন"। পূর্ব্বোক্ত বল্লভীপুরস্থ সূর্য্যকুণ্ডোত্থিত দেবরথ সম্বন্ধীয় প্রবাদ হইতেই এ নামের উৎপত্তি। শিলাদিত্য নামেরও বিবরণ, 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত অংশে আছে। পাঠশালার বালকেরা তাঁহাকে গয়েবী* বলিয়া ডাকিতেন; অতএব শালিবাহন বা শিলাদিত্য তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল না, তাঁহার 'ঐতিহাসিক নাম' বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বতন ইতিহাস লেখকেরা ইঁহাকে শালিবাহন নামেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা শিলাদিত্য নাম লিখেন নাই।† এক্ষণকার লেখকেরা ইঁহার শালিবাহন নাম ছাড়িয়া দিয়া, কেবল শিলাদিত্য নামই ব্যবহার করিতেছেন। যথা,—

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী কতিপয় নরপতি রাজত্ব করার পর অনুমান ৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা শিলাদিত্য সম্রাট হইয়া, অনুমান ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট ছিলেন। কান্যকুব্জে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শিলাদিত্য সকল জাতিকে জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণদেশের মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন।"

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,—যশোধর্ম্মদেবের অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের পর শালিবাহন পরাক্রান্ত রাজা হন। এই শালিবাহনই শিলাদিত্য। ইনি ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, অনুমান সপ্তদশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৭ শালে (সালে) বা ৬১০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ড দ্বারা আততায়ী রাজার প্রাণবধ করতঃ তৎসিংহাসন অধিকার করেন। রাজস্থানের যশল্মীর-অধ্যায় মতে, ইনি (শালিবাহন) ৩৩ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও পুরাণানুসারে শ্রীরামচন্দ্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ‡ রাজসিংহাসনাধিকারী হয়েন এবং ১১০০০ বর্ষ প্রজাপালন করেন। এখানে রূপকভাবে ১১০০০ বর্ষ উক্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। যথা,—

* এ হিন্দীবাক্য।

† এক পুরাতন ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত—

'বিক্রমাদিত্যের (জন্মের) ১৩৪ বৎসর পরে শালিবাহন মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত অনেক স্থান অধিকার করেন'।

‡ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড বিংশ সর্গ।

'দেবতাদিগের ১ দিনে মনুষ্যদিগের ১ সাবন বর্ষ; অতএব ১১০০০ বর্ষ অর্থে মনুষ্যমানে ১৪০০৫ অহোরাত্র বা '৩১ সাবন কিম্বা চান্দ্রবর্ষ' অথবা '৩৩ নাক্ষত্র বর্ষ ৯ মাস' হয়।

রঘুবংশ অনুযায়ী রামায়ণে ৩৩ (মনুষ্য) বর্ষ ৯ মাস অর্থে মোটা মোটী ১১০০০ বর্ষ উক্ত হইয়াছে। শালিবাহন বা শিলাদিত্যের জন্ম মৃত্যু ও রাজত্ব-লাভ, জীবনের এই তিন প্রধান ঘটনার অব্দ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। ইহার দ্বারা (অবতার অর্থে) 'রাম' যে 'শালিবাহনেরই রামায়ণোক্ত কল্পিত নাম, তাহা কি না প্রতিপন্ন হয়? 'ভট্টিকাব্য,' রামায়ণ মহাকাব্যে ও ইতিহাসে ইঁহার জন্ম মৃত্যু ও রাজ্যলাভের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আছে বটে কিন্তু সে প্রভেদ কাব্যকারদিগের কল্পনাজনিতই বলিতে হইবে। এবম্বিধ প্রাচীন বৃত্তান্তের নানা প্রকার বর্ণনা অসম্ভব নয়, কিন্তু বর্ণনার বিভিন্নতা হেতু, পুরাণ ও রামায়ণোক্ত বিবিধ বংশাবলীর ঐক্য এবং অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের যে অব্দ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণযোগ্য তাহার অনুশীলন বিধেয়। এক্ষণে শালিবাহনাব্দ "সাল" বঙ্গদেশে চলিত থাকার কারণ কি,—অগ্রে দেখা যাউক।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

'বঙ্গদেশ।—খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মগধ রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, তখন অঙ্গরাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রদেশ) বিলক্ষণ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং তথা হইতে হিন্দু-সভ্যতা ক্রমশঃ আরও পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতে লাগিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক লেখকগণ বঙ্গদেশের ক্ষমতাশালী রাজাদিগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এবং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্ সাঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধন (অর্থাৎ উত্তর বঙ্গদেশ), সমতট (অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গদেশ), কামরূপ (অর্থাৎ আসাম), তাম্রলিপ্তি (অর্থাৎ তমলুক) প্রদেশ সমূহের সভ্যতা, শাস্ত্রবিদ্যা ও বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে একটি রাজ্য ছিল না, উপরি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজা ছিল। মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণ নামে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, ও ত্রিপুরায় আর একটি রাজ্য ছিল। কর্ণসুবর্ণের রাজা প্রসিদ্ধনামা শিলাদিত্যের পিতাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন, তাহাও হুয়েন সাঙ্ লিখিয়া গিয়াছেন।'

---

* শালিবাহনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে ঐক্য নাই, কেহ ৬১০ হইতে ৬৫০ কেহ বা প্রায় ৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (অনুমান ৪০-৪৭ বর্ষ) লিখিয়াছেন; কিন্তু 'রাজস্থানের' দশমীর অধ্যায়ে যে ৩৩ বর্ষ-৯ মাস উক্ত আছে তাহা অপ্রত্যয়যোগ্য নহে। হইতে পারে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালীন প্রতিনিধির দ্বারা রাজ্যশাসন সদৃশ, ইনিও দাক্ষিণাত্য রাজগণের সহিত যুদ্ধকালে অনুমান ৭ বা ১৪ বৎসর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া থাকিবেন। সেই ৭ বা ১৪ বৎসর সিংহাসন অধিকার অতিরিক্ত ধরিলে বা ৪৭ বৎসরই ইঁহার রাজত্ব হয়।

—বাণী প্রেস।

শালিবাহন বা শিলাদিত্যের "অন্য নাম হর্ষদেব" বা হর্ষবর্দ্ধন *। এখানে শিলাদিত্য বা শালিবাহনের পিতাকে বঙ্গদেশাধিপতি 'নিহত করিয়াছিলেন' উক্ত আছে; কিন্তু অন্য ইতিহাসে শালিবাহনের 'ভ্রাতাকে বধ করার কথা' পাওয়া যায়। যথা,—

"স্থাণ্বীশ্বর রাজ্য। স্থাণ্বীশ্বরের (থানেশ্বরের) প্রথম রাজার নাম নরেন্দ্রবর্দ্ধন। তাঁহারা তিনপুরুষ সামন্ত রাজা ছিলেন। চতুর্থ পুরুষে প্রভাকর বর্দ্ধন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি উত্তরে গান্ধার ও হূন, এবং দক্ষিণে গুর্জ্জর রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্মদেবের (বিক্রমাদিত্যের) মৃত্যুর ২০।৩০ বৎসর মধ্যে প্রভাকরবর্দ্ধন আপন প্রভাব বিস্তার করেন। প্রভাকরবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র † রাজ্যবর্দ্ধনকে হূনদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই রাজার মৃত্যু হয়, এবং রাজ্যবর্দ্ধন হূনবিজয়কার্য্য সমাধা করিয়া স্থাণ্বীশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালবের রাজা, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া তাঁহার জামাতা গ্রহবর্ম্মার বিনাশসাধন করিয়া উঁহার রাজধানী কান্যকুব্জ নগর হস্তগত করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তৎপরে বঙ্গদেশের কর্ণসুবর্ণনামক নগরের রাজা শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। শশাঙ্ক অত্যন্ত বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া অধিকার করতঃ তথাকার বটবৃক্ষ কর্ত্তন করেন এবং যাহাতে উহা আর জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য উহার মূলে গর্ত্ত করিয়া মধু ঢালিয়া দেন। রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ দেখিয়া ইনি সন্ধি করিলেন, এবং রাজ্যবর্দ্ধনকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বধ সাধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়া তিনি সসৈন্যে শশাঙ্করাজার বিনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হন, এবং তাঁহার উদ্যম সফল হয়। মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন অল্প দিনের মধ্যেই প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্ হইয়া উঠেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার করতলগত হয়। তিনি কান্যকুব্জে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্যপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি নর্ম্মদানদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্য-বংশীয় নরপতি সত্যাশ্রয়কে আক্রমণ করেন; কিন্তু পরাজিত ও অবমানিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্ট ইহারই সভাসদ ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ হিন্দু

---

* "বাণভট্ট সম্রাট্ শীলাদিত্যের একখানি জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন; সেই পুস্তকের নাম শ্রীহর্ষচরিত।" ঐ গ্রন্থেই ইঁহার হর্ষদেব বা হর্ষবর্দ্ধন নাম উক্ত আছে। ইহাও যে ইঁহার প্রকৃত নাম, তাহা বলা যাইতে পারে না ('রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শিলাদিত্য বা শালিবাহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখুন)।

† শ্রীহর্ষচরিত অনুসারে হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামই রাজ্যবর্দ্ধন। এই রাজ্যবর্দ্ধনকে গৌড়াধিপতি বধ করেন। এ সকল কথা শিলাদিত্যবংশীয় ভট্টগণের গ্রন্থে উক্ত নাই ('রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত শিলাদিত্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখুন)।

ছিলেন, এবং বোধ হয়, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহারই সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিয়াঙ্গসাঙ ভারতবর্ষে আগমন করতঃ ১৫ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অশোক প্রভৃতি প্রাচীন সম্রাট্‌গণের ন্যায় হর্ষবর্দ্ধন পাঁচবৎসর অন্তর এক একটী মহতী সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত, এবং পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। হিয়াঙ্গসাঙ এইরূপ একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬০৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কনোজ সাম্রাজ্য লোপ পায়।"

এই উদ্ধৃত ইতিহাসাংশে ব্যক্ত রহিয়াছে, শক ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশাধিপতি শশাঙ্কের রাজধানী (মুর্শিদকুলিখাঁ কর্ত্তৃক খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে স্থাপিত মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ) কর্ণসুবর্ণ (কাণ সোনা) নগরে ছিল। শালিবাহন 'শশাঙ্ক রাজার বিনাশ সাধন করেন' *। কেহ কেহ বলেন, শালিবাহন বা শিলাদিত্য "প্রথমতঃ হিন্দু ছিলেন, এবং বোধ হয়, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।" ইহা সম্ভব নয়। তিনি 'হিন্দু কুলোদ্ভব', তাহা-ত ইঁহারা বলেন না। প্রথমে অর্থাৎ যৌবনকালে হিন্দু হইয়া থাকিলে, বৌদ্ধদ্বেষী বঙ্গরাজ শশাঙ্ককে তিনি সংহার করিবেন কেন? তবে কি তিনি শশাঙ্ক বধের পর হিন্দু হইয়াছিলেন, আবার তৎপশ্চাতে বৌদ্ধ হন? বঙ্গীয় পত্রিকা সকল দেখুন,- জন্মেজয়ের অর্থাৎ মহাভারত প্রকাশের পূর্ব্বে কি "হিন্দুবংশোদ্ভবারাজানঃ" ছিল? যাহা হউক, তাঁহারই সময়ে যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হুয়েন্‌সাঙলিখিত ভারতবৃত্তান্তে এবং ইতিহাসে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। অনুমান হয়, খৃঃ ৭ম শতাব্দীর বঙ্গরাজ শশাঙ্ক হইতেই বৌদ্ধদ্বেষী হিন্দুধর্ম্মের প্রথম সূচনা। অত্যন্ত 'বিদ্যোৎসাহী' শ্রদ্ধাস্পদ শালিবাহন দ্বারাই যে নবসঞ্চারিত হিন্দুধর্ম্ম উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে ব্যক্ত আছে, এবং রামায়ণেও রূপকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই জন্যই ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ও পূজনীয় হইয়াছেন, এবং রঘুবংশোক্ত শ্রীরামচন্দ্র পৃথক্ ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সহিত একভাবে ইনি বাল্মীকি রামায়ণে অবতার-রূপে লক্ষিত হইয়াছেন। 'রাম' নাম একবার মাত্র উচ্চারণে 'সর্ব্ব পাপ ক্ষয় এবং মুক্তি লাভ হয়'; রামায়ণকার বলিয়া গিয়াছেন।

শালিবাহন শশাঙ্ককে খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে বধ করিয়া থাকিবেন। হুয়েন-সাঙ্ অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিবরণ লিখিয়া থাকিবেন,-তাহাতে শশাঙ্কের রাজ্য স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত আছে, বুঝা যায়। ইহার তিন শতাধিক বৎসর পরে (মহাভারত প্রকাশ হওনান্তর) খৃঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে আদিশূর † সমস্ত বঙ্গের রাজা ছিলেন, ইতিহাসে পাওয়া যায়। আদিশূর

---

* শশাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্গের স্বাধিনতা অন্তর্হিত হয় নাই, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে পুরাবৃত্তে ব্যক্ত আছে, খৃঃ ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে আর এক রাজবংশ বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

† এক্ষণকার এক ইতিহাসে উক্ত আছে যে,-'কেহ কেহ বলেন, শশাঙ্ক আদিশূরের অষ্টম অধস্তন পুরুষ ছিলেন'। ১০ অপেক্ষা ৭ অধিক হওয়া যেমন অসম্ভব, এ কথা তদ্রূপ অসঙ্গত। পূর্ব্বতন ইতিহাস লেখকেরা সকলেই আদিশূরকে খৃঃ ১০ম শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আদিশূর দ্বারা কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ-আনয়ন খৃঃ ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই সম্ভব নয়।

কনোজ সাম্রাজ্যের সামন্ত ছিলেন কি না, তাহা ব্যক্ত নাই, কিন্তু তিনি যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ আছে। শালিবাহনের জন্মাব্দ ইঁহার দ্বারাই বঙ্গে প্রচালিত হইয়া থাকিবে, কিম্বা কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণেরা উহা ব্যবহার করা হেতু সেই অবধি 'সাল' বঙ্গাব্দ হইয়াছে। বঙ্গাব্দের প্রামাণিক বিবরণ এই; মুসলমানদিগের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

এক্ষণে, অনেকে বলিতে পারেন,—

'ইতিহাসানুসারে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু ৫৫০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহার ৬০ বৎসর পরে (৬১০ খৃষ্টাব্দে) শালিবাহন রাজা হন। শালিবাহনের কেন,—বিক্রমাদিত্যেরই বহুকাল পূর্ব্বে—শ্রীরামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত না হইয়া থাকিলে বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ ৭ম রত্ন কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের ও তাঁহার পুত্রদ্বয় 'লব' 'কুশের' এবং তাঁহাদের পালনকর্ত্তা বাল্মীকি ঋষির, ও লব কুশের বহু অধস্তন পুরুষের নাম, এবং বশিষ্ঠাশ্রমের উল্লেখ করিতে সমর্থ হইতেন না। অতএব শালিবাহনের বহুকাল পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে।'

অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এ আপত্তি যে গুরুতর নয়,—লঘু,—তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

রঘুবংশ কাব্য, পুরাণ ইতিহাস কিম্বা ভট্টগ্রন্থ অর্থাৎ রাজস্তুতিপাঠকের কাব্য নয়। এ কাব্যের নাম গ্রন্থকার 'রঘুবংশ' রাখিয়াছেন বটে, এবং ইহাতে 'বংশানুক্রম' নামক এক সর্গ সন্নিবিষ্টও আছে, কিন্তু এ কাব্যোক্ত বংশাবলীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার্য্য নয়; তবে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, এই গ্রন্থে 'শ্রীরামচন্দ্র' নামে কোন্ পরাক্রান্ত রাজাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে, এবং এই লক্ষিত রাজচক্রবর্ত্তী যে কালিদাসের ন্যূনাধিক শতবর্ষ অগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে। কুরু বা বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্ব্বেই যদি সর্ব্বপ্রথম কবি বাল্মীকি, ও তৎকৃত রামায়ণোক্ত অতি পরাক্রান্ত অবতার শ্রীরামচন্দ্র এবং রাক্ষসবীর রাবণ বিদ্যমান ছিলেন, তবে কুরুকালিক অমরকোষ অভিধানে তাঁহাদের নাম এবং 'অবতার' শব্দ পর্য্যন্ত নাই কেন? আবার সেই দেবরূপী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম পরিত্যক্ত হইয়া 'নট' বিশেষের 'লব কুশ' নামই বা উহাতে সন্নিবিষ্ট হইল কেন? অমরকোষ অনুসারে 'বল্মীক,'—'উইকৃত মৃত্তিকাস্তূপের নাম'। 'বাল্মীকি নাম যে এই অমরকোষোক্ত 'বল্মীক' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা রামায়ণে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। বাল্মীকি রামায়ণোক্ত (ব্যাস-প্রপিতামহ) বশিষ্ঠ যে বিক্রমাদিত্যের পশ্চাতে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং বাল্মীকিও যে তৎসাময়িক ছিলেন, তাহা প্রভৃত প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে দর্শিত হইয়াছে।

'অযোধ্যা' নামও কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা ইতিবৃত্তে নাই। রঘুবংশেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ স্থানের নাম সাকেতনগর ছিল।

"সাকেত (সহ—আ—কিত+অ (অল)—ধি) সং, পুং—ক্লীং, অযোধ্যানগর। শিং—১ "জনস্য সাকেত নিবাসিনস্তৌ।" (প্রঃ অভিঃ)

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে মগধের মৌর্য্যবংশীয শেষ রাজা-বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শাকলনগরের গ্রীকনৃপতি মিনান্দারকে 'সাকেতনগরের (অযোধ্যার)' সন্নিকটে "ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত" করিয়াছিলেন; (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারত-বর্ষের ইতিহাস দেখুন)। বাল্মীকি-রামায়ণে 'অথর্ব্ব-বেদের' উল্লেখ আছে; কিন্তু এই ৪র্থ বেদের নাম যখন অমরকোষে নাই এবং বেদব্যাসখ্যাত বেদবিভাগকর্ত্তার প্রপিতামহ অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা বশিষ্ঠদেবই যখন শ্রীরামচন্দ্রের ও বাল্মীকির বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন অথচ কুরু বা বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন না, তখন কুরু বা বিক্রমাদিত্যের অগ্রে পুরাণ ও রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্র বর্ত্তমান থাকা সপ্রমাণ হয় না। রঘুবংশে ও রামায়ণে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ থাকায় এ দুই গ্রন্থ যে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ এবং চ ও বা প্রদর্শনী দেখুন, শ্রীরামচন্দ্রের সমকালিক শতানন্দ; তৎপিতা ন্যায়শাস্ত্রকার ও বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক গোতম সর্ব্বপ্রথম দ্বৈতবাদী দার্শনিক। ইনিই প্রমাণ করিয়াছেন—"আত্মা দ্বিবিধ,-জীবাত্মা ও পরমাত্মা"। ইঁহার পূর্ব্বে 'পরমাত্মন্' 'পরব্রহ্ম' 'পরমেশ্বর' শব্দ গুলি সংস্কৃত ভাষায় নিশ্চয়ই ছিল না। সেই জন্য এ সকল অতি প্রধান শব্দ অমরকোষেও নাই। অতএব অথর্ব্ববেদ যেমন অমরকোষের পরে রচিত, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবও বিক্রমাদিত্যের ও রঘুবংশকার কালিদাসের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হয় নাই। চতুর্থ বেদপ্রকাশক বেদব্যাসের পশ্চাৎকালীন বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মহর্ষি হারীত ৫৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অগ্রে শ্রীবাপ্পাদিত্য বা শ্রীকৃষ্ণের যৌবনারম্ভ কালে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মহর্ষি হারীতের পূর্ব্বে যে মহাভারত পুরাণাদি প্রকাশিত হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। রামায়ণও বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে রচিত হওয়া যার পর নাই অসম্ভব।

আবার চ প্রদর্শনীর ৯ম খণ্ড দেখুন, (বিক্রমাদিত্য বা) কুরুর প্রপৌত্র চ্যবন। বশিষ্ঠদেবের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র-যুধিষ্ঠির-কালিক জরাসন্ধ,—এই চ্যবনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। চ্যবনপুত্র কৃতক (অর্থ 'কৃত্রিম') পুরাণে ও রামায়ণে বাল্মীকি নামে অভিধেয় হইয়াছেন, বিবেচনা হয়। ইনি ভিন্ন অপর কেহ রামায়ণরচয়িতা নন। ইনিই শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় সমকালিক ছিলেন। পুরাণ ইতিহাস ও রামায়ণের ঐক্য মতে বা প্রদর্শনীতে শ্রীরামচন্দ্রের ও বশিষ্ঠদেবের সম্ভাব্যকাল নিরূপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও বাল্মীকি যে মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বকালিক ছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হয় না। পণ্ডিত মহোদয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে 'কালিদাস' নামই কল্পিত; রঘুবংশরচয়িতা কালিদাস বিক্রমাদিত্যকালিক না হওয়া যদিচ অসম্ভব নয়, তথাচ তাহা বলা যাইতেছে না। রঘুবংশের গদ্যানুবাদ দেখুন; গ্রন্থকার অগ্রে বলিয়াছেন;—

"অতি বিমূঢ়মতি হইয়াও আমি বিখ্যাতনামা কবিগণের কীর্ত্তিলাভে লোলুপ হইয়াছি;" ইত্যাদি। পরে আবার লিখিয়াছেন "অথবা, মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচীন কবিগণ সূর্য্যবংশ প্রবেশের দ্বারস্বরূপ যে সমস্ত চিরস্মরণীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই সমুদায়

অবলম্বন করিয়া আমি বিশাল সূর্য্যবংশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব এরূপ আশা হইতেছে; কারণ, মণি যত কঠিন হউক না কেন মণিবেধক অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করিলে তন্মধ্যে সূত্র প্রবেশ করিতে পারে। এই রূপ আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াই যে কেবল আমি বিপুল রঘুবংশ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমত নহে, নানাগুণালঙ্কৃত রঘুবংশোদ্ভব নৃপতিগণের শ্রবণমধুর গুণপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছি, যে, সুললিত বচনবিন্যাসশক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, সুবিখ্যাত রঘুবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী বর্ণন করিব।"

এখানে 'অথবা' শব্দের প্রয়োগ কেন? বাল্মীকিকৃত গ্রন্থ কি 'সূর্য্যবংশপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ'? এ গ্রন্থ তবে রামায়ণ নয়। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের 'রামায়ণ-নামই' যখন কালিদাস উল্লেখ করেন নাই, অথবা বাল্মীকি বা অপর কোন কবিকৃত গ্রন্থ অবলম্ব না করিয়া সেই অতীব সুন্দর অতি-বিখ্যাত রাম সীতার উপাখ্যান তিনি নিজেই যখন রচনা করিয়াছেন; তখন 'বাল্মীকি নাম' রঘুবংশে থাকিলেও, এ কয়েক পংক্তি উহাতে প্রক্ষিপ্ত হউক, বা না-ই হউক, এতদ্দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে 'বাল্মীকি-রামায়ণ' রঘুবংশের পূর্ব্বে প্রণীত হয় নাই। শঙ্কু অর্থে বল্মীক (প্রঃ অভিঃ)। হয়ত বিক্রমাদিত্য-কালীন ৪র্থ রত্ন শঙ্কুকে কালিদাস বাল্মীকি নামে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ইঁহাকে তিনি প্রাচীন বলিতেও পারেন। হইতে পারে, শঙ্কু সূর্য্যবংশ সম্বন্ধীয় কোন কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন।

রঘুবংশে যে শ্রীরামচন্দ্রের উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট আছে, সে রামচন্দ্র যে বিক্রমাদিত্যের ও বাল্মীকি-রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে দেহধারণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মাননীয় রাজা শিবপ্রসাদকৃত 'ইতিহাস তিমিরনাশক' গ্রন্থের ১ম খণ্ড হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"लेकिन अन्ध्रवंश के राजा जिनकी राजधानी मगधदेश में पाटली पुत्र यानी पटना थी बहुत बढ़ गये थे। रूमवालों ने उनकी बहुत बड़ाई लिखी है इस अन्ध्रवंश को एक शूद्र ने अपने मालिक कन्न-वंश के आखिरी यानी चौथे राजा को जो चन्द्रगुप्त का वंश नाश होने पर सुङ्गवंशी दस राजाओं के बाद हुआ मार कर काइम किया था। कहते हैं कि राजा महाकर्ण इसी घराने में हुआ। उसकी हिम्मत और सखावत की शुह्रत आज तक चली जाती है। दीप दीप में उसकी बड़ाई गाई जाता है। अन्ध्रवंश के आखिरी राजा का नाम पुलोम था। यह पुलोम भी हिन्दुस्तान का बड़ा नामी राजा हुआ। और उसके राज काज का चर्चा चीन तक पहुँचा। आखिरी वख्त में वह आप से आप गङ्गा में डूब मरा। फिर उस-

का सेनापति रामदेव गद्दी पर बैठा। समुद्र के किनारे से काश्मीर तक सब राजा उसके ताबे थे जब वह मरा तो उसका भी सेनापति प्रतापचन्द्र राजा हुआ। उसी के ज़माने में ईरान के बादशाह नौशेरवाँ का लश्कर हिन्दुस्तान पर चढ़ा था..........................."

অর্থাৎ—

'কিন্তু অন্ধ্রাজবংশ যাহার রাজধানী মগধদেশে পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনা ছিল, অতি প্রধান হইয়া উঠিল। 'রোমীয়েরা উহাঁদের বিপুল পরাক্রমের কথা লিখিয়াছেন। একজন শূদ্র নিজ স্বামীকে হনন করিয়া এই অন্ধ্রবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্বামী কম্ববংশীয় অন্তিম অর্থাৎ চতুর্থ নৃপতি ছিলেন, যে বংশ চন্দ্রগুপ্তের বংশ ধ্বংশ হওয়ার পর শুঙ্গবংশীয় ১০ জন নৃপতির পশ্চাতে সিংহাসনে স্থাপিত হয়। কথিত আছে যে নৃপতি মহাকর্ণ এই বংশসম্ভূত, উহাঁর সাহসের ও বদান্যতার প্রশংসা অদ্যাপি প্রচারিত আছে। দ্বীপ দ্বীপান্তরে উহাঁর শ্রেষ্ঠতা লোকেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অন্ধ্রবংশীয় অন্তিম রাজার নাম পুলোম, এই নৃপতিও হিন্দুস্থানের একজন বিখ্যাত প্রধান রাজা হন, এবং তাঁহার রাজকার্য্যের ঘোষণা চীন পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছিল। অন্তে ইনি গঙ্গায় আপনা-আপনি ডুবিয়া মরেন। তদনন্তর উহাঁর সেনাপতি রামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। সমুদ্রতট হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সকল রাজা উহাঁর অধীন ছিলেন এবং উনি মরিলে, উহাঁরও সেনাপতি প্রতাপচন্দ্র রাজা হন। এই প্রতাপচন্দ্রের রাজত্বকালে পারস্য সম্রাট্ নৌশের খাঁ সৈন্যগণ হিন্দুস্থান আক্রমণ করে।'

পুলোম (চ প্রদর্শনী দেখুন) মগধের অন্ধ্রবংশীয় শেষ রাজা ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহার রাজত্ব ৪৩৬ খৃঃ অব্দে অতীত হইয়াছিল। কপিলদেব তাঁহার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন বিক্রমাদিত্য বা কুরু তাঁহার পশ্চাতে (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) প্রাদুর্ভূত হন। সাকেতনগর (অযোধ্যা) পুলোমার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহার সেনাপতি 'রামদেব' রাজসিংহাসন অধিকার করেন। সমুদ্রতট হইতে, কাশ্মীর পর্য্যন্ত সকল রাজা তাঁহার অধীন ছিলেন, এবং চীনদেশ পর্য্যন্ত ইহাঁর খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণানুসারে পুলোমার আর এক নাম 'পুলোমারী'। পুলোমারী বাশিষ্ঠীপুত্র * নামে খ্যাত ছিলেন, ইতিহাসে ব্যক্ত আছে।

কালিদাস কৃত রঘুবংশ কাব্যে প্রাগুক্ত পুলোমা বা পুলোমারী শ্রীরামচন্দ্র রূপে লক্ষিত হইয়াছেন। সীতাহরণ প্রকৃত ঘটনা না হইলেও পুলোমার আত্মহত্যার গুপ্তকারণ তাদৃশ কিছু থাকিতে পারে। অহল্যাউদ্ধার রাবণবধ লঙ্কাজয় আদি যদিও কবির কল্পনা, তথাচ তৎসমুদায়ের বিশেষ রূপকার্থ আছে। রঘুবংশে ও রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের উপাখ্যান একই, স্থলে কোন প্রভেদ

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখুন।

নাই; কেবল রামায়ণে খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পুলোমারী-স্থলে খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শালিবাহনকে অবতার অর্থে 'রাম'-রূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝা যায়। পুরাণানুসারে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরূপে ("আত্মা বৈ জায়তে পুত্র") জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাপ্পাদিত্যেরই পুরাণকল্পিত নাম যখন শ্রীকৃষ্ণ, এবং বাপ্পাদিত্য যখন শালিবাহনের চতুর্থ বা পঞ্চম অধস্তন বংশধর ('রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত বাপ্পাদিত্যের জীবনী দেখুন), তখন রামায়ণে শালিবাহন ভিন্ন অপর কেহ 'শ্রীরামচন্দ্র' অভিধেয় হন নাই। রঘুবংশোক্ত শ্রীরামচন্দ্র যিনিই হউন, পৌরাণিক, জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা 'শালিবাহনই রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্র' সাব্যস্ত হইতেছে।

রামায়ণ যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রূপক, তাহা নানা প্রকারে দর্শিত হইয়াছে। যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের এবং দেব দেবীর আরাধনার ইহাই প্রথম আখ্যায়িকা।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে বশিষ্ঠদেবের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, যথাক্রমে ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ-দ্বাপরের 'বেদব্যাস'। বাল্মীকি তৎপূর্ব্ব-দ্বাপরের অর্থাৎ বশিষ্ঠের প্রায় সমকালিক 'বেদব্যাস'। বাল্মীকি মহাকবি ছিলেন, শাস্ত্রকার ছিলেন না; কিন্তু তৎকৃত রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত গান দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে; সেই জন্যই পুরাণকার তাঁহাকে 'বেদব্যাস' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। * যাহা হউক, এক্ষণে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র যে শালিবাহন তাহার আভাস ইতিহাসে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখা হউক।—

রঘুবংশে আছে,—"মনু নামে বুধগণ মাননীয় সূর্য্যতনয় এক মহীপতি মেদিনীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ওঁ' শব্দ যেরূপ সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ, তিনিও সেইরূপ সমুদয় ভূপতিকুলের আদি পুরুষ।" এই মনুবংশে রামচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দিলীপের জন্ম ও রামচন্দ্রের উৎপত্তি। রামায়ণে সূর্য্যবংশের বিস্তারিত বর্ণনা † আছে; এই বংশে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত শিলাদিত্য বা শালিবাহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখুন, শালিবাহনের মাতা

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথমশিক্ষা দেখুন:-

"বৌদ্ধকাল (অনুমান ২৬০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)"

"পৌরাণিক কাল-অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দ (বিক্রমাদিত্য) হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।"

এই কাল মধ্যে যে (ত্রেতার বা অন্তত্রেতার শেষের) বশিষ্ঠদেব ও শ্রীরামচন্দ্র এবং (দ্বা-পরের শেষের) বেদব্যাস পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই।

অন্তঃ কলি খৃঃ ৭৮৬ হইতে (৪৩২ বৎসর) ১২১৮ অব্দ; ৯ম পরিচ্ছেদ দেখুন। মহাভারত পুরাণাদি অন্তঃ কলির (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের) পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া যার পর নাই অসম্ভব।

কোন এক ভদ্র লোক ছল ধরিয়াছেন যে, "সাকারকে পৌত্তলিক" বলা হইয়াছে। এমন কথা এ পুস্তকে নাই। মূর্ত্তিপূজকই ["(পুত্তলি + কণ্-পূজনার্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিমাপূজক, পুত্তলিপূজক"] 'পৌত্তলিক'। 'মূর্ত্তিপূজা' মোক্ষসাধনী নয় এবং বঙ্গে ভিন্ন ভারতের অন্যত্র নাই; বলিতে পারা যায়।

† রঘুবংশ অপেক্ষা রামায়ণেই বর্ণনার বাহুল্য দেখা যায়; তদ্দ্বারা রঘুবংশ যে রামায়ণের পশ্চাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

"পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর ন্যায় সূর্য্যের কৃপায় গর্ভবতী হইয়া, * যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করেন"। এই পুত্রই শালিবাহন বা শিলাদিত্য। শত্রু নিপাতনার্থে সূর্য্য একখানি শিলাখণ্ড ইঁহাকে প্রদান করেন। যুদ্ধেগমনকালে ইঁহার নিমিত্ত সূর্য্যকুণ্ড হইতে অশ্বসহ 'দেবরথ' উঠিত। রঘুবংশোক্ত রামচন্দ্র 'সূর্য্যতনয়'—মনুবংশে যজ্ঞলব্ধ; রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রও তাই। ভবিষ্যগ্রন্থ অনুসারে শালিবাহন নিজেই 'সূর্য্যতনয়'; ইনি 'আদিত্য' বা 'সূর্য্য' আখ্যাত ছিলেন, ইঁহার ব্যবহারার্থে 'দেবরথ' আসিত। ইনি 'দেব' বা 'অবতার' অর্থে রাম নামে বর্ণিত বা লক্ষিত হওয়া সন্দেহের কিম্বা প্রতিবাদের বিষয় নয়।

রামচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমে গমন এবং তথা নন্দিনীগাভীর নিকট পুত্রপ্রাপ্তির বরলাভের বৃত্তান্ত রঘুবংশে আছে। রামায়ণে তাহা নাই। রামায়ণোক্ত 'বশিষ্ঠ' বেদব্যাসের প্রপিতামহ এবং অগস্ত্যের ভ্রাতা। বশিষ্ঠদেব (বা প্রদর্শনী দেখুন) যে শিলাদিত্য বা শালিবাহনের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পুরাণে ও রামায়ণে আছে। ইনি চীনদেশে যে তারাদেবীর (কাষ্ঠনির্ম্মিত) মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণে ব্যক্ত আছে। হুয়েঙ্সাঙ্ও কাশীধামে সুরঞ্জিত কাষ্ঠবিভূষিত মহেশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। চীনের 'কাষ্ঠময়' এবং কাশী নগরীর "কাষ্ঠবিভূষিত" দেবালয় কিয়ৎ পরিমাণে বশিষ্ঠদেব ও চৈন পরিব্রাজক হুয়েঙ্সাঙের এবং শ্রীরামচন্দ্র বা শালিবাহনের সমসাময়িকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্বানুসারে ধন্বন্তরিবংশীয় দিবোদাসের রাজত্বের শেষভাগে (অনুমান ৫৭০-৮০ খৃষ্টাব্দে) কাশীতে মহেশ্বরের মূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল; তৎপশ্চাতে রাজা অলর্কের দ্বারা কাশীপুরী পুনর্নির্ম্মিত হয় (বা প্রদর্শনী দেখুন)।

মহাভারত অনুসারে শতদ্রু (পঞ্জাবের অন্তর্গত শতলজ্) নদীর নিকটবর্ত্তী 'বশিষ্ঠাশ্রম' ছিল। রঘুবংশকাব্যে বর্ণিত আছে,-'মহীপাল দিলীপ উপযুক্ত অমাত্য-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মগধকুলোদ্ভবা সুদক্ষিণা নাম্নী সর্ব্বপ্রধান মহিষী সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন'। এ আশ্রম মহারাজ দিলীপের রাজধানী হইতে অধিক দূরে ছিল, সন্দেহ নাই। "অযোধ্যা (রেলওয়ে) ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম ও বশিষ্ঠকুণ্ড"। এ স্থান শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানীর নিকটই বলিতে হইবে। ইহাই রামায়ণোক্ত 'বশিষ্ঠাশ্রম'। আসামপ্রদেশেও (কামাখ্যা বা গুহাটীর ৪-৫ ক্রোশ দূরে) বশিষ্ঠের এক আশ্রম আছে। এ প্রদেশে ইঁহার অন্য কীর্ত্তিও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বশিষ্ঠের নন্দিনীগাভী উপলক্ষে বিশ্বামিত্রে ও বশিষ্ঠে বিবাদের উপাখ্যান রামায়ণে ও মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু (রামায়ণ ও মহাভারতীয়

---

* শালিবাহনের মাতা 'কুন্তলা' ছিলেন। রামজননীর আক্ষেপোক্তি পাঠ করুন;—

"আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,-তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান-কি তদপেক্ষা ও নিকৃষ্ট করিয়াছেন।" ইত্যাদি-(রামায়ণ বঙ্গানুবাদ অযোধ্যাকাণ্ড বিংশসর্গ)।

'রাম' ও 'শালিবাহন'-মাতার বর্ণনা কি পৃথক্?

হরিবংশপর্ব্ব এবং চ প্রদর্শনী দেখুন) এই দুই ঋষিই যখন শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবকালে প্রাদুর্ভূত ছিলেন, তখন রঘুবংশোক্ত নন্দিনী-গাভী-স্বামীর নাম বশিষ্ঠ বা বাশিষ্ঠীই থাকুক,কিম্বা তিনি পৃথক্ ব্যক্তিই হউন, শালিবাহন বা রামচন্দ্রকালিক বশিষ্ঠ-দেবই ‘বশিষ্ঠ’ নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং ইনিই বেদব্যাসের প্রপিতামহ। ইঁহার প্রকৃত নাম অথর্ব্ব হওয়া অসম্ভব নয়। উপন্যাস দ্বারাও শালিবাহন বা রামচন্দ্র-সহ বশিষ্ঠদেবের সমসাময়িকতা বিলুপ্ত হইতে পারে না, এবং তাঁহার আবির্ভাব-কাল যাহা অবধারিত হইয়াছে তাহারও অন্যথা হয় না। শালিবাহন-কালিক এই বশিষ্ঠদেবই যে যাগযজ্ঞের ও “মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা,” এবং ‘অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কাল-দ্বারা পৌরাণিক ধর্ম্মের আদিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকর্ত্তাও’ যে ইনি, তাহা রঘুবংশে * ও রামায়ণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। সেই জন্যই পুরাণের আদিপুরুষ-বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মারমানসপুত্ররূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন।

ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

“পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম।—সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুবল যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকাব্য প্রভৃতিরও উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মনু-সংহিতায় যে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ সংরক্ষণের চেষ্টা লক্ষিত হয়, জনসাধারণের মধ্যে সে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রায় লোপ পাইয়া আইসে। গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে যজ্ঞাগ্নি আর রাখিতেন না, এবং নানারূপ শ্রৌত ও গৃহ্য যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন না। প্রজাগণ নিজ গৃহে যাগ-যজ্ঞ না করিয়া, দেবালয়ে দেবমূর্ত্তিসমূহের নিকট পূজাদি দিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং দেবমন্দিরে পুরোহিতদিগের প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদে যে সকল দেবতার উপাসনা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, এরূপ অনেক দেবদেবীর উপাসনা পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাদিগের পৌরাণিক আকারে হিন্দুদিগের প্রধান আরাধ্য দেবতা হইলেন; লক্ষ্মী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণ জন সাধারণের উপাসনার ভাজন হইলেন; রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ ও বলরাম, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা জনসাধারণের আরাধ্য হইয়া উঠিলেন।”

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের কিছু কাল পরে, (খৃঃ ৭ম শতাব্দীর) চৈন পরিব্রাজক হুয়েঙসাঙ্ লিখিয়াছেন,—বারাণসী রাজধানীতে ও তন্নিকটস্থ পল্লিগ্রামে “কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ মস্তকের উপরে কেবল একটি শিখা রাখে ও উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে; অন্যান্য লোক পুনরায় জন্ম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গাত্রে ভস্ম মাখে ও কঠোর তপস্যা করে।” বারাণসী নগরে ষষ্টিহস্ত দীর্ঘ পিত্তল-নির্ম্মিত মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। “হুয়েঙসাঙ্

* অহল্যার উপাখ্যান রঘুবংশে যে রূপ সংক্ষিপ্ত এবং কবিত্ব-বর্জ্জিত, তদ্দ্বারা বিবেচনা হয়, ইহা মহাকবি কালিদাসের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। রঘুবংশোদ্দিষ্ট রামচন্দ্র (পুলোমারী) সম্বন্ধেও এ রূপক অসংলগ্ন হয় না, কিন্তু বশিষ্ঠকালিক শালিবাহনের রাজত্ব হইতেই পৌরাণিকধর্ম্মের পূর্ণ সূচনা, বলা যাইতে পারে।

বারাণসীর নিকটে সারনাথের হরিণউদ্যান সন্দর্শন করিয়াছিলেন; তথাকার বৌদ্ধমঠে পঞ্চদশ শত বৌদ্ধ বাস করিতেন"। হুয়েঙ্সাঙের এই সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, ৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। মহাভারতকার বেদ-ব্যাস তখন প্রাদুর্ভূত হন নাই; সপ্ত মোক্ষধামও তখন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে রঘুবংশের ও রামায়ণের রামচন্দ্র একই নয়। সম্রাট শালিবাহন নানা সদ্গুণে ভূষিত প্রাতঃস্মরণীয় সূর্য্যতনয়—সূর্য্যানুগৃহীত-পরম পূজনীয়-'নরোত্তম' ছিলেন। তিনিই রামায়ণে অবতার-অর্থে রঘুবংশোক্ত রামচন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন; অপর কেহ হন নাই।

রঘুবংশ-ও রামায়ণ অনুসারে রামচন্দ্র যেমন অল্প বয়সেই বিশ্বামিত্র-আদি ঋষিদত্ত বাণ দ্বারা যজ্ঞ-বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে বধ করেন; 'সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ডপ্রভাবে' শালিবাহন তদ্রূপ বহু বৈরী বিনাশ করেন; ইহার প্রাণসংহারোদ্যত রাজাকে বধ করতঃ ইনি স্বয়ং রাজা হন, এবং প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মবৈরী বঙ্গরাজ শশাঙ্ককে নিধন করেন। বর্ণিষ্টকালিক এই সম্রাট শালিবাহনই রামায়ণে 'রাম' নামে লক্ষিত হইয়াছেন। রামায়ণের রামচন্দ্র অপর কেহ নন।

শালিবাহন বা "শিলাদিত্যের (হর্ষবর্দ্ধনের) মৃত্যুর পর কনোজের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোধর্ম্মদেব কনোজের রাজা হইয়াছিলেন। মহাকবি ভবভূতি ইঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেন।" এই ভবভূতি রচিত "মহাবীরচরিতে রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতাউদ্ধারের বর্ণনা আছে, উত্তররামচরিতে সীতার বনবাস বর্ণিত আছে। ঐ দুই নাটকই হৃদয়গ্রাহী, তন্মধ্যে উত্তররামচরিত বিশেষ করুণ রসপূর্ণ এবং আদ্যন্ত অত্যদ্ভুত কবিত্বচ্ছটায় বিকসিত।" এ গ্রন্থদ্বয় যে বাল্মীকিরামায়ণ-প্রকাশের পরে প্রণীত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। 'মহাবীর'—কেহ কেহ বলেন "জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক", কাহারও মতে চন্দ্রগুপ্ত পৌত্র মগধরাজ অশোকবর্দ্ধন 'মহাবীর' নামে খ্যাত ছিলেন। মহাবীর-'জৈন-দিগের গৃহদেবতা'। সম্ভবতঃ মহাবীর চরিত অশোকবর্দ্ধনের কিম্বা অপর কোন বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মোৎসাহী মহাবীরের চরিত, এবং ঐ নাটকোক্ত যুদ্ধ সিংহলে (লঙ্কায়) বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধীয়; রঘুবংশ ও রামায়ণ সদৃশ বৌদ্ধধর্ম্ম পতনকালিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম-উত্তেজক উপাখ্যান নয়। 'উত্তররামচরিত'-'রঘুবংশ' অবলম্বনে রচিত হইয়া থাকিবে। ভট্টি নামক 'রামকথাশ্রয় মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি ভট্টি—শালিবাহন বংশীয় বলদেবের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকা দেখুন।) এই ভট্টিগ্রন্থোদ্দিষ্ট 'রাম'ই শালিবাহন। রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের 'স্ত্রীসহ বনবাসের এবং স্ত্রী উদ্ধারার্থে লঙ্কায় যুদ্ধের'- স্পষ্ট আভাস শালিবাহনের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তে অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু দক্ষিণাপথের রাজগণের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে শালিবাহনের 'অরণ্যবাস' এবং তাঁহার দ্বারা 'লঙ্কেশ্বরবধ'-ইতিহাসে প্রকাশ না থাকিতে পারে; অথবা ('সহধর্ম্মিণী-উদ্ধার' মর্ম্মার্থে) 'স্বধর্ম্মসংস্কার' নিমিত্ত অতিব্যগ্রতারূপ সংগ্রামে * লঙ্কার

* যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচণ্ড গ্রাস হইতে ভারতবাসীরা অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক

প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজের সদৃশ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট প্রায় হওন,—রূপকভাবে সম্রাট শালিবাহনে আরোপিত হইলে ন্যায় বিরুদ্ধ বা প্রতিবাদ-যোগ্য হয় না। "শিলাদিত্য (শালিবাহন) সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন"। পুরাতন ইতিহাসলেখকদিগের মতে-"মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত গোদাবরী নদীতীরে 'পটন' নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল"। এক্ষণ-কার ইতিহাস অনুসারে "তিনি কান্যকুব্জে আপন রাজধানী স্থাপন করেন"। তাঁহার রাজধানী যে খানেই থাকুক অযোধ্যা তাঁহারই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এ নগরী যে পুরাকালে কোন বিখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তীর আবাসধাম ছিল, প্রাচীন ইতিবৃত্তে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে রঘুবংশে কিছুই উক্ত নাই। রামায়ণে এই মাত্র আছে,—

* * * * *

"এতৎকুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবার নিবেশনম্॥ অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদম করোদ্বিভুঃ।
এতত্তু দৃশ্যতেতীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥ সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশকম্॥")

সমুদ্রের মধ্যভাগে ঐ যে স্থান দেখিতেছ; আমরা সমুদ্রতীরে প্রথমতঃ ঐ স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে বিভু মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ছিলেন। মহাত্মা সমুদ্রের এই যে তীর্থ দেখা যাইতেছে, দেবি! ভবিষ্যতে ঐ স্থান 'সেতুবন্ধ' নামক ত্রৈলোক্য পূজিত তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইবে; এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার প্রভাবে লোক মহাপাতক হইতেও বিমুক্ত হইতে পারিবে।"

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের প্রাচীন পুস্ত রামায়ণে আছে—

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন। শিব পূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিব পূজা করিতে রামের লাগে মন। বুঝিয়া পুষ্পক রথ নামিল তখন॥
গঠিয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ। হনুমান আনিলেন কুসুম চন্দন॥

পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাই যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-রূপে মহাভারত পুরাণ আদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ-রামায়ণোক্ত যুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য লোপে, দেব দেবীর উপাসনা সংযুক্ত হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ সম্বন্ধীয় রূপকই, বিবেচনা হয়। ইতিহাসে আভাস পাওয়া যায়, শালিবাহন বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তেজিত করিবার জন্য যার পর নাই চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, তথাচ তাঁহারই রাজত্বের পর বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনবল হওতঃ অবশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং তৎস্থলে হিন্দুধর্ম্ম প্রভাবান্বিত ও সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। রঘুবংশে এবং রামায়ণে যেমন অহল্যা গৌতম-সহধর্ম্মিণী-রূপিণী 'লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মে,' তদ্রূপ 'শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীর উদ্ধারার্থে বৌদ্ধধর্ম্মের সুরম্য উদ্যান-রূপ লঙ্কায় যুদ্ধ এবং বানর দ্বারা লঙ্কা দগ্ধও' 'হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ' প্রকাশক রূপক মাত্র।

খৃষ্টাব্দের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বাবধি সিংহলে (লঙ্কায়) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিতআছে

স্নান করি বসিলেন সীতাঠাকুরাণী। জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম। সে কারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম॥"

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে উদ্ধৃত ব্যাসবাক্য দেখুন, বৈদিক ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক বেদবিভাগকর্ত্তা চতুর্ব্বেদপ্রকাশক-ব্যাসই যখন নিরাকার পরমেশ্বরের সাকারভাবের এবং তীর্থ মাহাত্ম্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা, তখন তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র খৃঃ ১০ম শতাব্দীর জন্মেজয়ের পূর্ব্বে যে, মহাভারত, পুরাণাদি প্রকাশিত হয় নাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 'সেতুবন্ধরামেশ্বর, তীর্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণ দ্বারাও কালিদাসকৃত রঘুবংশকাব্য-বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ ও বঙ্গীয়কবি কৃত্তিবাসরচিত পদ্য রামায়ণ এই তিন গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। রঘুবংশের পরে রামায়ণ, অবশেষে সেতুবন্ধন স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপনের পশ্চাতে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত এ তীর্থের প্রবাদানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসানুসারে-কাশ্মীর (সর্ব্বপ্রথম) 'ওঁকারলিঙ্গ' এবং ত্রিকুট পর্ব্বতের 'একলিঙ্গ' খৃঃ ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লঙ্কার সাগর পথে তীর্থ স্থাপন তৎপশ্চাতেই হইয়াছে, তদগ্রে হয় নাই। অতএব রঘুবংশে রামচন্দ্র নামে যিনিই লক্ষিত হইয়া থাকুন, খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শালিবাহনই রামায়ণের 'রামচন্দ্র'।

গোপ্রতর তীর্থ সম্বন্ধে রঘুবংশকার লিখিয়াছেন,—

"চিত্তজ্ঞ কপিরাক্ষসগণ প্রজাগণের কদম্বমুকুলবৎ স্থূল অশ্রুপাতে অভিষিক্ত রামের পদবীগ্রহণ করিল। উপস্থিত বিমানে অধিরূঢ় ভক্তবৎসল রঘুনাথ অনুগামীদিগের নিমিত্ত সরযুকে স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ করিলেন। সরযুনিমগ্ন প্রাণিগণের বিমর্দ গোপ্রতর সদৃশ হইয়াছিল, এই হেতু তদবধি সেই স্থান 'গোপ্রতর' পবিত্র তীর্থ বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইল।"

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণে এ তীর্থের কোন কথাই নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদে আছে,—

"রামচন্দ্র এইরূপে অর্দ্ধ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চান্মুখস্থিতা পুণ্যতোয়া সরযুনদী দেখিতে পাইলেন। মহারাজ রঘুনন্দন রাম, প্রজাগণের সহিত সেই আবর্ত্তসঙ্কুলানদীর সকল স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক সেই সরযুর স্বর্গসাধন পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন।"

[শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাবধি এ স্থান 'স্বর্গসাধন পবিত্র' ছিল, বুঝা যায়।]

"দেবদেব পিতামহ এই কথা বলিলে, সকলেই আনন্দাশ্রু পরিপূরিত লোচনে সরযুর সেই গোপ্রতর নামক মহাতীর্থে প্রবেশ করিল"।

'নামক মহাতীর্থ'-মূল শ্লোকে নাই বটে; কিন্তু মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর অনুবাদক মহাশয় এ শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ অযথা করেন নাই। এ শ্লোকে ব্যবহৃত 'গোপ্রতার' এবং রঘুবংশ-কাব্যে প্রযুক্ত 'গোপ্রতর' এই দুই শব্দের অর্থ একই, ("গো-প্রতর, প্রতার [প্র-তৃ পার হওয়া+অ(অল্), আ (ঘঞ্)-ভা] পার হওন, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, পুং, গোদিগের পার হওয়া। অল্ ঘ ঞ-ঘি) তীর্থ

বিশেষ। শিং-" গোপ্রতারং ততোগচ্ছেৎ সরয্বাস্তীর্থমুত্তমং। যত্র রামোগতঃ স্বর্গং সভৃত্যবলবাহনঃ।" অতএব 'নামকতীর্থ বা মহাতীর্থ' প্রয়োগ ব্যতিরেকে এ শ্লোকের অর্থ বা অনুবাদ হয়ই না। 'গোপ্রতর বা গোপ্রতার মহাতীর্থের' বিবরণ রঘুবংশে* যাহা আছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে রামায়ণ লক্ষিত রামচন্দ্রের (যুদ্ধে বা বিষ্ণুতেজে) প্রাণ বিসর্জ্জন রঘুবংশ প্রকাশের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে হয় নাই। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষে প্রণীত রঘুবংশকাব্যের পূর্ব্বে ভিন্ন পরে 'অমরকোষ' সঙ্কলিত হয় নাই, কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য যদি ঐ প্রাচীন অভিধানের অগ্রে প্রকাশিত হইত, তবে 'গোপ্রতার'-'গঙ্গা'-'সেতুবন্ধ-রামেশ্বর'-আদি তীর্থের পরিচয় এবং 'অথর্ব্ববেদ'-'রামাবতার'-'নারদ'-'বশিষ্ঠ'-ইত্যাদি প্রধান শব্দের উল্লেখ উহাতে থাকিতই থাকিত, কিন্তু তাহা না থাকায়, খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (এবং রঘুবংশের) পূর্ব্বে যে বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয় নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আবার 'রঘুবংশ' অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দিলীপ-" মগধকুলোদ্ভবা সুদক্ষিণাকে বিবাহ করেন। এই মগধরাজকুলের আদি পুরুষ প্রদ্যোত খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে (বিঃ পুঃ ৪।২৪) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, চ প্রদর্শনী দেখুন। ইঁহার একাদশ অধস্তন বংশধর খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে অর্থাৎ অন্তর্দ্বাপরের শেষে অন্তস্ত্রেতার প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের ত্রিচত্বারিংশ পিতৃ-পুরুষ প্রসেনজিৎ বর্ত্তমান ছিলেন। এই প্রসেনজিতের পরে অন্তস্ত্রেতা আরম্ভ; অতএব কলির মধ্যে-অন্তস্ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, কলির পূর্ব্বে নিশ্চিতই হয় নাই।

মগধকুলোদ্ভবা সুদক্ষিণার পতি দিলীপের পিতৃপুরুষ ভগীরথ খৃঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর কপিলদেবের ভ্রাতৃ প্রপৌত্র জহ্নুমুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। এই জহ্নুমুনি খৃঃ ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ধন্বন্তরির সমকালিক ছিলেন। জহ্নুর খুল্লপ্রপিতামহ কপিলদেব ভগীরথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ সগরের সন্তানহন্তা আখ্যাত ছিলেন। এবম্প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে যে, দিলীপের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরামচন্দ্র খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। বিদর্ভনগর সম্ভবৎ ৪র্থ শতাব্দীর শেষে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ অজ বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজের ভগিনী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় সমাগত রাজগণের মধ্যে মগধরাজ পরন্তপের নাম সর্ব্বাগ্রে উক্ত আছে। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ অজের

---

* কালিদাস এ কাব্যের নাম-'সূর্য্যবংশ' কিম্বা 'মনু বা দিলীপবংশ' না রাখিয়া,-রঘুবংশ রাখিলেন কেন? এ কথার উত্তর কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণের আদিকাণ্ডে-আছে-যথা-"রঘুরাজার বীরত্ব জন্য ব্রহ্মা রঘুবংশ আখ্যান দেন"। ইহা অমৌলিক নয়। যে মূল অবলম্বনে পদ্য রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই এ বিবরণ আছে। সরযূ নদীর 'গোপ্রতর তীর্থের' ব্যাখ্যা রঘুবংশে থাকায়-যেমন রামায়ণে তাহা নাই, তদ্রূপ 'রঘুবংশ' নামের ব্যাখ্যা রামায়ণে থাকায়, রঘুবংশ অপেক্ষা রামায়ণের আধুনিকতাই প্রকাশ পাইতেছে,-প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হয় না।

যৌবনকালে ও মগধের রাজাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, এবং পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর মগধের রাজধানী ছিল, (রঘুবংশ ৬ষ্ঠ সর্গ)। বুদ্ধদেবের কেন, নন্দদিগেরও পূর্ব্বে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের পরে মগধের রাজারা রাজগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাটলিপুত্রে বাস করেন। মগধের আদিরাজা প্রদ্যোত (বিষ্ণুপুরাণানুসারে খৃঃ পূঃ ৯১৫) হইতে খৃঃ ৫ম শতাব্দীর অন্ধ্রবংশীয় শেষ রাজা 'পুলোমা' পর্য্যন্ত পরন্তপ নামধারী কেহই মগধের রাজা ছিলেন না; বিঃ পুঃ ৪।২৪ দেখুন। পুলোমার পরবর্ত্তী আভীরভৃত্য যবন বা অন্য জাতীয় মগধাধিপতি গণের নাম পুরাণে নাই, অতএব পরন্তপ (অর্থ "শত্রুর পীড়াদায়ক") কল্পিত নাম না হইলেও, শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ অজ নিশ্চিতই নন্দদিগের অনেক পরে ভিন্ন পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। নানা পৌরাণিক ও অপর প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

রামায়ণে উক্ত আছে—অহল্যা পতির দ্বারা অভিশপ্ত হইবার সহস্রাধিক বর্ষ পরে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। এ অহল্যা যে শতানন্দের গর্ভধারিণী নন, তাহা পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। ইনি যথার্থই জনক-পুরোহিত শতানন্দের মাতা হইলে, পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে কি ঐ শতানন্দ উপস্থিত থাকিতে পারিতেন? চ ও ব্রা প্রদর্শনী (পৃঃ ৭৩ ও ১৬৩) দেখুন, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে জনক-পুরোহিত শতানন্দের জননী অহল্যা * ১ম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের সমকালিক কৃপাচার্য্যের প্রপিতামহী। ইঁহার পতি যে ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম,যাঁহার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বন গমন কালীন কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অভিসম্পাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রপাঠীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের অভিশাপঃ—

"ন্যায়শাস্ত্রমধিত্যানাং সার্গালিক যোনিমাপ্নুযাৎ। ইতি সত্যম্বিজানিহি মম বাক্যমতিস্ফুটং॥"

শতানন্দের জন্মের অন্ততঃ ৫ বৎসর পরে (অনুমান ৫৮৫+৫=৫৯০ খৃষ্টাব্দে) অহল্যা তাঁহার পতির দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম তাহার সহস্রাধিক বর্ষ পরে—

অনুমান খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে,-ধরিতে হয়।

মহাপদ্ম নন্দের পূর্ব্বে দূরে থাকুক, দ্বাপরের শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের ও অষ্টশতাধিক বর্ষ (খৃঃ ১৬০০) পরে,-অন্তঃকলির নবম শতাব্দীর মধ্যে-কি তবে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল? বলা বাহুল্য,-ইহা নিঃসন্দেহ অশুদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিতই ন্যায়শাস্ত্রকার গোতমেরও পূর্ব্বে দেহ-ধারণ করেন নাই। বুদ্ধ-গৌতমই শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিচত্বারিংশ পিতৃপুরুষ প্রসেনজিতের সমকালিক ছিলেন। ইঁহারই সহস্রাধিক বর্ষ পরে (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষে) শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত হয়; কুরু কিম্বা মহাপদ্মের পূর্ব্বে হয় না। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে পুলোমার মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতি 'রামদেব' মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এই 'রামদেব' হইতে 'রামাবতার' নাম রঘুবংশে গৃহীত হইয়াছে,

* ইনি কুরুর অনুমান ৫ম অধস্তন বংশীয়দিগের সমকালিক।

বিবেচনা হয়। বিষ্ণুপুরাণে-মগধরাজগণের' মধ্যে পুলোমার অনেক পশ্চাতে 'পুরঞ্জয়' (অর্থ,-" শিব; সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ, ইনি বিকুক্ষির পুত্র, অপর নাম ককুৎস্থ *, সৃঞ্জয়ের পুত্র; বিন্ধ্যশক্তি যবনের পুত্র) নাম আছে। ইঁহার পরেই 'রামচন্দ্র' মগধের অধিপতি হন। পুরঞ্জয় (ককুৎস্থ) হইতে উৎপন্ন-সূর্য্যবংশীয় মগধাধিপতি 'রামচন্দ্র' অনুমান খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে-অর্থাৎ অন্তস্রেতার শেষ-সন্ধ্যাংশ মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইযাছিলেন। ইনি যে সূর্য্যতনয় সম্রাট শালিবাহন ভিন্ন অপর কেহ নন, তাহাই ইতিহাস, পুরাণ ও রামায়ণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যা (উত্তর ও দক্ষিণ কোশল) মগধ প্রভৃতি স্থান শালিবাহনেরই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শালিবাহনই রামায়ণলক্ষিত রামচন্দ্র।

শ্রীহর্ষচরিতে কালিদাসের, এবং প্রসঙ্গক্রমে উপমেয় রূপে পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির নাম উক্ত আছে, কিন্তু মহাভারত রামায়ণ অথবা বাল্মীকি বেদব্যাসের নাম নাই। এ পুস্তক রচয়িতা বাণভট্ট নিজের পরিচয় † যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি খৃঃ ৭ম শতাব্দীর সম্রাট শিলাদিত্যের এবং কাশীপুরী পুনর্নির্ম্মাতা (দিবোদাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র) অলর্কের অনেক পশ্চাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, প্রকাশ পাইতেছে (ধ্ব প্রদর্শনী ও বর্ণবিভাগ সম্বন্ধীয় অনুশীলন দেখুন)।—শিলাদিত্যের বা হর্ষবর্দ্ধনের জন্মের কোন বিশেষ বিবরণ শ্রীহর্ষচরিতে নাই; তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কেবল দেবী-দত্ত বরের যে বর্ণনা আছে তাহা এই,—

"অবাদীচ্চ চানেন সত্ত্বোৎকর্ষেণ ভগবচ্ছিবভট্টারকভক্ত্যা চাসাধারণয়া ভবান্ সূর্য্যচন্দ্রমসো-

---

* "ককুৎস্থ (ককুদ্ রাজচিহ্ন-স্থ যেথাকে, ৭মী-ষ কিম্বা ৭মী হিং। কেহ বলেন—ককুদ ষাঁড়ের ঝুঁটি-স্থ যে থাকে। বৃষরূপ ইন্দ্রের ককুদে যিনি [দিলীপ] স্থিতি করিয়াছিলেন, ৭মী—ষ, সংপুং, সূর্য্যবংশীয়—নৃপবিশেষ, রামায়ণে বর্ণিত আছে—ইনি ভগীরথের পুত্র রঘুরাজা; কিন্তু ভাগবতে ইঁহার পিতারনাম রিপুঞ্জয়। ঐ রিপুঞ্জয়ের আর একটিনাম শশাদ। ত্রেতাযুগে যখন তিনি অযোধ্যায় রাজ্য করেন, তৎকালে দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতে দেবগণভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি ঐ রাজার সাহায্য গ্রহনের আজ্ঞা করেন, পরে দেবগণ ঐ রাজার শরণ গ্রহণ করিয়া তৎসমীপে সমস্ত জ্ঞাপন করাতে ঐ ভূপতি মহা বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণ করিয়া সেই সংগ্রামে গমন ও জয়লাভ পূর্ব্বক দেবগনের প্রীতিউৎপাদন করিয়াছিলেন। তদবধি ইঁনি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন।"

† বাণভট্ট বাৎস্যায়ন কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ—ছিলেন। কাশীরাজ অলর্কের পিতা বৎস হইতে বাৎস্যায়ন বংশ। অলর্কের ১২শ অধস্তন বংশধর "ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয়" বিঃ পুঃ ৪।৮।৯।

অলর্কের পিতাবৎসঅতিসদাচার। বৎসহতে বৎসবংশ হইলপ্রচার ॥
বৎসের যে ভ্রাতা নাম ধরয়ে ভার্গব। তাহাহতেভৃগুবংশ হইলউদ্ভব ॥
ভৃগুবংশেঅবতংস অঙ্গীরা হইতে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিজাতিতে ॥
সহস্র সহস্র পুত্র লভিল জনম। কাশীরাজ ইহাদের জানিবে প্রথম ॥

(মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্ব ২৯শ অধ্যায়)

তৃতীয়ইবাবিচ্ছিন্নয়া প্রতিদিনমুপচীয়মানমুক্তেঃ শুচিস্থভগদত্ত্যাগ শোভপুরন্দ কাণ্ড-প্রায়স্য মহতো রাজবংশস্য কর্তা ভবিষ্যতি। যশ্মিন্নুৎপন্নে তে সপ্তদ্বীপান্তরাণাং ভোক্তা হরিশ্চন্দ্র ইব হর্ষ নামা চক্রবর্ত্তী ত্রিভুবনবিজিগীষুর্মান্ধাতুর্দ্বিতীয়ঃ।”

হর্ষ-চরিতের ষষ্ঠীর অধ্যায়ে শালিবাহনের জন্মাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত আছে, এবং ঐ ইতিহাসের বিবিধ স্থানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী মধ্যে তাঁহার ‘শিলাদিত্য’ এবং ‘শালিবাহন’ উপনামের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

হর্ষবর্দ্ধনের (বা শিলাদিত্যের) রাজ্য-লাভের বা রাজ্যবিস্তারের ও দেহাবসানের কিম্বা জীবনের অপর কোন প্রধান ঘটনার বিবরণও এই, ‘চরিত’ নামাঙ্কিত গ্রন্থে নাই; তবে ‘পরমেশ্বর’-সদৃশ ‘নিম-পুজনের’ ভাবে তাঁহার অত্যুচ্চ অসাধারণ বর্ণনা হইতে আছে। যথা,—

“এবধণ্ডু চতুঃসমুদ্রাধিপতেঃ সকলরাজচূড়ামণিশ্রেণী শাণ কোণ নির্ম্মলী কৃতচরণ নখ মণেঃ সর্ব্ব চক্রবর্ত্তীনাং ধৌরেয়স্য মহারাজাধিরাজরাজ-পরমেশ্বরস্য * শ্রীহর্ষদেবস্য”—

এতদ্দ্বারাই তাঁহার দেবত্ব বা অবতারত্ব স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে। অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক। শালি-বাহন ব্যতিরেকে অপর কেহ রামায়ণ বর্ণিত রামচন্দ্র নহেন।

একাদশ পরিচ্ছেদে অব্যর্থ প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে যে পুরাণোক্ত দ্বাপরের (অন্ত-দ্বাপরের) শেষাংশের অবতার গৌতম বুদ্ধ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন ... ... খৃঃ পূঃ ৬২৭ এবং ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার পর অন্তস্ত্রেতার আগ্যাংশের অবতার পরশুরাম যে ... ... খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ সগরসন্তানহন্তা কপিলদেব যে ... খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা মহাভারত পুরাণ রামায়ণ ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত বিবিধ প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে; চ প্রদর্শনী এবং ১৩শ পরিচ্ছেদ দেখুন।

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিচত্বারিংশ পিতৃপুরুষ প্রসেনজিৎ খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বুদ্ধ-গৌতমের সমকালিক ছিলেন; বিঃ পূঃ ৪২৪ ও চ প্রদর্শনী দেখুন। রামায়ণানুসারে বুদ্ধগৌতমের সহস্রাধিক বর্ষ পরে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। ৪২ পুরুষে সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হওয়া অসম্ভব নয়। ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতমখ্যাত-গোতম শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে জীবিত ছিলেন। ঐ গোতমের পুত্র শতানন্দ শ্রীরাম-চন্দ্রের সমকালিক। শতানন্দের পৌত্রীপতি দ্রোণাচার্য্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হন। কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা-পাণ্ডবদিগের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রের অভি-ষেকোদ্যোগকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ব প্রদর্শনী (১৬৫ পৃঃ) দেখুন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব্দ যে... খৃঃ ১৫০ এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্মাব্দ যে ... ... খৃঃ ৫৯৩

* যথা,—‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

কাশী প্রেস।

তাহাও অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের ও শালিবাহনের জন্মাব্দ একই। শালিবাহনই পুরাণোক্ত ত্রেতার (অন্তস্ত্রেতার) শেষাংশের অবতার শ্রীরামচন্দ্র রূপে রামায়ণে লক্ষিত হইয়াছেন; ভুল নাই।

রামায়ণানুসারে গৌতমপুত্র শতানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। পুরাণানুসারে এই শতানন্দের পৌত্র কৃপাচার্য্য প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের কিঞ্চিৎ বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, পুনর্জাত-শ্রীরামচন্দ্র-অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের বংশজাত। বাপ্পাদিত্যের পুরাণকল্পিত নাম যেমন শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ বাপ্পাদিত্যের পিতৃপুরুষ শালিবাহন শ্রীরামচন্দ্র নামে রামায়ণে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। মগধের অন্ধ্রবংশীয় শেষ রাজা পুলোমারী (অর্থ ইন্দ্র)-রঘুবংশোদ্দিষ্ট রামচন্দ্র। তিনি যে খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন, তাহা পুরাণে ব্যক্ত আছে; কিন্তু তাঁহার সহিত খৃঃ ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর বশিষ্টদেবের বা শতানন্দের কিম্বা তৎপৌত্র কৃপাচার্য্যের সমকালিক পাণ্ডবদিগের বা শ্রীকৃষ্ণের অথবা অপর পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কোন সম্বন্ধের নিদর্শন পুরাণে বা অন্যত্রে পাওয়া যায় না। সূর্য্যতনয়-সম্রাট শালিবাহনের ও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মাব্দ জন্মতিথি জন্মমাস ইত্যাদি একই, রাজসিংহাসনাধিকার একই বয়সে, এবং ইঁহাদের রাজত্বকালেরও প্রভেদ নাই, বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মৃত্যুবিবরণ এক নয় বটে. কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্থূলে তাহার কোন পার্থক্য নাই, অথবা সে প্রভেদ ধর্ত্তব্য নয় বলিলেও দূষণীয় হয় না। সূর্য্যকুণ্ড হইতে যখন ‘দেবরথ’ উঠিল না তখন সূর্য্যতনয় সম্রাট শালিবাহন "হতাশ হইয়া" ‘জলে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায়’ লীলাসম্বরণ-সংকল্পে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন; "সেই যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণ গেল"। রামচন্দ্রের (ভ্রাতৃশোকে) ‘জলে আত্মবিসর্জ্জন’ সদৃশ শালিবাহন (দেবরথের শোকে) ‘রণে আত্মসমর্পণ করিলেন *। আর্য্যরবিও অস্তমিত হইল। আবার পুরাণানুসারে (হিন্দুসূর্য্য শ্রীবাপ্পাদিত্য বা) শ্রীকৃষ্ণরূপে সেই অস্তমিত রবির পুনরুদয় হইয়াছিল। সেই হিন্দুসূর্য্য পশ্চিমাচলের অন্তরালে গমন করিলে ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এবং পরে অন্তঃকলিযুগের প্রবর্ত্তন হইল। এই শালিবাহনকে ভিন্ন অপর কাহাকে কি ‘অবতার রামচন্দ্র’ বুঝায়? কখনই নয়।

অন্তর্যুগ সঙ্কেত ব্যতিরেকে যুগসম্বন্ধীয় ঋষিবাক্যসকলের সমীচীনতা হৃদগম্য হয় না। মগধরাজ ‘মহাপদ্ম’ যে কলির অষ্টাবিংশ বা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন,-তাহা জগতস্থ পণ্ডিত মহোদয়গণের মধ্যে কাহারও প্রতিবাদযোগ্য নয়। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে কোন প্রভেদ নাই,-তাহার

* ফল কথা, রঘুবংশের বর্ণনা রামায়ণে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে যে শালিবাহনের প্রাণত্যাগ হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের ইদানীন্তন ইতিহাসে ব্যক্ত নাই; কেবল ‘রাজস্থানের’ মিবার অধ্যায়ে উক্ত আছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গে ‘বানর রাক্ষস এবং পৌরাদির সহিত রামের সরযূপ্রবেশ’ বিবরণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে "বিবিধ বাণ, সুবৃহৎ দিব্যধনু এবং আর আর অস্ত্র সকল পুরুষমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল।" ইত্যাদি। এই ‘মহাপ্রস্থান’ বর্ণনায় শালিবাহনের সৈন্যসামন্ত সহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জনের প্রচুর আভাস উপলব্ধ হয় না কি?

ভূরি ভূরি প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয়-শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রবংশীয় কুরুর ও শ্রীকৃষ্ণের এবং মগধরাজ মহাপদ্মের আদি পুরুষ একই,—ভিন্ন নয় । পুরাণকার যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কখন 'চন্দ্র বা যদুবংশীয়', কখন 'সূর্য্যবংশীয়' বলিয়াছেন; তদ্রূপ মহাপদ্মকে কোন স্থানে 'সূর্য্যবংশীয়' অন্যত্র 'চন্দ্রবংশীয়' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়েরা ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পিতৃপুরুষ অজ, রঘু, ভগীরথ সগর প্রভৃতিকে কলির অষ্টাবিংশ শতাব্দীর এই মহাপদ্মের পশ্চাতে 'ত্রেতার প্রধান রাজাদিগের' মধ্যে উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। ঐ 'ত্রেতার' শেষে দ্বা-পরে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির ও পরিক্ষিত রাজাছিলেন, পঞ্জিকা সকলে প্রকাশিত আছে। অতএব বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার পণ্ডিত মহাশয়েরা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, যে পুরাণোক্ত 'ত্রেতা অথবা দ্বা-পর' কলিরই অন্তর্যুগ এবং ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বা-পরের শ্রীকৃষ্ণ-মগধরাজ মহাপদ্মের পশ্চাতেই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন; নিঃসন্দেহ তৎপূর্ব্বে নয় । পুরাণের অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

শেষ কথা—ভারতের সর্ব্ব প্রথম অব্দ 'সম্বৎ'। ইহার ১৩৪ বৎসর পরে গৌরবর্দ্ধিক 'শক' প্রচালিত হয়। শক পূঃ অনুমান ৬৭০-৭৫ অব্দে বুদ্ধগৌতম দ্বারা নির্ব্বাণতত্ত্ব সাধিত হইয়া জগতের আদিধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। বুদ্ধগৌতমের সহস্রাধিক বৎসর এবং মহাপদ্ম নন্দের প্রায় ৮০০ বৎসর পরে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ফলিতজ্যোতিষের গণনা আরব্ধ হইয়াছে। 'পল' কিম্বা 'দণ্ড' শব্দের কোন জ্যোতিষিক অর্থ 'অমরকোষে' নাই। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-মাস-তিথি নক্ষত্র-লগ্ন পর্য্যন্ত রামায়ণে ব্যক্ত আছে;—'রঘুবংশে' নাই। বলা বাহুল্য, ইহাও রঘুবংশকাব্যের প্রাচীনতার প্রমাণ। রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে বুদ্ধদেবের কেন, মহাপদ্ম নন্দের বহুকাল পশ্চাতে ভিন্ন অগ্রে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয় নাই। বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার পণ্ডিতেরা তাহাই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই নানা প্রকারে প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির মর্ম্মানুযায়ী ব্যাখ্যার দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সূর্য্যতনয় সম্রাট শালিবাহনই-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্ররূপে লক্ষিত হইয়াছেন। 'শাক' রামচন্দ্রেরই জন্মাব্দ। অতএব অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার জগতের আদিধর্ম্ম-আর্য্য বা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌতমের দেহাবসানের অন্যূন ১১৩৫ বৎসর পরে, অন্তস্ত্রেতার শেষসন্ধ্যাংশ-মধ্যে ৫১৫ শকাব্দে বা ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে পুরাণোক্ত ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯৩ সালে বা ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলির ৩৮৮৮ অব্দে-অন্তস্ত্রেতা' শেষ; পরে অন্তঃকলি আরম্ভ।

অবতারতত্ত্ব তীর্থতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব আদির বিশেষ অনুশীলন করিলে ধীমান
মহোদয়েরা অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে—বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের
মূলভিত্তি একই—নির্ব্বাণ।

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তরমাত্রঃ—ভুল নাই।

পুরাণদর্শনসূত্র-উপক্রমণিকা।

অথবা

আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

(অবশিষ্টাংশ)

AN ELEMENTARY TREATISE CONCERNING THE PHILOSOPHY RELIGION AND HISTORY AS CONTAINED IN THE PURANAS.

(A Stepping Stone to true Hinduism in Bengal)

Printed

AT THE KASHI PRESS,

(First 200 to 265 Pages)

at the Mahalakshmi Press,

(Last 40 Pages)

Benares City.

সাল ১৩১৭, ইং ১৯১০

এ ক্ষুদ্র উপক্রমণিকার অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত হইবার

প্রত্যাশা ছিল না—

কেবল

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

কৃপায়

বঙ্গের মহাজনগণের সমক্ষে অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হইল।

এক্ষণে

ভরসা—

তাঁহারা নিজগুণে এ বৃদ্ধ সম্পাদকের দোষ সকল মার্জ্জনা

করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম

গ্রহণ করিবেন।

১৩১৭ সাল

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর সহায়।

পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেহতত্ত্ব বা দেহের উৎপত্তি কথন।

শ্রীমহাভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত।

মূল।	বঙ্গানুবাদ।
'ক্ষিতি জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ। এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥	"শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত হইতেই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়।
প্রধান পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা। উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সোঽয়ং গিরিবাজ নিবোধমে। অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ॥	হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, এই প্রধান ভূত পৃথিবীরই অধিক ভাগ শেষোক্ত ভূত গুলির সহযোগে অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজরূপে চতুর্ব্বিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।
অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ স্বেদজাঃ মশকাদয়ঃ। বৃক্ষগুল্ম প্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জাঃ হি বিচেতনাঃ। জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশবস্তথা। শুক্রশোণিতসম্ভূতো দেহো জ্ঞেয়ো জবয়ুজাঃ॥	হে মহারাজ তন্মধ্যে পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদজ বৃক্ষ গুল্মাদি অচেতন পদার্থ উদ্ভিজ্জ, কিন্তু মনুষ্যগণ ও পশু সমূহ জরায়ুজ, এই জরায়ুজগণই শুক্র শোণিত হইতে দেহ লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়।
ভূয়ঃ স ত্রিবিধোজ্ঞেয়ঃ পুংস্ত্রীক্লীবাদিভেদতঃ। শুক্রাধিক্যে পুরুষোভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপ। রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী তয়োঃ সাম্যে নপুংসকং॥	হে পর্ব্বতরাজ এই প্রাণিই আবার পুরুষ স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে, শুক্রাধিক্য হইলে পুরুষ, রক্তাধিক্য হইলে স্ত্রী এবং শুক্র শোণিতের সাম্যে নপুংসক হইয়া থাকে।
স্বধর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণয়াযুতঃ। পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্য গতো ভবেৎ। স্থিত্বা তত্র চিরংভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।	জীব স্বধর্ম্ম বশতঃ নীহারকণার সহিত যুক্ত হইয়া আকাশ হইতে পৃথিবী পৃ

ততঃ প্রবিষ্টঃ তদ্ গুহ্যা পুংসোদেহে প্রজায়তে।
রেতস্তেন সজীবোহপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥

পড়িয়া, ধান্য গোধুমাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং এই ভাবে ব্যাপক কাল থাকিয়া কোন পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, ভক্ষিত শস্য সেই পুরুষের শরীরস্থ গুহ্যদেশে যাইয়া রেতোরূপ ধারণ করে, এইরূপে সেই রেতঃ জীবরূপে দেহ মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করে। *

ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রেতসা সহিতঃ সোহপি মাতৃগর্ভে প্রযাতি হি॥

হে মহামতে তদনন্তর স্ত্রীর ঋতুকালে তাহার সহযোগে সেই জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে গমন করে।

ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেহহনিতদ্দিনাৎ।
আষোড়শদিনাদ্রাজন্নৃত্যুকাল উদীরিতঃ॥

চতুর্থ দিবসে স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়, এবং ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল কথিত হইয়া থাকে।

জায়তে চ পুমান তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মদিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ঋতুর যুগ্মদিবসে সহযোগ হইলে পুরুষ জন্মে এবং অযুগ্মদিবসে নারী উৎপন্ন হয়।

ঋতুস্নাতা তু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎপশ্যেদ্ভর্ত্তুরাননং॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানান্তর কামার্ত্ত হইয়া, যে পুরুষের মুখাবলোকন করে, তদাকৃতি সন্ততি জন্মে, সেই হেতু নারী আপন ভর্ত্তার আননই দেখিবেন।

তদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভূত্বা মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ু পরিবেষ্টিতং।
ততঃ পঞ্চদিনেনৈব বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ॥

হে মহামতে। সেই রেতঃ যোনিরক্তের সহিত যুক্ত হইয়া এক দিবসে জরায়ু মধ্যে কলল রূপ ধারণ করে এবং পঞ্চদিনে বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয়।

যাতি চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্ম জরায়ুঃ সম্প্রিপদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগ যস্মিন্ সংজায়তে ততঃ।
তত্র গর্ভে ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ॥

জরায়ু সূক্ষ্মচর্ম্মের আচ্ছাদন তন্মধ্যে শুক্র শোণিতের যোগ হইতে থাকে, এই চর্ম্মকোষে গর্ভধারণ করে বলিয়া ইহাকে জরায়ু কহে।

* জন্ম জন্মান্তর তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-শাস্ত্রে এই মাত্র পাওয়া যায়।

ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ।
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী তচ্ছোণিতপরিপ্লুত॥

তদনন্তর সপ্তরাত্রে সেই শুক্রমাংস পেশী-রূপে পরিণত হয় এবং একপক্ষ হইবামাত্র সেই পেশী রক্তে পরিপ্লুত হয়।

ততস্তদঙ্কুরো উৎপন্ন পঞ্চবিংশতি রাত্রিষু।
স্কন্ধগ্রীবা শিরঃপৃষ্ঠোদরাণি চ মহামতে।
পঞ্চধাঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চ ক্রমাৎ॥

হে মহামতে তদনন্তর পঞ্চবিংশতি রাত্রি গত হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে একমাস প্রাপ্ত হইলে তাহাতে স্কন্ধ গ্রীবা শিরঃ পৃষ্ঠ এবং উদর এই পঞ্চ-অঙ্গ বিকাশ পায়।

দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে পাণিপাদাদয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তি হি॥

দ্বিতীয় মাসে হস্তপদ উৎপন্ন হয় এবং তৃতীয় মাসে দেহের সন্ধি সকল জন্মে।

অঙ্গুল্যাপি জায়ন্তে চতুর্থেমাসি সর্ব্বতঃ।
রক্তব্যাপ্তিশ্চ জীবস্য তস্মিন্নেব হি জায়তে॥

চারিমাসে অঙ্গুলি সকল প্রকাশ হইয়া পূর্ণ মনুষ্যাকার ধারণ করে এবং সমস্ত দেহে রক্ত চলাচল করে।

ততশ্চলতি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্থিতঃ।
নেত্রকর্ণৌ তথা নাসা জায়ন্তে মাসিপঞ্চমে।
তথাপি তন্মুখশ্রোণী গুহ্যং তস্মিন্ প্রজায়তে॥

অনন্তর জননী জঠরে গর্ভ নড়িতে থাকে এবং পঞ্চমাস প্রাপ্ত হইলে নেত্রযুগল এবং নাসিকা উৎপন্ন হয় এবং তখন তাহার মুখ, পাছা ও গুহ্য উৎপন্ন হয়।

পায়ুমুষ্কমুপস্থঞ্চ কর্ণছিদ্রে দ্বয়স্তথা।
জায়ন্তে মাসিষষ্ঠেতু নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥

ষষ্ঠমাসে নরের মলদ্বার, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ এবং কর্ণের ছিদ্রদ্বয় এবং নাভি উৎপন্ন হয়।

সপ্তমে কেশরোমাণি জায়ন্তে চ তথাষ্টমে।
বিভক্তাবয়বত্বঞ্চ জায়তে গর্ভমধ্যতঃ।
বিহায়স্তশ্মশ্রু দন্তাদীন্ জন্মান্তরসমুদ্ভবান্।
সমস্তাবয়বাস্তত্র জায়ন্তে ক্রমশঃ পিতঃ॥

হে পিতঃ সপ্তম মাসে কেশ ও রোমাদি উৎপন্ন হয় এবং অষ্টম মাস প্রাপ্তে গর্ভমধ্যে জীবের দেহ সমস্ত অবয়বে বিভক্ত হয়, তখন পূর্ব্বজন্মের শ্মশ্রু দন্তাদি ত্যাগ করিয়া জীব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নবমে মাসি জীবস্য চৈতন্যং সর্ব্বতোঽভবৎ।
মাতৃভুক্তান্নসারেণ বর্দ্ধতে জঠরোস্থিতঃ॥

নবম মাসে জীব সর্ব্বপ্রকার চৈতন্য লাভ করতঃ জঠরমধ্যে মাতৃভুক্ত অন্নরসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্রাপ্তশ্চ যাতনাং ঘোরাং ন স্মরতি স্বকর্মতঃ।
স্মৃত্বা প্রাক্তন দেহোত্থকর্মাণি বহু দুঃখিতঃ।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি॥

তখন জীব নিজ কর্মদোষে ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব দেহজাত কর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক বহু দুঃখিত হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া আক্ষেপ বাক্য বলিতে থাকে।

এবং দুঃখময়ং প্রাপ্য ভূয়োজন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জনং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতং।
ন চিন্তিতা ভগবতীদুর্গা দুর্গতি হারিণী॥

এইরূপ দুঃখ পাইয়া আবার ভূতলে জন্ম-গ্রহণ করে এবং পূর্ব্ব জন্মে অন্যায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক কুটুম্ব ভরণ পোষণ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখহারিণী ভগবতী দুর্গাকে একবারও আরাধনা করি নাই ইত্যাকার চিন্তা ও বাক্য বলিতে থাকে।

যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মেঽদ্য গর্ভদুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়াসক্তেনৈবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং।
নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ॥

যদি এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে একবার আমার নিষ্কৃতি হয়, তাহা হইলে আমি আর মহেশ্বরী দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ের সেবা করিব না, বরং সংযতচিত্ত হইয়া নিত্য তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিব।

বৃথা পুত্র কলত্রাদি বাসনা বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংস্মরনিত্যং কৃতবানাত্মনোঽহিতং॥

বাসনাবশে বৃথা পুত্রকলত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ রত হইয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছি যে আপনারই অনিষ্ট সাধন করিয়াছি।

তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদং।
ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনং॥

সেই আসক্তির ফলে এখন ভয়ঙ্কর গর্ভ যাতনা ভোগ করিতেছি, এবার আর কখন সংসারের সেবা করিব না।

ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
আস্তে যন্ত্রবিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিকর্ম্মণা।
সূতিবাতবশাদেব নরকাদিব পাতকী।
মেদোঽসৃক্‌প্লুতঃ সর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥

স্বকর্ম্মবশে এরূপ অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া কুক্ষিপথে যোনিযন্ত্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট হওতঃ মেদ ও রক্তাদি ক্লেদ রক্ষিত দেহে জরায়ুতে পরিবেষ্টিত হওয়া সূতিকা বায়ুর বশে পাতকী যেমন নরক হইতে পতিত হয় তদ্রূপ ভূতলে আগমন করে।

ততোমন্মায়য়া মুগ্ধ স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎ করতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ডেঽবস্থিতঃ॥

তদনন্তর আমার মায়ায় মুগ্ধ হওতঃ সেই সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মাংস পিণ্ড মধ্যে অতি অকিঞ্চিৎ করতাকে প্রাপ্ত হয়।

সুষুম্না চ স্থিতা নাড়ী শ্লেষ্মা চ যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো ন শক্যতে॥

সেই বালকের সুষুম্না নাড়ীতে যতদিন শ্লেষ্মা থাকে ততদিন সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না।

স গন্তুং নাপি শক্নোতি বন্ধুভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
অস্পষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছত্যপি সুদূরতঃ॥"

সে তখন বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হয় এবং চলচ্ছক্তি রহিত থাকে এবং হামাগুড়ি দিয়া বহুদূরে যাইতে শিখিলে ও অস্পষ্ট কথা কহিতে থাকে।"

তন্ত্রের সারভূত গ্রন্থ,-শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী হইতে উদ্ধৃত।

দেহের উৎপত্তি কথন।

মূল।

"ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্ম্মরূপিণম্। রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে। পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষ মীহতে। * * সমাযোগা-মৈথুনং স্যাত্তথা তয়োঃ। অন্যোহন্যস্পর্শনা-দ্দেবি জায়তে চ মহৎসুখম্। ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানবিসংশ্রিতৈঃ। ক্ষিতি-রাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেবচ। সর্ব্বেষাং তত্বং প্রাহুঃ স্যাদ্দেহস্থরক্তবীজয়োঃ। নাভি-রন্ধ্রে, তদা দেবি ভ্রাম্যতে চ সমীরণৈঃ। কুম্ভকারো যথা চক্রে ঘটতে চ ঘটাদিকম্। তথা সমীরণো গর্ভে ঘটতে প্রাণিনাং তনুং। কললং চৈকরাত্রেণ বুদ্বুদং পঞ্চমে দিনে।

বঙ্গানুবাদ।

"ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! কর্ম্মসমুদ্ভূত দেহের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। রজস্বলা স্ত্রী ঋতুর পঞ্চম দিনে বিশুদ্ধা হইয়া কামবাণ-পীড়ন বশতঃ পুরুষকে ইচ্ছা করে। অনন্তর পুরুষ ও স্ত্রী * * * মৈথুন করে এবং তাহাতে রেতক্ষরণ হইয়া থাকে তৎ-কালে দেহস্থ রক্ত ও শুক্র মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ তত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। হে দেবি! তখন ঐ রক্ত ও শুক্র বায়ুদ্বারা স্ত্রীর নাভিরন্ধ্রে, সঞ্চালিত হয়। অনন্তর, কুম্ভকার যেমন চক্রের উপরে রাখিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ বায়ু ঐ রক্ত-বীজ হইতেই প্রাণি-দেহ নির্ম্মাণ করে, ঐ শুক্র শোণিত

শোণিতঃ দশরাত্রেণ মাংসপিণ্ডং চতুর্দ্দশে। মাসৈকেঽপি চ সম্পূর্ণে মাংসপিণ্ডোঽঙ্কুরায়তে। আদৌ সং জায়তে বীজোব্রহ্মাণ্ডঃ সহসাঙ্কুরঃ। তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কাল দণ্ডরূপকঃ। চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ। আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ। প্রদীপকলিকাকারং জীবং হৃদি সদা স্থিতম্। রজ্জুবদ্ধোযথা শ্যেনো-গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে। জীবস্য পরমেশানি পরিবারগণং শৃণু। অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ জিহ্বা চ কমলাননে। হস্তৌ পাদৌ মহেশানি গুহ্যোপস্থৌ ক্রমাৎ প্রিয়ে। নাভিশ্চ পরমেশানি মনশ্চ পরমেশ্বরি। জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাথ্যা শেচতি দেহিষু সংস্থিতা। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং মনঃ পরমসারথিঃ। পাপৈঃ পুণ্যৈর্ম্মহেশানি বদ্ধঃ স্যাদাত্মনঃ প্রিয়ে। মনসা সদসৎকর্ম্ম জীবঃ সর্ব্বং করোতি হি। শুদ্ধসত্বাত্মকোজীবঃ সদসৎ কর্ম্ম বর্জ্জিতঃ। মনসা জীবসংযোগাৎ সৎকার্য্যং কুরুতে সদা। মাসদ্বয়ে তু সংপূর্ণে মেদশুক্র প্রজায়তে। মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্ম্মাসৈঃ কেশাস্বক্ চ চতুষ্টয়ে। কর্ণাক্ষিনাসিকাবক্ত্রং কণ্ঠোদরঞ্চ পঞ্চমে। শুক্রাদুৎপদ্যতে রক্তং রক্তাদিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ। প্রাণতোবায়ুরুৎপন্নঃ কালাগ্নিঃ স্যাদপানতঃ। শুক্রতোনাড়িকোৎপত্তিঃ শুক্রাদগ্নিসমুদ্ভবঃ। মাংসতশ্চ মলোৎপত্তির্ম্মজ্জা চাশিততোভবেৎ। বায়ুনা প্রাণনিষ্পত্তিরপানাদগ্নি সম্ভবঃ।

এক রাত্রিতেই কললাকার এবং পঞ্চম দিনে বুদ্বুদরূপে পরিণত হয়, (শুক্র শোণিত মিলিত হইয়া প্রথমে যে এক প্রকার গর্ত্তাকৃতি ধারণ করে তাহারই নাম কলল, এবং তাহারই আর একটু বিস্তৃত অবস্থার নাম বুদ্বুদ) এবং দশম রাত্রিতে উহার ভিতর রক্তের সঞ্চার, ও চতুর্দ্দশ দিনে মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হয়। তৎপর একমাস পূর্ণ হইলে ঐ মাংসপিণ্ড হইতে ক্রমে হস্ত-পদাদির অঙ্কুর হয়। প্রথমতঃ বীজ ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কুরে পরিণত হয়, তাহার অভ্যন্তরে কঙ্কাল দণ্ডরূপ সুমেরু প্রকাশিত হয়, সেই মেরুর অভ্যন্তরে চরাচর ভূতের এবং দেবাদির আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রাণীর হৃদয়ে দীপ-কলিকার ন্যায় জীব অবস্থিতি করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিলেও আবার রজ্জুর আকর্ষণ বশতঃ প্রত্যাগত হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা আকৃষ্ট হয়েন। হে দেবি! এই জীবের পরিবার-গণ শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, গুহ্য, উপস্থ, নাভি, মন, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিনামক অবস্থাত্রয় ইহারা দেহীর পরিবাররূপে অবস্থিতি করে। এই সকল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই সারথিরূপে অবস্থিতি করতঃ পাপ পুণ্যাদি দ্বারা আত্মার বন্ধন সম্পাদন করে, তখন জীব সঙ্গবশতঃ সৎ অসৎ কর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। এই

শুক্রেণোৎপাদিতা জিহ্বা নাসিকাসর্ব্ব দেহিনাং। রক্তাদুৎপত্ততে নেত্রং বামঞ্চৈব তু দক্ষিণং।
প্রাণাদুৎপদ্যতে শূন্যং ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয়ংতথা।
ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ব্বাঙ্গানি চ সপ্তমে।
সন্ধিঃ সপূর্ণতাং যাতি অষ্টমে মাসি বৈততঃ।
অণ্ডাধারস্ত কঙ্কাল-আরভ্য গুদমূলতঃ।
দ্বাত্রিংশজ্জ্ঞানবিজ্ঞেয়ো গ্রন্থিনোবর্দ্ধতে সদা।
তস্য মধ্যে সদা সর্ব্বনাড্যস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা।
অন্যাশ্চ নাড়িকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ॥
ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না চ গান্ধারী বামচক্ষুষি।
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা চ কর্ণদক্ষিণে।
বামে যশস্বিনী চৈব মুখে চালম্বুষা তথা।
কুহশ্চ লিঙ্গমূলে চ শঙ্খিনী শিরসোপরি।
এবং দ্বারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ।
ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ পবনাকাশমেবচ।
স্থৈর্য্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর এব চ।
অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসন্তথৈবচ।
এতেপঞ্চ গুণাঃপ্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ
মলমূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেবচ।
এতে পঞ্চগুণাঃপ্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ কান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥
বিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ॥

জীব শুদ্ধ, সত্বাত্মক ও সদসৎ কর্ম্ম বিবর্জ্জিত বদ্ধ হইয়াও মনের সংযোগ বশতঃ ক্রিয়া করিতে থাকেন। এই রূপে মাস দ্বয় পূর্ণ হইলে দেহের মধ্যে, মেদ জন্মে, তিন মাসে মজ্জা ও অস্থি এবং চতুর্থ মাসে কেশ ও ত্বক্ সঞ্জাত হয় এবং পঞ্চম মাসে কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, কণ্ঠ ও উদর উৎপন্ন হয়। তৎপর ক্রমে শুক্র হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বিন্দু, (রক্তেরই একটু ঘনীভূত অবস্থা) এবং প্রাণ হইতে বায়ু ও অপান হইতে কালাগ্নি সঞ্জাত হয় এবং শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি, মাংস হইতে মল ও মজ্জা উৎপন্ন হয় এবং বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি এবং শুক্র হইতে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা ও নাসিকা, রক্ত হইতে নেত্রদ্বয়, প্রাণ হইতে ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। তৎপর ষষ্ঠমাস পূর্ণ হইলে মুখ ও পদ, সপ্তম মাসে সর্ব্বাঙ্গ এবং অষ্টম মাসে সন্ধি স্থানের সম্পূর্ণতা হয়। অণ্ডাধার, কঙ্কাল ও গুদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দ্বাত্রিংশৎ গ্রন্থি আছে, উহা জ্ঞান-গম্য। তন্মধ্যে সমস্ত নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের নাম যথা, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি-জিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী, এই দশটী প্রধান নাড়ী এবং অন্য ক্ষুদ্র নাড়ী দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরীরের বাম ভাগে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না, বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তি-জিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহু, এবং মস্তকোপরি-

রাগোদ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ
প্রাণাপানসমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্ম্মোহথ কৃকরো দেব দত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে দশগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে প্রাণ সমাশ্রয়ঃ॥
হৃদি প্রাণোবসেন্নিত্যমপানো গুহ্য মণ্ডলে।
সমানোনাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠ দেশতঃ।
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ॥"

ভাগে শঙ্খিনী অবস্থিতা আছে। এই প্রকারে এই দশ নাড়ী সমস্ত দ্বার আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব বাহিরে এবং দেহাভ্যন্তরে স্থির ভাবে অবস্থিত আছে। অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম, মাংস এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, শোণিত এই পাঁচটী জলের; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ, কান্তি এই পাঁচটী তেজের; বিরোধ, আক্ষেপণ, আকুঞ্চন, ধারণ, তৃপ্তি এই পাঁচটী বায়ুর এবং রাগ, দ্বেষ মোহ, ভয় ও লজ্জা এই পাঁচটী গুণ আকাশে অবস্থিত আছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় এই দশটী বায়ু একমাত্র প্রাণবায়ুরই অবস্থা বিশেষ মাত্র। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান, এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু অবস্থিত। এই পঞ্চ বায়ুই প্রধান বলিয়া পরিগণিতা।"

পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে, অভিন্ন 'অন্ধকার-ব্যোমের' দৃষ্টান্তে পরমেশ্বরের 'পুরুষ-প্রকৃতিরূপ' উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'অন্ধকার' ব্যোমের 'প্রকৃতি' বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থে "স্বাভাবিক অবস্থা" বা 'অভিন্নতা'। 'অন্ধকার' 'ব্যোম' হইতে পৃথক্ নয়, 'অভেদ' বা একই। 'অন্ধকার ব্যোমের' কিম্বা নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার পুং বা স্ত্রী-আকার কি থাকিবে? পরমেশ্বরের 'পুরুষ-প্রকৃতি রূপ' কল্পনা মাত্র। পরমপিতার অনির্ব্বচনীয় শক্তির দ্বারা অতিক্ষুদ্র কীট যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ভিন্ন মানব-চক্ষুর অগোচর এমত কীটাণুরূপ জীবাঙ্কুর সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুং ও স্ত্রী-আকার থাকা সম্ভব। পুরাণে স্পষ্ট আভাস আছে,-কীটাণু-সদৃশ সৃষ্টির পশ্চাতে ক্রমে বিবিধ কীট-পতঙ্গ-মৎস্য কূর্ম্ম-আদি জলজন্তু-পক্ষী-বরাহ প্রভৃতি পশু বানর বনমানুষ অবশেষে মানব পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন (পুরাণ মতে ৮০ লক্ষ) প্রকার দেহবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ৮০ লক্ষবিধ জীবের স্ত্রীগর্ভে পুরুষের 'শুক্র' ও স্ত্রীর 'শোণিত' সহযোগে জীবদেহ যথাসময়ে গঠিত হইয়া জীবের জন্ম হয়। জনক জননী নূ্যনাংশের অর্থাৎ শুক্র শোণিতের ন্যূনাধিক্যহেতু দেহের লিঙ্গ প্রভেদ ঘটিয়া থাকে।

সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা! তিনি জীবদেহের মধ্যে যে 'জঠরাগ্নি' সৃজন করিয়াছেন, তৎ তেজে ভুক্ত মাংস অস্থি ও অন্য কঠিন দ্রব্য সকল জীর্ণ হইয়া শরীর পালন করে, কিন্তু উদরমধ্যস্থ দেহের কোন অংশ পরিপাক বা নষ্ট করিতে পারে না। উদরের ভিতরেও কৃমি আদি কীট জন্মিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আবার জোঁক প্রভৃতি কএক প্রকার কীটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে ঐ খণ্ড সকল ঐশ্বরিক বিধানানুসারে যথাসময়ে পূর্ণ আকারে পুনর্জীবিত হয়। হইতে পারে, পুংদেহের খণ্ডগুলি পূর্ণ পুংআকার এবং স্ত্রী-দেহের খণ্ডগুলি স্ত্রী-আকার প্রাপ্ত হয়। এ সব দেহগুলি স্ত্রী পুরুষ সহযোগে গঠিত হয় না।

প্রত্যেক প্রকার জীবের (জনক জননীর অনুরূপ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন বা দেহের আকৃতি এবং পরমায়ু * সংখ্যার বিশেষ বৈসাদৃশ্য নাই। তদ্রূপ ইহাদের জ্ঞান-ও অন্তরেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ অন্তরাত্মার শক্তিও প্রায় সমান বটে, কিন্তু 'একই' বলা যাইতে পারে না।

দেহের গঠন বা আকৃতি অনুসারে জীবত্মার শক্তির তারতম্যের উদাহরণ।

ক্ষুদ্র পিপীলক পিপীলিকার ঘ্রাণ শক্তি, অন্ধকারে ইন্দুর আদির দৃষ্টি শক্তি; জল মধ্যে মৎস্যাদি জল জন্তুর দর্শন শক্তি ও চিল প্রভৃতি পক্ষিদিগের দূরদৃষ্টি, ইত্যাদি-বিচিত্র।

জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে যে অন্তরাত্মার অত্যুচ্চশক্তি পরমপিতা দিয়াছেন তাহা অপর জীবকে দেন নাই।

জীব অসংখ্য। ইহাদের গঠন ও আকৃতি যেমন প্রভেদ শূন্য নয়, ইহাদের আত্মার শক্তিও তদ্রূপ।

জীবশ্রেষ্ঠ মানব দ্বারা নির্ম্মিত নির্জীব বাষ্পীয় কল সকলও গঠনভেদে পঞ্চভূতের প্রকারান্তর যোগাযোগে ১০০—৫০০—১০০০ অশ্বশক্তি (Horse power) সম্পন্ন এবং অল্প বা অধিক-কাল-স্থায়ী হয়, কিন্তু ইহারা চালক ব্যতিরেকে দেহবৎ চলিতে, শব্দ করিতে ও অন্য কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। জীবাত্মাই জীবদেহের চালক।

> আত্মা অর্থে "আপনি" স্বয়ং। 'আত্মা শুদ্ধ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ'। শারীর বা 'শরীর হইতে উৎপন্ন জীবাত্মা'। ন্যায়মতে—সংসার্য্যাত্মা; ইহা ইন্দ্রিয় এবং শরীর পরম্পরায় চৈতন্য সম্পাদক, বুদ্ধ্যাদি এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়, পরদেহাদিতে প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয়, 'অহং' এই পদের আশ্রয় ইত্যাদি।"

আকারবিশিষ্ট সৃষ্ট নর নারীর সহিত পরমপিতা পরমেশ্বরের তুলনা নিতান্ত দূষণীয়। সেই জন্য মহর্ষি বেদব্যাস লিখিয়া গিয়াছেন :—

* খনার বচন—" নরা গজা বিশে শয়। তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়॥ বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্দ্ধ বরা পাগলা॥ "

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"অর্থাৎ তুমি রূপবিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এইতিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা কর।

ব্যোম ও অন্ধকার অভেদ; 'পুরুষ' '(স্ত্রী বা) প্রকৃতি'ও পৃথক্ নয়। প্রত্যেক প্রকার জীবের 'পুরুষ ও স্ত্রী' জাতির আকার একই; লিঙ্গপ্রভেদসূচক যে কণুমাত্র বৈষম্য দেখা যায় তাহাই পরমপিতার অস্তিত্ব ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ। উভয় জাতীয় জীবে পুরুষ-প্রকৃতি-অংশ অভেদ ভাবে বর্ত্তমান আছে। পুরুষ বা স্ত্রী-আকারে মূর্ত্তিপূজা 'ভস্মে ঘি ঢালা' না? ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে;—

"একংভূতংপরংব্রহ্ম জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনোযস্য তস্যমুক্তির্ন জায়তে॥"

অর্থাৎ, "এই সজীব ও নির্জীবাত্মক সমস্ত বিশ্ব এক পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তির মনে নানা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার মোক্ষ হয় না।"

"মনসা কল্পিতা মুর্ত্তিনৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥"

অর্থাৎ,—"মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে।"

[মুক্তি পঞ্চ প্রকার;—(১) সালোক্য ("একলোকে ঈশ্বরের সহিত সহবাস"); (২) 'সার্ষ্টি' ("ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া"); (৩) 'সামীপ্য' ("নৈকট্য"); (৪) 'সারূপ্য' ("ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া"); (৫) 'সাযুজ্য' ("অভেদ, একত্ব")। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে পুরাণোক্ত সকল প্রকার মুক্তিই মর্ম্মার্থে 'নির্ব্বাণ বা লয়' অর্থাৎ 'পুনর্জন্ম হইতে পরিত্রাণ'।]

ইহা বলা বাহুল্য যে, পুরাণ হইতে উদ্ধৃত দেহের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অমূলক কিম্বা কল্পিত নয়। যাঁহারা ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের

তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও অনন্ত মহিমা. তাঁহাদের হৃদ্গম্য না হইবার কোন কারণ নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ বিধি।

শ্রাদ্ধ অর্থে ("শ্রদ্ধা + অ (ষ্ণ)-দানার্থে) সং, ক্লীং, পিতৃকৃত্য, একোদ্দিষ্ট পার্ব্বণাদি। শিষ্টপ্রয়োগ—১"সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্। শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥" ২ "শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দ্দানং শ্রাদ্ধং।" ৩ সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।" বিং, ত্রিং, শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যাহা দেওয়া হয়।"

বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ-আদ্য ও মাসিক প্রেত শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ ব্যবস্থা।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
"ঔর্ব্ব উবাচ।	" ঔর্ব্ব কহে শুন শুন সগর রাজন্।
স চেলস্থ পিতুঃস্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে।	ভূমিষ্ঠ হইবে পুত্র ভূমেতে যখন॥
জাতকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ।	সেইকালে পিতা করি বস্ত্রসহ স্নান।
	করিবে জাত কর্ম্মাদি যেমত বিধান॥
যুগ্মান্ দেবাংশ্চপিত্র্যাংশ্চ সম্যক্‌ক্রমাদ্দ্বিজান্।	করিবে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ যথাবিধি।
	এরূপ নিয়ম আছে ওহে মহামতি॥
	অনন্য মানস হয়ে শ্রাদ্ধের সময়ে।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ॥	বসাইবে বিপ্রগণে একান্ত হৃদয়ে॥
	পিতৃপক্ষ বিপ্রবরে দক্ষিণ-ভাগেতে।
দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।	আরো রবে দেবপক্ষ জানিবেক চিতে॥
	যথাবিধি বিপ্রগণে করিয়া সৎকার।
দেবতীর্থেন বৈপিণ্ডান্ দদ্যাৎকায়েন বা নৃপ॥	ভোজন করাতে হয় ওহে গুণাধার॥
নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।	উক্ত শ্রাদ্ধে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে।
	উত্তরাস্য হয়ে কিম্বা অন্তরে জানিবে॥
	দৈবতীর্থে পিতৃগণে দিবে পিণ্ডদান।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু॥	প্রাজাপত্যতীর্থে কিম্বা ওহে মতিমান্॥

কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নব বেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎপ্রযতো গৃহী॥
পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধবেশসমাসতঃ।
শ্রূয়তামবনীপাল প্রেতকর্ম্ম ক্রিয়াবিধিঃ॥
প্রেতদেহংশুভৈঃস্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্।
দগ্ধাগ্রামাদ্বহিঃস্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে॥
যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়েতি বাদিনঃ।
দক্ষিণাভিমুখাদদ্যুর্ব্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্॥
প্রবিষ্টাশ্চ সমংগোভির্গ্রামং নক্ষত্র দর্শনে।
কটধর্ম্মাংস্ততঃকুর্য্যুর্ভূমৌ প্রস্তরশায়িনঃ॥
দাতব্যোঽহর্দ্দিনংপিণ্ডঃ প্রেতায়ভুবিপার্থিব।
দিবাচ ভক্ষং ভোক্তব্যমমাংসংমনুজর্ষভ॥

দধি যব আদি করি পিণ্ডেতে মিশায়ে।
বিধানে অর্পিবে তাহা একান্ত হৃদয়ে॥
এইরূপ শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান।
নান্দীমুখ পিতৃ তাহে মহাতুষ্টি পান॥
সন্তানের যাবতীয় সংস্কারের কালে।
পিতৃপূজা এইরূপে করিবে সাদরে॥
ইহাই পরম ধর্ম্ম গৃহস্থের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥
কন্যার পুত্রের কিম্বা বিবাহের কালে।
অথবা পশিবে যবে নব নব ঘরে॥
বালকের নাম যবে করিবে রক্ষণ।
চূড়াকর্ম্ম আদি করি হবে সম্পাদন॥
সীমন্তোন্নয়ন কিম্বা হবে যেই কালে।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে সে কালে॥
পুত্রাদির মুখ যবে করিবে দর্শন।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে তখন॥
পিতৃপূজা-বিধি এই কহিনু তোমারে।
প্রেতক্রিয়াবিধি শুন বলি এইবারে॥
মরিলে তাহার যত আত্মীয়-নিকর।
প্রেতদেহ বহি লবে স্কন্ধের উপর॥
যতনে লইয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে।
স্নান করাইবে তারে সুপবিত্র জলে॥
মাল্য দ্বারা বিভূষিত করি তার পর।
দাহক্রিয়া সমাধিবে ওহে নরবর॥
দাহক্রিয়া সমাপন হলে তার পরে।
দক্ষিণ মুখেতে থাকি উদ্দেশি প্রেতেরে॥
জলাঞ্জলি যথাবিধি করিয়া প্রদান।
নক্ষত্র দেখিয়া গৃহে করিবে পয়াণ॥

দিনানি তাবদিচ্ছাতঃ কর্ত্তব্যং বিপ্রভোজনম্।

গোধূলি কালেতে কিন্তু করিবে গমন।
গৃহে গিয়া ভূমিতলে করিবে শয়ন॥

প্রেতস্তৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা॥

প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রতিদিন দিবে।
অশৌচ মধ্যেতে রাত্রে কভু নাহি খাবে॥

প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা।

অশৌচ মধ্যেতে মাংস না খাবে কখন।
প্রতিদিন জ্ঞাতিগণে করাবে ভোজন॥

বস্ত্রত্যাগং বহিঃস্নানং কৃত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্॥

বন্ধুর ভোজনে প্রেত লভে মহাপ্রীতি।
জানিবে হে নৃপ ইহা শাস্ত্রের ভারতী॥

ততোঽস্থুবন্ধুবর্গস্তু ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্।

অশৌচ প্রথম আর তৃতীয় সপ্তম।
অথবা যে দিন গণি হইবে নবম॥

চতুর্থেঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং ভস্মাস্থিচয়নং নৃপ॥

করিবেক বস্ত্র ত্যাগ সেই সেই দিনে।
করিবে অবগাহন বিহিত বিধানে॥

তদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।

করিবে চতুর্থ দিনে প্রেতাস্থি সঞ্চয়।
সঞ্চয় করিবে ভস্ম ওহে মহোদয়॥

যোগ্যাঃ সর্ব্বক্রিয়াণাস্তু সমানসলিলাস্তথা॥

চতুর্থ দিবস গত না হবে যাবত।
সপিণ্ডেরা তারে নাহি স্পর্শিবে তাবত॥

অনুলেপন পুষ্পাদি ভোগাদন্যত্র পার্থিব।

সমান-উদক ব্যক্তি হয় যেই জন।
চতুর্থ দিনের পর করিবে করম॥

শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।

গন্ধ মাল্য-আদি সেবা ভিন্ন সমুদয়।
করিবে যতেক কার্য্য ওহে মহোদয়॥

ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতা॥

সপিণ্ডেরা শয্যা আর আসন গ্রহণে।
অধিকারী হয় মাত্র কহি তব স্থানে॥

বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ মুনৌ মৃতে।

অশৌচে করিবে নাহি মৈথুন কখন।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন্॥

সদ্যঃ শৌচং তথেচ্ছাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু॥

বিদেশী পতিত ব্যক্তি কিম্বা যদি মরে।
বালকের মৃত্যু যদি হয় কোন কালে॥

মৃতবন্ধোর্দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।

উদ্বন্ধনে জলে হয় যদ্যপি মরণ।
অনলে পড়িয়া যদি ত্যজয়ে জীবন॥

দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥	সপিণ্ডের সদ্যঃ শৌচ তাহা হলে হয় । এইরূপ বিধি আছে শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
বিপ্রস্যৈতদ্দ্বাদশাহং রাজন্যস্যাপ্যশৌচকম্।	মৃতের বান্ধব কভু অশৌচ মাঝারে । অন্ন নাহি খাবে নৃপ কহিনু তোমারে ॥
অর্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে ॥	অশৌচে কখন নাহি করিবেক দান । প্রতিগ্রহ নাহি লবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
অযুজো ভোজয়েৎকামং দ্বিজানন্তে ততো দিনে ।	বেদপাঠ কভু নাহি গৃহীরা করিবে । এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে ॥
দদ্যাদ্দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতায়োচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥	দশদিনে অশৌচান্ত ব্রাহ্মণের হয় । ক্ষত্রের দ্বাদশ দিনে জানিবে নিশ্চয় ॥
বার্য্যায়ুধপ্রতোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজ ভোজনাৎ ॥	বৈশ্যদের একপক্ষ ওহে মহামতি । পূর্ণমাস শূদ্র প্রতি আছে হেন বিধি ॥
স্প্রষ্টব্যোহনন্তরং বর্ণৈঃ শুধ্যেরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ ।	অশৌচ-অন্তের পর প্রথম দিনেতে । শ্রাদ্ধ-অধিকারী ব্যক্তি ঐকান্তিক চিতে ॥ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণে করাবে ভোজন । উচ্ছিষ্ট-সমীপে কুশ করিয়া স্থাপন ॥
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ ।	প্রেতের উদ্দেশে পরে দিবে পিণ্ডদান । তারপর শুন বলি ওহে মতিমান্ ॥
তান্কুর্ব্বীত পুমান্জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা ॥	বিপ্র ভোজনের পর শুদ্ধির কারণ । বারি ও আয়ুধ আদি করিবে ধারণ ॥
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্ ।	এইরূপে আদ্যশ্রাদ্ধ*সমাপিত হলে । বিপ্র আদি যে বা কেহ ধর্ম্ম অনুসারে ॥
আহ্বানাদিক্রিয়া দৈব-নিয়োগরহিতং হিতৎ ॥	জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু ধন উপার্জ্জন । যতনে করিবে নৃপ আছে নিরূপণ ॥
একোদ্দিষ্টেতত্র দাতব্যাস্তথৈবৈবং পবিত্রকম্ ॥	তারপর প্রতিমাসে মরণ তিথিতে । প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে বিস্তারে ॥

* এ অতি সহজ ব্যবস্থা, ব্যয়সাধ্য নয় । গোবৎসের দিগ্বদেশ দগ্ধ করতঃ বৃষোৎসর্গ আদির উল্লেখ এখানে নাই । বিবেচনা হয় বৃষোৎসর্গ বিধি আধুনিক ।

প্রেতায়ান্নিপো দাতব্যো ভুক্তবৎসুদ্বিজাতিষু॥

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা অবশ্য উচিত।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চিত॥

প্রশ্নশ্চতত্রাভিবতির্যজমানৈ দ্বিজন্মনাম্।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নৃপ করিবে যখন।
আবাহন আদি ক্রিয়া না আছে তখন॥

অক্ষয্যমমুকস্যেতি বক্তব্যাংবিরতৌ তথা॥

দৈবনিয়োগও নাহি হবে অনুষ্ঠান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান্॥

একোদ্দিষ্টময়োধর্ম্ম ইত্থমাবৎসরাৎস্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণ ভোজন অন্তে এই শ্রাদ্ধেপরে।
প্রেতের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিবে হে সাদরে॥
একগাছি পবিত্রক করিবে প্রদান।
ঋষির বচন ইহা শাস্ত্রের বিধান॥

সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্‌কালেরাজেন্দ্র তচ্ছৃণু॥

এই শ্রাদ্ধকালে নৃপ যিনি যজমান।
তাঁর প্রশ্ন অনুসারে বিপ্র মতিমান্॥

একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।

অক্ষয্য এ শব্দ নৃপ প্রয়োগ করিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে॥

তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্॥

বারোমাস এইরূপ প্রেতের উদ্দেশে।
একোদ্দিষ্ট বিধি করি মনের হরিষে॥
সপিণ্ডীকরণ পরে করিবে সাধন।

পাত্রংপ্রেতস্য তত্রৈকং পাত্রত্রয়যুতংতথা।

সেকালেও একোদ্দিষ্ট করিবে সুজন॥
তিল গন্ধ উদকাদি পূরিত করিয়ে।

সেচয়েৎ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপত্রিষু॥

অর্ঘ্যপাত্র স্থাপি এক প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
প্রেতের উদ্দেশে উহা করিবে স্থাপন।
তারপর শুন শুন ওহে মহাত্মন্।

ততঃপিতৃত্বমাপন্নে তস্মিন্‌প্রেতে মহীপতে।

পার্ব্বণাংশে পিতৃগণে উদ্দেশ করিয়ে।
স্থাপিবে ত্রি-অর্ঘ্যপাত্র একান্ত হৃদয়ে।

শ্রাদ্ধধর্ম্মৈরশেষৈস্তু তৎপূর্ব্বানর্চ্চয়েৎপিতৄন্॥

পিতৃপাত্রে প্রেতপাত্র সংযোজিবে পরে।
মিশাবে উভয়পিণ্ড এ হেন প্রকারে॥

পুত্রঃপৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ।

এইরূপে যদি করে সপিণ্ডীকরণ।
প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয় মৃতজন॥

সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হো নৃপ জায়তে॥

পিতৃলোকে গিয়া সেই মনের হরিষে।
পরম সুখেতে রহে জানিবে বিশেষে॥

তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদক সন্ততিঃ।	শুন শুন নৃপ এবে আমার বচন। যেই কোনরূপ শ্রাদ্ধ করিবে যখন॥
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা।	পিতৃগণে পূজা করা তখনি উচিত। শাস্ত্রের বচন এই জানিবে বিহিত॥
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃকার্য্যা ক্রিয়ানৃপ।	পুত্র না থাকিলে পৌত্র শ্রাদ্ধাদি করিবে। ভ্রাতা আদি তার পর ক্রমেতে জানিবে॥
স বা তান্তর্গতৈর্ব্বাপি কার্য্যাঃপ্রেতস্য বা ক্রিয়া॥	আদ্য মধ্য ও উত্তর এতিন প্রকার। মৃতের করিবে ক্রিয়া ওহে গুণাধার॥
উৎসন্নবন্ধুরিক্থানাং কারয়েদবনীপতিঃ।	প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট যা হয় বিধান। মধ্যক্রিয়া কহে তারে ওহে মতিমান্॥
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়ামধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃক্রিয়াঃ॥	সপিণ্ডীকরণ হলে তার অবসানে। যে সব করম করে অবহিত মনে॥
ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়াঃ হ্যেতাস্তাসাং ভেদং শৃণুষ্ব মে	তাহারে উত্তর ক্রিয়া কহে সুধীগণ। এইত শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ॥
আদাহবার্য্যায়ুধাদি স্পর্শাদ্যন্তাস্তু যাঃ ক্রিয়াঃ॥	পিতৃ মাতৃ আদি করি সপিণ্ড সকল। সমান উদক ব্যক্তি ওহে নরবর॥
তাঃপূর্ব্বামধ্যমামাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞিতাঃ।	বন্ধুবর্গ রাজা আর ইহারা সকলে। পূর্ব্বক্রিয়া-অধিকারী শাস্ত্রে হেন বলে॥
প্রেতেপিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডী করণাদনু॥	পুত্রাদি দৌহিত্র ভিন্ন অপর কাহার। উত্তর ক্রিয়াতে আর নাহি অধিকার॥ নারীর উদ্দেশে নৃপ মরণের দিনে। করিবে উত্তর ক্রিয়া বিহিত বিধানে॥
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্রাঃ প্রোচ্যন্তেতা- নৃপোত্তরাঃ।	পিতৃলোক উদ্দেশেতে যখন যখন। করিবে উত্তর ক্রিয়া ওহে নরোত্তম॥ কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈস্তু সমান সলিলৈস্তথা॥	অবহিত হয়ে শুন একান্ত অন্তরে॥

শ্রাদ্ধ তর্পণ ফল শ্রুতি।

সংস্কৃত।

তৎসঙ্খ্যান্তর্গতৈশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা।
পূর্ব্বাঃক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ॥
দৌহিত্রৈর্ব্বা নরশ্রেষ্ঠ কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা।
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজনেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ॥
তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণুপার্থিব।
যদা যদাচ কর্ত্তব্যা বিধিনা যেন বানঘ॥"

ঔর্ব্ব উবাচ

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-সূর্য্যাগ্নিবসুমারুতান্।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্॥
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যাচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞকম্।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হিতৎ॥

বঙ্গভাষা।

"ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে নরপতি।
শ্রাদ্ধবিধি তবপাশে কহিব সম্প্রতি॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়েভূমে যত নরগণ।
করিবে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যেমত নিয়ম॥
তার পর ব্রহ্মা রুদ্র অগ্নি দিবাকরে।
নাসত্য মরুত বসু পশুপক্ষী নরে॥
বিশ্বদেব সরীসৃপ ঋষি পিতৃগণ।
করিবে সবারে তৃপ্ত করিয়া যতন॥
প্রতি মাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয়॥
অষ্টকা-ত্রিতয়ে শ্রাদ্ধ করিবে যতনে।
ইহাভিন্ন শ্রাদ্ধকাল কহি তব স্থানে॥
কাম্যকাল কহে তারে ওহে নরোত্তম।
প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ॥
শ্রাদ্ধযোগ্য কোন বস্তু গৃহেতে আসিলে।
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ বিধি অনুসারে॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি করে আগমন।
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের নিয়ম॥
ব্যতিপাতযোগ আর দক্ষিণ-অয়ন।
বিষুব সংক্রান্তি কিম্বা যে কোন গ্রহণ॥
উত্তর অয়নে আর সংক্রান্তি সকলে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রে হেন বলে॥
সূর্য্যের রাশিতে যবে হয় সংক্রমণ।
দুঃস্বপ্ন অথবা যবে হয় সন্দর্শন॥
সে কালে করিবে শ্রাদ্ধ যত্ন সহকারে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে॥

মাসি মাশুসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাংনরেশ্বর।
তথাষ্টকাসু কুর্ব্বীত কাম্যান্ কালান্ শৃণুষ মে
শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বিত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেঽয়নে তথা॥
বিষুবে চৈব সম্প্রাপ্তে গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ।
সমস্তেষ্বেব ভূপাল রাশিষর্কে চ গচ্ছতি॥
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা॥
অমাবস্যা যদা মৈত্র বিশাখাস্বাতি যোগিনী।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণ স্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকীম্॥
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চর্ক্ষে পুনর্ব্বসৌ।
দ্বাদশাব্দং তদাতৃপ্তিং প্রয়ান্তিপিতরোঽর্চ্চিতাঃ॥
বাসবাজৈকপাদৃক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্।
বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা।

নবশস্য গৃহে যদি কবে আনয়ন।
সেকালে করিবে শ্রাদ্ধ ওহে নরোত্তম॥
বিশাখা অথবা স্বাতি যেই দিন হয়।
অমাবস্যা তাহে হলে শ্রাদ্ধের নির্ণয়॥
মহাতৃপ্ত হন তাহে যত পিতৃগণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি করিনু কীর্ত্তন॥
পুষ্যা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু এই সব দিনে।
অমাবস্যা হলে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে॥
দ্বাদশ বরষ তৃপ্ত তাহে পিতৃগণ।
হইয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের নিয়ম॥
পূর্ব্বভাদ্রপদ জ্যেষ্ঠা অথবা রোহিণী।
শতভিষা ঋক্ষ কিম্বা ওহে নৃপমণি॥
এ সব নক্ষত্রে যদি অমাবস্যা হয়।
করিবে শ্রাদ্ধের বিধি শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতীব দুর্ল্লভ হয় এ হেন সময়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥
এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করিলে বিধানে।
পিতৃগণ মহাপ্রীত থাকে সেই জনে॥
পূর্ব্বকালে মহামনা ঐল নরপতি।
জিজ্ঞাসিয়াছিল সনৎকুমারের প্রতি॥
সেই কথা বলিতেছি করিয়া বিস্তার।
মনদিয়া শুন তাহা ওহে গুণাধার॥
ঋষিরে সম্বোধি রাজা কহিল তখন।
শুন শুন মহাঋষে করি নিবেদন॥
শ্রাদ্ধবিধি শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
এত শুনি মিষ্টভাষে সনতকুমার।
কহিলেন শুন শুন ওহে গুণাধার॥

নবস্বন্ধে'মাবস্যা যদৈতেষবনীপতে ॥

তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্।

গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাত্মনে।

পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় প্রশ্রয়াবনতায় চ ॥

বৈশাখমাসস্যতু যা তৃতীয়া

নবম্যসৌ কার্ত্তিক শুক্লপক্ষে।

নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে

ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥

এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-

রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥

চন্দ্রক্ষয়ো মাধবমাসি যত্র

দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ।

মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়স্তথৈব

বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
যুগাদ্যা কহিয়া থাকে জানিবে বিশেষে ॥
কার্ত্তিকী নবমী আর ভাদ্র ত্রয়োদশী।
অথবা সে অমাবস্যা ওহে রাজঋষি ॥
এ সবারে যুগ আদ্যা কহে ঋষিগণ।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন্ ॥
এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
শাস্ত্রের নিয়ম এই কহি তব স্থানে ॥
ইহা ছাড়া শ্রাদ্ধ-যোগ্য যেই সব দিন।
কহিতেছি সেই কথা শুনহ প্রবীণ ॥
বৈশাখের অমাবস্যা যেই দিন হয়।
ত্র্যহস্পর্শ কিম্বা হয় ওহে মহোদয় ॥
বিষুবসংক্রান্তিদ্বয় কিম্বা মহামতি।
মন্বন্তর আদি করি যত আছে তিথি ॥
ব্যতীপাত যোগ কিম্বা যে কোন গ্রহণ।
অষ্টকা ত্রিতয় আর দক্ষিণ অয়ন ॥
উত্তর অয়ন কিম্বা এই সব দিনে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ বিহিত বিধানে ॥
তিলযুক্ত জল তাহে করিবে প্রদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান্ ॥
'সহস্র বরষ' তাহে যত পিতৃগণ।
পরিতুষ্ট হয়ে থাকে জানিবে রাজন্ ॥
পিতৃগণ-উক্ত বাক্য যাহা সমুদায়।
কীর্ত্তন করিব তাহা অধুনা তোমায় ॥
মাঘমাসে অমবাস্যা যেই দিনে হয়।
শতভিষা যোগ আদি তাহে আরো রয় ॥
সেদিনে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা বিধানে।
পিতৃগণ এইরূপ নিজমুখে ভণে ॥
পরমা সন্তুষ্টি তাহে লভে পিতৃগণ।

ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥
উপপ্লবে চন্দ্রমসোরবেশ্চ
ত্রিষষ্টকাশ্বপ্যয়নদ্বয়ে চ ।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎপিতৃভ্যঃ প্রযতোমনুষ্যঃ ।
শ্রাদ্ধংকৃতং তেন 'সমাঃসহস্রং ।
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥
মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচি-
দুপৈতি যোগং যদি বারুণেন ।
ঋক্ষেণ কালঃ সপরঃ পিতৃণাং
নহ্যল্পপুণ্যৈর্নৃপলভ্যতেহসৌ ॥
কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্
ভবন্তি ভূপাল তদা পিতৃভ্যঃ ।

নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে রাজন্ ॥
বহুপুণ্য উপার্জ্জন যদি নাহি করে ।
শ্রাদ্ধ না করিতে পারে সেজন সংসারে ॥
ধনিষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত অমাবস্যা হলে ।
তর্পণ করিবে যত্নে গৃহীরা সে কালে ॥
শাস্ত্রবিধি অনুসারে দিবে পিণ্ডদান ।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে ধীমান্ ॥
এইরূপ আচরণ করে যেই জন ।
অযুত বরষ তৃপ্ত তার পিতৃগণ ॥
অমাবস্যাদিনে যদি ওহে মহীপতি ।
পূর্ব্বভাদ্র পদ-যোগ থাকে নিরবধি ॥
তাহাতে করিলে শ্রাদ্ধ তার পিতৃগণ ।
যুগকাল * পরিতৃপ্ত অবশ্যই রন ॥
শতদ্রু বিপাশা গঙ্গা আর সরস্বতী ।
নৈমিষ মথুরাক্ষেত্র অথবা গোমতী ॥
এই সবতীর্থে গিয়া করি স্নান দান ।
ভক্তিভরে পিতৃগণে দিবে পিণ্ডদান ॥
অখিল পাতক নাশ সে জনের হয় ।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয় ॥
'বার্ষিক' পীরিতি লাভ করি পিতৃগণ ।
বলিয়া থাকেন যাহা করহ শ্রবণ ॥
মাঘমাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয় ।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয় ॥
সে কালে মোদের বংশ্য সন্ততি নিকর ।
ভক্তিভরে যদি দেয় শুদ্ধ তীর্থজল ॥
পরম সন্তুষ্ট মোরা তাহাতে অন্তরে ।
সন্তানের মনোরথ অবশ্যই ফলে ॥
বিশুদ্ধ-মানস হয়ে সন্ততির গণ ।
মহৈশ্বর্য্যশালী হয় শাস্ত্রের বচন ॥

* যুগ ৪৩২০০০০ বৎসর

দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্মনুষ্যৈঃ ॥

তত্রৈব চেত্তাত্রপদাস্তু পূর্ব্বাঃ
কালে তদা যৎক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ
শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন
যুগং * সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥

গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষ গোমতীং বা।
অত্রাবগাহ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণাং দুরিতং নিহন্তি ॥

গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সদৈব
বর্ষামঘাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ।
মাঘাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈ-
র্যাস্যামি তৃপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥

চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ
নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥

পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাংশ্চ শৃণুষ্ব মে।
শ্রুত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাত্মনা ॥

অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্ব্বপিষ্যতি ॥

রত্নবস্ত্র মহীযান-সর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥

অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥

আমাদের বংশে যত মহাত্মা-নিকর।
ধন উপার্জ্জন করি হয়ে ধর্ম্মপর ॥
মোদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
এইত শাস্ত্রের বিধি সকলেই জানে ॥
ঐশ্বর্য্য যদ্যপি গৃহে থাকে বিদ্যমান।
বিপ্রগণে রত্ন বস্ত্র করিবে প্রদান ॥
মহাযান ভোজ্য বস্তু করিবে অর্পণ।
বিভব যেমন যার দিবেহে তেমন ॥
অন্নদান বিপ্রগণে করিবে যতনে।
তাহে মোরা তৃপ্ত হই নিজ মনে মনে ॥
তাহে অসমর্থ যদি হয় কোন জন।
সাধ্যমতে ধান্য আদি করিবে অর্পণ ॥
দক্ষিণা বিপ্রেরে দিবে শক্তি অনুসারে।
এইত শাস্ত্রের বিধি বিদিত সংসারে ॥
ইহাতেও অসমর্থ হয় যেই জন।
বেদবিজ্ঞ বিপ্রে তিনি করিয়া বন্দন ॥
যথাবিধি তিলদান করিবে তাহারে।
তাহাতে পরম তৃপ্তি লভিব অন্তরে ॥
তিলদানে ক্ষম নাহি হয় যেইজন।
অষ্ট জলাঞ্জলি তিনি করিবে অর্পণ ॥
ইহার অভাব যদি হয় কোন স্থানে।
গোদুগ্ধ আনিয়া তবে বিহিত বিধানে ॥
আমাদের উদ্দেশেতে করিবে প্রদান।
এইত গৃহীর পক্ষে আছয়ে বিধান ॥
সকল দ্রব্যের যদি অনটন হয়।
অরণ্যে যাইয়া তবে তুলি বাহুদ্বয় ॥
ঐকান্তিক ভক্তিভরে লোকপালোদ্দেশে ॥
পড়িবেক এই মন্ত্র জানিবে বিশেষে ॥
"ঐশ্বর্য্য নাহিক মম নাহি কিছু ধন।
শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য মম নাহি আহরণ ॥

* যুগ ৪৩২০০০০ বৎসর।

অসমর্থোহন্নদানস্ত ধান্তমানং স্বশক্তিতঃ ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্রেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপিদক্ষিণাম্॥
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাং স্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিত্তূপ দাস্যতি ॥
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি ॥
যতঃকুতশ্চিৎ সম্প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স দাস্যতি ॥
সর্ব্বাভাবে বনংগত্বা কক্ষামূল প্রদর্শকঃ ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥

নমেহস্তি বিত্তংন ধনং ন চান্যৎ
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্নতোহস্মি ।
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ
ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥

ঔর্ব্ব উবাচ ।

ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্।
যঃ করোতিকৃতং তেন শ্রাদ্ধংভবতি পার্থিব ॥"

এক্ষণে আসিয়া আমি অরণ্য মাঝারে ।
বাহতুলি ভিক্ষাকরি অতি ভক্তিভরে ॥
ভক্তিদ্বারা তুষ্ট হোন মম পিতৃগণ ।"
এই মন্ত্র করিবেন মুখে উচ্চারণ ॥
এইরূপ আচরণ যেইজন করে ।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে ॥
এই আমি পিতৃ বাক্য কহিনু সকল ।
শুনিলে সকল কথা ওহে নরবর ॥
এইরূপ আচরণ যেই জন করে ।
ধন্য বলি সেই জন বিদিত সংসারে ॥"

তর্পণ বিধি ।

"তর্পণ (তৃপ্ প্রীত করা + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, তোষণ, তৃপ্তিজনন । ২ ।
(+অনট্—ণ) পিতৃযজ্ঞ, পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান । শিং—১ "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ ।"

প্রথমত আচমন ও গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা বা জলের ফোটা করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে ।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
(নমঃ) * অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং-গতোঽপিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু। ১	অপবিত্র হউক বা পবিত্র হউক সকল অবস্থাতেই যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে স্মরণ করেন তিনি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্র হয়েন।

তৎপরে পূর্ব্বিক মুখ হইয়া দেব তর্পণ।

	বঙ্গানুবাদ।
নমো ব্রহ্মাতৃপ্যতাং। নমো বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং নমো রুদ্রস্তৃপ্যতাং। নমো প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। ২	ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং প্রজাপতি তৃপ্ত হউন। ২

এই মন্ত্রে প্রত্যেককে দেবতীর্থ (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে—

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমঃ দেবাযক্ষাস্তথানাগা গন্ধর্ব্বাপসরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈ-তদ্দীয়তে সলিলং ময়া। ৩	দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, ক্রূর সর্প, সুপর্ণ, তরু, জৃম্ভগ, খগ (পক্ষী) বিদ্যাধর, জলধর, আকাশগামী, নিরাহারপ্রাণীগণ এবং পাপে ও ধর্ম্মে রত যত প্রাণী তাঁহাদের সকলের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি। ৩

এই মন্ত্র বলিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে উত্তরাভিমুখে

মনুষ্য তর্পণ।

নমঃ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা। ৪	সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরী, †বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, আপনারা সকলে আমার প্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ৪

সাতজন প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ জল দিবে ; কিম্বা এই মন্ত্র বলিয়া কায়তীর্থ (কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল) দ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

* ব্রাহ্মণগণ নমঃ শব্দের পরিবর্ত্তে ওঁ শব্দ বলিবেন।

† "সাঙ্খ্য শাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল—তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য-তৎ শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ।"

পরে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া

(দশ) ঋষিতর্পণ।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমঃ মরীচি স্তৃপ্যতাং। নমঃ অত্রি স্তৃপ্যাং। নমঃ অঙ্গিরা স্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলস্ত্য স্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলহ স্তৃপ্যতাং। নমঃ ক্রেতু স্তৃপ্যতাং। নমঃ প্রচেতা স্তৃপ্যতাং। নমঃ বশিষ্ঠ স্তৃপ্যতাং। নমঃ ভৃগু স্তৃপ্যতাং। নমঃ নারদ স্তৃপ্যতাং।	মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, এবং নারদ তৃপ্ত হউন। ৫

দেবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুল্যগ্র ভাগ দিয়া) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলী জল দিবে।

দিব্য পিতৃ তর্পণ।

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া বিপরীত উত্তরীয় হইয়া (অর্থাৎ স্কন্ধে পৈতা বা চাদর ধারণ করিবে।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ সৌম্যাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতং সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ। নমঃ আজ্যপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল গঙ্গোদকং তে ভ্যো নমঃ * ।৬	অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য হবিষ্মান্, উষ্মপা, সুকালীন, বর্হিষদ আজ্যপ, পিতৃগণ এই সতিল গঙ্গাজল আপনাদের দিলাম আপনারা তৃপ্ত হউন। ৬

এই মন্ত্রে পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনি মধ্যদেশ) দ্বারা এই সাতজন প্রত্যেককে সতিল তিন অঞ্জলী জল দিবে।

---

* ব্রাহ্মণগণ নমঃ শব্দের স্থলে স্বধা বলিবেন।

" স্বধা (স্বদ্ আস্বাদন করা + আ—র্ম্মা, দ=ধ) অং, দেবোদ্দেশে হবির্দান। পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি

যমতর্পণ।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমো যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত-ক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। ৭	যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, পরমেষ্ঠি, বৃকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্ত। ৭

এই ১৪ জনের নাম বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে বা ১৪ জনের প্রত্যেকের নামে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে।

ভীষ্ম তর্পণ।

নমঃ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে।৮	বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র, সাংকৃতি প্রবর ও অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মণকে এই জল দিতেছি। ৮

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্ম নমস্কার।

নমঃ ভীষ্মশান্তনবোবীরঃসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাম্ ক্রিয়াম্। ৯	সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বীর, শান্তনুপুত্র-ভীষ্মদেব এই জল দ্বারা পুত্র পৌত্রোচিতা ক্রিয়া প্রাপ্ত হউন। ৯

ভীষ্ম তর্পণ ব্রাহ্মণগণ ভীষ্মাষ্টমী তিথিতে পিতৃতর্পণের পর করিবেন।

আবাহন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে।

দান। (+ আ—ণ) তদ্দানের মন্ত্র। পিতৃলোকের ভোজ্য বস্তু, পিণ্ডোদকাদি। (স্ব নিজ—ধা ধারণ করা+অ (ড)—ক, আপ্) স্ত্রীং, দেবী-বিশেষ, অগ্নিপত্নী। মাতৃকাদেবীবিশেষ, পিতৃলোকের পত্নী। শিং—'নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ'। "

" স্বাহা (সু শুভ—আ—হ্বে [দেবতাদিগকে] আহ্বান করা+আ (ডা)—ণ, কিম্বা স্বদ্ আস্বাদন করা+আ—প্রং, দ=হ) অং, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান। তদ্দানের মন্ত্র। (+আ—র্থ) অগ্নির ভার্য্যা। মাতৃকাবিশেষ; যথা—'নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ'। "

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমঃআগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং। ১০	পিতৃগণ আগমন করুন ; এই জলাঞ্জলি-গ্রহণ করুণ। ১০

পিতৃ-তর্পণ।

সংস্কৃত।

১। বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

২। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

৩। বিষ্ণুর্নমঃ অমুককগোত্র প্রপিতামহ অমুকদাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ

মাতৃ-তর্পণ।

সংস্কৃত।

১। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকি দাসি স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

২। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে পিতামহী অমুকি দাসি স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ

৩। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে প্রপিতামহী অমুকিদাসি স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

পিত্রাদি বা মাতাদির প্রত্যেক গোত্রের ছয় ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত আছেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বৃদ্ধ-প্রপিতামহী আদির দ্বারা ছয় সংখ্যা পূরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিবে। এবং উক্ত প্রত্যেক নামে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

মাতামহ তর্পণ।

সংস্কৃত।

১। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্র মাতামহ অমুকদাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

২। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্র প্রমাতামহ অমুকদাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

৩। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদাস স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

মাতামহী তর্পণ।

সংস্কৃত।

১। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে মাতামহী অমুকিদাসি স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ।

২। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে প্রমাতামহী অমুকিদাসি স্বৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ

৩। বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকি দাসি তৃপ্যতৈৎ সতিল গঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ

উক্ত প্রত্যেকের নামে সতিল তিন অঞ্জলি কিম্বা এক অঞ্জলি জল দিবে। এবং পিতৃব্য, বিমাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মাতুলদিগকে সতিল এক অঞ্জলি জল দিবে। ইহার পর সমর্থ হইলে দক্ষিণ মুখ হইয়া (পিতৃতীর্থ) দ্বারা নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া কাম তর্পণ করিবে (অর্থাৎ গুরু এবং সকল বন্ধু বান্ধবদিগকে জল দিবে)।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমঃ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসুচ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈ-তদ্দীয়তে সলিলং ময়া।১১	সমস্ত নরকে যে সকল ব্যক্তি যাতনায় পতিত আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি এই জল দিতেছি। ১১
নমঃ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যেজীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃকুলে মম ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।১২	আমাদের কুলে যাঁহাদের দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে, আর যাঁহার দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করা হয় নাই, ভূমিতে প্রদত্ত এই জল দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হউন। ১২
নমঃ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তুযেচাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ।১৩	যাঁহারা আমার বান্ধব কি অবান্ধব, কিম্বা অন্য জন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার নিকট হইতে জলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা নিরতিশয় তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন। ১৩

এইমন্ত্র পাঠ করিয়া এক বা তিন অঞ্জলি জল দিবে।

রাম-তর্পণ।

নমঃ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃ (মুনি) মানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতা মহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং। ১৪	আব্রহ্ম ভুবনে যত লোক আছেন, এবং যত দেবর্ষি মুনি এবং পিতা, মাতা ও মাতামহাদি তাঁহারা সকলে তৃপ্তিলাভ করুন। কোটী কোটী কুলের এবং ত্রিভুবনের সকলে আমার দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। ১৪

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

লক্ষ্মণ-তর্পণ ।

সংস্কৃত ।	বঙ্গভাষা ।
নমঃ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু । ১৫	আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের লোকে তৃপ্তি লাভ করুন । ১৫

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে । নিত্য তর্পণ করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যহ কেবল এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া প্রত্যেক বারে তিন অঞ্জলি জল দেওয়া কর্ত্তব্য ।

বস্ত্র-নিষ্পীড়ন ।

নমঃ যে চাস্মাকং কুলেজাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ । তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং । ১৬	যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের গোত্রে অপুত্রক হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই বস্ত্র নিংড়ান জলপান করিয়া তৃপ্ত হউন । ১৬ ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান বস্ত্র নিষ্পীড়ন জল, স্থলে প্রদান করিবে । সংক্রান্তি পক্ষান্ত দ্বাদশী, শ্রাদ্ধ দিনে, ষষ্ঠী তিথি ও শনি মঙ্গলবারে ক্ষারসিদ্ধ ও বস্ত্র নিংড়ান জল দেওয়া নিষেধ ।

নমঃ কৃতমেতৎ তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু । ১৭	আমার কৃত এই তর্পণ কর্ম্ম দোষ রহিত হউক । ১৭
নমঃ কৃতেঽস্মিন তর্পণ কর্ম্মাণি যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তত্তদ্দোষ প্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে । ১৮	আমার কৃত এই তর্পণ কর্ম্মে যাহা যাহা ত্রুটী হইয়াছে, তাহার শান্তির নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতেছি । ১৮

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশবার " নমো বিষ্ণু " এই মন্ত্র জপ করিবে । পরে পিতৃ-প্রণাম করিবে ; যথা—

পিতৃ প্রণাম ।

পিতা-স্বর্গঃ পিতা-ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ ; পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ । ১৯	পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা; পিতা তৃপ্ত হইলে সকল দেবতা তৃপ্ত হয়েন । ১৯

সূর্য্য প্রণাম।

সংস্কৃত।	বঙ্গভাষা।
নমো জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্। ২০	জবাপুষ্প সমকান্তি, মহাতেজা, তিমির-নাশক সর্ব্বপাপঘ্ন কশ্যপনন্দন দিবাকরকে প্রণাম করি। ২০

১৩শ পরিচ্ছেদ দেখুন, বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধ তর্পণবিধিতে যুধিষ্ঠির আদির নাম আছে। বলা বাহুল্য, এ বিধি শক নবম শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রণীত হয় নাই। মহাভারত প্রকাশের পরে—অনুমান খৃঃ ১০ম—১১শ শতাব্দীতে কিম্বা তৎপশ্চাতে শ্রাদ্ধ—তর্পণাদির ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে,—সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্তি সম্পাদনার্থে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, পুরাণে ও শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। শ্রাদ্ধের অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি পুণ্যকার্য্য। বিদ্যাদান, পীড়িত ব্যক্তির সেবা, জীবের ক্লেশ দূরীকরণ, অতিথিশালা বা ধর্ম্মশালা, অনাথ-আশ্রম, তড়াগ-কূপাদি খনন বা সংস্কার ইত্যাদি কি পুণ্য বা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনীয় কার্য্য নয়? দায়ভাগ মতে 'পিণ্ডদত্তা ধনং হরেৎ' ভিক্ষা দ্বারা পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না। মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত ধন বা সম্পত্তি না থাকিলে, বঙ্গদেশে আদ্যশ্রাদ্ধের নিমিত্ত ভিক্ষা করার প্রথা এতাধিক প্রচলিত আছে যে,—হিন্দুসমাজ অনেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাধিকারী বঙ্গসন্তানেরা আদ্যশ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অপব্যয়ও হয়। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে দূরে থাকুক, শ্রাদ্ধাধিকারীর জীবনাবধিও চলে না। এমতাবস্থায় কলিকাতার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এক প্রধান সরকারী উকীলের দৃষ্টান্তানুসারে—যদি বঙ্গের ধনাঢ্য শ্রাদ্ধাধিকারী মহোদয়গণ উপযুক্ত ধন বা সম্পত্তি উল্লিখিত বিবিধ পুণ্য-কীর্ত্তির জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গ রূপে প্রদান করেন, তাহাতে পরমারাধ্য ব্যবস্থাপক ঋষিদিগের পরম-কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এবং পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজেরও তদ্দ্বারা গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

"প্রায়শ্চিত্ত-ক্লীং } (প্রায় [স্থট] তপস্তাচিত্ত,
প্রায়শ্চিত্তি-স্ত্রীং } চিত্তি [চিং + ত (ক্ত), তি (ক্তি)-
ভাবে] নিশ্চয়) সং, শুদ্ধিলাভ। ২। পাপক্ষয় সাধন
কর্ম্ম। শিং"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয় সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতিস্মৃতং নিশ্চয়—
সংযুক্তং পাপক্ষয়সাধন ত্বেন নিশ্চিতমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ—"পাপক্ষয় মাত্র সাধনত্ব থাকিয়া বিধিবোধিত যে কর্ম্ম তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে।"

পাতক নববিধ,—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক জাতিভ্রংশকর পাপ, সঙ্করীকরণ পাপ, অপাত্রীকরণ পাপ, মলাবহ পাপ ও প্রকীর্ণক পাপ।

অতিপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

অতিপাতক মহাপাতক হইতেও গুরুতর। "জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ একবার হউক কিম্বা বারম্বার হউক-বিষ্ণু ঋষি বলিয়াছেন,-শাস্ত্রীয়-বিধি অনুসারে অতি পাতকে প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা মহাতক—দ্বিগুণ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত তদশক্তে তিন শত ষাইট ধেনু মূল্য (১০৮০) কাহন বরাটক দান (২০০) কাহন দক্ষিণা দিবে। অজ্ঞানতঃ দক্ষিণার অর্দ্ধেক (১০০) কাহন দিবে।"

মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

"মহাপাতক পাঁচ প্রকার, যথা—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, এবং মহাপাতকীর সহিত গুরুতর সংসর্গ। সাধারণতঃ মহাপাতক হইলে, অজ্ঞানতঃ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত বা ষড় বার্ষিক প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত। অশক্তে-একশতআশী ধেনু মূল্য (৫৪০) পাঁচ-শত চল্লিশ কাহন বরাটক দান করিবে, দক্ষিণা গোশত মূল্য (১০০) একশত কাহন দিবে। জ্ঞানতঃ মরণ কিম্বা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত দ্বিগুণ চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত। অশক্তে—তিনশত ষাইট ধেনু মূল্য (১০৮০) এক হাজার আশী কাহন দান, যে স্থলে দান দ্বিগুণ, তথায় নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণাও দ্বিগুণ হইবে। এই জ্ঞানতঃ মহাপাতকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নাশ হইলেও ব্যবহার্য্য হইবে না।

"তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধিয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক নাশনং ॥"

ইতি মলমাসতত্ত্বং।

অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

অনুপাতক—"মহাপাতকের সদৃশ পাতক বিশেষ। অনুপাতক ৩৫ প্রকার; যথা—(১) মিথ্যাবচন, (মিথ্যা আত্মশ্লাঘা এবং মিথ্যা পরগ্লানি) (২) রাজার প্রতি খলতা অর্থাৎ দুষ্টামি, (৩) পিতার মিথ্যা দোষ কথন, (৪) বেদ ত্যাগ অর্থাৎ বিস্মৃত হওয়া, (৫) বেদ নিন্দা (৬) মিথ্যা সাক্ষ্য (জানিয়া না বলা ও মিথ্যা বলা), (৭) বন্ধু বধ, (৮) অন্ত্যজ ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ, (৯) অভক্ষ্য ভক্ষণ, (১০) নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মনুষ্য হরণ, (১২) অশ্ব হরণ, (১৩) রজত হরণ, (১৪) ভূমি হরণ, (১৫) হীরক হরণ; (১৬) মণি হরণ; এবং ১৯ প্রকার অগম্য গমন।" "ইহার প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকের ন্যায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, অশক্তে একশত আশী ধেনু মূল্য (৫৪০) পাঁচশত চল্লিশ কাহন দান। সংসর্গের উপক্রমাদি স্থলে এবং ব্যভিচারিণী গমনে সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তের লাঘব হইবে।"

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

"গোবধ, অযাজ্যযাজন, সাধারণ পরস্ত্রী গমন, আত্ম বিক্রয় (অর্থাৎ স্বয়ং পোষ্যপুত্র বা ক্রীতদাসাদি হওয়া), পাতিত্য দোষ ব্যতীত পিতা-মাতা গুরু-পুত্র-ভার্য্যা প্রভৃতিকে ত্যাগ-করণ, পরিবেত্তা পরিবিত্তি, অদুষ্ট-রজস্কা কন্যার যোনি-বিদারণ, সুদের সুদ গ্রহণ, ব্রতভঙ্গ-করণ, স্ত্রী পুত্রাদি কিম্বা সাধারণের উপকারজনক পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি বিক্রয় করণ, জন্মাবধি—সংস্কার হীনতা, ত্রিসন্ধ্যাত্যাগ, হীন ব্যক্তিকে বেদ অধ্যয়ন করান, বা হীন ব্যক্তির নিকট বেদ অধ্যয়ন করা, ব্রাহ্মণ হইয়া লৌহ, লাক্ষা, লবণ, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, গুড়, তৈলাদি দ্রব্য বিক্রয়করণ, মনুষ্য বধ-নিমিত্ত অভিচারাদি মন্ত্র প্রবর্ত্তন, রাজার নিকট বা বিচারালয়ে অকারণ পরদোষ কীর্ত্তন, স্ত্রী উপজীবিক হওয়া, ব্রাহ্মণের ঔষধ বিক্রয়, পর-হিংসা, কাষ্ঠের নিমিত্ত বহুতর জীবিত বৃক্ষ-লতাদি ছেদন, (অনাবশ্যক বৃক্ষ ছেদনও পাপজনক), অতিথি-সেবা বা বলি-বৈশ্ব কিম্বা পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ না করিয়া—কেবল আপনার নিমিত্ত অন্নপাক করণ, নিন্দিতান্ন [অর্থাৎ গণক, দেবল ও তস্করাদির অন্ন] ভোজন, নানাপ্রকার দ্রব্য চুরিকরণ, পিতামাতার ঋণ পরিশোধ না করণ, নাস্তিক্য অর্থাৎ পরলোকাদির অস্বীকারকরণ, পাষণ্ড ধর্ম্ম অর্থাৎ নাস্তিকাদি শাস্ত্র অভ্যাস করণ, ধান্য বাড়ি দেওয়া, তাম্রাদি চুরি-করণ, পশ্বাদি চুরি-করণ, সর্ব্বদা নৃত্যগীত বাদ্যাদির অনুষ্ঠান, মন্ত্র-

পান-শীলের স্ত্রী কিম্বা মদ্যপানশীলা স্ত্রীতে অভিগমন, স্ত্রী শূদ্রাদি বধকরণ ইত্যাদি উনপঞ্চাশ প্রকার পাপকে উপপাতক বলে। এই সকলই তুল্য প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে এবং ইহার একবার বা বারম্বার অনুষ্ঠান-ভেদে গুরু লঘু তারতম্য হইয়া থাকে। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। অভ্যাস দ্বারা একটু গুরুতর হইলে, সাধারণতঃ চান্দ্রায়ণ-ব্রতই উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত। মহাপাতক হইতে উপপাতকের প্রভেদ এই যে, ইহার অভ্যাস দ্বারা পাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

"চান্দ্রায়ণ অর্থে চন্দ্রব্রত, শুক্লপ্রতিপদ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত একমাস প্রত্যহ আহারের বিশেষ নিয়ম। শিং " একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণেশুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ। উপস্পৃশং স্ত্রিষবনং এতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতং॥"

চান্দ্রায়ণ-ব্যবস্থা।

" চান্দ্রায়ণব্রত নাশ্য সর্ব্বপাপ ক্ষয়ার্থিনী
ব্রাহ্মণেন চান্দ্রায়ণ-ব্রতাদ্যসমর্থেন যৎকিঞ্চিদক্ষিণক
সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী লভ্য রজতদানে রূপং
প্রায়শ্চিত্তং করণীয় মিতি সতাং মতং।"

জাতিভ্রংশকর-আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

" ব্রাহ্মণপীড়ন, পলাণ্ডুলশুন বা মদ্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, মিত্রের সহিত কৌটিল্যাচরণ এবং পুং মৈথুন, এই সকল কর্ম্মকে—'জাতিভ্রংশকর' পাপ কহে। ইহার অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানতঃ সান্তপন ব্রত, অশক্তে ধেনুদ্বয় দান এবং অজ্ঞানতঃ প্রাজাপত্য। ইহার একবার আচরণে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত।"

"গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ঘোটক, মৃগ, হস্তী, অজ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষ, এই দশবিধ জীব হিংসাকে *'সঙ্করীকরণ' পাপ বলে। নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ, নিন্দিত বাণিজ্য ম্লেচ্ছাদির সেবা করিয়া ধনগ্রহণ ও মিথ্যাভাষণ, ইহাকে 'অপাত্রীকরণ' পাপ বলে। কৃমি, কীটাদি হত্যা, মদ্যাদি-গত ফল ভোজন, ফলপুষ্প কাষ্ঠাদি চৌর্য্যকরণ ও অল্পাপচয়ে মহদ্দণ্ডকরণ, ইহাদিগকে 'মলাবহ' পাপ কহে।"

---

* ("অনুমন্তা বিশাসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতক। মনুসংহিতা ৫।৫১

"পশুহননে অনুমতি-দাতা, হত-পশুর মাংসবিভাগকারী স্বয়ং পশুহন্তা, মাংস-ক্রয়-বিক্রয়কারী, মাংস-পাককারী, মাংস-পরিবেশক এবং মাংস-ভক্ষক এই কয় জনকেই ঘাতক বলা যায়। অর্থাৎ পশু হননে অনুমতি দানাদি হিংসা,—(পরের অপকার ও হিংসা) তাহা না করাই অহিংসা।"

"অতিপাতক হইতে পর পর ক্রমশঃ লঘু পাপ সকল লিখিত হইল, ইহার প্রায়শ্চিত্তও ক্রমশঃ লঘু হইবে, কিন্তু অভ্যাসে চান্দ্রায়ণাদি গুরু প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বিহিত নিত্যকর্ম্মের অকরণ, ব্যাঘ্র শৃগালাদি কর্তৃক দংশন, মিথ্যাপবাদ ইত্যাদি অনুক্ত প্রায় সর্ব্বপ্রকার পাপকে 'প্রকীর্ণক', পাপ বলে।"

* ব্রাহ্মণের আহ্নিক ত্রিকালীন প্রায়শ্চিত্ত

প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।

"ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ
মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা
পাপমকার্ষ্যং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং
পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু
যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃত
যোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি
জুহোমি স্বাহা॥"

প্রাতর্ম্মন্ত্রের ভাষা।

সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আমাকে অসাঙ্গ-যজ্ঞ নিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবস তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, এই জলরূপ সেই পাপ হৃৎপদ্মস্থিত স্বপ্রকাশরূপ (চৈতন্যশক্তি প্রকাশক) সূর্য্য জ্যোতিতে আমি হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক।"

মধ্যাহ্নে মন্ত্রঃ।

"ওঁ আপঃপুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বিপূতা পুনাতু মাং পুনন্তু ব্রহ্মণঃ পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং

মধ্যাহ্ন মন্ত্রের ভাষা।

"জল মদীয় পার্থিব দেহ এবং আমার জ্ঞানকে পবিত্র করুন, দেহ পবিত্র হইয়া

---

* "ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্ বিপ্র কিম্বা প্রজাপতি+অ (ষ্ণ)—অপত্যার্থে কিম্বা ব্রহ্মন্ বেদ + অ (ষ্ণ)—অধ্যয়নার্থে। ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিম্বা যে বেদ অধ্যয়ন করে) সং, পুং. শ্রেষ্ঠবর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিং— 'যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়াঘৃণা, বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্'।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অধ্যায়—৩৯শ শ্লোকের 'শ্রদ্ধাবান্' শব্দের অর্থ 'অশ্রদ্ধাবান্ বা নাস্তিকের, বিপরীত 'আস্তিক'। পণ্ডিতেরা 'নাস্তিক' শব্দের ত্রিবিধ অর্থ করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত ("নাস্তি [ঈশ্বর] নাই +কন্—প্রং") 'নাস্তিক' কে? পশুর ন্যায় যিনি নিরাকার অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তিনিই না প্রকৃত 'নাস্তিক'? তিনি কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন? প্রস্ফুটিত তত্ত্বজ্ঞানের ফল ("আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু...") "সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখা"—হেতু 'কামনা হইতে নিবৃত্তি ও অহিংসা' অর্থাৎ 'পাপ সমূলে নির্ম্মূল' এবং (ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষিগণের অভিপ্রায় বুঝা যায়,—'পাপের উচ্ছেদে) পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি'।

অসভ্য মানবজাতির ন্যায় উলঙ্গ থাকিলে, কুকুর শূকরের ন্যায় বিষ্ঠা বমন আদি ভক্ষণ করিলে, কিম্বা জীব জন্তু সকলকে অথবা ('সোঽহং') আপনাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবৎ অনুভব করিলে, যদি পরমজ্ঞানী হয় তবে দুগ্ধপোষ্য শিশু জ্ঞানশূন্য পাগল ও মতিচ্ছন্ন বৃদ্ধই কি শ্রেষ্ঠজ্ঞানী? এবম্বিধ জ্ঞানেই কি 'পাপের মূল

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥”

আমার আত্মাকে পবিত্র করুন, আত্মা পবিত্র হইয়া উচ্ছিষ্ট অভোজ্য, অসদাচরণ ও অগ্রাহ্য গ্রহণ-জনিত আমার সকল পাপ মোচন করুন। এই আচমনরূপ হোম সিদ্ধি হউক” ॥

সায়াহ্নে মন্ত্রেঃ।

“ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষ্যং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃত যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।”

সায়াহ্নমন্ত্রের ভাষা।

“অগ্নি যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবতা আমাকে অসাঙ্গ যজ্ঞ নিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে মন, বাক্য হস্ত, জঠর এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি রাত্রি তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে এই জলরূপ সেই পাপ, সত্য ও জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাতে হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক॥”

গায়ত্রী প্রায়শ্চিত্ত।

গায়ত্রী।

“ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য
ধীমহি। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥”

ইহার অর্থ:—মর্ত্যলোক, নক্ষত্রলোক, স্বর্গলোক এই সকলের প্রকাশক,-সেই সর্ব্বভূতের উৎপাদক পরমেশ্বরের উপাসনীয় স্বপ্রকাশ (দীপ্তিযুক্ত) তেজ চিন্তাকরি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছেন।

[এই গায়ত্রীর মন্ত্রেও স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে, যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই নন জীবা আর সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর।]

“প্রাণায়াম (প্রাণ-আ-যম্ সংযত করা + অ (ঘঞ্)-ণ) সং, পুং, দেবতার নাম বা কোন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নাসিকার এক ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ু রোধ, পরে অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু বিসর্জ্জন এবং একারম্ভেই পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত দ্বার দ্বারা ঐরূপ পূরক কুম্ভক ও রেচক। [শিং-‘রেচক পূরক কুম্ভক-লক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামঃ।’ প্রাণায়াম শতং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ’।”

উৎপাটিত হইয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি' লাভ হয়? ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা কখনই হইতে পারে না। “যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে রত, তিনিই যথার্থ ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘বেদপারগ’”।

“Do to others as you would that they should do to you”:—*

সরল ভাষায়—পাপপ্রবৃত্তি দূরীকরণোপযোগী ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপদেশ।

"দহ্যমানোঽনুতাপেন কৃত্বা পাপানি মানবঃ।
পচ্যমানোস্বহোরাত্রং প্রাণায়ামৈঃ প্রপূয়তে॥" 'বৌধায়ন'

ইহার অর্থ:—"দিবারাত্রি কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইলে প্রাণায়াম নিয়মে * গায়ত্রী জপ করণে মানবের † সে সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে।"

"বিধিনাশাস্ত্রদৃষ্টেন প্রাণায়ামান্ সমাচরেৎ।
যদুপস্থকৃতংপাপং পদ্ভ্যাং বা যৎ কৃতংভবেৎ।
বাহুভ্যাং মনসাবাচা শ্রোত্রত্বগঘ্রাণ চক্ষুষা।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।"
সব্যাহৃতিঃ ‡ সপ্রণবা জপ্ত্বা শিরসাসহ।
প্রণবেনতথাব্যস্তা বাচ্যাব্যাহৃতয়ঃ পৃথক্।
দশকৃত্বঃ প্রজপ্তাচরাত্র্যাহ্না যৎকৃতংলঘু।
তৎপাপং প্রশমংযাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শতজপ্তাচ সা দেবী পাপোপশমনীস্মৃতা।
সহস্রজপ্তাতু তথাউপপাতক নাশিনী।
লক্ষজপ্যেন চ তথা মহাপাতকনাশিনী।
কোটিজপ্যেন রাজেন্দ্র যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ।
যক্ষবিদ্যাধরত্বং বা গন্ধর্ব্বত্ব মথাপিবেতি।

"প্রাণায়াম নিয়মে গায়ত্রী জপদ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপধ্বংস হইয়া থাকে। জপসংখ্যা যথা,-প্রকীর্ণ পাতকে শতবার জপ, উপপাতকে সহস্রবার জপ, অনুপাতকে অযুত বার জপ এবং মহাপাতকে লক্ষবার জপ করিলেই, পাপ মোচন হইবে। এই লক্ষসংখ্যক জপ এক দিন সাধ্য কার্য্য নহে; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত স্থলে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য (মুণ্ডনাদি) করিয়া, পরদিনে জপ আরম্ভ করা এবং জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত (পুরশ্চরণের ন্যায়) প্রতি দিন হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক সংযত চিত্ত থাকা আবশ্যক।"

ইতি প্রাণায়ামঃ।

গঙ্গাপ্রায়শ্চিত্ত।

"যদাকার্য্য শতংকৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনং

---

* 'ব্যোম ও বায়ু' এই প্রধান ভূতদ্বয় দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস (আকর্ষণী ও বিয়োজনী তাড়িত শক্তির যোগাযোগে) তেজ রক্তচালন মাংস ও অস্থিপালন ইত্যাদি সমস্ত দেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক, কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাদের সংযমনে চিত্তপ্রবৃত্তির বিকৃতি সংশোধিত না হইবার কোন কারণ নাই। 'স্বীয় বুদ্ধিকে সৎপথে চালনার প্রার্থনা' পরমেশ্বরের নিকট করিলে, পাপ প্রবৃত্তি দূরীভূত না হইবে কেন? গায়ত্রী জপ'—উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত বলিতে হইবে।

† এখানে 'মানব' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে যে, 'বৈদিক গায়ত্রী' জপ করিবার অধিকার সকল বর্ণেরই আছে।

‡ "ব্যাহৃতি (তি (ক্তি)-ভা) সং, স্ত্রীং, উক্তি, কথন। (+ ক্তি-র্ম) মন্ত্রাঙ্গবিশেষ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ এই সপ্ত লোক। শিং—"ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরং। ততোঽধীয়ীত সাবিত্রী মেকাগ্রশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ। মহা ব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভ নিবর্হণাঃ"।

"প্রণব প্র-নু স্তুতিকরা + অ (অল্)-ণ) সং, পুং, ঈশ্বরের গূঢ়নাম ওঁকার। শিং—ঈশ্বরস্য বাচকঃ "প্রণবঃ। আসীদ্যদী ক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।"

সর্ব্বং দহন্তি গঙ্গাম্ভস্তুলরাশিমিবানলঃ।"

"ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন মনুষ্য, (অনুতপ্ত হইয়া) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কামনা করিয়া গঙ্গাস্নান * করিলে, ঐহিক ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন"।

† হরি-বিষ্ণু-পরব্রহ্ম-জগন্নাথ-বিশ্বেশ্বর একই। এ নাম জপ দ্বারা হিন্দুসমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার অবৈধ কার্য্য জনিত দোষের মার্জ্জনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরম-পিতায় পরমভক্তি-উদ্দীপনই ইহার উদ্দেশ্য।

'অনুতাপ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট কায়-মনে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্তি'—ই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত ‡।

---

*" যৈ পুণ্য বাহিণী গঙ্গা সকৃদ্ভক্ত্যাবগাহিতা।
তেষাং কুলানাং লক্ষন্তু ভবাত্তারয়তে শিবা।
স্নান মাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকং।

যে ব্যক্তি একবার ভক্তিক্রমে পুণ্যবাহিনী গঙ্গায় অবগাহন করে, তাহার লক্ষকুল গঙ্গা তরাইয়া থাকেন। গঙ্গায় স্নানকরা মাত্রেই ব্রহ্মহত্যাদি দুরাধর্ষ পাপ যায় "।

অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু অনুতাপের যন্ত্রণা এত প্রবল হইতে পারে যে, মনুষ্য পাগল হইয়া যায় এই ক্লেশ নিবারণার্থে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে,-বিবেচনা হয়।

" ব্যতীপাতযোগে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটিকুলোদ্ধারণং ফলং "। সম্ভবতঃ এ সময়ে স্রোতস্বতী গঙ্গায় অবগাহন বিশেষ স্বাস্থ্যকর ; অতএব 'আপনি বাঁচিলে বাপের নাম ' এই চলিত বাক্যের মর্ম্মার্থে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ইহার ফলে ' ত্রিকোটি কুলোদ্ধার ' হয়।

†"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচি॥"

[অপবিত্র হউক বা পবিত্র হউক সকল অবস্থাতেই যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তিনি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্র হয়েন।"]

"উপনিষৎ বা উপনিষদ্, বেদের শিরোভাগ, বেদের যে অংশে ঈশ্বর নিরূপণ আছে, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত ; উপনিষৎবিদ্যা আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। উপনিষদের প্রভাবে পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

‡ ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"পাপী যদি (আপনাকে দুর্ভাগ্য জ্ঞানে) সকলের নিকট স্বকৃত পাপ প্রকাশ করেন কিম্বা বিশেষ অনুতপ্ত হয়েন অথবা ইন্দ্রিয়সংযম ও শরীরশোষক উপবাস ব্রতাচরণাদির (তপস্যার) অনুষ্ঠান করেন কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক সৎশাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে পাপ ক্ষয় হইতে পারে এবং আপদকালে দান দ্বারাও পাপনাশ হয়; এইজন্য তপস্যাদি কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য বোধে আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ তপস্যার প্রতিনিধি স্বরূপ দানকেই সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

এই প্রায়শ্চিত্তবিধির দ্বারা পরম পূজনীয় মহর্ষিগণ তাঁহাদের প্রগাঢ় তত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছিলেন 'ব্যবস্থাপকগণ নাস্তিক' কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধি অনুশীলন করিয়া দেখুন, ইহাতে মানবের সমানত্ব বা মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব এবং পরমেশ্বরের প্রতি পরম পিতৃভাব সম্যকরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে। পরমপিতা পরমেশ্বরই মানবের পাপের দণ্ডবিধানকর্ত্তা। কেবল সমাজ রক্ষার্থে যতদূর শাসন আবশ্যক, শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ পরমেশ্বরের পরম পিতৃত্ব অস্বীকার না করিয়া,—বিশ্বপতির অবমাননা না করিয়া, সেইটুক্ মাত্র যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন বর্ণের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তবিধির ইতর বিশেষ নাই। গুরুতর অবৈধ কার্য্য ভিন্ন কাহাকেও সমাজচ্যুত করিবার ব্যবস্থা নাই।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে, মূর্ত্তিপূজা খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে ছিল, পরে তদ্বর্জ্জনে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যাঁহারা অসমর্থ এমত পুরুষ ও স্ত্রীদিগের সাকার পরিত্যাগোপদেশার্থে অবয়বশূন্য * শালগ্রাম-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শালগ্রাম পূজার বিধি।

"স্ত্রিয়োবা যদি বা শূদ্র ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্ ॥"

---

* "নিরাকারং মনো যস্য নিরাকার সমোভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ॥"

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তির মন নিরাকার, সে-ই নিরাকারের সমান হয়; এই হেতু সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত সাকার পরিত্যাগ করিবে।"

পুরাণে নানা উপাখ্যান ও উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান দুরূহ নয়। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে এমত আভাসও আছে যে, গঙ্গা দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন হয়। একথা অমূলক নয়,—ধীমান মহোদয়েরা অবশ্য বুঝিতে পারেন। গঙ্গার জলপ্রবাহ কোন্ অদৃশ্য অগম্য স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া অনবরত একদিকে ধাবমান হওতঃ কোথা চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিতেছে না। ঈদৃশী স্রোতস্বতী জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা দর্শনে সেই নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অনুপম শক্তি ও মহিমা উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। তা না হইলেও 'ঐ জলরাশি যেমন অনন্ত স্বরূপ মহাসমুদ্রে মিলিয়া যাইতেছে তদ্রূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে' এমত জ্ঞানেরও উদয় হয় না কি? আবার 'মরণ সময়ে সাকার ভাবনা পরিত্যাগে পুরাণমতে পুনর্জ্জন্ম হয় না,' এই ঋষিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে জলরাশি দর্শন করিতে করিতে মৃত্যু হইলে—পুনর্জ্জন্ম হইবে কেন? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইলে, 'সাকার-ভাবনা পরিত্যাগ করিবে,'—এই ঋষিদিগের উপদেশ। 'জন্মান্তর নাই এমত জ্ঞানে অটল বিশ্বাস থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম হইবার কোন কারণ নাই। দৃষ্টান্ত,—কাশী আদি তীর্থধামে মৃত্যু হইলে, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীব মাত্রেরই পুনর্জ্জন্ম হয় না। এইজন্য সাকার উপাসনা বা মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাজ্য।

(শিলাচক্রের পূজা করিয়া স্ত্রী, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি * শাশ্বত পদ লাভ করেন।)

বারাণসীধামে লিঙ্গ-রূপী বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে কোন বর্ণের নিষেধ নাই। শ্রীক্ষেত্রে দারু বা শালগ্রাম শিলারূপী (বিশ্বেশ্বর) জগন্নাথকে নিবেদিত অন্ন পরিবেষণে বর্ণ বিচার নাই। নিকৃষ্ট বর্ণ ঐ অন্ন উচ্ছিষ্ট করতঃ ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রী পুরুষের (বিধবা প্রভৃতিরও) মুখে স্বহস্তে তুলিয়া দিলে তাহা ভক্ষণ করিতেই হয়।

বঙ্গদেশস্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে বর্ণ প্রভেদ নাই বলিলেই হয়; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদি ধর্মগ্রন্থ পাঠে এবং শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম পূজায় ইহারা সকলেই সমান অধিকারী। বঙ্গের তান্ত্রিকসম্প্রদায় মধ্যেও নীচ ও উচ্চবর্ণে একত্র এক পাত্রে অন্ন মৎস্য মাংসাদি গুপ্তভাবে ভোজন করার প্রথা চলিত আছে।

'প্রসাদ' অর্থে "দেব নিবেদিত দ্রব্য ও গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট"।

উচ্ছিষ্ট,—(উৎ—শিষ্ শেষরাখা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভোজনের পর পাত্রে যাহা অবশিষ্ট থাকে, ভুক্তাবশিষ্ট, এঁটো। ভোজনের পর জল দ্বারা ক্ষালন করা নয়; যথা—'উচ্ছিষ্ট মুখ।' যাহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শ হইয়াছে; যথা—উচ্ছিষ্ট পাত্র, উচ্ছিষ্ট হস্ত, উচ্ছিষ্ট বস্ত্র।"

যে কোন 'দেব নিবেদিত দ্রব্য' বা গঙ্গাজল, কিম্বা অপর খাদ্যবস্তু আহার করিতে করিতে মুখের ভিতর হইতে বাহির করা যায় তাহা উচ্ছিষ্ট হয় না কি? শাস্ত্রানুসারে গঙ্গাজলে একবিন্দু কূপজল পড়িলে তাহা আর পূজাদি কার্যে ব্যবহারযোগ্য হয় না; তাহা অপবিত্র হইয়া যায়। মুখপ্রক্ষালিত উচ্ছিষ্ট গঙ্গাজল কি আর 'গঙ্গাজল' থাকে? তাহা অব্যবহার্য্যই না হয়? কোন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করার পরক্ষণে তাঁহার ও তাঁহার গুরুজনের সহিত অস্পৃশ্য নিকৃষ্ট বংশজাতরূপে সামাজিক ব্যবহার করা লজ্জাকর ও গর্হিত কার্য্য নয় কি?

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

এই শ্লোকের অন্যতর পাঠ ("জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ") শব্দকল্পদ্রুমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা শুদ্ধ বোধ হয় না।

* শাস্ত্রানুসারে বেদোক্ত গায়ত্রী জপ প্রণব-উচ্চারণ শিব ও নারায়ণ পূজা আদিতে সকল বর্ণের সমান অধিকার আছে, দেখা যাইতেছে। খৃষ্টের ১০ম ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে কোন যে শাস্ত্রীয় প্রভেদ ছিল, তাহার প্রমাণ নাই।

সকল বর্ণজাত মানবইত পুরাণানুসারে,—'রূপক ভাবে ব্রহ্মার শরীর হইতে'—কিম্বা 'মনু হইতে' উৎপন্ন, এবং সংস্কারের পূর্ব্বে শূদ্রবৎ গণ্য। আর যদি 'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়'—অর্থে 'ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ,—বলা যায় তবে ব্রাহ্মণই কি সংস্কারের পরে 'ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য' অর্থাৎ 'দ্বিজ' অভিধেয় হন ?

"ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মণ বিপ্র কিম্বা প্রজাপতি + অ (ষ্ণ) কিম্বা ব্রহ্মণ বেদ + অ (ষ্ণ) অধ্যয়নার্থে। ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিম্বা যে বেদ অধ্যয়ন করে) সং,পুং, শ্রেষ্ঠ বর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিং—'যোগস্তপো দম দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা, বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণ-লক্ষণম্'। বিং,ত্রিং, ব্রহ্মজ্ঞ।"

ব্রাহ্মণ বাচক শব্দ 'দ্বিজোত্তম' ও 'ব্রহ্মজ্ঞ'/ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ' 'ব্রাহ্মণ বা দ্বিজোত্তম' সংস্কারে কি মধ্যম বর্ণ 'ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য'সম হন ? এ কেমন কথা হইল ?

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের যে পাঠই শুদ্ধ হউক, জীবশ্রেষ্ঠ মানব সর্ব্বপ্রথমে ('ব্রাহ্মণ' কিম্বা 'শূদ্র'ই বলুন) একই জাতি ছিলেন। পরে,—

("চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ;—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন)

উত্তম বা অধম বৃত্তি অবলম্বনে উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞই ব্রাহ্মণ বাচ্য; অর্থাৎ "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" *। মনুষ্য ভুমিষ্ঠ হইবা মাত্রই জ্ঞানী হন না। জ্ঞানীর চক্ষে সকল মানবই সমান; ("পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ")।

'All men are equal in the eye of Law' :—

কি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র!

কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজ-প্রসাদে সকল জাতীয় পুরুষ, ও স্ত্রী বিদ্যা এবং জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ংবিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি, ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃসুখং॥"

অর্থাৎ—"বিদ্যা,-বিনয় (নিরহঙ্কার) দেন, বিনয়েতে যোগ্যতা (প্রাজ্ঞতা) পায়, যোগ্যতা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে সুখ॥"

---

* 'পুরুষার্থ' শব্দের 'পুরুষ'অর্থেই—

["পুরুষ বা পুরুষ (পূ [বল] পূরণকরা + উস (কুষণ্)—ক। অথবা পূ পালন করা + উষণ্—ক। যে পালন করে। কিম্বা পুরু দেহ—শী শয়ন করা + অ (ড)—ক সং, পুং পুমান, মনুষ্য, নর। পুংজাতীয়।", (পুর শরীর—বস্ বাস করা + অ (ক)—ক, সংজ্ঞার্থে। যে শরীরে বাস করে। কেহ বলেন যে শরীরে শয়ন করে, নিপাতন। কেহ বলেন যে শরীর পালন করেন, নিপাতন) আত্মা"।] বর্ণ ও লিঙ্গ-বর্জ্জিত 'মানবাত্মাই' বুঝায়। "বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্"।

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণিভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ৪।৩৬,৩৭।

"অর্থাৎ,—যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইবে।

হে অর্জ্জুন যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে॥"

জ্ঞানে 'ইহজন্মে সুখ' ও 'পুনর্জ্জন্ম হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি'।

অঙ্গারে অগ্নি প্রবেশ করিলে তাহার ভিতর বাহিরের কালরং যায়, ছাই পর্য্যন্ত সাদা হয়। জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ।

এতাদৃশ উন্নত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মানুসারে সকল বর্ণের ও জাতির প্রতি সমান ব্যবহারই কর্ত্তব্য। কেহই অস্পর্শনীয় ত্যাজ্য বা ঘৃণিত নয়।

কিমধিকং।

জয় বিশ্বেশ্বর! "জয় জগদীশ হরে"!।

৺কাশীধাম, মহালক্ষ্মী যন্ত্রে
শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ১ম পৃষ্ঠা হইতে
৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত। ১৩১৭ সাল।

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়। — পৃষ্ঠা

১৪শ পরিচ্ছেদ পুরাণোক্ত ত্রেতার বা অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের, বশিষ্ঠ-দেবের ও তৎপ্রপৌত্র বেদব্যাসের, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবধুর গর্ভে বেদব্যাস দ্বারা উৎপাদিত সন্তান পাণ্ডুর ও পাণ্ডবদিগের এবং দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[ভারতবর্ষ নাম কত পুরাতন? 'হিন্দী' ভাষা ও 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার কখন হইতে আরম্ভ? বিক্রমাদিত্য-কালিক অমরসিংহের পূর্ব্বে কি বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কখন হইয়াছিল এবং তাহার জ্যোতিষিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা অপর প্রমাণ কি? কৌরবের যুদ্ধ কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নয়? তবে সে পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ?] ... ... পৃঃ ১২০-১৯৯

(ছ) প্রদর্শনী (আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র) ... পৃঃ ১২৫

(জ) ,, (বিষুবৎসহ অয়নাংশ প্রবর্ত্তন ও উত্তরায়ণ আরম্ভ গণনা।) ... পৃঃ ১৫১-১৫৫

(ঝ) ,, (বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল।)... পৃঃ ১৬৩-১৬৬

শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... পৃঃ ১৮০-১৮৩

[শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার প্রমাণ কি? হিন্দুধর্ম্মের উদয় এবং বর্ণপ্রভেদ কখন হইতে? বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণ সম্বন্ধে—কোনও পৌরাণিক বা অপর প্রমাণ কিম্বা শাস্ত্রীয় বিধি আছে কি না? 'সাল' নামক বৎসরের প্রকৃত বিবরণ কি? শ্রী-রামচন্দ্র কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাহার প্রমাণ কি?] ২০০-২৬৫

১৫শ পরিচ্ছেদ। দেহতত্ত্ব শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং তদ্ব্যাখ্যা ... ১-৪০

দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধ সম্পাদকের সামর্থ্য নাই বলিয়াও নয়, আধুনিক প্রথা অনুসারে অশুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল না। কএকটী ভুল কেবল উল্লেখনীয় যথাঃ—

২১৮ পৃষ্ঠার ১৭শ ছত্র হইতে ২২০ পৃষ্ঠার ৩য় ছত্র পর্য্যন্ত বন্ধনীর [ ] অন্তর্ভুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি একটু ভিতরে মুদ্রিত হয় নাই।

১৫শ পরিচ্ছেদ ৭ম পৃঃ ২৬শ ছত্রে 'রহিয়াছে।' পরে * এবং ঐ পৃষ্ঠার তলে নিম্ন লিখিত টীকা হইবেঃ—

* জীবদেহ এক অত্যাশ্চর্য্য অনুপম যন্ত্র। দেহ তত্ত্বানুশীলনে সৃষ্টি-কর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করা যায় না কি? এবং আস্তিক্যে বা পরম জ্ঞানে ও পরমেশ্বরে পরাভক্তিভাবে হৃদয় আপ্লুত হয় না কি?

" ৩৬ পৃঃ—শেষ ২ ছত্রের উপরের শ্লোকের শুদ্ধ পাঠঃ—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজোচ্যতে।
বেদপঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতিব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ

"মনুষ্য মাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া (অথবা মনুষ্য "জন্মিবা মাত্র শূদ্রবৎ") থাকেন, সংস্কার দ্বারা (অথবা "যজ্ঞোপবিতাদি হইলেই") দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বেদাধ্যয়ন করিলে বিপ্র, ও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই (অথবা "বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলে প্রকৃত") ব্রাহ্মণ হয়েন।"

PRINTED BY—B. N. GOSWAMI AT THE "KASHI PRESS" BENARES CITY.

BENGAL LIBRARY
22 FEB 1910
WRITERS' BUILDINGS

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

(Universal Religion and the doctrine of Incarnation)

A thesis attempting to show that the universal truth underlies all religions, and defending the doctrines of transmigration and Incarnation.

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক প্রণীত।

সন ১৩১৬ সাল।

বিনা মূল্যে বিতরণীয়।

ওঁ

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক প্রণীত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
৬০, ভবানীচরণ দত্তের লেন, কলিকাতা।

কাৰ্ত্তিক প্রেস,
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।
বিনা মূল্যে বিতরণীয়।

উৎসর্গ পত্র।

(শ্রীস্বামীপাদ দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া)

পরম-ভাগবত, মহানুভাব,

কাসিমবাজারাধিপতি

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

শ্রীকরে এই গ্রন্থ পরম প্রীতি সহকারে

অর্পণ করিলাম।

ওঁ

বিজ্ঞাপন।

১। এই গ্রন্থের নাম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম * *, এই সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্মের অর্থই সকল ভূমিতে ও সকল জীবের প্রতি যে ধর্ম্ম সমভাবে সদা বর্ত্তমান আছে; অর্থাৎ এই শরীরাভিমানী দেবতা (অহং=আত্মা) হইতে যে ধর্ম্মের বিকাশ হয়।

২। আমাদের এই স্থূল শরীর, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ আশ্রয় করিয়াই ঐ অহং=আত্মার ধর্ম্ম অস্মীতার অর্থাৎ আমি ও আমার ভাবের (অভিমানের) বিকাশ হয়; এই আমি ও আমার ভাব হইতেই আমাদের (সকল জীবের) মোহ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি অনুভব হয়।

৩। প্রতি জীবের এই দুঃখ ত্রিবিধ, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। যোগ-দর্শনে ইহা দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ ত্রিবিধ দুঃখ লৌকিক উপায়ে সামান্যভাবে নিবারণ হয়, আর পারমার্থিক উপায়ে অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

৫। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া শীতবাতাদি হইতে শরীর রক্ষা করা লৌকিক উপায়; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে যে মোক্ষ সাধন উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সাধনই পারমার্থিক উপায়।

৬। ঐ পারমার্থিক উপায় অবলম্বন করিয়া (মোক্ষ ধর্ম্ম সাধনে) ভারতবাসী একান্ত তৎপর, এবং ভারতভূমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ভূমি, "সার্ব্বজনীন-উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে তাহা উক্ত হইয়াছে; এবং এই গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, মূল মোক্ষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে "নিজের সহিত সকল প্রাণীর সমান উপমা ধারণ করিবে, সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার ন্যায় ভালবাসিবে, কাহারও স্থূল শরীরে ও মনে ক্লেশ দিবে না;" ইহাই "সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম"।

হায়! আজ এই ভারতবর্ষে সেই ভারতবাসীর (বিশেষতঃ সহৃদয় কোমল মতি বঙ্গবাসীর) মধ্যে কেহ কেহ সেই "সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম-পাদপের সুশীতল ছায়ায় বাস করিয়া হৃদয় শূন্য পাষাণের ন্যায় anarchist সাজিয়া গুপ্ত-নর-হত্যা করিতেছে!! ছি! ছি!!! তোমাদের শত ধিক!!!

৭। ঐ যে গুপ্ত নরহত্যাদি করিতেছে ইহার পরিণাম ফল কি হইবে স্থির করিয়াছ?— মনে করিয়াছ কি ইহাতে ভারত স্বাধীন হইবে? তাহা মনে স্বপ্নেও স্থান দিও না, এই অধর্ম্মের পরিণাম ইহলোকে পতনের চরমাবস্থা এবং পরলোকে নিরয় শরীর ধারণ।

৮। হে বঙ্গীয় উৎশৃঙ্খল যুবক, তোমাকে আমি বিনীতভাবে জানাইতেছি, একবার "সার্ব্বজনীন-উপাসনা ও সাম্যবাদ" পাঠ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও। ঐ গ্রন্থে তোমার উন্নতি ও অবনতির পথ সম্মুখে দেখিতে পাইবে। একটু ধীরভাবে পাঠ করিলেই প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। ইতি।

বিনীত
প্রকাশক।

ভূমিকা।

১। চন্দ্রহাটী গ্রামে শ্রীস্বামীপাদ অরণ্যের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে করিতে যে একটি বীজ পাইয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র বীজটি ("সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ") এই উর্ব্বর-ভারত-ক্ষেত্রে রোপন করিলাম, এক্ষণে সহৃদয় জ্ঞানবান পাঠক সহানুভূতি-বারি দান করিলেই ইহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া সজীব থাকিবে।

২। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আগমে (শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ্য বিষয়ে) বীতশ্রদ্ধ, এই হেতু এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় সকল কেবল মাত্র ন্যায় সঙ্গত যুক্তি, দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ (বাহ্য ও মানস), অনুমান প্রমাণ, আর্য দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইল।

৩। আশা করি ইহা পাঠে অনেক-সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির সংশয় নিরাকৃত হইবে ইতি।

৬০ ভবানীচরণ দত্তের লেন,
কলিকাতা।

ভক্ত দাসানুদাস
শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

22 FEB. 1910
WRITERS' BUILDING

ওঁ

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

"মূর্ত্তি উপাসনা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়", "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থদ্বয়ে আর্য্যোপদিষ্ট মূর্ত্তি উপাসনা (নাম, রূপ ও গুণ) কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, উপাসনা কি, অবতার কি, সাম্যনীতি কি, ইত্যাদি বিষয় মীমাংসা করা হইয়াছে; এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতার কি, তাহা বিশদভাবে প্রমাণ করা যাইতেছে।

২। কোন বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে, অগ্রে দেখা উচিত প্রমাণ কয় প্রকার। এই প্রমাণ বলিতে আমরা বস্তুর প্রকৃষ্ট জ্ঞানের হেতু বুঝি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ। বাহ্যবিষয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ্য প্রত্যক্ষ। আর সূক্ষ্ম বিষয় (আন্তর ভাব) ও অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহং ও পঞ্চপ্রাণ *) সংযোগে (জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া) যে জ্ঞান হয়, তাহাই মানস প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৩। অনুমান—হেতু দ্বারা বস্তু নিশ্চয়, অর্থাৎ যুক্তি আশ্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ জ্ঞান, যথা ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয় ইত্যাদি।

৪। আগম—আপ্তবাক্য (বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য) যাঁহার বাক্যে কোন যুক্তির (অনুমানের) ও দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া একবারে বস্তু নিশ্চয় (বা বিশ্বাস) হয়। কোন পুত্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "ঐ গৃহে তোমার খাদ্যদ্রব্য ঢাকা আছে, লইয়া যাও"। পুত্র মাতার কথাতে বিশ্বাস করিয়া কোন প্রমাণের (দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান) অপেক্ষা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে ঢাকা খুলিয়া খাদ্য পাইল। যেরূপ ঐ পুত্রের নিকটে ঐ মাতার বাক্য "আপ্তবাক্য", সেইরূপ ঋষিবাক্যে † নির্ভর করিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাই "আগম (শ্রুতি)"। ভিন্ন ভিন্ন বাদিরা আমাদের এই ত্রিবিধ প্রমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রমাণের হেতু ইহারই অন্তর্ভুক্ত, চিন্তাশীল জ্ঞানী মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঐ ত্রিবিধ উপায় ভিন্ন আর কোন প্রমাণের হেতু নাই।

---

* সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয় কৃত "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" গ্রন্থে এই পঞ্চ প্রাণ কি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† অভ্রান্ত দ্রষ্টা পুরুষের বাক্য। এই অভ্রান্ত দ্রষ্টাপুরুষ মাত্রেই ঋষি পদবাচ্য।

৫। এই পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপন আপন মূল ধর্ম্মগ্রন্থকে আপ্তবাক্য (আগম=Revelation) বলিয়া থাকেন। আমরা সরল বুদ্ধিতে এই "আগম"="আপ্তবাক্য"="Revelation" বলিলে কি বুঝি। এই আগম পদ উচ্চারণ করিলে আমরা কোন মানুষকৃত গ্রন্থ বুঝি না, স্বতঃই যেন আমাদের মনে হয় যে, কোন স্বাভাবিক নিয়মে এই সৃষ্টির আদিতে কোন আদি বক্তা পুরুষ হইতে যে প্রথমবাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাই। আর ঐ আদি বক্তা পুরুষ বলিলে, সরল বুদ্ধিতে মনে হয়, যেন ঐ পুরুষও উপর (স্বর্গাদিলোক) হইতে আমাদের ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং তিনি অভ্রান্ত, আমাদের মত ভ্রান্ত নহেন। তাই আমরা আগমকে অপৌরুষেয় অভ্রান্তও মনে করি। আমরা কেন? সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই একবাক্যে আপন আপন মূলধর্ম্মগ্রন্থকে অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য (Revelation) বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এত হইল সরল বুদ্ধির (বিশ্বাসের) কথা। আর্ষ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দিক্ হইতে দেখিলে ইহা কতদূর সত্য?—১৪।১৫ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

৬। আর্ষদর্শন একবাক্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সৃষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত পূর্ণশক্তি কারণরূপে নিত্য বিদ্যমানা আছেন, ঐ শক্তিই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে সদা পরিবর্ত্তিতা (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) হইতেছেন, আর ঐ শক্তিপ্রভাবে সকল দ্রব্যই অভিব্যক্ত হইতে পারে, কিছুই অসম্ভব নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে ঐরূপ এক পূর্ণ শক্তি সমষ্টি থাকা স্বীকার করেন, এবং ঐ শক্তির প্রচলনই (motion or vibration is force) এই বিশ্ব (যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ)। এই শক্তিকে নাস্তিকেরা (atheist) বলেন, এই সৃষ্টি আপনা আপনি হয়, উহা ঈশ্বর নহে, কোন শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। agnosticগণ বলেন, এই সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, (অর্থাৎ The unknown entity)। আমরা যে বিষয়ে অজ্ঞ, যাহা জানি না, তাহা যে আদৌ কিছু বস্তু নহে, অভাব একথা বলা যায় না। সত্তেরই (যাহা সত্তা অর্থাৎ যাহা আছে, তাহারই) অভিব্যক্তি হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি অনুসারে ঐ মূল কারণ যে সত্তা বা শক্তি তাহা স্থির হইল।

৭। সকল আস্তিক ঈশ্বরবাদী এই জগতের ঐ মূল কারণকে (ঐ মূলা শক্তিকে) একবাক্যে অনাদি অনন্ত পূর্ণশক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহার প্রভাবে এই বিশ্বসংসারে সকলই হইতে পারে, অর্থাৎ অতীতকালে ইহা হইয়াছিল, উহা হয় নাই, বর্ত্তমানে ইহা হইতেছে, উহা হইবে না, এবং অনাগত কালে ইহা হইবে, উহা হইবে না, এরূপ কোন বিধি নিষেধ চলে না। তবে আস্তিক খৃষ্টানাদির সহিত এই বিষয়ে আর্ষশাস্ত্রের একটু মতভেদ আছে, তাঁহারা বলেন, "অভাব হইতে (কিছু না হইতে) ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে", আর্ষশাস্ত্রে বলে "সদ্ভাব (সত্তা) হইতে তাঁহার প্রভাবে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে"। এই মত দ্বৈধ, পরে মীমাংসা করা যাইতেছে।

৮। নাস্তিক (চার্ব্বাক্) ও বৌদ্ধসম্প্রদায় এইরূপ (আস্তিকের মত) পরমেশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে, "আপনা আপনি মহা শূন্য হইতে কোন প্রভাবে স্বতঃ এই বিশ্বের বিকাশ ও লয় হইতেছে"। এ মন্দ সিদ্ধান্ত নহে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, কোন ক্রিয়া (পরিণাম=কার্য্য) হইলেই তাহার মূলে কোন এক শক্তি থাকিবেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে সকল প্রচলন (ক্রিয়া) মাত্রেই শক্তির গতি (vibration is force)। অতএব নাস্তিক ও বৌদ্ধমতে মহাশূন্য হইতে আপনা আপনি কোন প্রভাবে এই বিশ্বের বিকাশ হইলেও উল্লিখিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা উহার মূলে অবশ্য এক শক্তি থাকা সিদ্ধ হইতেছে। সেই শক্তি জড়া শক্তিই হউন আর চিচ্ছক্তিই হউন * (ঈশ্বরবাদীর চিন্ময় পরমেশ্বরই হউন)।

ভগবান্ বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না। তিনি জীবের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় ও নির্ব্বাণ মার্গই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অল্পজ্ঞ বৌদ্ধদার্শনিকগণই শূন্যবাদ, অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব ঐ সকল তত্ত্ব বিচার করেন নাই। এ জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য নহে, কিন্তু অনাদি কার্য্য কারণ পরম্পরা এই সাংখ্য মত ভগবান্ বুদ্ধদেবেরও অনুমোদিত। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান †। ভগবান্ বুদ্ধের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণই ঐ শূন্যবাদ, অনাত্মবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করাতেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া ঐ মত উঠাইয়া দিয়া বেদান্তমত প্রচার করেন। অবতার ও মহাপুরুষগণ স্বমত প্রচার করিয়া চলিয়া গেলেই কিছু শতাব্দী পরে তাহার ব্যভিচার হয়। সকল মতই কালে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধমতও সেইরূপ হইয়াছিল, তাই শঙ্করাচার্য্য আসিয়া আত্মবাদ প্রচার করেন।

৯। এইখানে একটু ইঙ্গিত করা যাইতেছে যে, কি নাস্তিক, কি বৌদ্ধ, কি আস্তিক, কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সকল বাদীকেই ন্যায়যুক্তি অনুসারে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, মূল উপাদান কারণে (ঐ মূলাশক্তিতে) যাহা বিদ্যমান থাকিবে, তাহার কার্য্যেও তাহা থাকিবে; যেহেতু ঐ উপাদান কারণই কার্য্যরূপে (কার্য্যকারণের অতিরিক্ত নহে) পরিণত হয়। অতএব ঐ মূল উপাদান কারণের (মূলাশক্তির আর্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষ) পরিণাম যখন এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় (বিশ্ব), তখন ঐ মূল উপাদানে যাহা বিদ্যমান আছে, এই কার্য্য বিশ্বেও তাহা থাকিবে।

কিন্তু এই বিশ্বে (ও জীবে) আমরা চৈতন্য (চিৎশক্তি) বিদ্যমান আছেন দেখিতে পাই, সুতরাং ঐ মূল কারণে (মূলাশক্তিতে) চৈতন্য বিদ্যমান থাকা সিদ্ধ হইল। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী

---

* সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয়ের বৌদ্ধদর্শন ও আত্মপ্রবন্ধ "হিন্দু পত্রিকা" দ্রষ্টব্য।

† "বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি শীর্ষক" প্রবন্ধ (সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয়ের) হিন্দুপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অসতের অভিব্যক্তি কেহ স্বীকার করেন কি ?—

১০। যদি বলা যায় যে, পুষ্পসারের (আতর প্রভৃতির) মতন দৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে সারাংশ (স্থূল জীবাত্মা) উৎপন্ন হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হন ? ইহাও ভ্রান্তযুক্তি, যেহেতু যাহা মূলে (উপাদান কারণে) নাই, (অসৎ—Nihil-ad rem) তাহার আবার উৎপত্তি কি ? আকাশকুসুমের ন্যায় অভাবের উৎপত্তি (সংভাব) কোন্ ধীর ব্যক্তি স্বীকার করেন ? —যাহা অভাব, তাহা চিরকালই নাই ; সুতরাং তাহার কার্য্যও (From nothing comes out nothing) নাই, আর যাহা সৎ (ভাব বা আছে), তাহা চির দিনই আছে ; এই সৎপদার্থেরই অভিব্যক্তি হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞান এক বাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন ; অতএব সতের (ভাব পদার্থের) উৎপত্তি হয়। এই যুক্তি বলে জীবাত্মা (চিৎশক্তি) মূল উপাদান কারণে ছিলেন না, পুষ্পসারের (আতরের) মত হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হন, এমত ভ্রান্ত প্রমাণ হইল।

১১। যদি বলা যায় যে, প্রত্যেক মনোবৃত্তির মত ঐ জীবাত্মা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও নাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে প্রতি জীবাত্মার প্রবাহ (ক্ষণিকবাদ) চলিয়াছে ? এযুক্তিও ভ্রান্ত, কারণ চিত্তবৃত্তি প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইলেও উহার মূলে চিত্তরূপ সৎ উপাদান কারণ বিদ্যমান থাকাতে ঐ বৃত্তি সকল প্রতিক্ষণে চিত্তে উঠিতেছে এবং চিত্তেই লয় হইয়া থাকিতেছে। তোমরা যাহাকে 'নাশ' (বৃত্তিনাশ) বল, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই 'নাশ' পদের অর্থই কার্য্যের কারণ প্রবেশ (লয়)। চিত্তে যে বৃত্তি সকল লয় হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি ? এই নাশ বলিতে যে, তোমরা ধ্বংশ (অত্যন্ত অভাব) বুঝ, তাহা নহে, দর্শন ও বিজ্ঞান মতে নাশধ্বংস নহে, নাশ কারণে লয় হইয়া থাকা। যাহা ধ্বংস (অত্যন্ত অভাব) হয়, তাহার পুনর্বিকাশ হয় না। কিন্তু তুমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বারানসী নগরী দেখিয়াছ, আজ কলিকাতায় বসিয়া এই বর্ত্তমান সময়ে সেই বারানসী নগরীর প্রত্যেক বিষয়ের স্মৃতি চিত্তপটে তুলিতে পারিতেছ, যদি ঐ নগরীর প্রত্যেক বৃত্তি ঐ বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিক্ষণে তোমার চিত্তে উঠিয়া একবারে ধ্বংস (অত্যন্ত অভাব) হইত, তাহা হইলে কি তুমি এই বর্ত্তমান সময়ে মনে ঐ সকল তুলিতে পারিতে ? ইহাতে বুঝ যে, সমস্ত বৃত্তিই তোমার চিত্তপটে অঙ্কিত বা লয় হইয়া থাকে, ধ্বংস হয় না। যখন প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত বিষয় স্মরণ) থাকে, তাহার বাধ হয় না, তখন কেমন করিয়া বলিতে পার চিত্তবৃত্তি সকলের অত্যন্ত অভাব (ধ্বংস) হয় ? যদি চিত্তের বৃত্তি সকল ধারাবাহিকরূপে চিত্তে আহিত (বিধৃত) থাকে, তাহা হইলে চিত্তও একভাবে থাকে, বদলায় না, (যেহেতু কার্য্য একভাবে থাকিলে তাহার কারণও একভাবে থাকিবে), অতএব ঐ চিত্তের অনুভব কর্ত্তা (জ্ঞাতা) জীবাত্মাও একভাবে বিদ্যমান থাকিবেন। ঐ জ্ঞাতা একভাবে না থাকিলে, ঐ অনুভব এক ভাবের হইত না। এই যুক্তিতে ক্ষণিকবাদ ভ্রান্ত প্রমাণ হইল।

১২। বৌদ্ধগণ মূলে ঐ অনাদি অনন্ত পূর্ণ শক্তি (আস্তিকের ঈশ্বর) না স্বীকার করিলেও "আগম" (আপ্তবাক্য) ও তাহার আদিবক্তা পুরুষ (ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ) স্বীকার করেন। আর্য দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত মূল উপাদান কারণ শক্তির গতি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অপ্রতিহত বলিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য (এই সৃষ্ট জগতে যত প্রকার কার্য্য কারণ ভাব বিদ্যমান আছে) উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। (৬ষ্ঠ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বত্র সৎপদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ আছে, অসতের অভাবের উৎপত্তি সিদ্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত এই যুক্তিতে হিন্দুর আগমোক্ত লোক সংস্থান (স্বর্গ নরকাদি), জীবাত্মা ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ পুনর্জন্ম, মুক্তি, অবতার প্রভৃতি সকলই অনাদি কাল হইতে আছে, অর্থাৎ সৎপদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। তাহা হইলেও ঐ ৬ প্রস্তাব আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য আস্তিক নিরাকার বাদীর মতে কিছুই ছিল না, ঐ জীবাত্মা প্রভৃতি শূন্য হইতে ঈশ্বর ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত মত কয় সত্য বলিতে হইবে ?—তাহা বলিতে পার না, কারণ ১০ প্রস্তাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অসতের (অভাবের) উৎপত্তি হয় না। যাহা উপাদান কারণে (৯ম প্রস্তাব—মূলে) ছিল না, তাহার উৎপত্তি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করেন কি ? এই স্থানেই ঐ মতাবলম্বীগণ নিরুত্তর।

১৩। ঐরূপ যে এক (আর্য দর্শন ও বিজ্ঞানোক্ত) অনাদি অনন্ত পূর্ণ বস্তু (বাস বা অবস্থিতি বা সত্তা আছে যাহার, তাহাই বস্তু) বিদ্যমান (মূল উপাদান কারণ শক্তি) আছেন, তাহার আর একটী অখণ্ড যুক্তি এই যে, যে দ্রব্যের (বস্তু সত্তা) মধ্যে কোন সীমা (Line of dimarcation) নাই, তাহাই অনাদি অনন্ত হয়, আর এই অনাদি অনন্ত বস্তুই পূর্ণ হয়, যাহা পূর্ণ তাহাই একমাত্র নিত্য সত্তা। কোন এক দ্বৈত সত্তা (দ্বিতীয় বস্তু) আছে বলিলেই ঐ উভয় দ্রব্যের মধ্যেই সীমা আইসে এই সীমারেখাই দুই বস্তুকে সসীম করে; যেমন "ক" ও "খ" এই দুই বস্তু * আছে বলিলেই "ক" ও "খ" এর মধ্যে ব্যবধান (রেখা বা সীমা) আসিল †। আর সীমাযুক্ত (সান্ত) বস্তুই গতিশীল চলিয়া যাইতেছে, একক্ষণও

---

* দেশ কালাশ্রয় করিয়া এক বা দুই বা অধিক বস্তু থাকিলেই তাহা সান্ত হয়।

† কোন এক বৈদান্তিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এক সময় আমাদের বলিয়াছিলেন যে, লৌহ খণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, যেরূপ ভাবে তাপ তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, দ্বৈত সত্তা, সেইরূপ ভাবে মূল কারণে (ব্রহ্মে) আছে। এ দৃষ্টান্তও ভ্রান্ত। যেহেতু ঐ লৌহখণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে যে অবকাশ (space) আছে, ঐ অবকাশে তাপের পরমাণু ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ তাপ ও লৌহ পরমাণু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই থাকে, অতি নিকট সন্নিবেশিত থাকায় ঐ লৌহখণ্ড অগ্নিময় (বা তাপময়) বোধ হয়। এই স্বতন্ত্রতাই সীমা রেখা (line of demarkation) "সাংখ্যের ঐ পুরুষ বহুত্বের তত্ত্ব পুরুষের সহিত পরিচয় (নিজ স্বরূপ উপলব্ধি) হইলে বুঝিতে পারিবে। "গীতায় ঈশ্বর-বাদ" গ্রন্থে সাংখ্যের ঐ পুরুষ

সান্ত দ্রব্য (এই জগতে যাবতীয় পদার্থ) স্থির (এক ভাবে) থাকে না, যাহা একভাবে স্থির থাকে না, তাহাই মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান্)। আর এই মূর্ত্ত দ্রব্য মাত্রেই নাশ্য *। এটী ভূয়োদর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারায় সিদ্ধ হয়। অতএব এই যুক্তিতে এই মূর্ত্ত জগতের মূল উপাদান কারণ যে অনাদি অনন্ত এক এবং পূর্ণ, তাহা প্রমাণ হয়। আর এক পূর্ণ সত্তাই দেশ ও কালাতীত (The one without a second) সদা অচল, গম্ভীর, ধীর ও অবিকারী। যেহেতু তাহাতে অবকাশ কোথায় যে, সচল ও ক্ষুব্ধ হইবে ?—আবার ঐ এক পূর্ণ শক্ত (চিৎ = পুরুষ = ব্রহ্ম) হইতে শক্তির প্রচলন হইলেও ঐ শক্ত অবিকারীই থাকেন। যথা—তোমার হস্তস্থিত শক্তি প্রভাবে ঐ নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র প্রচালিত হইলেও ঐ শক্ত (হস্ত) একভাবেই থাকে, হস্তের কোন বিকার বা ক্ষোভ হয় না। তুমি নিজেই ইহা অনুষ্ঠান করিয়া সত্যতা উপলব্ধি কর। অতএব 'পুরুষ' বা 'চিৎ' বা 'ব্রহ্ম' সত্তা হইতে মায়ার বা প্রকৃতির প্রচলন হইলেও ঐ শক্ত ('ব্রহ্ম') এক ভাবেই সদা (নিত্য) বিদ্যমান আছেন। যদি বল অনেক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে শক্ত (হস্ত) অশক্ত হয়, তাহা বলিতে পার না, কারণ বাহ্যে যে স্থূল হস্তকে অশক্ত বলিতেছ, উহা সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তের বাসস্থান মাত্র ; ঐ বাসস্থানের অশক্তিতে সূক্ষ্ম হস্তেন্দ্রিয়ের কোন বিকার বা শক্তি ক্ষয় হয় না। এই স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের (ধ্যানাদি দ্বারা) স্বাতন্ত্রতা উপলব্ধি হইলে তবে ইহা বুঝিতে পারিবে।

বহুত্ববাদে দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে আমরা বলি যে, নবীন বেদান্ত মতে যে, আত্মা আকাশের (ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায়) ব্যাপী প্রমাণ করা হইয়াছে, উহা কি ভ্রান্ত মত নহে ?—যেখানে ব্যাপ্তি ও ব্যাপক সম্বন্ধ আছে, সেইখানেই পরিমাণ (সীমা) আসিল, অর্থাৎ আত্মা-ব্রহ্ম এতখানি ব্যাপিয়া বা অতখানি ব্যাপিয়া (যাহার যতখানি লম্বা চওড়া ধারণা আছে) আছেন, এই সসীমত্ব আসিতেছে ; এই সসীম দোষ পরিহারের জন্যই সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষ বা আত্মা বহু বলিয়াছেন। এই বহুত্ববাদ দেখিয়া অদ্বৈতবাদী প্রতিবাদ করিয়াছেন। দৈশিক ও কালিক সত্তার নিরোধ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি এখানে দ্বিতীয় নাই, আপনাতে আপনি থাকাই সাংখ্যের বহুত্ববাদ। যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সান্ত, যেহেতু দেশকালে ব্যাপ্ত। আর ঐ ব্যাপ্তি (দেশকালাশ্রয়) হইতেই ইহাদের বহুত্ব, এবং বহু হইলেই মূর্ত্ত (কারণে লয় হয়) নাশ্য। এক্ষণে এই যুক্তিতে (যাঁহাতে দেশ কাল নাই) পুরুষের ঐ মূর্ত্ত বহুবাদ খণ্ডিত হইল। "আমি" "আমি" (individual self) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চৈতন্য প্রবাহ প্রবাহিত হয় বলিয়াই ঐ বহু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই "আমি" "আমি" প্রবাহের স্ব-স্বরূপে অবস্থান (সমাধি সাধন দ্বারা) হইলে তবে ঐ ধাঁধা মিটিবে। বৈদান্তিকের একত্ববাদের (ব্রহ্মপূর্ণ ও এক) কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয় কৃত "পুরুষ বা আত্মা) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কারণে লয় হয়।

১৪। হিন্দু বলেন, বেদই সেই অপৌরুষের অভ্রান্ত আপ্তবাক্য ('আগম'), বৌদ্ধ বলেন, গৌতম বুদ্ধ ভাষিত ধর্ম্মপদ প্রভৃতি সেই অভ্রান্ত আদি বাক্য, খৃষ্টান বলেন, আমাদের বাইবেলেই সেই অভ্রান্ত (Revelation), ইসলাম বলেন, কোরাণই সেই ঈশ্বরের আদি বাক্য, ইত্যাদি নানা মত থাকাতে কোন্‌টী আদি অভ্রান্ত বাক্য (আগম), তাহা স্থির করা যাইবে? এ বিষয়ের মীমাংসা অতি সহজ। "আগম" ('Revelation') বলিতে পুঁথি বা গ্রন্থাবলী নহে; তাহা আদি বক্তা অভ্রান্ত পুরুষের প্রথম সত্য পূর্ণ যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি। এপক্ষে সকল আস্তিক সম্প্রদায় একমত আছেন, সেইজন্য আর কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে না। তবে কোন্‌টী সেই সত্য পূর্ণ আদি বাক্য, আর কে সেই আদি বক্তা পুরুষ ইহা স্থির করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই পৃথিবিতে কোন্ দেশে পণ্ডিত তত্ত্বদর্শী মানবের বসবাস হইয়াছিল, এবং সকল আস্তিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মবক্তা পুরুষ সর্ব্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূগোল ও ইতিহাস দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইবে। ভূগোল ও ইতিহাস একবাক্যে প্রমাণ দিতেছে যে, এসিয়াখণ্ডে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বচিন্তক আর্য্যজাতি উত্তরমেরু হইতে আসিয়া বসতি করেন, এবং ঐ আর্য্যজাতির মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে সেই আদি সত্যপূর্ণ অভ্রান্ত বাক্য ('আগম') ধ্বনিত হয়। ইহার পরে অপর দেশে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ দ্বারা সেই সেই দেশের মানবের অধিকারভেদে (গুণ কর্ম্মানুসারে) সেই আদি সত্যপূর্ণ বাক্য ('আগম') শাব্দিত (যে দেশে যতটুকু প্রচার হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা) হইয়াছে। ভূগোল ও ইতিহাস আশ্রয় করিয়াই আমরা বর্ত্তমানে সকল দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মচক্রপরিবর্ত্তক (মহাপুরুষ বা অবতার), রাজ্য রাজা, সাম্রাজ্য সম্রাট্, দর্শনশাস্ত্র ও দার্শনিক, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণের পূর্ব্বাপর সময় নির্ণয় করিয়া থাকি; অতএব ঐ আদি বক্তা পুরুষ ও আগম সম্বন্ধে উহাই যথেষ্ট প্রমাণ হইল *।

১৫। ঐ আর্য্যজাতির মধ্যে যে আগম = ("বেদ") প্রথম ধ্বনিত হয়, সেই 'বেদ' = বিদ-ঢে-অন্ অর্থে জানা, বিশিষ্টরূপে বা মর্ম্মে মর্ম্মে জানা। কি জানা? না—বস্তুর স্বরূপ জানা। এই জানা পদার্থভেদে দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর জ্ঞান। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় (মহাভূতাদি ও ভৌতিক পদার্থ), এবং অন্তঃকরণ ও আন্তর বিষয় (সুখ, দুঃখ, মোহ, ইচ্ছা, দয়া, প্রকৃতি, পুরুষ) সংযোগে যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ্য ও আন্তর পদার্থের জ্ঞান। বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্যবিষয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা চালিত জ্ঞান; যেহেতু বাহ্যদ্রব্য মাত্রেই শক্তির চলন বা কম্পন (পাশ্চাত্য ঈশ্বর অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকও এই মতটী অনুমোদন করেন)। এই প্রচলন দ্বারাই প্রতিক্ষণে বাহ্যদ্রব্য বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। উক্ত

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাঁহার এক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, "দেশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে 'বেদ' শব্দিত হইয়াছে"। তাহা (শ্রুতিরূপেই) ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে লিখনপ্রণালী ছিল না।

প্রমাণের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান যদি পদার্থের বাহ্যস্বরূপ জ্ঞান হইয়াও পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞান হয়, তবে ঐ বিদ্ ধাতুর অর্থ ধরিয়া পদার্থ সকলের স্বরূপ জ্ঞান কাহাকে বলিব? না—স্থির শুদ্ধসত্ব (বুদ্ধিতত্ব) দ্বারা সমাধিতে বস্তুর (কি বাহ্য কি আন্তর পদার্থের) যে স্থির জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থসকলের স্বরূপ বা তত্ব। এই তাত্বিক জ্ঞান সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকটেই সমানভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই তত্বজ্ঞানপূর্ণ বাক্যই "আগম" ("বেদ"="শ্রুতি")। যদি তুমি ঐ সৎ আদি বাক্য বাছিয়া লইতে পার, তাহা হইলে কোন মতের সহিতই ভেদ দেখিতে পাইবে না। ঐ বেদোক্ত ২।৪টী পদার্থের সকল মতের সহিত একতা দেখাইতেছি, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, সকল মত প্রকৃতপ্রস্তাবে এক। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সাধনসম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও যাহা মূল ধর্ম্ম (বেদোক্ত ধর্ম্ম) তাহা প্রত্যেক মানবের নিকটেই একভাবে প্রতিভাত হইতেছে; ঐ মূল বেদোক্ত মোক্ষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, তুমি নিজের সহিত সকল প্রাণির সমান উপমা ধারণ করিবে, অর্থাৎ তোমার প্রতি অন্যে যে ব্যবহার করিলে, তাহা তুমি ভালবাস না, যাহাতে তোমার বাহিরে (স্থূলশরীরে) ও অন্তরে (মনে) ক্লেশ হয়, তাহা তুমি অন্যের (সকল প্রাণির) প্রতি আচরণ করিবে না; সকল প্রাণিকে আপনার মত দেখিবে। ইহাই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম * ইহাই বেদের সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। প্রত্যেক মানবের ইহা অনুমোদিত, এমন কি প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকও এই সনাতন ধর্ম্ম (সকল প্রাণিকে নিজের মত দেখা) মানিয়া চলেন। ধর্ম্ম বিশ্বাস কথাটি অনেকেই অন্ধবিশ্বাস বলিয়া উড়াইয়া দেন, বস্তুতঃ বিশ্বাস কি অন্ধ? আগম অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের কোনটী না কোনটী আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর বিশ্বাস হইলে, তাহা সংশয় রহিত নিশ্চয় জ্ঞান হইবে; এই নিশ্চয় জ্ঞানই বিশ্বাস (মনের একাগ্রবৃত্তি); অতএব এই "বিশ্বাস" কেমন করিয়া অন্ধ হইল? ঈশ্বরের কোন এক ভাব ব্যঞ্জক রূপের বা নামের বা গুণের চিত্তে স্থির জ্ঞান (অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য রহিত একাগ্র) হইলেই চিত্ত সমাহিত হয়, আর এই সমাহিত চিত্তেই অবিকারী স্থির জ্ঞান (বেদ) প্রতিভাত হইয়া যাবতীয় পদার্থের স্বরূপানুভব হয়। অনুষ্ঠান দ্বারা এই বিষয়টী প্রত্যক্ষ করিতে হয়। আর একটী বিষয়ে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একতা দেখ, সকল সম্প্রদায়ই উপাসনা কালে হয় ঈশ্বরের নাম, না হয় রূপ (কোন মূর্ত্তি বা জ্যোতি), না হয়

---

* এই ধর্ম্ম=ধৃ—ধে—মন্ অর্থে ধারণ; কি ধারণ? বস্তুর মজ্জাগত গুণ ধারণ। প্রত্যেক মানুষের (মানুষ কেন? জীবের) মজ্জাগত গুণ কি? না চিচ্ছক্তি (যেমন অগ্নির মজ্জাগত গুণ দাহিকা শক্তি)। এই চিচ্ছক্তি হইতে সকল মানব ও জীবের প্রতি সমান উপমা ধারণ করা অথবা সকল প্রাণীকে নিজের মত দেখাই মূল ধর্ম্ম। বস্তুমাত্রের এই মজ্জাগত গুণই "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" পদ বাচ্য। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; যেহেতু বস্তু মাত্রের এই মজ্জাগত গুণ হইতেই বস্তুত্ব। জড় পদার্থেও এই চিৎধর্ম্ম বিদ্যমান আছে।

কোন গুণ (যেমন তুমি বিভু ও করুণাময়) চিন্তা করিবেনই। এই নাম বা রূপ বা গুণ ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না, যতক্ষণ উপাসনা, ততক্ষণই নাম, রূপ, গুণ। আর এই নাম রূপ গুণ মাত্রেই সসীম ; (finite) অর্থাৎ যতদিন তোমার উপাসনা থাকিবে, ততদিন সাকার (finite নাম, রূপ গুণ) তোমার চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে। তুমি নামে নিরাকর উপাসক বলিয়া নিজকে জানিলেও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে (বিচারচক্ষে) তুমি সাকার উপাসক হইতেছ; এখানেও নিরাকার সাকার সকল সম্প্রদায় মধ্যেই উপাসনা ভাবের একতা দেখ। * আর একটী বিষয়ে সকলের একতা দেখাইতেছি, সকল সম্প্রদায় মুক্তি বলিয়া যে একটী পদ ব্যবহার করেন, যাহা লাভ করা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। যথা—মুচ্ ধাতুর অর্থমোচন (মুচ্ ভাবে ক্তি) ধরিয়া কিসের মোচন ? না দুঃখের এই দুঃখ বলিতে শারীরিক ও মানসিক, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক) দুঃখই আসিতেছে, তাহার মধ্যে পাপ ও নরকাদির সকল যন্ত্রনাই থাকিল। আর এক বিষয়েরও একতা দেখাইতেছি, আর্য শাস্ত্রে জীব, আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া যে তিনটী প্রধান বিষয় প্রতিপাদ্য হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে নিরাকারবাদী খৃষ্টানও স্বীকার করিয়াছেন যথা—Father son and Holy Ghost হিন্দু বলেন, ঐ জীব (Son) ও আত্মা (Holy Ghost) এবং ব্রহ্ম (Father) একই। ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "আনেল হক্ মনসুর" (I am the God-mansur) ঐ সকল মতই হিন্দুর জীব, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য। সকল আস্তিক মতে এক বাক্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত আছে ; এবং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য, (রেতধারণ) সত্য, দয়া, অহিংসাদি পালন করিয়া পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, সকল বাদীই তাহা মানিয়া আসিতেছেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহা প্রকৃত আগম (বেদ) তাহা একই।*

জৈবিক যন্ত্র যুক্ত জীবের সহিত তুলনায় ভূতাদিকে অপেক্ষাকৃত জড় ভাবাপন্ন বলা হয়। এই চিচ্ছক্তি বলেই আমরা পদার্থ বিচার করি, আপনাকে আপনি অনুভব করি (I am concious of myself)। এই চিচ্ছক্তি না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কে জানিত ? ভাল মন্দ সুখ দুঃখকে বিচার করিত ? কে বলিত এটী প্রস্তর জড় পদার্থ ? ইত্যাদি।

* "মূর্ত্তি উপাসনা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়" গ্রন্থে ইহার বিশদব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যখনই নাম, রূপ, গুণের অতীত আত্মতত্ত্বানুভব (তত্ত্বজ্ঞান) হইবে, তখনই উপাসনা নাই। ইহাই প্রকৃত নিরাকার পদবাচ্য। আর্যশাস্ত্র গৌরবার্থে এই নির্গুণ আত্মার স্তুতিকে নির্গুণ উপাসনা বলিয়াছেন। আর নাম, রূপ, (মূর্ত্তি) দ্বিবিধ, প্রথম নাম (মন্ত্র) ও রূপ (মূর্ত্তি) সত্য কল্পনা, অর্থাৎ দৃষ্ট অভ্রান্ত পুরুষ (ঋষি) যে নাম ও রূপ (মূর্ত্তি) প্রত্যক্ষ করিয়া

কোথায়ও কোন বাদির সহিত মত ভেদ নাই, তবে মানুষের বুদ্ধির মলিনতা দোষেই বিবাদ ও ভেদ দেখিতে পাও, এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির (স্বমত চালাইবার) জন্যই ঐ বিবাদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর এক কারণ, মূলতঃ প্রকৃত তত্ত্বের ভেদ না থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক দেশের সংস্থান ও জল বায়ু এবং মানবের প্রকৃতিগত ভেদ হইতে যেরূপ খাদ্য আচার ব্যবহার অনুকূল হয় মানব সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে। এই সাধন ও ধর্ম্মসম্বন্ধেও যে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা ঠিক সেই নিয়মেই হইয়াছে।

এখন সংশয় আমরা পদার্থের অসংখ্য জাতিভেদ দেখিতে পাই কেন? না—সেই মূল উপাদান শক্তি (সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) হইতে গুণের অসংখ্য বিভাগ (প্রচলন)

গিয়াছেন, শিষ্য পরম্পরা যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ যাহার প্রকৃত বস্তু বা সত্তা আছে।

আর দ্বিতীয় প্রকারের নাম (মন্ত্র) রূপ (মূর্ত্তি) কেবল কবির মিথ্যা কল্পনা মাত্র, অর্থাৎ বস্তু শূন্য শব্দানুপাতি জ্ঞান মাত্র। যেমন "হে নগরাজ! তুমি চুম্বিছ গগন" ইত্যাদি।

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "আগম" বা "বেদ" বলিতে নানা টীকা টিপ্পনী-সহিত গ্রন্থ-রাশি (ছাপা বা হস্তলিখিত পুস্তকাদি) নহে। বিদ ধাতুর অর্থ লইয়া পদার্থমাত্রের স্বরূপের যে অবিকৃত জ্ঞান (যাহা সদাকাল) সকল মানবের নিকটে একভাবেই বর্ত্তমান আছে; ঐ জ্ঞান বস্তুর মজ্জাগত গুণের তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মানুষের গভীর হৃদয় প্রদেশে (বুদ্ধি তত্ত্বে) নিহিত আছে। যাহা পুরাকালে আর্যগণ দ্বারা গীত ও শ্রুত হইত। মানব ক্রমে মন্দ-সত্ত্ব (স্মৃতিশক্তিহীন) হওয়ায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ দ্বারা ছন্দবদ্ধ শ্লোকাকারে উহা লিখিত (নানা টীকাদি সহিত) হইয়াছে; ক্রমে নানা আচার্য্যের দ্বারা নানাভাবে যজ্ঞাদি (হিংসাপূর্ণ) গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়া নানা ভেদ লক্ষিত হইতেছে। যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলামাদি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঐ "আগম' ("Revelation") হইতে পদার্থতত্ত্বের (ধর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ঈশ্বরানুরাগ, মুক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বর ও বিশ্বের মূল উপাদান প্রভৃতির) একতা দেখিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়গহ্বরে বিচার-ইন্ধন দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত কর; ঐ সত্য জ্ঞানাগ্নির উজ্জ্বলালোকে সকল বাদির বিরুদ্ধ মতের অন্ধকার দূর হইবে। সকলই এক দেখিতে পাইবে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই স্বমতের বিরুদ্ধবাদী মনে হইবে না। সকল সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি আসিবে। ২৪৪৮ ও ৪২০ বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ ও ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য উপদিষ্ট "সর্ব্বজীবে দয়া" ও প্রগাঢ় ভালবাসা আসিবে, এবং সেই পরমেশ্বরে পরানুরক্তি হইবে। আর যদি ঐ জ্ঞানাগ্নির চরম জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসারে একবারে আত্মপরভেদ বুদ্ধি উঠিয়া যাইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান হইবে, জগৎ জুড়িয়া জগন্নাথকে দেখিবে।' ইহাই সাংখ্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য অভেদাত্মজ্ঞান।

হয়, এই অসংখ্য বিভাগ বা প্রচলন হইতে অসংখ্য পদার্থ হইয়াছে ; এবং প্রতি মানবের বুদ্ধি ও অহঙ্কারের (ভাবের-ধর্ম্মকর্ম্মের) ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখিতে পাই। আমরা বলি বটে যে, সকল হিন্দুর, সকল বৌদ্ধের, সকল খৃষ্টানের সকল ইসলাম প্রভৃতির একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ; কিন্তু তাহা নহে, ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি মোটের উপর এক মতাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মভেদ আছে। মনে কর এক ধর্ম্ম মন্দিরে এক সময়ে এক মতের উপাসক (হিন্দু বা বৌদ্ধ বা জৈন বা খৃষ্টান বা ইসলাম) ঈশ্বরোদ্দেশে একই স্তুতি সমস্বরে গান করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা এই স্তুতির কে কি অর্থ অনুচিন্তন করিতেছ, বুঝিতেছ ও দেখিতেছ (যদি ঐ পদ সকলের বাহিরে দেখিবার কিছু বিষয় থাকে)? যদি প্রত্যেকে সরল ভাবে (নিজ নিজ মনের ভাব গোপন না করিয়া) উত্তর দেন, দেখিবে যে, ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির চিন্তার একতা নাই ; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছেন, কেহ কিছু, কেহ কিছু ভাবিতেছেন, দুই জন ব্যক্তির কচিৎ তুল্যভাব লক্ষিত হইবে না। এইরূপ হয় কেন? এক ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই এক স্তুতি একস্থানে একই সময়ে একভাবে সমস্বরে ধ্বনিত করিতে করিতে সমভাব প্রাপ্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলিয়া পড়েন কেন? ইহাতে হয় বল, সকলে সমভাবে মনঃসংযোগ করেন নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা করিয়াছিলেন ; আর না হয় বল, উহাদের মূলে প্রত্যেক ব্যক্তির গুণকর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে, তাই সকলে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন একথা বলিতে পার না ; কারণ একভাবে মনোনিবেশ করিবার জন্যই এক সময়ে এক ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকলেই একই স্তোত্র গান করিতেছেন। অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ দ্বিতীয় হেতু (সকলের মূলে গুণকর্ম্ম বিভাগ) হইতেই প্রতি ব্যক্তির ভাবের স্বতন্ত্রতা হইয়াছিল। স্বভাবই (আপন আপন ভাবই) বলবৎ। এই স্বভাব (স্ব স্ব গুণকর্ম্ম) হইতে যত মানুষ তত প্রকারের ভাব (ধর্ম্ম কর্ম্মের) সংস্থান আছে। এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেও বেদে নানা মত দেখিতে পাও ; যখন যে আচার্য্যের যেরূপ বুদ্ধিভেদ (গুণের সমাবেশ) হইয়াছে, তিনি সেইরূপ নিজ মত বিধি-বদ্ধ করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ (উক্ত কারণে) কেবল হিন্দুর কেন? বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি সকল সর্ব্বসম্প্রদায় মধ্যেই আছে। ভিন্ন ভিন্ন গুণকর্ম্ম যে উহার কারণ সে পক্ষে আর কোন সংশয় রহিল না। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম মহাভারতে ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-দর্পণে যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ মুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ই পরস্পরকে ভালবাসিতে ও সহানুভূতি করিতে বাধ্য হইবেন, এবং মূলধর্ম্ম একই দেখিতে পাইবেন।

১৬। এখন সংশয় তুলিতে পার যে, মূলে প্রাকৃতিক নিয়মে যদি মানবের গুণ,

কর্ম্মভেদ হইল, তাহা হইলে আর্য্য শাস্ত্রোক্ত দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার বাধ হইতেছে? হঠাৎ এই সংশয় আসে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে। কার্য্যের হেতু অনাদি বিদ্যমান থাকিলে, তাহার কার্য্যও অনাদি বিদ্যমান থাকিবে, অর্থাৎ এই বিশ্ব সংসার সেই মূল কারণ হইতে লয় বিকাশ (ব্যক্তাব্যক্ত) প্রণালীতে প্রবাহরূপে (ধারাবাহিকরূপে) অনাদিকালই আছে ও চলিতেছে; অতএব মানব ও তাহার গুণকর্ম্মও অনাদি। এই কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তার (যে করে তাহার) অধীন, অর্থাৎ বর্ত্তমান পুরুষকৃতিই (কর্ম্মই) পুরুষকার; আর ভূত জন্মের পুরুষকৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান জন্মে দৈব বা অদৃষ্ট। শাস্ত্রে অদৃষ্ট (যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ অতীত ও অনাগত কালের কর্ম্ম আর তাহাই দৈব) অর্থে ব্যবহার আছে। এই অদৃষ্ট বা দৈব (পুরুষের অতীত জন্মের কর্ম্ম সকলের সংস্কার) মানবের বর্ত্তমান জন্মের চেষ্টা ও কর্ম্মের হেতু বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের (স্বভাব) দ্বারা মানবের গুণকর্ম্ম বিভাগ আছে বলা হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকার ও সঞ্চিত (বহু অতীত জন্মের কর্ম্ম, যাহার ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই) কর্ম্মের মিলন হইতে ভাবী জন্ম সূচিত হইবে; এই নিয়মে তাহাকেও প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বভাব বলা যাইবে। এইরূপ ধারাবাহিক সকল জীব ও তাহায় কর্ম্ম ও গুণ চলিয়াছে। এই কর্ম্ম সকল হইতে মানবচিত্তে সংস্কার বীজ সঞ্চিত হয়, এই বীজ হইতে জন্ম, তির্য্যগ যোনি; নিরয় ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, সংস্কার (বাসনা) ও কর্ম্মক্ষয়েই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যোগাদিদর্শনেও এই একই কথা, চিত্তবৃত্তিশূন্য (নিরোধ সমাধি) না হইলে কৈবল্য মুক্তি হয় না। সকলেরই একমত, তবে আমাদের বুদ্ধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ মত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া ঐ নৈসর্গিক নিয়মের অধীন; অগত্যা মানব পরাধীন (প্রাক্তনাধীন।)

১৭। কোন কোন বাদী বলেন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মজ সংস্কার হইতে যে বর্ত্তমান জন্মসূচিত হইয়াছে ইহার কোন প্রমাণ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই। কোন্ যুক্তি আশ্রয় করিয়া উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে? আর্যদর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ন্যায়যুক্তি আশ্রয় করিয়াই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, এই বিশ্বে কোন বস্তুর একেবারে নাশ (ধ্বংস) নাই, সকল দ্রব্যই সেই এক মূলাশক্তি (ঐ মূল উপাদান, "The one withont a second") প্রভাবে একবার আবির্ভাব একবার তিরোভাব হইতেছে; কোন বস্তুর অত্যন্ত অভাব হয় না। যখন কোন বস্তুর তিরোভাব (নাশ) হয়, তখন সেই বস্তু সেই অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যায়; এইরূপে ঐ মূলাশক্তি প্রভাবে তাহার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন (ক্রিয়া বা প্রচলন) প্রতিক্ষণে চলিতেছে; এই পরিবর্ত্তনই জগতের (যাহা যায়, একভাবে থাকে না ও জীবের স্থূল শরীরের মৃত্যু (নাশ)। এই জগৎ বলিতে গম ধাতুর চলায়মান অর্থ ধরিয়া বস্তু মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল প্রমাণ হয়। হিন্দু শাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কত পূর্ব্বে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রেই মূলাশক্তির প্রচলন বা কম্পন (সাংখ্যের অহংকার ও অভিমান) হইতে বিকাশ,

পাইয়াছে, (The whole univeise is physical manifestation ot the Energy) স্থির করিয়াছেন দেখ। এখন এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটী পরমাণু হইতে মানব অবধি (ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত) সকলে বারবার যাইতেছেন ও আসিতেছেন নাকি? অতএব আর বলিতে পার না যে, জীবের পূর্বজন্ম নাই। বেশ আমাদের পূর্ব্ব অস্তিত্ব ঐ যুক্তিতে থাকা সিদ্ধ হইল, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমাদের স্মরণ থাকে না কেন *? ইহার উত্তরে

---

* মনে কর ইহজীবনেই আমরা অনেক সময়ে (মূর্চ্ছা, স্বপ্ন ও ভাবাবেশে) অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার পরক্ষণে কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, এরূপ বিস্মৃতির কারণ কি স্থির করিবে? তোমাকে বলিতেই হইবে যে, ঐ ঘটনার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়াদি মস্তিষ্ক অবধি যেরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার পরক্ষণে বা এখন তাহা নাই, ঐ সময় কোন নূতন ভাব বা শক্তি আসিয়াছিল, এখন তাহার অভাব হইয়াছে, তাই বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ঐ নূতন শক্তি সমাগম বা কোন অন্তরায় (বাধা) বশতঃ ইহজীবনে অনেক ঘটনাবলী একবারে ভুলিয়া যাই, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় বিস্মৃত হইব, কোন্ বিচিত্র কথা? এটী অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কোন কোন মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা বা তাড়িত শক্তি সঞ্চারক (mesmeiiser) স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অধিকার করত অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। ঐ প্রেতাবেশ বা তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত অবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তিকে আবেশক কাগজ খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন সন্দেস খাইলে? উত্তরে আবিষ্ট ব্যক্তি বলিল, অতি উত্তম সন্দেস ইত্যাদি অনেক ঘটনা দেখিতে পাইবে, ঐ আবিষ্ট ব্যক্তির সেই একই আমিত্ব, সেই একই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ হইতেছে, অথচ সে অপর ব্যক্তির ন্যায় বলিতেছে যে, "সত্যই আমি সন্দেস খাইতেছি", এই সকল ঘটনা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহার বাহ্য শরীরাদির কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও ভিতরে ভিতরে উহার অস্মিতা (আমার ভাব দেহাভিমান, বদলাইয়া গিয়াছে) change of personality আবার আবেশক স্বীয় শক্তি তুলিয়া লইলে সে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যদি ঈশ্বর ইহজন্মে আমাদের অতীত জন্মের পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার দেন, তাহা আমাদের স্মরণ না থাকায়, সে দণ্ড ও পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া সমান কথা, এই কারণে পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাস করি না। পূর্ব্ব জন্ম উড়াইয়া দিবার ইহা প্রধান যুক্তি; ইহার আনুসঙ্গিক আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটী কথা আছে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। ইহার উত্তর এক কথায় এই যে, সকল আস্তিক (ঈশ্বরবাদী)গণ ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ ধারণা ও অনুভূতি (introspection) হইলে, আর, তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ড ও পুরস্কারদাতা (ঈশ্বর) বলিয়া ভ্রান্তি আসিবে না। সকল আস্তিকের ও প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকের মতেই এই বিশ্বসংসারের যিনি মূল কারণ, তিনি "একই" এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি সমষ্টি, (৬ষ্ঠ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) অধিকন্তু ইহার সহিত সর্ব্ব আস্তিকগণ তাঁহার জ্ঞানময় (omniscient) আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক যে সর্ব্বশক্তি

বল দেখি যে, আমাদের ইহজন্মের যৌবনকালে মস্তিষ্কাদি সকল ইন্দ্রিয় পূর্ণ বিকাশ হইলেও অনেক ঘটনা মনে রাখিতে পারি না কেন? একবারে বিস্মৃত হই কেন? এতদুত্তরে অবশ্যই বলিবে যে, কোন অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি (বা কোন নূতন ভাবাবেশ) বশতই ভুলিয়া যাই। সেইরূপ বিশেষ অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি (বা কোন নূতন ভাব) হইতে আমরাও পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সকল বিষয় বিস্মৃত হই। মরণ ত্রাস হইতেও পূর্ব্বজন্ম থাকা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অনুভূত দুঃখের স্মরণ হইলেই প্রাজ্ঞ মানব হইতে অজ্ঞ সদ্যোজাত শিশু (সদ্যোজাত শিশু কেন? কীটাণু অবধি সকল প্রাণীই) মরণভয়ে ভীত হয়। এই মরণভীতিই অভিনিবেশ, এই অভিনিবেশের সংস্কার জীবের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, দীর্ঘকালের বহু কর্ম্মজ অভ্যাস হইতেই আমাদের সংস্কার জন্মায়, আর এই সংস্কার বীজরূপে চিত্তে আহিত থাকে, অর্থাৎ মনে অঙ্কিত হইয়া যায়; তাই অনেক কার্য্যে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা স্বতঃ বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সেই সকল কার্য্য করি। এই যুক্তির সত্যতা মানবমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতএব এই যুক্তি বলে প্রমাণ হয় যে, আমরা (সকল জীবই) পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ অনেকবার জন্মিয়া মরিয়াছি, তাই ইহজন্মে না মরিলেও কোন একটি সামান্য শরীর দুঃখ (ব্যাধি) দেখিলেই মরণভয় (অভিনিবেশ) হয়, সুতরাং ইহাদ্বারা পূর্ব্বজন্ম থাকা সিদ্ধ হইতেছে।

কোন একটি সদ্যোজাত শিশুর হস্ত প্রথমে প্রদীপ শিখায় উপরে ধরিলে সে ভীত হইবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি তাহার হস্ত ঐ দীপশিখায় ধরা যায়, সে ভয়ে হাত তথায় দিতে দিবে না, সরাইয়া লইবে, এই ভয়ের হেতু কি পূর্ব্ব দাহজনিত অনুভব নহে? সকল জীবের

সমষ্টি পদ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার মধ্যে ঐ জ্ঞানময় পদও পড়িল, ঐ জ্ঞান ও একটি শক্তি (চিৎ-শক্তি) মধ্যে পরিগণিত হয়। এখন এই স্থানে এই গ্রন্থের ১৩ প্রস্তাব খাটাইয়া বল দেখি যে, ঐরূপ একমাত্র পূর্ণ শক্তিমান্ অচল গম্ভীর ধীর শুদ্ধ বুদ্ধ ঈশ্বরের দণ্ডধারী রাজা বা সম্রাটের মতন সচলতা (চিত্তবিক্ষেপ বা বিকার) হইতে পারে কি যে, তিনি আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের জন্য সদা ব্যস্ত হইয়া চলায়মান চিত্তে দণ্ড পুরস্কার ব্যবস্থা করিতেছেন? রাজা বা বাদসার সচল বিক্ষিপ্ত চিত্ত আছে, তাই তিনি তাঁহার প্রজার দণ্ড পুরস্কার (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন না কি? তোমাদের প্রতিপাদ্য ঐরূপ একমাত্র পূর্ণ মূল কারণে (ঈশ্বরে) বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্বার্থ নাই, থাকিলে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার বিধান করিতেন! * ঐ দেখ আর্যশাস্ত্র সেই ঈশ্বরের কি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

* নাদত্তে কদাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানে নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব॥

গীতা, ৫ম, ১৪।১৫ শ্লোক।

অভিনিবেশও (মরণভয়ও) ঐরূপ পূর্ব্ব সংস্কারজ। এক্ষণে ধীর বিজ্ঞ পাঠক এই অভিনিবেশ বিষয়টি অনুচিন্তন করিলেই পূর্ব্বজন্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পথের ভিখারী, কেহ বা প্রাসাদবাসী সম্রাট ইত্যাদি জীবজগতের নানা বিচিত্র ভাব দেখিয়াও পূর্ব্বজন্ম থাকা সিদ্ধ হয়। যদি পূর্ব্বপক্ষ কর যে, ঈশ্বর ঐরূপ নানাভাবে জীবজগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই সৃষ্টি বৈচিত্র হইয়াছে তাহা বলিতে পার না। যেহেতু সকল ঈশ্বরবাদীই তাঁহাকে নিরপেক্ষ ও পরম করুণাময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এরূপ নিরপেক্ষ করুণাময় ঈশ্বর কি বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করিয়া জীবকে নানাবিধ ক্লেশ দিতে পারেন? যদি বল আপনা আপনি এ সৃষ্টি বিচিত্রতা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ আপনা আপনি অর্থেই পদার্থের স্ব স্ব ভাবের (যাহার ভিতরে যাহা নিহিত আছে) অভিব্যক্তি; এই স্ব স্ব ভাবই জীব মাত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার বীজ, এই বীজ হইতেই ঐ সৃষ্টি বিচিত্রতা (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্রতা) হইয়াছে; অতএব ইহা দ্বারাও পূর্ব্বজন্ম প্রমাণ হইতেছে।

কোন বাদীরা বলেন যে, পিতামাতা হইতে মানুষ গুণকর্ম্ম লাভ করে (Heredity course)। ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সম্রাট নেপলিয়ন কোন বীরের General এর পুত্র ছিলেন?—সামান্য ব্যবহারজিবীর পুত্র হইয়া তিনি কেমন করিয়া বীর অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন?—ইহাতে অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মকৃত গুণকর্ম্মই হেতু।

বহু বাসনাও (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বীজের বহুত্ব) পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি বিভ্রমের অন্য এক হেতু। ইহ জন্মেই দীর্ঘকালে ও বহু কর্ম্মজ সংস্কার হইতেও চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। এটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ গম্য! চিন্তাশীল ধীরব্যক্তি মাত্রেই নিজ নিজ জীবনের ইহজন্মের সমস্ত ঘটনাবলী (প্রত্যেক দিবসের) স্মরণ করিলে এই বিস্মৃতির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আবার এই চিত্তের অন্তরায় (অশক্তি-চিত্তমল) ধারণা ধ্যানাদি (অষ্টাঙ্গ যোগ) অনুষ্ঠান দ্বারা দূর হইলেও কোন এক সংস্কার বীজে সংযম করিলে, পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইহার ফল অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ কর। এখানে তর্ক যুক্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক জাতিস্মরের উল্লেখ আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্য, তাঁহার অতীত জন্মের উজ্জ্বল ছবি দেখিয়া দিবা রাত্র (অশ্রুজলে ভগবৎ বিরহে) ভাসিতেন। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধেরও অতীত জন্মের জ্ঞান হইয়াছিল।

"ওঁ ঈশানস্তাপনাশং নিরতিশয়:বিবোধাত্মকোপাধিযুক্তং
নিত্যৈশ্বর্য্যস্য চিত্রং ভুবনময় মলং যস্য সম্বোধনেন।
কৈবল্য স্থানযুক্তং গুণমল রহিতং তং কৃপাকল্পবৃক্ষম্
শ্রদ্ধা বীর্য্য প্রজ্ঞাত স্মৃতি মুদিত জনো ধীমহি শ্রেয়সে নঃ॥"

"যিনি ঈশান, তাপনাশক, নিরতিশয় বিজ্ঞানাত্মক উপাধি যুক্ত, যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্য সকলকে ত্রিভুবন রূপ চিত্রও সম্যক্ বুঝাইতে সমর্থ নহে ; সেই কৈবল্য স্থান যুক্ত, গুণমল রহিত, কৃপাকল্প বৃক্ষ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা বীর্য্য প্রজ্ঞাত স্মৃতি মুদিত হৃদয় আমরা আমাদের পরমার্থের জন্য ধ্যান করি"। তোমার কৃত ভাল মন্দ উভয়বিধ কার্য্যেই তিনি মধ্যস্থ (উদাসীন), অতএব সদা তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজমান আছেন। তোমার পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ ইহজন্মে স্মরণ থাক্ বা নাই থাক্, তাহাতে ঐ পূর্ব্বজন্মেব বাধ হইবে কেন ? আমাদের কৃতকর্ম্মের (ক্রিয়ার) পরিণাম (সংস্কারবীজ) হইতে এই শরীর ; সুতরাং সেই পূর্ব্বস্মৃতি এই পাপ করিয়াছিলাম, তাহার দোশে এই জন্মে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, এই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার গুণে এই সুখভোগ করিতেছি ইত্যাদি স্মরণ না থাকায় ঐ ক্রিয়া পরিণামের (সংস্কার বীজের) বাধ হইবে কেন ?

১৮। এই প্রস্তাবে কোন মহাপুরুষ বা অবতার সম্বন্ধে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যেহেতু এই গ্রন্থের নামই "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" (এই ধর্ম্ম পূর্ব্বে ১৫ প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে) ও "অবতারবাদ"। যখন বঙ্গ-ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, তখন অতি অল্প দিন (৪২০ বর্ষ) পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ই কিছু বলা যাইতেছে। "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে কি কি ভাবে ভগবানের অবতার হইতে পারে, তাহা স্ফুটীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি,—তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত কি অবতার ইহাই বিচার্য্য ? (ক) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই জগতের মূলে সর্ব্ববাদী সম্মত একই নিত্য কারণ বিদ্যমান (৬ প্রস্তাব) আছেন, তিনিই আস্তিকের সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। (খ) তাঁহার সত্তা বিদ্যমানতা হইতে বিশ্বে সকল প্রকার উৎপত্তিই সম্ভব। যেহেতু তাঁহার বিদ্যমানতা প্রভাবে সর্ব্বোৎপত্তি সম্ভব না হইলে, তাঁহার পূর্ণত্বের বাধ হয়, তাহা হইলে তিনি অপূর্ণ এবং ক্ষুদ্র শক্তিমৎপ্রতিপন্ন হন। কিন্তু তোমরা (সকল আস্তিক, নাস্তিক ও বৈজ্ঞানিক) এক বাক্যে বলিয়াছ, তিনি (মূল কারণ) সর্ব্বব্যাপী (all pervading) এবং সর্ব্বশক্তিমান (allmighty), অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির বীজ এক মূলা শক্তিতে নিহিত আছে। সর্ব্বশক্তি থাকিলেই চিতি শক্তিও থাকিবে পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। এই স্থানে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, কোন কোন হিন্দুশাস্ত্র ও খৃষ্টানাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছায় বা আজ্ঞামাত্রে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা না বলিয়া, তাঁহার সত্তা (বিদ্যমানতা) প্রভাবে সকল সৃষ্টি হয়, এরূপ বলা হয় কেন ? এ বেশ আপত্তি তুলিয়াছ। ইহার উত্তরে বল দেখি যে, ইচ্ছা ও আজ্ঞা অন্তঃকরণের বৃত্তি কিনা ? যাঁহার তোমার মতন রাগ দ্বেষাদি পঞ্চক্লেশ (এবং পঞ্চচিত্তবৃত্তি) আছে, তাঁহাকেই ইচ্ছা ও আজ্ঞা করিতে হয় নাকি ? যেখানেই অভাব, সেইখানেই দুঃখ ও সুখ, আর যেখানে ঐ দুঃখ ও সুখ, সেই খানেই ইচ্ছা ও আজ্ঞা আছে। (?) এখন একটু

ধীরভাবে চিন্তা করিয়া নিজ নিজ অন্তর হইতেই বুঝ যে, যিনি পূর্ণ, যাঁহাতে কোন অভাব স্থান পায় নাই, এবং যিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখের উৎস স্বরূপ তাঁহাকে কি অপূর্ণ জীবের মতন সৃষ্টিকার্য্যে ইচ্ছা * ও আজ্ঞা † করিতে হয়? আর যদি তাহাই করিতে হইল, তাহা হইলে

---

* সংশয় হইতে পারে যে, আর্য দর্শন (ন্যায়দর্শন) ও ভক্তিশাস্ত্র যে স্থানে—এই সৃষ্টি-কার্য্যকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও লীলা বলিয়াছেন, তাহাও কি ভ্রান্ত মত? "ইচ্ছা" ও "লীলা" বলিলেই একটীর পর আর একটী এইরূপে ঐ ইচ্ছা ও লীলাবৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, এবং অপূর্ণ জীবেরই তাহা হয়, এই জন্য ন্যায় দর্শনে ও ভক্তিশাস্ত্রে ঐ "ইচ্ছা" ও "লীলা" নিত্য বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, অর্থাৎ "নিত্য ইচ্ছা" এবং "নিত্যলীলা" পদ ব্যবহার আছে। আর এই "নিত্য" শব্দ ব্যবহার করিয়া, ঐ দুই আর্য শাস্ত্রই উল্লিখিত মতের সহিত (নিত্য সত্তা বা বিদ্যমানতা হইতে বা প্রভাবে এই সৃষ্টি হইয়াছে) একতাই দেখাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু ইচ্ছা বা লীলা প্রবাহরূপে (একটীর পর আর এককটী) চলায়মান, আর এই চলায়মান বলিতে প্রচলন বা কম্পন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত এক মূলাশক্তির প্রচলন, (Vibration of the Energy); ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের অভিমান, অহঙ্কারের প্রচলন, এবং এই প্রচলনই এখানে ইচ্ছা বা লীলা, ইহা প্রতিক্ষণ বদলাইয়া গেলেও ইহার সহিত যে, নিত্য শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ এক মূলা শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে; যেহেতু এই সৃষ্টিতে আর এমন কি দ্বিতীয় বস্তু আছে, যাহা সদাকাল এক ভাবে থাকে (নিত্য) বদলায় না অথচ প্রচলন হয়? অতএব সাংখ্যাদি দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে আমরা বলিতে বাধ্য আছি যে, এই জগতে সেই একমাত্র মূলা শক্তিই (The primordial Force) সদা একভাবে থাকেন; অতএব ঐ এক নিত্য সত্তা হইতে বা প্রভাবে এই সৃষ্টি হইয়াছে, উক্ত মতদ্বয় দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। বস্তুতঃ উহা (ইচ্ছা ও লীলা তোমার আমার মতন) চিত্তবৃত্তির প্রবাহ নহে। মূলাশক্তির প্রচলন, অর্থাৎ নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য লীলা। বাইবেল ও কোরাণে যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, "জগৎ উৎপন্ন হউক, অমনি জগৎ হইল", এই ইচ্ছা পদের অর্থ যদি ঐ মূলা শক্তির প্রচলন ধরা যায়, তাহা হইলে সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। সকল বাদীই একমতাবলম্বী বেশ বুঝিতে পারা যায়।

† ঐ নিয়মে আজ্ঞা ও (হুকুম) প্রবাহ (বৃত্তির পরবৃত্তি) অতএব ঈশ্বর হুকুম করিলেন "আলোক হউক ("Let there be light and there was light") অমনি আলোক হইল", এইরূপ তাঁহার হুকুম (আজ্ঞা) প্রবাহ চলিতে পারে নাকি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা তাঁহাতে সম্ভব বটে, কিন্তু উক্ত মতাবলম্বীগণ বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মহা শূন্য (অভাব) ছিল, সেই মহাশূন্য হইতে তাঁহার (ঈশ্বরের) আজ্ঞায় এই সৃষ্টি; অথাৎ অভাব হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি বিকাশ হইল (From nothing comesout something ১৩ প্রস্তাব)। তাঁহারা এই ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া, ঐ মত

তোমাদের অনুমোদিত তাঁহার পূর্ণতা ও মহিমা (ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরতা) কোথায় ? সুতরাং তুমি অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিবে যে, তাঁহার সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতেই স্বতঃ এই সৃষ্টি বিকাশ হইতেছে। এ সিদ্ধান্ত কি শ্রেষ্ঠ ও নির্দ্দোষ নহে ? (গ) পূর্ব্বেই সকলবাদী, আর্ষ দার্শনিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপাদান কারণই (মূলাশক্তির প্রচলনই) কার্য্যে পরিণত হয়। এই যুক্তিতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সৃষ্টিতে দ্বিতীয় সত্তা (বিদ্যমানতা) না থাকায় ঐ একই মূলকারণ এই সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান হইতেছেন। অতএব ঐ উপাদান (আস্তিকের ঈশ্বর, দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের মূলাশক্তির প্রচলন) যাবতীয় ভূতভৌতিক সৃষ্ট পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; তাহার এই অনুপ্রবেশ হইতে আগমে (শ্রুতিতে) ধ্বনিত হইয়াছে, "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" (The universe is God)। এখন

সদোষ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, শূন্য হইতে শূন্যই হইতে পারে, কি আর্ষদর্শন কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহা কোন দ্রব্য নহে তাহা হইতে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। অসতের (অভাবের) বস্তুত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ নাই। অতএব ঐ মতাবলম্বীরাই বলুন উহা যুক্ত কি অযুক্ত ? এখন দেখান হইতেছে যে, সকল মতেই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাতে সকল সম্ভব হইলেও এটীও স্বতঃসিদ্ধনিয়ম যে, কর্ত্তাকে চেষ্টা বা সঙ্কল্প (ইচ্ছা বা আজ্ঞা) করিয়া সকল কার্য্যকারণ ভাবই সাধন করিতে হয়, কিন্তু ঐ কর্ত্তার কোন স্বার্থ ও অভাব মূলে না থাকিলে ঐ চেষ্টা বা সঙ্কল্প (ইচ্ছা বা আজ্ঞা) আসিবে কেন ? উহাঁরাই বলুন, ঐ কর্ত্তার (ঈশ্বরের) ঐরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধি ও অভাব আছে কি ? যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে একদিন তিনি ঐরূপ ইচ্ছা বা আজ্ঞা করিয়া শূন্য (অভাব) হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি উৎপাদন করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহাতে কোন স্বার্থ ও অভাব নাই। যদি বলা যায় যে, জীবের (মানবের) কল্যাণ সাধনের জন্য (পরার্থে) তিনি অভাব হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন ? ইহাত আরও অযুক্ত সিদ্ধান্ত, কারণ অভাব হইতে অসংখ্য জীব ও মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বৃথা দুঃখ দিয়া তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে ? ইহাতে নিরীশ্বরতাই প্রকাশ পায় নাকি ? এখন যদি আর্ষ শাস্ত্রাদির মত ঐ বাদীরা বলেন, যে, তাঁহার নিত্য সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে (বা প্রভাবে) স্বতঃই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে, অথচ তাঁহার স্বরূপের কোন চ্যুতি (ব্যতিক্রম) হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত ঈশ্বরতা (মহিমাই) সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই মত অনুমোদন করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সৃষ্টি কার্য্যে মূলা শক্তি নিযুক্তা থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ একভাবে আছে, কেবল তাঁহার প্রচলচনমাত্রেই এই সৃষ্টীর যাবতীয় পদার্থ। এই প্রচলনে মূল দ্রব্যের (মূলা শক্তির) স্বরূপ চ্যুতি হয় না, উহা একই ভাবে থাকে। বিজ্ঞান আর্ষ দর্শন সম্মত এই মত শ্রেষ্ঠ নহে কি ? যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মত (সাংখ্যের অভিমানাত্মক —প্রচলনাত্মক সৃষ্টী) বিজ্ঞান সম্মত তাহাই সত্য॥

ঐ ক, খ, গ, যুক্তিত্রয় আশ্রয় করিয়া তোমরাই বল, ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য বা আর্যশাস্ত্রে যে কোন অবতারের উল্লেখ আছে, (আর্যশাস্ত্র কেন ? যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে অবতার বা কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে) তিনি ভগবানের ভক্ত কি অবতার ? এই মীমাংসার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার যে, তাহা হইলে সকল মানবই ত (সকল মানব কেন ? সকল জীবই কি) অবতার* ? অবশ্যই ক, খ, গ যুক্তিতে তিনি সকলেই (মানব ও জীবে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; কিন্তু বিশেষভাবে অবতীর্ণ হন নাই। এই বিশেষ-ভাবে অবতারের বিষয় "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে স্বর্গাদি লোক হইতে সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্ত পুরুষের যে অবতরণ উক্ত হইয়াছে, তাহাই। সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কৃষ্ণকর্ম্ম হইতে মন্দসত্ব (মলিন ভাবাপন্ন); বিশেষ ভাবাপন্ন মানুষের শুক্লকর্ম্ম (তপস্যা, স্বাধ্যায়, সমাধি সাধন) দ্বারা অন্তঃকরণের যে বিভূতি (ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য) তাহা সাধারণ মানুষেও অপর জীবে নাই, সুতরাং তাহারা অবতার পদবাচ্যই নহে, যখন এই সংসারে পাপ বহুল হয়, মানব ও জীব জগৎ নানাপ্রকারে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন করুণা পরবশ হইয়া উর্দ্ধলোক হইতে কোন মুক্তাত্মা, জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আসিয়া থাকেন।† সকল দেশে সকল জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐরূপ পুরুষের আবির্ভাব হয়। বিভূতির তারতম্যানুসারে কে ভক্ত, কেহ অংশ এবং কেহ বা পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। যে যে মহাপুরুষে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য

---

* যেরূপ সামান্য ভাবে সকল পদার্থেই সূর্য্য কিরণ বিকিরণ করিলেও সকল পদার্থ হইতে সূর্য্য প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, দর্পণাদি হইতেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিশেষ ভাবই (মুক্ত পুরুষ বা ঈশ্বরের প্রতিফলন) বিশেষ জীব শরীর হইতে হয়, সকল মানব (বা জীব) শরীরে হয় না।

† "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থ এই অবতার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য॥ এই গ্রন্থ ২০ প্রস্তাব ১৭।১৮ পংক্তি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, এইখানে অবতারকে ছোট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরে ও সাজুয্য মুক্ত পুরুষে কোন ভেদ নাই। ঐ অবস্থা স্ব স্বরূপে অবস্থিতি ; অতএব পূর্ণই প্রকৃতিযোগে অবতীর্ণ হন। ঐ পূর্ণ কেবল, অখণ্ড ও একরস, অর্থাৎ সৎ চিৎ মাত্র ; এই "সৎ চিৎ" মাত্রকেই নিখিল আর্যশাস্ত্র এবং শ্রুতি পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আর ঐ স্ব স্বরূপাবস্থিতি (সাজুয্য মুক্ত পুরুষ) ভেদরহিত একই সত্তা (সৎ চিৎ) মাত্র ; অতএব সাজুয্য মুক্ত পুরুষ অবতরণ ও পূর্ণব্রহ্ম অবতরণ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সমাধি সাধন (ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ) প্রয়োজন হয়। কেবল তর্ক যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা বিজ্ঞান হয় না। উপনিষদের পূর্ণ ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সাংখ্যের মুক্ত পুরুষও নির্গুণ। সাংখ্যমতে ঐ নির্গুণ পুরুষ অবতীর্ণ হন না। সগুণ ঈশ্বর (প্রকৃতিযুক্ত পুরুষ বিশেষ) সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত এবং তিনি অবতীর্ণ হইতেও পারেন ; ইহাই সাংখ্য ও যোগমত।

সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার (অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্ত পুরুষ আসিয়াছিলেন)। কে ভক্ত, কে অংশ, এবং কেইবা পূর্ণ জানিবার আর এক উপায়, আমরা কেহই অতীত কালের কোন মহাপুরুষ বা অবতার দেখি নাই, যেরূপ অতীত কালের সম্রাট্গণের মধ্যে কে ছোট কে বড় স্থির করিতে হইলে, ইতিহাসের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সেইরূপ অতীত কালের মহাপুরুষ ও অবতারগণের জীবনী ও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের তুলনা করিলে রাদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঐজীবনী লেখক ঐতিহাসিকগণ অনেক সম্রাট, মহাপুরুষ এবং অবতারের চরিত্রকে স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া নির্ম্মল চরিত্রও মলিন, এবং হীনচরিত্রও পবিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কারণে মহাপুরুষ বা অবতারের প্রকৃততত্ত্ব কি করিয়া বুঝিব? কোন উদার নিরপেক্ষ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানী পুরুষ, যিনি প্রকৃতভাবে অনুভব করিয়া সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মচক্র পরিবর্ত্তক মহাপুরুষ এবং অবতারগণকে সমভাবে দেখেন, তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কে ভক্ত, কে মহাপুরুষ, কে অবতার কে অংশ বা পূর্ণ স্থির করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, যদি মহাপ্রভু চৈতন্য অবতারই হন, তবে তাঁহার সমদৃষ্টি কৈ? কোন সময় তাঁহার কোন ভক্ত (মুরারী) "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বলাতে, তিনি তাহার ভাতে প্রস্রাব করিয়া দিয়া ছিলেন, এই কি মহাপুরুষ বা অবতারের লক্ষণ? ইহার উত্তর, যাঁহার "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য জ্ঞান হইবে, তাহার সুখে দুঃখে, শুভাশুভে, শীতোষ্ণে, মানাপমানে, বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান হইবে, তাহা যাঁহার না হইয়াছে তিনি যদি ঐ মহাবাক্যোচিত কপটচারী হন, তাঁহারে ভয়াবহ পরধর্ম্মের চর্চ্চা করা হয় নাকি? "আমি সেই ব্রহ্ম," "আমাকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না," এই দোহাই দিয়াও অনেকে গীতার অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দোহাই দিয়া, কত পাপ ও কদাচার করিতেছেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই ব্যভিচার নিবারণের জন্যই মহাপ্রভু ঐরূপ আচরণ (অর্থাৎ ভক্তকে শাসন) করিয়া ছিলেন। ছোট হরিদাস বর্জ্জন এবং গোবিন্দ ঘোষ বর্জ্জনও ঐরূপ সন্ন্যাস ধর্ম্মে যে ব্যভিচার হইতেছিল, তাহার শাসন। সন্ন্যাসী অষ্টমৈথুন বর্জ্জন করিবেন, সঞ্চয়ী হইবেন না। এই দুই কারণে ছোট হরিদাস ও গোবিন্দ ঘোষ বর্জ্জিত হইয়াছিলেন; এজন্য অনেকে মহাপ্রভুর উপরে "তিনি নির্দ্দয়" বলিয়া দোষারোপ করেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসের কঠোর বিধি অনুসারে তিনি যথাযথ কার্য্যই করিয়া ছিলেন। ঐরূপ লোক শিক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ছিলেন। আবার অনেকে মহাপ্রভুর উপরে দোষারোপ করেন যে, তিনি কাপুরুষের ও ভীরুর "হরি বোলা" ধর্ম্মোপদেশ দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আমাদের সাহস বীর্য্যহীন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, তিনি যখন প্রাণ ভরিয়া "হরি" বলিয়া ছিলেন, তখন বনের হিংস্র ব্যাঘ্র ও বীজলি খাঁর ন্যায় দুর্দ্দমনীয় পাঠানও উন্মাদ হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তোমরা সেইরূপ প্রাণ গলাইয়া সদ্ভাবে হরি বল দেখি, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব হও দেখি, সর্ব্বত্র অভয়-

পাইবে, তোমার যে ভীষণ শত্রু সেও তোমার বশীভূত হইবে। কাহারও মতে মহাপ্রভু যদি অবতারই হন, তবে দিবারাত্র "হরি হরি" বলিয়া পাগলের মতন কাঁদিতেন কেন? ভগবদ্‌বিরহে যে আক্ষেপ তাহা ভক্তেরই হইয়া থাকে? ইহার উত্তর, মন্দসত্ত্ব দুর্ব্বল মানুষকে তাহাদের উপযোগী যুগধর্ম্ম (ভক্তিমার্গ) শিক্ষা দিবার জন্যই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। আমাদের সদাকাল বাহ্য বিষয় সঙ্গ অভ্যাস থাকাতে, ইন্দ্রিয়াদির (অন্তঃকরণের) বহির্মুখীবৃত্তি চলিতেছে; যাবৎ মনের একাগ্রবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরে নিরোধ অভ্যাস না করিবে, তত্ত্বজ্ঞান (আত্মতত্ত্ববোধ) হইলেও ঐ ইন্দ্রিয়াদি মন পর্য্যন্ত উহার অন্তরালে অবকাশ পাইলেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে না কি? তখন সাধকের কি করা উচিত? হয় অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা নিরোধ সমাধি (চিত্তের লয়) আনয়ন কর, আর না হয়

দিনরাত্র ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ও মননাদি দ্বারা মনের সমতা (ঈশ্বরে একাগ্রতা) আন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পাদাদি বাহ্যবিষয় (ঐহিক সুখের) ব্যাপারে নিযুক্ত না করিয়া কোন মহাপুরুষের বা অবতারের বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা ভাল নহে কি? আমাদের হস্তকে বল, হস্ত, তুমি সেই ভূতভাবন ভগবানের উদ্দেশ্যে চন্দন পুষ্প ধূপাদি অর্পণ কর *। পদ, তুমি তাঁহার উদ্দেশ্যে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ কর। কর্ণ, তুমি সেই পরমগুণময়ের গুণ ও নামই শ্রবণ কর। জিহ্বা, তুমি সেই পরম রসাল করুণাময়ের গুণরাশি (স্তুতি) কীর্ত্তন করিয়া নিজে কৃতার্থ হও ও অন্যকে ঐ গুণকীর্ত্তন শুনাইয়া কৃতার্থ কর। চক্ষু, তুমি তাঁহার পরম ভাবব্যঞ্জক মোহন মূর্ত্তি (এই বিশ্বরূপ ছবি) দর্শন করিয়া নিজেকে সার্থক কর, এবং অন্য ভক্তদের ঈঙ্গিত কর যে, এই ত্রিভুবনময় চিত্রই তাঁহার ভাসা, ইহাই তোমার অন্তরাত্মার মনোমুগ্ধকর আলেখ্য = (বিশ্বরূপ) †। যিনি দিনরাত্র এই ভাবে থাকিতে পারেন, তিনি অসামান্য অলৌকিক পুরুষ নহেন কি? মহাপ্রভু এই অলৌকিক ভাবই শিক্ষা দিয়াছিলেন। অধিকারী (ব্যক্তি সমূহ) ভেদে মানবের সহন শক্তির (ধৈর্য্যের) মাত্রানুসারে সময়ে সময়ে (যুগে যুগে) সাধনের কঠোর নিয়ম বদলাইয়া যায়। ‡ সাধন সুগম, সরস ও কোমল ভাবাপন্ন করিবার জন্য মহাপ্রভু

---

* এ বিষয়ে বৌদ্ধ ও রোম্যান্‌ক্যাথলিকগণ ভাল, ঐরূপ হিন্দুর মতন ঈশ্বরোদ্দেশে পুষ্প ধূপাদি অর্পন করেন। মুসলমানগণও ঐরূপ অনুষ্ঠান করেন॥

† মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল জল ও নীলাকাশাদি দর্শন করিয়া সমাহিত হইতেন। ভাবুক ভিন্ন অন্যে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

‡ যুগে যুগে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন হয় কি না, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন নহে কি?—তবে কোন্ মতে কি পরিমাণ সত্য আছে বিচার্য্য। ফল কথা কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত নহে; যিনি যাহা ধরিয়া আছেন, তাহা ধরিয়া সমাহিত হইতে (চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ করিতে) পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বের সহিত (পূর্ণব্রহ্ম—সৎ চিৎ মাত্র

চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভগবৎপ্রেম ভক্তির উৎস হইতে নাম সংকীর্ত্তনরূপ স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদিষ্ট এই ভক্তিমার্গ সনাতন মার্গ; "শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র", "পরভক্তি সূত্র" প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভু ঐ ভক্তিমার্গের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন মাত্র, কোন নূতন মত চালান নাই; অতএব হিন্দুমাত্রেই (যদি অনুকূল হয়) ইহা কেন না অবলম্বন করিবেন? ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, আমরা সকল হিন্দু সমাজকে নিজ নিজ মত (ইষ্ট=দেবদেবী) ছাড়িয়া 'চৈতন্য ভজা' 'হরিবোলা' হইতে বলিতেছি। যে হিন্দুসম্প্রদায়ের (হিন্দু কেন, যে কোন সম্প্রদায়ের) যে দেব, দেবী ইষ্ট, তিনি সেই ইষ্টেরই এই (মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট) ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া নাম সংকীর্ত্তন ও ধ্যানাদির (হরিকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন, খৃষ্টান যীশুগুণ কীর্ত্তন, ইস্‌লাম খোদার কীর্ত্তন, (যে ভাব যাঁহার প্রিয়) স্রোতে নিজ শরীরকে (বাহ্যইন্দ্রিয়াদি) প্লাবিত করুন ও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্লাবিত করান, তাহা হইলে নিজ নিজ অন্তর্জগৎও আপ্লুত হইবে। অন্তঃকরণের একাগ্রতা=(সমাধিনিষ্ঠ চিত্ত পরিণাম) আসিবে, মন বিষয়বাসনা হইতে উপরত হইবে। এই "ভক্তিমার্গ" কত সহজ ও কোমল, কত শীঘ্র মানব হৃদয় ভগবদ্‌ভাবে গলিয়া যায়, যাঁহারা একবার ইহা অনুষ্ঠান করিয়া সেই প্রেম উৎসের কণামাত্র সুধারস আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা একবার সেই বিশ্বনাথের নামেও প্রেমে গলিয়াছেন, যাঁহাদের চক্ষে একবার প্রেমাশ্রু দেখা দিয়াছে, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন !!!

এই "ভক্তিমার্গ" প্রবলাগ্নি, ইহার দ্বারা সহজে লৌহের ন্যায় কঠিন, মলিন পাপপূর্ণ মানব হৃদয় গলিয়া ঢলঢলে স্বর্ণের ন্যায় হয়; তখন তাহা যে ছাঁচে ঢালিবে, সেইরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞান রূপ চিত্র উজ্জ্বল ভাবে ঐ গলা সোনাতে (চিত্তে) অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইজন্য জ্ঞানকেও চতুর্থভক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়েরই এই ভক্তিমার্গের নাম সংকীর্ত্তন =(উচ্চস্বরে ভগবানের উপাসনা বা প্রার্থনা) বিধিবদ্ধ আছে, বৌদ্ধগণও (যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না) এই সংকীর্ত্তন (গাথাদি) গান করিয়া থাকেন। তাই বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুশাস্ত্র শ্রীশ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তন বিধি দিয়াছেন, এবং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়া এই কলিযুগে মানবের মলিন ধর্ম্মভাব দেখিয়া "নাম সংকীর্ত্তন" আরও বিশেষ ভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের মতে স্থূল সূক্ষ্মাদি পদার্থের বিদ্যমানতা নাই,

---

=পুরুষ) মিলন হইবে। এই জন্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্যই নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, যাঁহার যেটী অনুকূল তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। আজ তোমার যে ধর্ম্মভাব আছে, কালই তাহা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তন তাবৎ চলিতেছে ও চলিবে যাবৎ চিত্ত একাগ্র নিরুদ্ধ হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব (পূর্ণব্রহ্ম= সৎ চিৎ=পুরুষ) সাক্ষাৎকার না হইবে।

এক মূলাশক্তি (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) ঐ স্থূল সূক্ষ্মাদি দ্রব্যে সদা পরিবর্ত্তিতা (প্রচলন দ্বারা) হইতেছেন। পাশ্চাত্য মতেও উহা স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ matter বলিয়া কোন স্থূল পদার্থ নাই, এক মূলকারণের ভিন্ন ভিন্ন প্রচলনই মহাভূতাদি (vortex theory)। ঐ উভয়মতোক্ত প্রমাণ আশ্রয় করিয়া স্থির হইতেছে যে, মহাপ্রভুর ভূত জয় হইয়াছিল; ৺পুরীধামে মহাপ্রভুকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া ভক্তগণ সকলে দ্বারদেশে প্রহরির কার্য্য করিতেছিলেন, প্রাতে সকলে উঠিয়া ঐ গৃহের দ্বার খুলিয়া দেখেন যে, তিনি ঐ গৃহে নাই, দ্বার পূর্ব্ববৎ বদ্ধই আছে; অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহাকে পুরীর ভিতরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পাওয়া যায়। কখন কখন মহাপ্রভুর শরীর ভাবাবেশে ৭।৮ হস্ত লম্বা হইয়া যাইত। নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বনের হিংস্র পশু ব্যাঘ্রকেও নাচাইতেন। তাঁহার তিরোভাব হইলে, তাঁহার স্থূল শরীর পাওয়া যায় নাই, অদৃশ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তিতে তাঁহার স্থূল দেহ মিলাইয়া গিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনা অনেকে হাসিয়া উড়াইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল ঘটনা হিন্দু দার্শনিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সাইকোলজিষ্ট (আত্মতত্ত্ববিদ্) গণের মত আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। দার্শনিকের মতে আমাদের মনই স্থূল শরীর প্রভৃতি চালাইয়া থাকে, স্থূল শরীরও ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীন হইয়া কার্য্য করে, মন ইহাদের যে কোন ভাবে চালাইতে পারে। বেদান্ত মতে ভাবনাময়ই (idealism) জগৎ। যোগ দর্শনের মতে এই স্থূল শরীরকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মভাবে কঠিন লৌহময় গৃহ, যাহার একটী দ্বার বা ছিদ্র (প্রবেশ পথ) নাই, তাহার ভিতরে লইয়া যাওয়া যায়, বায়ু, জল, সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতিতে স্থূল দেহকে পরিণত করা যায়, ইহা যিনি করিতে পারেন, তিনি ভূতজয়ী যোগীশ্বর। এই সূক্ষ্মচিত্ত পরিণাম Psycchic locomotion পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ (Psychologist)ও স্বীকার করেন, পাশ্চাত্য Psychologist বলেন, "Psychic locomotion so—far in advance of the movement of even the swiftest motor car seems as hard to belive as was the first news of marcanis wireless telegraphy. But the writer has his theory to offer He says :— It may be asked how is possible that an organised being can become desolved, so as to pass through solid wall, and be rematerialised again ? —It seems that for the purpose of solving this question we should understand the mystery of matter and force. We should then perhaps find that we are ourselves an organism of forces composed of vibration of ether upon so law a scale as to appear as. What we call "matter" and that mattor and force esentially one and the samething. We know that the highest may control the lower tho active the passive.

Mind can contiol the body and spirit the emotions of the mind, If our spirituality were *fully developed there is no reason why we should not* be able, by the power of our spiritual will to change the vibrations of which our material body is composed and send them as "organised *force*" guided by our thought, to any part of the world.

We know that the influence of mind gradually changes that physical body *; perhaps if our mental force were stronger great changes in our physical constitution might be produced at will and certain things which now are regarded as impossible would be found to be perfectly natural:"

অতএব এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া বুঝিবে যে,মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দ্বারা ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না ? মহাপ্রভু তিরোভাব কালে স্থূলশরীর ঐ ভূতজয়ী শক্তি প্রভাবে মহাভূত বা দারুময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ মূর্ত্তিতে লয় করিয়াছিলেন, এ কোন বিচিত্র কথা ? এইরূপ মহাপুরুষকে তোমরা কি বলিবে ? ভগবদ্ ভক্ত না ভগবানের পূর্ণাবতার (সাযুজ্যমুক্ত পুরুষ) ? ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, প্রভুযীশু, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি যত মহাপুরুষ বা অবতার যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই কোন না কোন অলৌকিক শক্তি থাকা স্বীকৃত আছে ; অতএব তাঁহারা সকলেই অসামান্য পুরুষ নহেন কি? কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাড়িত শক্তি সঞ্চার (mesmerism) দ্বারা ঐরূপ অনেক অলৌকিক কার্য্য করা যায়, সুতরাং মহাপ্রভু যে ঐ শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাঁহার ভক্তগণকে অদ্ভুত ঘটনা দেখান নাই তাহার প্রমাণ কি ? এত আমাদের স্বমতের কথাই হইল, ঐ মনঃশক্তি প্রভাবে. শক্তি সঞ্চারক নিজ মনের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিয়া দর্শকের মন ও বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি অভিভূত করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করাইয়া লয়েন বা দেখান, সেইরূপ সকল মহাপুরুষের বা মহাপ্রভু চৈতন্যের আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তির আধিক্য ছিল বলিয়াই তিনি নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়ও স্থূলভূতের প্রচলন (সাংখ্যোক্ত অভিমান ও অস্মিতা) পরিবর্ত্তন করিয়া স্থায়ীভাবে ভক্ত দর্শকগণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইয়া বা করাইয়াছিলেন। তবে (mesmeriser) আমাদের মত সামান্য শক্তি সম্পন্ন বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্পাদন করিতে পারেন, আর যোগী বা মহাপুরুষ বা অবতার ঐশ্বরিক

* মনের এই শক্তি প্রভাবে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ষড়্ভুজ ধারণ করিয়া ছিলেন। অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। নহুষ রাজা কৃকলাস হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ বহু ঘটনা বিবৃত আছে ॥ সত্ত্বগুণের প্রবলতা হইতে—মানবের স্থূল শরীর দেবত্বে পরিণত হয়। এবং তমোগুণের চরমাবস্থায় নিরয়যোনী (কৃকলাসাদি) হয়।

ভাবাপন্ন বলিয়া মহাভূতেরও প্রচলন (ভূতাভিমান) বদলাইয়া দিতে পারেন। অতএব ঐ পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হইল। একটী নবীন ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "চৈতন্যোপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম আমাদের বল, বীর্য্য নষ্ট করিয়াছে," একথা আমরাও স্বীকার করি, অর্থাৎ বর্ত্তমান বৈষ্ণব বাবাজীরা (নেড়ানেড়ীর দল) তাহাই বটে। তাহারা নাম মাত্র বৈষ্ণব, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করেন না। কালে সকল ধর্ম্মেরই ব্যভিচার হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব, তাঁহার সিংহের ন্যায় বিক্রম। তিনি অহিংসা ধর্ম্মপালন দ্বারা সকলের নিকট অভয় প্রাপ্ত হন। মহাভারতাদিতে যে সকল প্রকৃত বৈষ্ণব রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বিক্রমে একদিন ভারত স্তম্ভিত হইয়াছিল। যথা হংসধ্বজ রাজা প্রভৃতি। যে থরধার কৃপাণ ও রাইফেলের গুলিতে বনের ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্র বশীভূত হয় না, সে গুলি খাইয়াও আক্রমণকারী গোলন্দাজকে নিপাত করে; একজন বৈষ্ণব চূড়ামণি উচ্চ হরিনাম করিয়া ঐ ব্যাঘ্রকেও বশীভূত করিয়া ছিলেন। সেই বৈষ্ণব চূড়ামণি * কে? সকলেই জানেন। দুর্দ্দান্ত পাঠানও সেই হরিনামে বশ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যদি তুমি প্রকৃত চরিত্রবান্ বৈষ্ণব হও, কেহ তোমার তেজকে দমন করিতে পারিবে না। সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাদের হীনপ্রভ করিয়াছে যাঁহাদের ঐ ধারণা আছে, তাঁহরা তাহা ভুলিয়া যান।

১৯। শেষ কথা, কোন এক কেন্দ্রে = বাহ্য বা আন্তর বিন্দু = মূর্ত্তি — নাম, রূপ, গুণে সাধকের মন কেন্দ্রীভূত — (একাগ্র হইলেই) ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইহার একটী সামান্য উদাহরণ, তাড়িত শক্তি সকল স্থানেই আছে, কিন্তু কোন স্থানে কেন্দ্রীকৃত হইলেই বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ হয়; সেইরূপ সাধকের মন একাগ্র হইলেই প্রকৃত পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

২০। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, যে দিন সমগ্র ভারতবাসী ও সসাগরা পৃথিবীর লোক, ক্ষুদ্র জাতিভেদ ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব ভুলিয়া গিয়া "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপাদপের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবেন, (সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিবেন ও আচরণ করিবেন, সেই দিন আবার ভারতে ও পৃথিবীতে শুভদিন আসিবে; হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ একবারে পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে। ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ এবং ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের (জীবে দয়া * *) প্রচার করিয়া ছিলেন, যাহাতে জীবের অশেষ কল্যাণ ও শান্তি সাধিত হইয়াছিল। আজও ৺ পুরীধাম এই ভেদ রহিত সাম্যধর্ম্মের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে †। হায়! আবার সেই দিন কি

---

* মহাপ্রভু॥

† এক অন্নসত্রে ৺ জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ সকল বর্ণই একত্রে ভক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু হায়! মূল উদ্দেশ্য "সার্ব্বভৌমিক" ধর্ম্ম = অভেদাত্মজ্ঞান সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন!!!

ভারতে আসিবে !!! ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য এই দ্বিভুজ শরীরে অভিমান পরিবর্ত্তন করিয়া ষড়্ভুজ হইয়া ছিলেন, এবং যাঁহার পার্ষদগণেরও অসামান্য প্রেম উৎস ছুটিয়াছিল, * তাঁহাকে নিশ্চয় ভূতজয়ী যোগীশ্বর (সাযুজ্য মুক্ত = পূর্ণ) বলিতে হইবে। যে যে মহাপুরুষের ভূতেন্দ্রিয় জয়ের (পঞ্চমহাভূতের অভিমান পরিবর্ত্তন) উল্লেখ আছে, যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তিনি আসুন না কেন ? তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে॥ যেহেতু এই ভূতাভিমান (=জীবিতাবস্থায় স্থূল শরীরের অভিমান) পরিবর্ত্তন সামর্থষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বরেরই আছে, জীবের নাই ।।

সমাপ্ত।

BENG 22 FEB 1910 WRITERS' BUILDINGS

* মহাপ্রভু গুণ কর্ম্মানুসারেই ("চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্ট × × × × গীতা") ব্রাহ্মণেতর বর্ণকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছিলেন। এই গুণকর্ম্ম হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। তাহার একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে) দিতেছি, "শ্রীচৈতন্য দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত, তাহা ভক্ত ব্যতীত অনুভব করিতে পারেন না। শ্রীবাস আঙ্গনে নৃসিংহরূপ দেখান এবং জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন, তাঁহার প্রিয় পার্ষদ বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ইঁহার নদীয়ার অন্তঃপাতী অব্না গ্রামে বাস, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, নীলাচলে প্রভুসঙ্গে বাস করিতেন, দিগ্বিজয় পণ্ডিত জয় করিয়া কবীন্দ্র উপাধি পান, তার পর প্রভুর আজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার অন্তর্গত সানেড়া গ্রামে বাস, বহুতর শিষ্য করিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ সেবা স্থাপন করেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশের ব্যক্তিগণ ঐস্থানে ও অন্যত্রও বাস করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ বংশস্থিত ব্যক্তিগণ বুক চিরিয়া উপবীত দেখাইয়া ছিলেন এবং উহাঁদের মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বলদেব ও কবীন্দ্র প্রভুর সেবা স্থাপন আছে।" ঐ বংশের শ্রীযুক্ত মোহান্ত শশীমোহন গোস্বামী নামক জনৈক ভাগবত এক্ষণে ৺ নবদ্বীপধামে বাস করেন। বুক চিরিয়া উপবীত দেখান কোন্ বিচিত্র কথা।। ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানানুমোদিত। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, নির্লোমবিষ্ণু দাস আর গঙ্গাদাস এসবার সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে বাস।" যে দ্বিজ বৈশ্য জাতীয় সুবর্ণবণিকদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজ ঘৃণা করেন, সেই সুবর্ণবণিকের রাজা উদ্ধারণ দত্তকে মহাপ্রভু দ্বাদশ গোপালের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-স্থান সপ্তগ্রামে সংপ্রতি বৈশ্য-সমিতি (সুবর্ণবণিকগণ) মহা উৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ দাস বড়াল তথায় এক মন্দির দিয়াছেন।

† ঐ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষ বিশেষই সাংখ্যের প্রকৃতিসংযুক্ত পুরুষ। সগুণ ঈশ্বর।

পরিশিষ্ট।

১। নির্গুণ পূর্ণব্রহ্মের অর্থাৎ সৎ চিৎ মাত্রের বা সাংখ্যের কেবল পুরুষের সত্তাবলম্বন করিয়া প্রকৃতি সংযোগে যাবতীয় পদার্থ ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরও ঐ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগজ; তাই ঐ নির্গুণ পূর্ণব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবানের পূর্ণাবতার।

২। অতএব সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ গ্রন্থে সাযুজ্য মুক্ত পুরুষই ভগবানের পূর্ণাবতার হন বলাতে যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই দেখি না। ইতি।